ANNUAL REPORT 2024

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ANNUAL REPORT 2024



DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

সূচিপত্র

১. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালনা পর্ষদ ২০২৪ ০৪

২. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ ০৭

৩. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন-২০২৪ ০৮

৪. Highlights 2024 ৭৮

৫. অডিটকৃত হিসাব বিবরণী ২০২৩-২৪ ৮০

৮. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সাবেক সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং সহ-সভাপতিবৃন্দ ৯৯

৮. ২০২৪ সালে যাদের আমরা হারিয়েছি ১০৩

৯. ঢাকা চেম্বারের স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ যাদের আমরা হারিয়েছি ১০৪

৭. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ১০৯

১০. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর উল্লেখযোগ্য ঘটনাপুঞ্জী ২০২৩-২৪ ১১৮

১১. ডিসিসিআই'র বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত ১৩৩

১২. বিভিন্ন কমিটি/সংস্থাসমূহে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি ১৮২

১৩. ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটি সমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার ১৮৫

১৪. DCCI Business Institute (DBI) ১৯৯

১৫. DCCI Business Institute (DBI) College ২০৩

১৬. ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ২০৪

১৭. Trade Facilitation ২০৮

১৮. সংবাদপত্রে ডিসিসিআই ২২০

১৯. ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাব সমূহ ২২৮

২০. দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের কাছে পেশকৃত ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাব ২৪৮

২১. ডিসিসিআই আয়োজিত সেমিনার/ওয়েবিনার/ফোকাস গ্রুপ আলোচনা/ওয়ার্কশপসমূহের সুপারিশমালা ২৭৫



ASHRAF AHMED
PRESIDENT
DHAKA CHAMBER OF COMMERCE &
INDUSTRY (DCCI)

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ ২০২৪



আশরাফ আহমেদ
সভাপতি



মালিক তালহা ইসমাইল বারী
ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি



মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী
সহ-সভাপতি



ব্যারিস্টার মোঃ সামীর সাত্তার
পরিচালক



ইঞ্জিঃ এম এ ওয়াহাব
পরিচালক



কামরুল হাসান তুহিন
পরিচালক



এম মোসাররফ হোসেন
পরিচালক



মোঃ আব্দুল মান্নান
পরিচালক



মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন
পরিচালক



মোঃ সালিম সুলাইমান
পরিচালক



মো: সিয়াম আল-দ্বীন মালিক
পরিচালক



মোহাম্মদ সাইফুর রহমান সাইফ
পরিচালক



নাঈমুর রহমান
পরিচালক



রাজীব এইচ চৌধুরী
পরিচালক



এস এম গোলাম ফারুক আলমগীর (আরমান)
পরিচালক



সাইফ উদ্দৌলাহ
পরিচালক



সৈয়দ মামনুন কাদের
পরিচালক



তাসকীন আহমেদ
পরিচালক

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ ২০২৪



সামনের সারিতে (বাঁ থেকে): মোঃ সালিম সোলায়মান, মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন, তাসকীন আহমেদ, মালিক তালহা ইসমাইল বারী, আশরাফ আহমেদ, মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী, মোঃ আব্দুল মান্নান, রাজীব এইচ চৌধুরী এবং এস এম গোলাম ফারুক আলমগীর (আরমান)।

পিছনের সারিতে (বাঁ থেকে): ইঞ্জিঃ এম এ ওয়াহাব, নাঈমুর রহমান, সাইফ উদ্দৌলাহ, এম মোসাররফ হোসেন, কামরুল হাসান তুহিন, মোঃ সিয়াম আল-দ্বীন মালিক, সৈয়দ মামুনন কাদের এবং মোহাম্মদ সাইফুর রহমান সাইফ।

ছবিতে অনুপস্থিত : ব্যারিস্টার মোঃ সামীর সাত্তার।

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
Dhaka Chamber of Commerce & Industry

The Best of Bangladesh is Business®

ডিসিসিআই/প্রশাঃ/এজিএম/২০২৪/৮৬০ ২৪ নভেম্বর, ২০২৪

ডাক প্রত্যায়িত

নোটিশ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ৩০, ৩১ এবং ৩৯ ধারা মোতাবেক এবং কোম্পানী আইন ও টিও রুলস-এর আলোকে চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণের সদয় অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচি সম্পন্ন করার নিমিত্তে অত্র চেম্বারের ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী **১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ (৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ) রবিবার, বিকাল ০৩-৩০ টায়** ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে ("ঢাকা চেম্বার ভবন", ৬ষ্ঠ তলা, ৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০) অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচিঃ

১। ২০২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

২। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Audit Report) অনুমোদন;

৩। ২০২৫, ২০২৬ ও ২০২৭ সালের পরিচালক এবং ২০২৫ সালের জন্য সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

৪। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক (Auditor) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণকে এ বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

আফসারুল আরিফিন
মহাসচিব

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন-২০২৪

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর
সম্মানিত সদস্যবৃন্দ
সম্মানিত প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ এবং ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ
পরিচালনা পর্ষদে আমার সহকর্মীবৃন্দ
চেম্বারে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ
ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ

আসসালামু আলাইকুম,

ডিসিসিআই' পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগতম।

২০২৪ সালে বিশ্ব বাণিজ্যকে ঘনীভূত ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা, উচ্চ সুদহার এবং আশানুরূপের চাইতেও ধীরগতির অর্থনীতির মত বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখে আমাদেরকে পড়তে হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-এর মতে গত বছর উল্লেখযোগ্য মন্দার পরও পণ্য বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ২.৬ শতাংশ। এই নিয়ন্ত্রিত প্রবৃদ্ধি, পূর্ব ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের প্রতিফলন, যা কিনা বিশ্বব্যাপী স্বাভাবিক জ্বালানি ও খাদ্যপণ্য সরবরাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুয়েজ খাল এবং কৃষ্ণ সাগরে জাহাজ চলাচলের পথে সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যাঘাতের কারণ। এ বিষয়গুলো রাজনৈতিকভাবে বিভাজিত অঞ্চলগুলোতে বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস এবং বিভিন্ন অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি বাড়াতে ভূমিকা পালন করেছে।

বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি নিয়ে আইএমএফ-এর পূর্বাভাস কিছুটা স্থিতিশীল মনে হলেও সেটি আশাব্যঞ্জক নয়, ২০২৪ সালের জন্য যা ৩.২% এবং ২০২৫ সালের জন্য কিছুটা বেড়ে ৩.৩% প্রাক্কলন করা হয়েছে। এই পরিমিত দৃষ্টিভঙ্গি মূলত প্রধান প্রধান বাজারে ধীরগতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত, যেমন: চীনের বাজার অন্যতম, যেখানে আমদানি ও রপ্তানি উভয়ই হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ১২.৪% এবং ১৪.৫% হারে। সম্ভাবনাময় এবং উন্নত অর্থনীতির বাজারগুলোতে এ ধরনের পরিস্থিতির সুদূর প্রসারী প্রভাব রয়েছে, যা কিনা স্বাভাবিক বাণিজ্যিক প্রবাহকে বাঁধাগ্রস্থ করতে পারে।

বিশ্বব্যাংক সমীক্ষা করে দেখেছে যে, কেবলমাত্র যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক বাণিজ্য ১% হ্রাস পেয়েছে, বৈশ্বিক জিডিপি ০.৭% কমেছে এবং নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে জিডিপি কমেছে প্রায় ১% হারে। আইএমএফ ধারণা করছে যে, ধীরগতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উঠতি এবং উন্নত বাজারগুলোতে বাণিজ্যিক প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। চলমান ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, ইসরাইল-ফিলিস্তিন-লেবানন সংঘাত এই অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে আরও ঘনীভূত করেছে, বৈশ্বিক জ্বালানি এবং খাদ্যমূল্য বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও 'ছায়া সংঘাত' এবং পরোক্ষ কৌশল যেমন সাইবার ও তথ্যভিত্তিক যুদ্ধ বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে আরও প্রভাবিত করেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জের কারণে ২০২৪ সালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। আমাদের অর্থনীতিতে বেসরকারিখাতের বিনিয়োগ, মূল্যস্ফীতি এবং জ্বালানি সরবরাহের সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলোর পতনের কারণে উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নয়নের সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশকে স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদে বেশ কিছু অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। ২০২৪ অর্থবছরে প্রকৃত প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয় আনুমানিক ৫.০১% যা কিনা ২০২৩ অর্থবছরের ৫.৭৮% এর চাইতে কম। তদুপরি, আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) ২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের জন্য সংশোধিত প্রবৃদ্ধি ৪.০% থেকে ৫.১% প্রাক্কলন করেছে। বিশ্বব্যাংকের অক্টোবর, ২০২৪-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ধীরগতির অর্থনৈতিক ধারা, প্রকৃত আয় কমে যাওয়া, পারিশ্রমিক হ্রাস, শিল্পে ও সেবাখাতে কর্মসংস্থান হ্রাসের কারণে ২০২২ সালে দারিদ্র্য ও অতি-দারিদ্র্যের হার ৫.৬% থেকে বেড়ে ৬.১% হয়েছে, যদিও সংস্থাটি ২০২৫ সালে অতি-দারিদ্রের হার ৭% পৌঁছাতে পারে বলে ধারণা করছে।

> অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সঙ্গে এই বাহ্যিক বিষয়সমূহ একটি সামগ্রিক চ্যালেঞ্জিং পরিবেশ তৈরি করেছে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক দূর্বলতা এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক উত্তেজনা দুয়ের সমন্বিত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে। বিশ্ব সরবরাহ শৃঙ্খলে গভীরভাবে জড়িত একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে, মার্কিন-চীন বাণিজ্য প্রতিযোগিতা, রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বন্দ্ব এবং গাজায় ও লেবাননে সাম্প্রতিক সংঘাতসহ আন্তর্জাতিক ভূ-অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের ফলে অর্থনীতি বেশ সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সঙ্গে এই বাহ্যিক বিষয়সমূহ একটি সামগ্রিক চ্যালেঞ্জিং পরিবেশ তৈরি করেছে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক জাতীয় স্থিতিস্থাপকতার জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে।

Report of the Board of Directors of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) for the Year 2024

Bismillahir Rahmanir Rahim

Distinguished Members of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)
Respected Former Presidents and Business Leaders
My Colleagues from the Board of Directors-2024
All Officials and Staff of DCCI
Ladies and Gentlemen

Assalamu Alaikum

On behalf of the Board of Directors, I am delighted to welcome you all to the 63rd Annual General Meeting (AGM) of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI).

In 2024, global trade faces multifaceted challenges from intensified geopolitical tension, high interest rate and slower-than-expected economic growth in the key regions. According to the World Trade Organization (WTO), growth in merchandise trade volume is projected at a modest 2.6%, following a significant slowdown last year. This restrained growth reflects disruptions caused by conflicts in Eastern Europe and the Middle East, both vital for global energy and food supplies, as well as supply chain disruption in critical shipping routes like the Suez Canal and Black Sea. These factors contribute to an estimated decline in trade volume between politically fragmented regions and heighten inflationary risks in various economies.

The IMF's forecast for global growth remains stable yet underwhelming, projecting a growth rate of 3.2% for 2024 and a slight increase to 3.3% for 2025. This modest outlook is largely influenced by slower economic growth in key markets, particularly China, where both imports and exports have seen significant decline of 12.4% and 14.5%, respectively. Such deceleration in China has far-reaching implications, affecting trade flow with both emerging and advanced economies.

The World Bank estimates that the war has led to a 1% drop in world trade, resulting in a 0.7% reduction in global GDP and a 1% decline in GDP for low-income countries. The slow economic growth forecast by IMF may affect trade flow with both emerging and advanced markets. This disruption is compounded by continued conflict, such as Ukraine and Russia, Israel and Palestine-Lebanon, worsen economic instability, impacting global energy and food prices. "Shadow conflicts" and indirect tactics, like cyber and informational warfare, further disrupt trade.

State of Bangladesh Economy

Due to political instability and global supply chain challenges, the economy of Bangladesh has experienced various challenges in 2024. The macro-economic indicators of our economy had to face significant hurdles due to fall in private sector investment, inflation and shortage of energy supply.

At the crossroads of LDC graduation status, Bangladesh faces intertwined challenges in both the short and medium terms. Real GDP growth is estimated to have moderated to 5.01 % in FY24, down from 5.78 % in FY23. However, the International Monetary Fund (IMF), World Bank, and Asian Development Bank (ADB) have revised Bangladesh's growth forecast to a more conservative 4.0% to 5.1% for FY25. It is worth mentioning that the extreme or lower rate of poverty has increased to 6.1% in 2024 from 5.6% in 2022 due to lower economic growth, reduction of real income, reducing wage and loss of jobs in industry and services sector reported by World Bank in October 2024 while it also forecast the extreme poverty hike to 7% in 2025.

> These external disruptions, coupled with internal political instability, have created a fragile environment, posing risks to economic growth, employment, and overall national resilience.

In recent years, Bangladesh has faced a challenging landscape shaped by both global economic vulnerabilities and domestic political tensions. As a developing nation deeply embedded in global supply chain, the economy has been significantly affected by international geoeconomic conflicts, including the US-China trade competition, the Russia-Ukraine conflict, and recent tensions in Gaza. These external disruptions, coupled with internal political instability, have created a fragile environment, posing risks to economic growth, employment, and overall national resilience.

খাদ্য নিরাপত্তা

বিশ্বব্যাপী বাঁধাগ্রস্থ পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতার সম্মিলিত প্রভাবের কারণে বাংলাদেশর খাদ্য নিরাপত্তাও কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। প্রকৃত আয় হ্রাস এবং ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস, পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির বিষয়টি স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য একটি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাপী পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে খাদ্য আমদানির খরচ বেড়েছে, অন্যদিকে, স্থানীয় খাদ্য বিতরণ নেটওয়ার্ক ঘন ঘন বিক্ষোভ ও অবরোধের ফলে অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে, এছাড়াও রয়েছে বন্যা এবং অতিবৃষ্টির প্রভাব। গ্রামাঞ্চল, যার বেশিরভাগই কৃষির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, এই সরবরাহ শৃঙ্খল বিঘ্নের কারণে বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি এবং আমদানি পণ্য বিশেষকরে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহের ঘাটতির কারণে অসংখ্য মানুষকে খাদ্য ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

তৈরি পোশাক খাতে প্রভাব

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান মেরুদন্ড তৈরি পোশাক শিল্প ছিল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত খাত। বৈশ্বিক প্রধান প্রধান বাজারগুলোতে অর্থনৈতিক ধীরগতির কারণে তৈরি পোশাক খাতে বৈশ্বিক চাহিদা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। একই সময় স্থানীয় রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং শ্রমিক অসন্তোষ, লজিস্টিক এবং পরিবহন খাতে বিশৃঙ্খলার কারণে সাময়িক বিপর্যয় বয়ে নিয়ে এসেছে, যা কিনা আন্তর্জাতিক বাজার থেকে প্রাপ্ত কার্যাদেশ প্রতিপালনে জটিলতা তৈরি করেছে। কারখানা মালিকরা পণ্য উৎপাদনের সময়সীমা পূরণ করতে হিমশিম খাচ্ছেন, যার ফলে বিশ্বব্যাপী ক্রেতাদের সাথে সম্পর্কের কিছুটা অবনতি ঘটেছে।

উপরন্তু, তুলা এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি ও আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর তৈরি পোশাক খাতের ব্যাপক নির্ভরতা, বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্নের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। ভূ-অর্থনৈতিক উত্তেজনা এই প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো আমদানির ক্ষেত্রে বিলম্ব এবং মূল্যবৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে উৎপাদন খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বিশ্ববাজারে প্রতিযোগী সক্ষম হয়ে থাকার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং সেই চেষ্টা ক্রমশ সার্থক হচ্ছে।

> বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্নের সাথে যুক্ত হয়েছে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি, যা উল্লেখযোগ্য হারে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে

উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং জীবন-যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি

বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্নের সাথে যুক্ত হয়েছে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি, যা উল্লেখযোগ্য হারে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অনেক দেশের মতই বাংলাদেশকেও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য যেমন: জ্বালানি এবং খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত হতে হয়েছে। এই মূল্যস্ফীতির চাপ, স্থানীয় রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আরও প্রকট হয়েছে, পাশাপাশি ঘন ঘন ধর্মঘট এবং সড়ক অবরোধের ঘটনা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে ব্যাহত করেছে, যার ফলে সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত হয়েছে, এমনকি পরিবহন ব্যয়ও বেড়ে গেছে। উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির ফলে সারা দেশে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ভোক্তাদের উপর একটি অতিরিক্ত চাপ ফেলেছে।

১০%-এর কাছাকাছি থাকা মূল্যস্ফীতি নিয়ে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের কাজটি বেশ কঠিন। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি, যা প্রায় ১০.৪% ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৯.৯২% পরিলক্ষিত হয়, যা গৃহস্থালী বাজেটের উপর উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যয়ে বছরে সর্বোচ্চ ১৩.৩৪% মূল্যস্ফীতি পরিলক্ষিত হয়েছে, যা ব্যক্তিখাতের খরচকে বেশ প্রভাবিত করে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। জীবনযাত্রার ব্যয় স্থিতিশীল করতে এবং ভোক্তাদের আস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য মূল্যস্ফীতির স্থিতিশীলতা অত্যাবশ্যক, যা অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

> ব্যাংক খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি ব্যাংকিং কমিশন গঠন করা হয়েছে

বিনিয়োগ ও বিনিয়োগ অর্থায়ন

মূল্যস্ফীতি, সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি এবং সরকার উন্নয়ন ব্যয় সংকোচনের ফলে বিনিয়োগ-জিডিপি'র অনুপাত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রাক্কলিত ৩০.৯৮% থেকে কমে আসবে বলে আশংকা করা যায়। এর ফলে একদিকে যেমন: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমতে পারে, তেমনি কর্মসংস্থান সৃষ্টির হারও হ্রাস পাবে বলে ধারণা করা যায়। একই সাথে নিরাপত্তা শংকা, শ্রমিক অসন্তোষ, জ্বালানি সরবরাহ এবং চলতি ঋণের প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় অনেক বর্তমান বিনিয়োগ ঝুঁকির মুখে পড়ছে। ক্রমাগত কুঋণের বৃদ্ধি একদিকে যেমন ব্যাংক খাতের তারল্য কমিয়ে বিনিয়োগ সক্ষমতা হ্রাস করছে, তেমনি ব্যাংকিং খাতের পুঁজির সংকট তৈরির ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। ব্যাংক খাতের প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে বর্তমান অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার একটি ব্যাংকিং কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এছাড়াও সরকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর একটি শ্বেতপত্র প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যদিও, বেসরকারিখাতকে পুনরুজ্জীবিত করা, স্থিতিশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ পুনরুদ্ধার এবং একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক নীতি গ্রহণ অপরিহার্য।

Food Security

Food security in Bangladesh has also been affected due to combined disruption in global supply chain and domestic political instability. Decrease in real income and purchasing capacity made it difficult for the low earning families to have access to adequate nutritious food. Worldwide rise in food price coupled with disruption in local food distribution network, frequent protests and blockades as well as floods in different parts of the country have increased the cost of imports. Due to this supply chain disruption, rural areas heavily dependent on agriculture have been mostly affected. Due to continued price spiral and shortage of essential commodity supply, many people had to face food scarcity.

Impact on the RMG Sector

RMG industry, Bangladesh's economic backbone, has been one of the hardest-hit sectors. Global demand for garments has declined as key markets face economic slowdown. At the same time, local political and labor unrest has disrupted logistics and transportation, complicating the fulfillment of international orders. Factory owners are struggling to meet production deadlines, which has led to strained relationships with global buyers.

Additionally, the RMG sector's heavy reliance on imported raw materials, such as cotton and machinery, has made it vulnerable to global supply chain disruptions. Geo-economic tensions have caused delay and price surge in importing these essential materials, leading to a rise in production cost. As a result, Bangladesh's garment industry is struggling to remain competitive in global market and has been successful in its endeavor.

> The global supply chain disruption has further compounded by rising inflation, which has significantly impacted Bangladesh.

Heightened Inflation and Cost-of-Living

The global supply chain disruption has further compounded by rising inflation, which has significantly impacted Bangladesh. Like many others, Bangladesh has been also affected by surging global prices for key commodities such as fuel and food. This inflationary pressure is worsened by local political unrest-frequent strikes, and road blockade have disrupted domestic trade, leading to supply chain interruptions and higher transportation cost. The resulting increase in production cost has been passed down to consumers, raising the cost of living across the country.

With inflation hovering around 10%, the economic recovery is a bit challenging. Food inflation, which stands at 10.4%, along with non-food inflation at 9.92% in September 2024, continues to impact household budgets significantly. Health-related cost have shown the highest year-on-year inflation at 13.34%, contributing to a cost-of-living hike that affects private consumption. The steady control of inflation is vital to stabilize the cost of living and restore consumer confidence, which, in turn, will be crucial for revitalizing economic activities.

> In order to make required reforms in the banking sector, the interim government has already established a Banking

Investment and Investment Financing

It is expected that, due to inflation, contractionary monetary policy and government development expenditure the estimated investment to GDP ratio in FY2024-25 may fall by 30.98 per cent. It is also assumed that on the other hand, the economic growth and employment may get a set-back due to this. At the same time, issues like safety measures, labour unrest, lack of energy supply and a decrease in flow of current debt may hamper the existing investment flow in the country. Increasing NPL puts a negative impact on liquidity crisis in the banks, declining investment capacity as well as creating capital shortfall in the overall banking sector. In order to make required reforms in the banking sector, the interim government has already established a Banking Commission. Besides, the government has taken an initiative to prepare a white paper on the overall economic situation of the country. However, specific targeted policy should be taken to revive the private sector as well as crate a sustainable employment generating opportunities.

বিনিময় হার এবং প্রতিযোগী সক্ষমতা

বাংলাদেশী টাকার মান ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের তুলনায় ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে ৮.৬% অবমূল্যায়িত হয়েছে, যার পরিমাণ ২০২৩ সালের অক্টোবরে ছিল ১১০.৫ টাকা। বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাসের পাশাপাশি বিদেশ থেকে প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশের মুদ্রার মান মার্কিন ডলারের বিপরীতে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। টাকার অবমূল্যায়ন আমদানিকে আরও ব্যয়বহুল করে তুলেছে এবং বিদেশি উৎস থেকে গৃহীত ঋণ পরিষেবার বোঝা বাড়িয়েছে। সাধারণ নাগরিকের জন্য এর অর্থ হলো পণ্য ও সেবার মূল্য বৃদ্ধি যা অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রলিং পেগ পদ্ধতিতে বিনিময় হার চালু করে। যার ফলে বাজারের চাহিদা এবং সরবরাহের ভিত্তিতে ধীরে ধীরে বিনিময় হার নির্ধারণে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। এই সমন্বয় পদ্ধতি বর্তমানে টাকার বিনিময় হারকে প্রতি মার্কিন ডলারের বিপরীতে ১১৯ টাকা নির্ধারণ করেছে। এই পদক্ষেপ মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থায় নমনীয়তা এনেছে, যা ব্যাংকগুলোকে এই হারের কাছাকাছি দামে মার্কিন ডলার ক্রয় এবং বিক্রয়ে সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে টাকার সামান্য অবমূল্যায়ন বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি পণ্যের জন্য প্রতিযোগী সক্ষমতা বাড়িয়েছে, যা নোমিনাল ইফেক্টিভ রেট (এনইইআর) সূচকের হিসাবমতে, ৭০.৫২% থেকে ৬৯.৩১%-এ হ্রাস পেয়েছে। ফলে ২০২৪ অর্থবছরে চলতি হিসাবের ঘাটতি ২০২৩ অর্থবছরের ১১.৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৬.৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে। আর্থিক হিসাবের উদ্বৃত্ত ৬.৮৯ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে ৪.৫৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। সামগ্রিকভাবে ঘাটতি ২০২৩ অর্থবছরের ৮.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে ২০২৪ অর্থবছরে ৪.৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের উন্নীত হয়েছে, যা ব্যালেন্স অব পেমেন্টের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক প্রবণতা নির্দেশ করে। এই উন্নতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অস্থিরতার ভেতরেও আমরা আমাদের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে চাই।

বাণিজ্য ঘাটতি এবং শিল্প সমন্বয়

বিনিময় হার স্থিতিশীলতার এই প্রেক্ষাপটে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি ১০% হ্রাস পেয়ে ২.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। রপ্তানি ২.৫% বৃদ্ধি পেয়ে ৭.১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে আর আমদানি ১.২% হ্রাস পেয়ে ৯.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২০.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। (মোট রিজার্ভ ২৪.৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হলেও বিপিএম৬ অনুযায়ী তা ১৯.৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়ন সত্ত্বেও, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সীমিত ছিল, যা ইঙ্গিত করে যে কেবলমাত্র বিনিময় হারের সমন্বয় রপ্তানি প্রতিযোগি সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অপর্যাপ্ত।

বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি উল্লেখযোগ্য নীতি পরিবর্তন, যেমন: লেটার অফ এগ্রিমেন্ট-এর বিকল্প হিসেবে লেটার অফ ক্রেডিট (এলসি) ৬০দিন পর্যন্ত স্বল্প মেয়াদী ঋণের অনুমতি প্রদান করে। এই উদ্যোগ গুলোর উদ্দেশ্য হলো: শিল্প-কলকারখানাসমূহ যাতে করে প্রয়োজনীয় উপকরণ সময়মত পেতে পারে। তবে শ্রম ও মূলধন উৎপাদশীলতা, দক্ষতার মাত্রা, প্রযুক্তিগত সংযুক্তিকরণ, ব্যবসায়িক ব্যয় এবং বিস্তৃত ব্যবসায়িক পরিবেশের মত চ্যালেঞ্জগুলোর পাশাপাশি টাকার অবমূল্যায়নের কারণে সম্ভাব্য মুনাফাকে হ্রাস করে চলেছে, এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম।

শিল্প ও উৎপাদন কর্মক্ষমতা

চলতি বছরের জুন পর্যন্ত উপাত্তে দেখা যায় যে, আমাদের বৃহৎ আকারে উৎপাদন খাত ৯.৭৫% সংকোচনের সম্মুখীন হয়েছে। তৈরি পোশাক, টেক্সটাইল এবং বেভারেজ খাতও উক্ত সময়ে নিম্নমুখী প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে, এর সাথে আরও যুক্ত ছিল সম্প্রতি ঘটে যাওয়া শ্রমিক অসন্তোষ। নিম্নমুখী এ ধারা নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে আমাদের বিশ্বব্যাপী ইতিবাচক ভাবমূর্তি ও সুনামকে প্রভাবিত করেছে, এ অবস্থা হতে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উপরন্তু, বৃহৎ আকারের শিল্প উৎপাদনের গড় কিউমুলেটিভ কোয়ান্টাম ইনডেক্স অনুযায়ী ২০২৪ সালের জুনে ২.০৮% হারে হ্রাস পেয়ে ৬.৯৮% থেকে নেমে ৪.২০% এ অবনমিত হয়েছে। বিস্তৃত অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের উৎপাদন সূচক ৬.৬৬% হারে বৃদ্ধিতে কিছুটা ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। এই ভিন্নতা ছোট উদ্যোক্তাদের বিকাশকে আরও বেশি সহায়ক করার পাশাপাশি বৃহৎ শিল্পের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তার উপর জোরারোপ করে।

বাংলাদেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই)

বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ অস্থিরতাজনিত অনিশ্চয়তা বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ার সাথে সাথে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এই ধরনের অস্থির বৈশ্বিক পরিবেশে দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে আরও সতর্ক হয়ে উঠেছে। অবকাঠামো উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এফডিআই-এর উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল বাংলাদেশে বিনিয়োগের প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে। দেশের অভ্যন্তরেও রাজনৈতিক অস্থিরতা বিনিয়োগকে আরও নিরুৎসাহিত করেছে, কারণ শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট ও রাজনৈতিক অস্থিরতা একটি অনাকাঙ্খিত ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করে।

Exchange Rate and Competitiveness

Bangladesh's currency, the Taka, has depreciated against USD by approximately 8.6% in Oct'24 compared to its value of 110.5 in Oct'23, as a result of shrinking foreign reserve and a decrease in remittance inflow from abroad. This currency depreciation has made import more expensive and increased the burden of external debt servicing. For the average citizen, this means higher price for goods and services, worsening the already difficult economic situation.

In response to these challenges, Bangladesh Bank has expanded the band of its Crawling Peg Exchange Rate System, allowing market demand and supply to play a more active role in gradually determining the exchange rate. This adjustment has led to a current exchange rate of BDT. 119.00 per USD. This move introduces flexibility into the currency exchange system, allowing banks to buy and sell USD freely around this rate.

A slight depreciation of the Taka in the first quarter of FY25 has enhanced competitiveness for Bangladeshi products in global market, as evidenced by the Nominal Effective Exchange Rate (NEER) index's decrease from 70.52 to 69.31. Consequently, In FY24, the current account deficit reduced to USD 6.51 billion from USD 11.63 billion in FY23. The financial account surplus decreased to USD 4.55 billion, down from USD 6.89 billion. Overall, the deficit improved to USD 4.30 billion in FY24 compared to USD 8.22 billion in FY23, indicating a positive trend in the balance of payments. This improvement is critical as we seek to stabilize our economy amidst fluctuating external and internal economic conditions.

Trade Deficit and Industrial Adjustment

Building on this context of exchange rate stability, Bangladesh's trade deficit has improved in the first quarter of FY25, decreasing by 10% to USD 2.75 billion. Exports saw a modest increase of 2.5% to USD 7.16 billion, while imports declined by 1.2% to USD 9.91 billion, foreign exchange reserve stood at USD 20 .5 billion. (Though Goss reserve is USD 24.86 billion, but according to BPM6 it is USD19.86 billion). Despite the significant depreciation of the BDT against the USD, export growth remained limited, indicating that exchange rate adjustments alone are insufficient to boost export competitiveness.

A notable policy change from Bangladesh Bank now permits Letter of Agreement as alternatives to Letters of Credit (LC), allowing short-term credit of up to 60 days. This measure aims to provide industries with greater flexibility in securing essential materials. However, challenges such as labor and capital productivity, skill levels, technological integration, business cost, and the broader business environment continue to undercut the potential gains from currency depreciation, necessitating comprehensive reforms.

Industrial and Manufacturing Performance

Against this backdrop, our large-scale manufacturing sector experienced a contraction of 9.75% year-on-year in June 2024. The RMG, textiles, and beverage sectors have seen declining growth, with added concerns over recent labor unrest. This decline has impacted our global reputation as a reliable sourcing hub, creating an "image problem" that requires proactive measures to rebuild international buyer confidence. Moreover, the average cumulative quantum index of large-scale manufacturing production industries decreased by 2.08%, reaching 4.20 in June 2024, down from 6.98 year-over-year. In a positive note, the production index for small, medium, and micro-enterprises rose by 6.66%, reflecting growth in these segments even amid broader economic challenges. This divergence emphasizes the need for targeted support for larger industries while nurturing the growth of smaller enterprises.

Foreign Direct Investment in Bangladesh

The uncertainty caused by both global and domestic instability has had an alarming effect on FDI in Bangladesh. As geopolitical tensions rise, foreign investors have become more cautious about committing to long-term projects in such an unstable global environment. Bangladesh, which relies heavily on FDI for infrastructure development and job creation, has experienced a decline in investment inflows. The political unrest within the country has further discouraged investment, as strikes and protests create an unpredictable business environment.

In this context, FDI remains at a very low level, hovering around 2% of GDP. The industrial sector experienced a decline of 3.7% in output growth in 2023-24, mirroring trends observed in the services sector. Together, these two

বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে, এফডিআই অত্যন্ত নিম্নমুখী, যা জিডিপি'র মাত্র ২% এর কাছাকাছি রয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে শিল্প খাতে উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ৩.৭% হ্রাস পেয়েছে, যা সেবাখাতেও একই রকম প্রতিফলিত হয়েছে। যৌথভাবে এই জিডিপিতে দুটি খাতের অবদান রয়েছে ৮৭%। বাংলাদেশের ব্যালেন্স অব পেমেন্টের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র চলতি হিসাবই নয় বরং আর্থিক হিসাবও ঘাটতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যদিও আর্থিক হিসাব নেতিবাচক দিকে যায় এর প্রভাব গিয়ে পড়বে বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভের উপর। এফডিআই প্রবাহের নিম্নমুখী প্রবনতা উত্তরণের জন্য কৌশলগত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকারকে অবশ্যই দেশ পুনর্গঠনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে জোরারোপ করতে হবে।

> রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকারকে অবশ্যই দেশ পুনর্গঠনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে জোরারোপ করতে হবে

ব্যাংকিং এবং আর্থিক খাত

সংকুচিত বাজেটের কারণে সরকারের পক্ষে এই সংকটগুলোর মোকাবেলা করার সক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অবকাঠামো, স্বাস্থ্য সেবা এবং সামাজিক কর্মসূচির মত প্রয়োজনীয় খাতে সরকারি বিনিয়োগ কিছুটা হ্রাস পেতে পারে। এর ফলস্বরূপ কিছু প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিলম্বিত হতে পারে, যা দেশের দীর্ঘমেয়াদী অগ্রগতিকে মন্থর করার পাশাপাশি নগর-গ্রামীণ উন্নয়নের ব্যবধানকে আরও স্পষ্ট করে তোলার সম্ভাবনাও তৈরি করছে।

খেলাপী ঋণ বা মন্দ ঋণ বেড়ে যাওয়ায় আর্থিক খাত ব্যাপক অস্থিতিশীলতার মধ্যে পড়ে যায়, তার সাথে আরও যুক্ত হয়েছে তীব্র তারল্য সংকট। গড় ব্যাংক ঋণের সুদ জুলাই ২০২০-এ যা ছিল ৭.৭৯% তা ২০২৩-এর একই সময়ে বেড়ে দাঁড়ায় ১৪%। নীতি সুদ হার বৃদ্ধির কারণে (সম্প্রতি ৫০ বেসিস পয়েন্ট বেড়ে ১০% হয়েছে) গড় ব্যাংক ঋণের সুদ হার ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ১১.৭০%-এ নেমে আসে। আমদানির জন্য খোলা এলসি প্রায় ১৩% কমে গেছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে যা ছিল ১০.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিষ্পত্তি ১৩.০৩% কমে দাঁড়িয়েছে ১০.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। জুন ২০২৩ সময়কালে বেসরকারিখাতে ঋণ প্রবাহ কমে দাঁড়িয়েছে ৯.৮৪% বা ১৬.৪১ ট্রিলিয়ন টাকা।

উপরন্তু, চলমান অস্থিরতার কারণে এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী সভরেন রেটিং এবং স্থানীয় মুদ্রার সভরেন ক্রেডিট রেটিংকে বিবি মাইনাস থেকে বিবি প্লাস এ নামিয়ে দিয়েছে। এছাড়াও সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও নানা ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে সরকারের ইস্যুয়ার ও সিনিয়র আনসিকিউরড রেটিং 'বি১' থেকে 'বি২' তে অবনমন করেছে আন্তর্জাতিক প্রভাবশালী রেটিং প্রতিষ্ঠান 'মুডি'স'। সেই সাথে দেশের অর্থনীতির পূর্বাভাস 'স্থিতিশীল' থেকে 'নেতিবাচক' করা হয়। মুডি'স মনে করে ঋণমান অবনমনে বৈদেশিক বাণিজ্যের শর্তগুলো আরো কঠিন হয়ে পড়ছে, এলসি খুলতে গিয়ে অতিরিক্ত ফি ও ঋণের বাড়তি সুদ হার গোনার পাশাপাশি আরো কঠিন শর্তের মুখে পড়তে হচ্ছে দেশের ব্যাংকগুলোকে।

অন্যদিকে কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ খাতে ঋণ ৬.৯৮% বৃদ্ধি পেয়েছে যা ইতিবাচক। উপরন্তু, ২০২৪ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে শিল্পে মেয়াদী ঋণ বিতরণ ১৪.১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে যদিও ঋণ পুনরুদ্ধার ৫০.৪৬% হ্রাস পেয়েছে। বৃহৎ শিল্পে মেয়াদী ঋণ ৩৬.০৮% বৃদ্ধি পেয়েছে, ক্ষুদ্র শিল্পে মেয়াদী ঋণ ৪৩.৯২%-এ নেমে গিয়েছে, এর ফলে একটি অসম ঋণ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং এ হতে উত্তরণ একান্ত জরুরী। ২০২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে মোট বকেয়া শিল্প ঋণ ৪,৩৩,৮০৭.৭৬ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যার মধ্যে ১৬.৩৮% শ্রেণীবদ্ধ ঋণ, তাই এখাতে জরুরী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে অনুভূত হচেছ।

জলবায়ু ঝুঁকি এবং জ্বালানি খাতে চাপ

তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকি অত্যন্ত প্রবল। তাছাড়া বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকিতো রয়েছেই এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব ব্যাপক বিধায় আমাদের এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। উন্নত বিশ্বকেও এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্যের মাধ্যমে সহযোগিতা করতে হবে। আশার কথা এই যে, আমাদের লিড সার্টিফাইড ফ্যাক্টরির সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি বাড়াচ্ছে।

> আর্থিকখাতের চ্যালেঞ্জ ছাড়াও বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বিদ্যমান অর্থনীতিতেও এক ধরণের চাপ ফেলছে।

আর্থিকখাতের চ্যালেঞ্জ ছাড়াও বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি একটি উল্লেখযোগ্য উদ্বেগের বিষয়, যা কিনা বিদ্যমান অর্থনীতিতেও এক ধরণের চাপ ফেলছে। শিল্পে নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন জ্বালানি, আর এই খাতটিই চাহিদা ও জোগানের অসামঞ্জস্যতায় ভুগছে, ফলে পণ্যের মূল্য বাড়ছে একই সাথে স্থানীয় ও রপ্তানিমুখী শিল্পকে প্রভাবিত করছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে ২,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের ঘাটতির কারণে বাংলাদেশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট, ব্যবসা-বাণিজ্য

sectors account for 87% of GDP. Compounding these issues, Bangladesh is not only running a deficit in the current account but in the financial account as well in its balance of payment. If the financial account becomes negative, it creates further pressure on foreign exchange reserve. The low level of FDI inflow exacerbates the problem, highlighting the urgent need for strategic reforms. To sustain the growth of remittance flow, the interim government must signal its commitment to rebuild the country.

> To sustain the growth of remittance flow, the interim government must signal its commitment to rebuild the country.

Banking and Financial Sector

The government's ability to respond to these crises has been constrained by a shrinking budget. Due to contraction in government expenditure, investment in essential sectors such as infrastructure, healthcare and social programmes may slightly decrease. As a result, implementation of few development projects may be delayed that may slow down the long term improvement of the country and create a possibility of rising the existing urban-rural development gap.

The banking industry is experiencing intense instability due to the massive accumulation of Non-Performing Loans (NPLs) and continues to face tight liquidity conditions. The average bank loan interest rate rose from 7.79% in July 2020 to 14% in July 2023 due to policy rate hike, including a recent 50-basis-point increase to 10% average bank interest rate in September 2024 came down to 11.70%. Import LCs dropped by 13 %, totaling USD 10.03 billion in the first two months of FY25, with settlements declining by 13.03 % to USD 10.34 billion. Private sector credit growth also slowed to 9.84 % in June 2023, with BDT 16.41 trillion in disbursed credit. Moreover, S&P Global has downgraded Bangladesh's long-term sovereign rating and local currency sovereign credit from BB- to B+ due to ongoing unrest. Recently, Moody's downgraded Bangladesh's long-term ratings to B2 from B1, mentioning the outlook has been changed from "stable" to "negative". Moody's mentioned that the debt conditions for foreign trade have become more difficult. Due to additional fees and interest on loans to open LC, Bangladesh will face more difficult conditions in the banking system.

In contrast, Cottage, Micro, Small, and Medium Enterprises (CMSME) loan increased by 6.98 % year-over-year, representing a promising development that supports these crucial contributors to our economy. Furthermore, in the October-December FY24 period, industrial term loan disbursements rose by 14.16 % year-on-year, though loan recovery saw a sharp decline of 50.46%. While the large industry term loan increased by 36.08%, small industry loan dropped by 43.92%, highlighting uneven access to funding and the need for more equitable lending practices. Total outstanding industrial loan reached BDT 433,807.76 crore in the second quarter of FY24, with 16.38% classified as overdue, indicating an urgent need for reform.

Climate Vulnerability and Energy Sector Pressure

As a third world country, Bangladesh is highly vulnerable to climate change. Considering the global climate risks, it has a huge impact on our economy also. Developed countries should come forward to help us in this regard. It is quite satisfactory that the number of LEED certified factories in our country is increasing, which helps improve our positive image in the global arena.

> In addition to financial challenges, Bangladesh's vulnerability to climate change remains a significant concern that compounds existing economic pressures.

In addition to financial challenges, Bangladesh's vulnerability to climate change remains a significant concern that compounds existing economic pressures. Our energy sector, essential to industrial productivity, faces a demand-supply imbalance, resulting in higher cost and impacting both domestic and export-oriented industries. Frequent power cuts in Bangladesh, driven by a 2,000MW shortfall against rising demand, are significantly disrupting businesses.

The Bangladesh Power Development Board's daily generation of 13,900MW falls short of the 16,200MW needed, leading to regular outages. As a result, the industry faces increased cost and production delays as operations are interrupted, forcing businesses to rely on costly backup generators due to coal and gas shortages. Major suppliers are also struggling, while fuel shortages and cyclone damage to LNG facilities worsen the power deficit, negatively impacting profitability, investment, and

কার্যক্রমকে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত করছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের দৈনিক উৎপাদন ১৩,৯০০ মেগাওয়াট বিপরীতে প্রকৃত চাহিদা ১৬,২০০ মেগাওয়াটের চাইতে কম, যে কারণে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিভ্রাট পরিলক্ষিত হচ্ছে। কয়লা ও গ্যাসের ঘাটতির কারণে শিল্প কালকারখানা গুলোকে ব্যয়বহুল ব্যাক-আপ জেনারেটরের উপর নির্ভরশীল হতে হয় বিধায় শিল্পকে বর্ধিত মূল্য বহন করতে হচ্ছে, পাশাপাশি পণ্য উৎপাদনেও বেশি সময় লাগছে।

জ্বালানি সংকট, ঘূর্নিঝড়ের কারণে এলএনজি টার্মিনালে ক্ষয় ক্ষতির ফলে সরবরাহকারীদের ঘাটতি মেটাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে, যা কিনা ব্যবসায় মুনাফা অর্জন, বিনিয়োগ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা, উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে নিয়ে আসা এবং স্থিতিশীল বিদ্যুৎ উৎপাদন অব্যাহত রাখতে টেকসই জ্বালানী উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য হারে বিনিয়োগ আকর্ষন করতে হবে। ক্লিন এনার্জি উৎপাদনে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন-নির্ভর স্থাপনায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ১০ বছরের জন্য কর সুবিধা প্রদান করেছে।

বিদেশি এবং স্থানীয় ঋণ

২০২৪ সালের জুন মাস নাগাদ বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০৩.৭৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ৮৩.২১ এবং বেসরকারিখাতে ২০.৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। উপরন্তু, স্থানীয় ব্যাংক ও ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সরকারের ঋণের বকেয়ার পরিমাণ ছিল ৯০২৩৬৪.১ কোটি টাকা, যা ২০২৪ অর্থবছরে নেয়া নতুন ঋণের সাথে যুক্ত হয়ে মোট দাঁড়ায় ৯৪৭৪১.২ কোটি টাকা। এদিকে বেসরকারিখাতে ঋণপ্রবাহ হ্রাস পেয়েছে, ২০২৩ অর্থবছরে যা ছিল ১০.৫৭%, ২০২৪ অর্থবছরে তা এসে দাঁড়ায় ৯.৮৪% এ। যেহেতু বাংলাদেশকে এই রকম চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে, এমতাবস্থায় ২০২৫ অর্থবছরে বিদেশি সহায়তা এসেছে ৮৪৬.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩৪% কম।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিদেশি ঋণের পরিষেবা বাবদ প্রদান করেছে ১.১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ঋণ ও অনুদানপ্রাপ্ত মোট পরিমাণের চাইতে ৩৩% বেশি। উপরন্তু, সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রাপ্তির পরিমাণ ৫.৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যার পরিশোধের পরিমাণই ৪.১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ। বিস্তৃত লোন পোর্টফোলিও, উচ্চ সুদের হার এবং সংক্ষিপ্ত গ্রেস পিরিয়ড ও ম্যাচুউরিটি পিরিয়ডের কারণে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে বিদেশি ঋণের পরিষেবা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৯%। মূলধন এবং সুদ বাবদ পরিশোধসহ বিদেশি ঋণের মোট পরিষেবা ২০২৪ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৩.৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০২৩ অর্থবছরেও ছিল ২.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আর কেবলমাত্র সুদ বাবদ পরিশোধ বেড়েছে ১.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিনিময় হারে অস্থিরতা, এসওএফআর এবং ইউরিবোর-এর হার বৃদ্ধি পাওয়ায় আগামী দিনগুলোতে ঋণ পরিশোধের খরচ বাড়তে পারে। বিদেশী ঋণ সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরকার সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের বিদ্যমান আর্থিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে টেকসই আর্থিক ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ের জন্য ঋণ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর উদ্যোগ একান্ত অপরিহার্য।

বেকারত্ব এবং দরিদ্র্যতাজনিত চ্যালেঞ্জ

এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার সময় আমাদের বেকারত্ব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে, যা এ বছরের দ্বিতীয় (এপ্রিল-জুন, ২০২৪) প্রান্তিকে বছরে ৫.৬% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২.৬৪ মিলিয়নে পৌঁছেছে। দূর্ভাগ্যজনকভাবে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনি। কাঁচামালের ঘাটতি, ক্রমবর্ধমান ব্যয় বৃদ্ধি ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ফলে শিল্প কর্মকাণ্ডে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে, এতে করে নতুন কর্মসংস্থান তৈরির সুযোগ বাঁধাগ্রস্থ হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ ম্যাক্রো পোভার্টি আউটলুক ফর বাংলাদেশ পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, প্রায় ৫ লক্ষ বাংলাদেশি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অতি দারিদ্র্য সীমায় পৌঁছাতে পারে, মূল্যস্ফীতি ৯.৬% বিবেচনায় যাদের দৈনিক আয় হতে পারে ২.১৫ মার্কিন ডলার। এই পরিবর্তনের ফলে জাতীয় দারিদ্র্যের হার ৪.৯% থেকে ৫.১% বেড়েছে। এই উদ্বেগজনক প্রবণতা সত্ত্বেও, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং বেসরকারিখাতের অবদান দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে চলমান মূল্যস্ফীতি এই অর্জনের ক্ষেত্রে একটি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

> সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল করা, বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণ মজবুত করা, প্রবাসীদের পাঠানো টাকার প্রবাহ বৃদ্ধি করা এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ

বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য হুমকিস্বরূপ বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় চ্যালেঞ্জের একটি জটিল সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। ভূ-অর্থনৈতিক সংকট সরবরাহ শৃঙ্খলকে ব্যাহত করেছে, সরবরাহ চ্যানেলের সমন্বয়হীনতা, অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন খরচও বাড়িয়ে দিয়েছে। বিনিয়োগকারীদের আস্থা হ্রাস করেছে, সেই সাথে স্থানীয় রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রধান প্রধান খাতগুলোকে আরও অস্থিতিশীল করে তুলেছে। দেশের বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো কেবলই অর্থনৈতিকই নয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিকও, কারণ মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্বের বিষয়টি সরকারের পাশাপাশি সমাজের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছে।

overall economic stability. Addressing these challenges requires significant investment in sustainable energy solutions to reduce cost and ensure stable production levels crucial for economic resilience. However, NBR recently granted a 10-year tax benefit for investments to establish renewable energy-based power facilities to facilitate the generation of clean energy.

Foreign and Local Debt

By the end of June 2024, Bangladesh's external debt stood at USD 103.789 billion, with the public sector holding USD83.21 billion and the private sector accounting for USD20.57 billion. In addition, the government borrowing from local banks and non-bank institutions had a total outstanding amount of BDT 902,364.1 crore, with new borrowing in FY24 totaling BDT 94,741.2 crore. Meanwhile, credit to the private sector declined, decreasing from 10.57% in FY23 to 9.84% in FY24. As Bangladesh navigates these financial challenges, foreign aid receipts for the first quarter of FY25 amounted to USD 846.12 million, marking a 34% decline from the previous year.

In FY2023-24, the country paid USD 1.13 billion in foreign debt servicing, which was 33% higher than the total amount received in loans and grants. Furthermore, the government's domestic debt receipts totaled USD 5.49 billion, with repayment amounting to USD 4.15 billion. In the first three months of FY25, foreign debt servicing grew by 29% year-on-year due to an expanded loan portfolio, higher interest rate and shorter grace and maturity period for foreign loan. Total foreign debt servicing, including principal and interest payments, rose to USD 3.36 billion in FY24, up from USD 2.67 billion in FY23, with interest payment alone reaching USD1.35 billion. Looking ahead, debt repayments are expected to rise further due to exchange rate volatility and potential increases in SOFR, and EURIBOR rates. The government has adopted a cautious approach, carefully considering new foreign debt commitments. Effective debt management will be crucial to balancing the need for infrastructure development with fiscal sustainability, especially in light of Bangladesh's pressing economic challenges.

Unemployment and Poverty Challenges

While addressing these fiscal challenges, we must also confront the rise in unemployment, which increased by 5.6% year-on-year to 2.64 million in the second (April-June, 2024) quarter of this year. Unfortunately, high economic growth has proven insufficient to create adequate job opportunities. Disruptions in industrial activities due to raw material shortages, rising cost, and energy price hikes have hindered employment generation. The World Bank's latest Macro Poverty Outlook for Bangladesh predicts that nearly 500,000 Bangladeshis will slip into extreme poverty between FY23 and FY24, surviving on less than USD 2.15 per day, as inflation reaches 9.6%. This shift pushes the national poverty rate up from 4.9% to 5.1%. Despite these alarming trends, social safety nets and private sector contributions remain vital for poverty alleviation; however, ongoing inflation poses a significant threat to these gains.

Therefore, Bangladesh stands at a critical juncture, confronting both global and domestic challenges that threaten its economic future. Geo-economic crises have disrupted supply chain, unplanned and unorganised supply chain management inflated production cost, and eroded investor confidence, while local political unrest has further destabilized key sectors. The country's current challenges are not only economic but also deeply political and social, as inflation and unemployment put additional pressure on the government and society at large.

Despite these challenges, Bangladesh possesses immense potential for gradual recovery. The World Bank projects GDP growth to rebound to 6% in the coming years, contingent upon implementing key reforms. To ensure sustainable growth, it is essential to create a business-friendly environment that stimulates job creation, invests in human capital, addresses critical infrastructure gaps, and strengthens public institutions.

> Stabilizing the macroeconomic environment, enhancing foreign exchange reserves, improving remittance inflow and supporting export growth will be essential in this recovery process.

Stabilizing the macroeconomic environment, enhancing foreign exchange reserves, improving remittance inflow and supporting export growth will be essential in this recovery process. Comprehensive banking reforms, improving the Tax-to-GDP ratio, and liberalizing trade policies will be crucial in supporting a sustainable economic future. In light of these challenges, the interim government must actively engage stakeholders to lay a robust foundation for these reforms and foster a resilient economy in this changing situation of the country.

এই চ্যালেঞ্জগুলো থাকা স্বত্ত্বেও বাংলাদেশের পুনরুদ্ধারের জন্য যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে বিশ্বব্যাংক আগামী বছরগুলোতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬% এ প্রত্যাবর্তন করতে পারে মর্মে ধারণা করছে। টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এমন একটি ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করা অপরিহার্য, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে তরান্বিত করতে পারে, মানব সম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে পারে, অবকাঠামোগত প্রয়োজনীয়তাকে খুঁজে বের করতে পারবে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে পারবে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল করা, বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণ মজবুত করা, প্রবাসীদের পাঠানো টাকার প্রবাহ বৃদ্ধি করা এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। টেকসই অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক খাতের সমন্বিত ব্যাপক সংস্কার, কর-জিডিপি অনুপাতের উন্নতি এবং বাণিজ্য নীতিমালাসমূহের উদারীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই চ্যালেঞ্জগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে অন্তবর্তীকালীন সরকারকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করতে হবে এবং দেশের এ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, বিদ্যমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যেই একটি টেকসই অর্থনীতি গড়ে তুলতে অংশীদারদের সক্রিয়ভাবে এ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

বেসরকারিখাতকে প্রভাবিত করে এমন সামষ্টিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার জন্য ডিসিসিআই এবছর ২৭টি সেমিনার, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, সংলাপ এবং কর্মশালা আয়োজনের পাশাপাশি বেসরকারিখাত বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে ৫০টি কল-অন বৈঠকেরও আয়োজন করে নীতি সহায়তা প্রদানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এই উদ্যোগগুলোর লক্ষ্য ছিল একটি ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে সরকারকে সহায়তা প্রদান করা। ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এবং সহিষ্ণুতা অর্জনে এ জাতীয় কৌশলগত উদ্যোগ এবং সংস্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ডিসিসিআই'র গবেষণা কার্যক্রম

ডিসিসিআই'র গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পলিসি অ্যাডভোকেসি বিভাগ চলতি বছরে মোট পাঁচটি গবেষণা পরিচালনা করেছে, যার মধ্যে দু'টি সেকেন্ডারি গবেষণা আর তিনটি প্রাথমিক গবেষণা। প্রাথমিক গবেষণাগুলোর মধ্যে দু'টি ডিসিসিআই'র সদস্যদের নিয়ে পরিচালনা করা হয়েছে এবং তৃতীয়টি জাতীয়ভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রাথমিক গবেষণা

- ফুড ইনফ্লেশনঃ এন এনালাইসিস অন প্রাইস ডায়নামিক্স অফ এসেনশিয়াল কমোডিটিস
- সিএমএসএমই ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ আপন এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনঃ চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড
- এনহান্সিং এক্সপোর্ট ক্যাপাবিলিটি অফ এমএসএমইস ঃ চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড

সেকেন্ডারি গবেষণা

- ইকোনমিক অ্যান্ড বিজনেস লস ডিউ টু কমপ্লিট শাটডাউন অ্যান্ড পলিটিকাল ক্রাইসিস
- জিডিপি কনট্রিবিউশন অফ ঢাকা

গবেষণা সারসংক্ষেপ

রাজধানী ও ঐতিহাসিক শহর ঢাকার একটি সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক ঐতিহ্য রয়েছে এবং এটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু, যা টেক্সটাইল, উৎপাদন খাত, অর্থ ও বাণিজ্য খাতের মাধ্যমে দেশের জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছে। রাজধানী ঢাকাতে অবস্থিত কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর সদর দপ্তর ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শহরটির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এই বিষয়ে, ডিসিসিআই ঢাকা জেলার নূন্যতম জিডিপি প্রাক্কলন করতে গিয়ে দেখতে পায়, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শহরটির জিডিপি ৮৯.১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে ১৯৭.৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। উল্লিখিত সময়কালে জাতীয় জিডিপিতে কেবলমাত্র ঢাকার অবদানই ৪৫.৬৬ শতাংশ থেকে কিছুটা বেড়ে ৪৬.৬১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে আর জিডিপি-মাথাপিছু আয়ের অনুপাতও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ঢাকার জিডিপি-মাথাপিছু আয় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ২৩৯৪.৭৫ মার্কিন ডলার থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় দ্বিগুন হয়ে ৫১৬৩.৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।

তবে, ২০২৪ সালের জুলাই এবং আগস্ট মাসে আমরা দেশব্যাপী সম্পূর্ণ শাটডাউনের সম্মুখীন হই যার ফলে হতাহত, ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় দেশের অর্থনীতিতে একটি বড় আঘাত আসে। এই পরিস্থিতি অর্থনীতিকে একটি বড় ধরনের বিরূপ পরিস্থিতিতে নিয়ে যায় এবং উৎপাদন ব্যাপকভাবে বাঁধাগ্রস্থ হয়। অর্থনীতির প্রধান প্রধান খাত যেমন: পণ্য উৎপাদন, যোগাযোগ, সেবাখাতসহ সামগ্রিক ব্যবসায় এর একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বিক্রয় কমতে শুরু করে, অর্থনৈতিক চাপ ঘনীভূত হতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডিসিসিআই শাটডাউন ও অবরোধের কারণে ব্যবসা ও অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির উপর একটি সমীক্ষা করে। ১৮ জুলাই, ২০২৪ থেকে ১৩ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত অর্থনৈতিক স্থবিরতার কারণে বাংলাদেশকে প্রায় ৩,০৬,৫৫৮ কোটি টাকা বা ২৫.৯৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ ব্যবসায়িক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়, অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৩,২৪,৮১০ কোটি টাকা বা ২৭.৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ।

ক্রমবর্ধমান নানামুখী অর্থনৈতিক সংকট দেশে খাদ্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি করে মূল্যস্ফীতিকে বাড়িয়ে দিতে ভূমিকা রেখেছে। আমদানি করার পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উপর দেশের নির্ভরতা থাকায় মূল্যস্ফীতির প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান

To tackle the core macroeconomic challenges affecting the private sector, DCCI has actively engaged in policy advocacy by organizing 29 seminars, focus group discussions, dialogues, and conferences, along with 51 call-on meetings with the policymakers to enable the environment for the private sector. These efforts aim to foster a more supportive environment for businesses. Such strategic initiatives and reforms are essential for ensuring sustainable economic growth and resilience against future challenges.

Core research activities performed by R&D and Policy Advocacy department of DCCI

Research & Development (R&D) and Policy Advocacy Department of DCCI has conducted five research studies, including two secondary and three primary studies. Among the primary studies, two focused on DCCI members, while the third encompassed a nationwide scope.

Primary Research

- Food Inflation: An Analysis on Price Dynamics of Essential Commodities
- CMSME Development in Bangladesh upon LDC Graduation: Challenges and Way Forward
- Enhancing Export Capability of MSMEs: Challenges and Way Forward

Secondary Research

- Economic and Business Loss due to Complete Shutdown and Political Crisis
- GDP Contribution of Dhaka

Research Summary

Dhaka, the capital and historic city, has a rich economic heritage and is Bangladesh's economic hub, significantly contributing to the country's GDP through its textile, manufacturing, finance, and commerce sectors. The city's concentration of corporate headquarters and financial institutions adds to its economic importance. In this regard, DCCI estimated Dhaka District's nominal GDP and found that it rose significantly from USD 89.12 billion in FY 2014-15 to USD 197.71 billion in FY 2022-23. While its share of national GDP increased slightly from 45.66% to 46.61% in that period, GDP per capita saw a more significant rise. GDP per capita of Dhaka nearly doubled from USD 2,394.75 in FY 2014-15 to USD 5,163.6 in FY 2022-23.

But suddenly In July and August 2024, we experienced a nationwide complete shutdown, resulting in casualties, damage to public property, and significant economic disruptions. This situation has led to extensive economic consequences, including reduced productivity and adverse effects on key sectors such as manufacturing, transportation, and services, impacting all businesses. Local enterprises experienced a sharp decline in sales, intensifying financial strain. In this context, DCCI estimated the business and economic losses due to the complete shutdown and blockade. Assuming economic stagnation from July 18 to August 13, 2024, Bangladesh faces business losses of approximately BDT 306,558 crore (USD 25.98 billion), with economic losses reaching BDT 324,810 crore (USD 27.53 billion).

The worsening economic crisis in our country has spun off a price shock and vast inflation of essential food commodities. Understanding the causes of food inflation in Bangladesh is crucial, given the country's reliance on both imported and locally produced essential commodities. In this regard, DCCI took a research initiative titled "**Food Inflation: An Analysis on Price Dynamics of Essential Commodities**" that identifies the underlying causes of food Inflation at various stages in the supply chain. From a comprehensive analysis of price dynamics tracking changes were found from producers and importers down to wholesalers, retailers and eventually consumers pinpoint where inflationary pressure is occurring. The findings indicate that both domestic and international factors contribute to rising food prices. Higher production costs such as the rising cost of raw materials, labor, and energy are significant factors of food inflation. Other side Importers face challenges of rising transportation costs and supply chain disruptions. The study also examines the presence of monopolistic or oligopolistic behaviour among wholesalers and retailers that can further exacerbate price hikes.

বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এরই ধারাবাহিকতায় ডিসিসিআই "ফুড ইনফ্লেশনঃ এ্যান এনালাইসিস অন প্রাইস ডায়নামিক্স অফ এসেনশিয়াল কমোডিটিস" শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত করেছে, যা সরবরাহ শৃংখলের বিভিন্ন স্তরে খাদ্য মূল্যস্ফীতির প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে। মূল্যের গতিশীলতাকে বিশ্লেষণ করে উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে শুরু করে পাইকারি বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা এবং সবশেষে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে মূল্যস্ফীতির চাপ কোথায় পড়ছে তা খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা করা হয়।

সমীক্ষায় এটা দেখা যায় যে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিতে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় কারণই রয়েছে। উচ্চ উৎপাদন খরচ, যেমন: ক্রমবর্ধমান কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি এবং জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি প্রধানত খাদ্য মূল্যস্ফীতিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে আমদানিকারকরা ক্রমবর্ধমান পরিবহন খরচ এবং সরবরাহ শৃংখল বিঘ্নের কারণে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন। সমীক্ষাটিতে পাইকারি বিক্রেতা এবং খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে একচেটিয়া বা অলিগোপলিষ্টিক আচরনের উপস্থিতি আছে কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখা হয়, যা কিনা মূল্যবৃদ্ধির কারণ হতে পারে।

এ কথা সত্য যে, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি মাইলফলক ঘটনা এবং উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রায় সিএমএসএমই খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনীতিতে সিএমএসএমই খাতের গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও বেশকিছু সীমাবদ্ধতা থাকার জন্য এখনও এই খাতটি তাদের পূর্ণ সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে ডিসিসিআই "সিএমএসএমই ডেভেলপমেন্টে ইন বাংলাদেশ আপন এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনঃ চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণাটির উদ্দেশ্য ছিল এলডিসি থেকে উত্তরণের পর সিএমএসএমই খাতের উপর এর সম্ভাব্য প্রভাব এবং তাদের প্রতিযোগীতা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কি কি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা খুঁজে বের করা।

দেখা গেছে যে, অর্থায়নের সীমিত সুযোগ, তীব্র প্রতিযোগিতা, অবকাঠামোর ঘাটতি এবং পরিচালন দক্ষতা বজায় রাখার চ্যালেঞ্জের কারণে সিএমএসএমই- গুলোর সুযোগ অনেকাংশেই বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগীতা সক্ষমতা বাড়াতে বাংলাদেশকে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষর এবং আর্থিক খাতে শৃংখলা আনয়ন বিশেষকরে খেলাপী ঋণ কমিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও কাঁচামালের আমদানি শুল্ক হ্রাস এবং খাত-ভিত্তিক সহায়তা প্রদান কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়।

এই ধারাবাহিকতায় "এনহান্সিং এক্সপোর্ট ক্যাপাবিলিটিস অফ এমএসএমইসঃ চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড" শীর্ষক আরেকটি গবেষণা পরিচালিত হয় যা এসএমই খাতের চ্যালেঞ্জ, রপ্তানি সক্ষমতায় বাঁধা এবং বাংলাদেশের জিডিপিতে এর অবদানকে বৃদ্ধি করার উপর দৃষ্টিপাত করে। এই গবেষণায় তৈরি পোশাক, হালকা-প্রকৌশল শিল্প, প্লাস্টিক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ এবং ঔষধ শিল্প থেকে এসএমই রপ্তানি সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য মূল বাঁধা এবং সম্ভাব্য রপ্তানি বাজার চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়। পরিচালিত এ গবেষণায় জটিল কর ব্যবস্থাপনা, উচ্চ শুল্ক হার, অপর্যাপ্ত লজিস্টিক, অর্থায়নের সীমিত সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক মান ধরে রাখতে না পারার মত বাঁধাগুলো চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও, এতে ব্যাংকিং খাতে দুর্নীতি এবং শুল্ক প্রক্রিয়ায় অদক্ষতার মতো আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, পূর্ব এশিয়াসহ সম্ভাব্য রপ্তানি বাজারসমূহ চিহ্নিত করা হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা, শুল্ক প্রক্রিয়ার সহজীকরণ, স্বল্প খরচের অর্থায়ন সুবিধা এবং পণ্য উৎপাদনে উদ্ভাবনের উপর জোরারোপ করা হয়।

গবেষণা সেবা

ডিসিসিআই'র একটি গতিশীল বিভাগ হিসেবে গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পলিসি এ্যাডভোকেসি বিভাগ প্রথমবারের মত কর্পোরেট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য সংস্থা ও এসোসিয়েশনের জন্য বাণিজ্যিকভাবে চাহিদা মোতাবেক গবেষণা সহায়তা শুরু করেছে। এই ক্ষেত্রে ডিসিসিআই'র সদস্য সংস্থা, অন্যান্য বাণিজ্য সংস্থা বা এ্যাসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের জন্য চাহিদার ভিত্তিতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা তাঁদের নতুন নতুন বাজার খুঁজে পেতে, বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রবণতা যাচাই করতে কিংবা কোন একটি ব্যবসা শুরু করার পূর্বে রপ্তানি সুযোগ চিহ্নিত করার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতে পারে। এটি স্থানীয় বাজারের প্রস্তুতি, ব্যবসার ক্ষেত্রে বাজারের অগ্রাধিকার যাচাই এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট খাত বিশেষকরে বাংলাদেশী স্থানীয় উদ্যোক্তাদের পণ্য ও সেবার মান মূল্যায়ন করতে সাহায্য করবে। চুক্তি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের ভিত্তিতে ধার্যকৃত মূল্যে বাণিজ্যিকভাবে ডিসিসিআই গবেষণা বিভাগ বাজার সমীক্ষা, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং নীতিসহায়তা প্রদানের কাজটিও সম্পাদন করবে।

ডিসিসিআই জার্নাল

জ্ঞান এবং গবেষণা-ভিত্তিক কাজের প্রতিশ্রুতি হিসেবে ঢাকা চেম্বার আইএসএসএন যুক্ত 'ডিসিসিআই জার্নাল অফ বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক পলিসি' নামে পিয়ার রিভিউ করা একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নিবন্ধিত জার্নাল প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এটি গবেষক, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী, বিজনেস প্রফেশনাল, নির্বাহী এবং অনুশীলনকারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে, যেখানে তাঁরা নিজেদের নতুন নতুন গবেষণা কার্যক্রম ও ধারণাপত্র আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তুলে ধরার সুযোগ পাবেন।

উল্লেখযোগ্য নীতি সহায়তাসমূহ

২০২৪ সালে ডিসিসিআই সক্রিয়ভাবে বেশ কিছু সেমিনার এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনা কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশ যে সকল অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে সেগুলোকে চিহ্নিতকরণের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। আয়োজিত এই অনুষ্ঠানগুলোতে

It is factual that transitioning from Least Developed Country (LDC) status marks a milestone for Bangladesh's economy and in this journey of development, Cottage, Micro, Small and Medium-Sized Enterprises (CMSMEs) have played a crucial role. Despite their significance in the economy, CMSMEs have not realized their maximum capacity yet, facing some constraints to reach their full potential. Keeping this in concern DCCI conducted a study titled "CMSME Development in Bangladesh upon LDC Graduation: Challenges and Way Forward". This study aimed to understand the impacts of LDC graduation on CMSMEs in terms of their operational capability to stay competitive in the global market and to propose remedial measures to enhance their capacity.

It is observed that the opportunity of CMSMEs is hindered by limited access to finance, intensified competition, deficient infrastructure, and challenges to maintain operational efficiency. To enhance competitiveness in the global market, Bangladesh needs to prioritise key actions in Negotiating for free trade agreements (FTAs) and the financial sector, must be brought into order, with a focus on reducing non-performing loans (NPLs). Besides, import duties on raw materials and sector specific assistance programme are required.

Continuation of this, another study was conducted titled "Enhancing Export Capability of MSMEs: Challenges and Way Forward" which examines the challenges, focusing on the obstacles to enhancing MSMEs' export capacity and the way to boost their contribution to Bangladesh's GDP. The study identifies key barriers and potential export markets for improving MSME export capacity from Ready-Made Garments (RMG), Light Engineering, Plastics, Leather & Leather Goods, Agro-processing, and Pharmaceuticals sectors. From the study, significant obstacles are revealed such as complex taxation, high tariffs, inadequate logistics, limited access to finance, and meeting international standards. Further, it highlighted some other relevant issues like corruption in the banking sector and inefficiencies in customs processes. From the study potential export markets were also identified including the USA, Europe, East Asia, and it is recommended to strengthen institutional support, streamline customs procedures, provide low-cost financing, and foster product innovation.

Research Service

As a dynamic and forward-thinking department of DCCI, the R&D and Policy Advocacy (PA) Department has, for the first time, initiated tailored research support for corporate businesses, trade bodies, and associations. In this regard, the department plans to conduct tailored research to specific needs of various stakeholders including member organizations, other trade bodies, and associations, supporting them in exploring new markets, analyzing global trade trends, and identifying export opportunities prior to launching any businesses. It also plans to assess local market readiness, market priorities of businesses and other allied avenues specially for Bangladeshi products and services of local corporate houses and other businesses. Upon mutual agreement on the tariff and other terms, the R&D Department will proceed with the assigned task, which may include market research, strategic insights, or policy advocacy support as specified in the proposal.

Journal of DCCI

As a commitment to knowledge and research-based work, DCCI introduces the ISSN backed journal titled DCCI Journal of Business and Economic Policy (DJBEP), a peer-reviewed internationally registered journal. It serves as a vital platform for researchers, academics, business professionals, business executives and practitioners across various sectors, offering them a space to share groundbreaking ideas and research with a global audience.

Brief of remarkable policy advocacy moves

In 2024, DCCI proactively addressed a series of pressing economic challenges facing Bangladesh through a robust program of seminars and Focus Group Discussions (FGDs). These events, attended by government officials, industry leaders, and economic experts, have provided targeted recommendations aimed at bolstering national resilience, fostering sustainable growth, and improving competitiveness. Through these initiatives, DCCI has tackled complex issues across sectors, with a focus on banking reform, export diversification, supply chain resilience, post-LDC graduation strategies, energy security, and regulatory streamlining, all aimed at enabling Bangladesh to maintain economic stability in an increasingly challenging global environment.

সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, শিল্পমালিকবৃন্দ, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ সুপারিশ প্রদান করেছেন, যাতে করে বাংলাদেশ একটি সহিষ্ণু, টেকসই প্রবৃদ্ধির এবং উন্নত প্রতিযোগী সক্ষমতা সম্পন্ন দেশ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। ক্রমবিকাশমান চ্যালেঞ্জিং বৈশ্বিক পরিবেশে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করতে এই উদ্যোগের মাধ্যমে ডিসিসিআই আর্থিক খাতের সংস্কার, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, সরবরাহ শৃঙ্খলে স্থিতিস্থাপকতা, মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবার পর উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশল, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং রেগুলেটরি সংস্কার ইত্যাদি বিষয়গুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। উল্লেখ্য, দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে নীতি প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ এবং নীতি সংস্কারের কার্যকর প্রস্তাবনা পেশের মাধ্যমে ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ উন্নয়নে ঢাকা চেম্বার সর্বদা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

যেহেতু বাংলাদেশ ২০২৬ সালের মধ্যে এলডিসি মর্যাদা থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে তাই দেশটিকে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, বিশেষকরে অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক ক্ষতি এবং রপ্তানির উপর বর্ধিত শুল্কের মত বিষয়গুলো। এই পরিবর্তন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং রপ্তানি বৈচিত্র্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে, এছাড়াও শুল্ক-মুক্ত বাজারে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে প্রণোদনা, ভর্তুকি যা বর্তমানে তৈরি পোশাক খাত এবং উদীয়মান শিল্পগুলোকে সহায়তা হিসেবে দেয়া হচ্ছে, সেগুলো বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের সমাধানে করণীয় নির্ধারণে ডিসিসিআই "বাংলাদেশের রপ্তানি প্রস্তুতিঃ এলডিসি পরবর্তী প্রেক্ষিত" শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করে। এর লক্ষ্য ছিল এলডিসি থেকে উত্তোরণ পর্যন্ত কৌশলগত সহায়তার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে বাংলাদেশের রপ্তানি খাতকে আরোও প্রতিযোগী সক্ষম করে বৈশ্বিক দরবারে তুলে ধরতে প্রস্তুত করা। বর্ধিত উৎপাদন খরচ, সীমিত অর্থায়নের সুযোগ এবং বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতার কারণে ২০২৫ সাল পর্যন্ত নন-কটন তৈরি পোশাক, পাট এবং এসএমই খাতগুলোর জন্য সহায়তা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেমিনারে গতানুগতিক পণ্যের বাইরে রপ্তানি সম্ভাবনাময় অন্যান্য পণ্যের বহুমুখীকরণ, উচ্চ-মূল্যের পণ্যের প্রসার প্রচারণা এবং নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করার পাশাপাশি রপ্তানি স্থিতিশীলতা আনয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব শক্তিশালীকরণের উপর বিশেষভাবে জোরারোপ করা হয়।

পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি, টাকার অবমূল্যায়ন এবং বাণিজ্য ঘাটতিসহ সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা এবং এর উপর একটি পর্যবেক্ষন প্রদানে ডিসিসিআই "দ্বি-বার্ষিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎঃ প্রেক্ষিত বেসরকারি খাতের দৃষ্টিভঙ্গি" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করে। অর্থনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা এবং শিল্প-উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে কৃষি, শিল্প, সিএমএসএমই, জ্বালানি এবং আর্থিক পরিষেবার মতো প্রধান প্রধান খাতগুলোর মূল্যায়ন করা হয়। সীমিত ঋণ সুবিধা, অর্থনৈতিক অসহিষ্ণুতা, কৃষিপণ্যের ভ্যালুচেইন সম্প্রসারণ, পরিবেশ বান্ধব চর্চা সম্প্রসারণ, তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, সিএমএসএমই খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি, জ্বালানির উৎস বহুমুখীকরণ এবং বন্ড মার্কেটের সম্প্রসারণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলোচনায় স্থান পায়। বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে নীতি সংস্কার, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং অবকাঠামো উন্নয়নসহ অন্যান্য বিষয়গুলোও আলোচনায় উঠে আসে।

কাঠামোগত অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে ডিসিসিআই ব্যাংকিং খাতের দিকে মনোনিবেশ করে, যা মন্দ ঋণ, প্রশাসনিক সমস্যা এবং তারল্য সংকট দ্বারা জর্জরিত, সবগুলোই আর্থিক স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করছে। এই বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ডিসিসিআই মূল্যস্ফীতি, মুদ্রার অবমূল্যায়ন, তারল্য সংকট এবং বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতার মতো বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের জন্য জরুরি সমস্যাসমূহ মোকাবেলায় "ব্যাংকিং খাত ঃ প্রত্যাশা এবং নতুন বাস্তবতা" শীর্ষক একটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করে। আর্থিক খাত, সরকার এবং শিল্পখাতের অংশীদারদের সাথে আলোচনায় দায়িত্বশীল ঋণগ্রহীতাদের অন্যায়ভাবে খেলাপির বোঝা বহন করা থেকে বিরত রাখতে ন্যায্য ঋণের বিধানের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করা হয়।

ঋণ প্রক্রিয়াকরণ ব্যয় কমাতে ঋণ মূল্যায়নে স্বয়ংক্রিয়করণের সুপারিশ করা হয়, অন্যদিকে রেমিট্যান্স বৃদ্ধি এবং আমদানি কার্যক্রমকে সহায়তা করার জন্য একটি স্থিতিশীল, বাজার-সমন্বিত বিনিময় হারের উপর জোর দেয়া হয়েছিল। ব্যাংকিং খাতের সহিষ্ণুতা জোরদার করতে, মন্দ ঋণ পরিচালনার জন্য একটি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, উপরন্তু যেখানে প্রয়োজন সেখানে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুসংহত করার জন্য স্বচ্ছ মার্জার অ্যান্ড অ্যাকুইজিশনের সুপারিশ করা হয়, যাতে করে এই সেক্টরের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। এই কৌশলগত পদক্ষেপগুলোর লক্ষ্য হলো: আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি, ঋণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করে অংশীদারদের সহায়তার মাধ্যমে বেসরকারিখাতের উন্নয়ন এবং অর্থনীতির জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা।

উপরোক্ত সুপারিশমালার ভিত্তিতে ডিসিসিআই উচ্চ-প্রযুক্তি সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের গুরুত্ব তুলে ধরেছে, যা অর্থনৈতিক রুপান্তরের ক্ষেত্রে বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ডিসিসিআই "বাংলাদেশে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের সম্ভাব্যতা উন্মোচন" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। আলোচকবৃন্দ মেধাস্বত্ব সুরক্ষা, স্থানীয় উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা এবং দক্ষতা উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান। বাংলাদেশকে সেমিকন্ডাক্টর খাতে বিশ্বে একটি উল্লেখযোগ্য জায়গায় নিয়ে যেতে এই সুপারিশগুলো প্রদান করা হয়, যাতে করে অর্থনৈতিক বৈচিত্রের স্বার্থে এবং প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অগ্রগতির লক্ষ্যে ২০৩১ সালের মধ্যে এই শিল্পটি প্রায় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি সম্ভাবনাময় খাতে উন্নীত হতে

As Bangladesh prepares to transition from LDC status by 2026, the country faces significant challenges, particularly regarding the loss of preferential trade agreements and increased tariffs on exports. This shift poses risks to economic growth and export diversification, especially as incentives like duty-free market access, cash incentives, and subsidies that currently support the ready-made garments (RMG) sector and emerging industries will be removed. To address these pressing concerns, DCCI organized a seminar titled "Bangladesh's Export Readiness: Post-LDC Graduation Perspective." The seminar aimed to prepare Bangladesh's export sectors for a more competitive global landscape, emphasizing the need for strategic support leading up to the LDC graduation. Maintaining assistance for sectors such as non-cotton RMG, jute, and SMEs until 2025 is crucial, given the high production cost, limited access to finance, and various trade barriers they face. The seminar also advocated for diversification beyond traditional products, promoting high-value exports and exploring new market opportunities while strengthening public-private partnerships to enhance export resilience.

Following this, in response to recent economic challenges, including inflation, currency devaluation, and trade deficits, and its objective to provide an economic overview, DCCI organized a seminar titled "Bi-annual Economic State & Future Outlook of Bangladesh Economy – Private Sector Perspective." Bringing together economists, government officials, and industry leaders, the seminar assessed key sectors such as agriculture, industry, CMSMEs, energy, and financial services. Discussions addressed issues like limited credit access and economic resilience, leading to targeted recommendations: expanding agro-product value chains, promoting eco-friendly practices and export diversification in RMG, improving credit access for CMSMEs, diversifying energy sources, and enhancing the bond market. DCCI concluded by highlighting the need for policy reforms, foreign trade agreements, and infrastructure investments to support sustainable growth in Bangladesh.

Continuing its efforts to address structural economic challenges, DCCI then turned its focus to the banking sector, which has been plagued by NPLs, governance issues, and liquidity challenges, all of which impact financial stability. Recognizing the urgency of these issues, DCCI organized an FGD titled "Banking Sector: Expectations and New Reality" to tackle pressing issues within Bangladesh's banking and financial sector, such as inflation, currency devaluation, liquidity challenges, and trade imbalances. With stakeholders from finance, government, and industry, discussions highlighted the need for fair loan provisions to prevent responsible borrowers from unfairly shouldering the burden of defaults.

Automation in credit assessments was recommended to reduce loan processing cost, while a stable, market-aligned exchange rate was emphasized as essential for boosting remittances and supporting import activities. To strengthen the banking sector's resilience, the formation of a Asset Management Company (AMC) was proposed to manage NPLs, additionally, transparent mergers and acquisitions were recommended to consolidate financial institutions where necessary, thereby increasing sector stability. These strategic measures aim to support stakeholders by promoting financial stability, enhancing credit access, and fostering economic resilience, ultimately creating a more supportive environment for private sector growth and economic sustainability.

Building on these foundations, DCCI highlighted the significance of high-tech manufacturing, a sector with vast potential for economic transformation. In this regard, DCCI hosted a seminar on "Unleashing the Potential of the Semiconductor Industry in Bangladesh," discussants underscored the need for intellectual property protections, local manufacturing incentives, and skill development initiatives. These recommendations aim to position Bangladesh as a significant player in the global semiconductor market, with the potential to develop a USD 10 billion industry by 2031, which could further boost economic diversification and technological advancement. Discussants emphasized the need for intellectual property protections, local manufacturing incentives, and skill development initiatives. The global semiconductor market, projected to reach USD 1,307.7 billion by 2032, offers opportunities for Bangladesh to expand its nascent industry, which currently has an annual market size of USD 5 million. Key recommendations include creating a clear roadmap, academia and industry collaboration, simplifying regulations, ensuring robust IP protection, and fostering international partnerships to drive growth and innovation, positioning Bangladesh as a significant player in the global semiconductor market.

পারে। আন্তর্জাতিক সেমিকন্ডাক্টরের বাজার আগামী ২০৩২ সাল নাগাদ ১৩০৭.৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবার সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে এখাতে বাংলাদেশের বাজার প্রায় ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, তাই সম্ভাবনাময় এ খাতকে কাজে লাগাতে আমাদের আরো উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক। এই খাতে প্রবৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনের জন্য যে সকল সুপারিশমালা উঠে আসে তন্মধ্যে অন্যতম ছিল; একটি কার্যকর ভবিষৎ পরিকল্পনা বা রোডম্যাপ, শিল্প ও শিক্ষার সমন্বয়, নীতিমালা সহজীকরণ, মেধাস্বত্ত্ব সুরক্ষার বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব জোরদার করা, তাহলেই বাংলাদেশের সেমিকন্ডাক্টর শিল্প একটি সম্মানজনক কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

অধিকতর দায়িত্বশীল এবং টেকসই অর্থনীতির দিকে মনোনিবেশ করার বিষয়টি ডিসিসিআই অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে, কারণ বিশ্ববাজারে ধীরে ধীরে পরিবেশগত, সামাজিক এবং সুশাসন কমপ্লায়েন্সকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরত্ব প্রদান করছে। সম্প্রতি ডিসিসিআই "নেভিগেটিং দি চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড অপরচুনিটিস অফ ইএসজি কমপ্লায়েন্স ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক একটি গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করে। আন্তর্জাতিক ইএসজি মানের সাথে তাল মেলাতে এবং বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের অবস্থানকে সুসংহত করতে মানসম্মত ইএসজি প্রতিবেদন দাখিল, সরকারের পক্ষ থেকে প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা এবং এসএমই কেন্দ্রিক সহায়তা প্রদানের বিষয়গুলো আলোচনায় উঠে আসে। রপ্তানি সক্ষমতাকে সুরক্ষা দিতে এবং যে কোন বিরোধ এড়াতে ইএসজি কমপ্লায়েন্সের উপর ডিসিসিআই গবেষণা পরিচালনার সুপারিশ করে। উন্নত দেশগুলোর আদলে একটি সমন্বিত ইএসজি রিপোর্টিং কাঠামো প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ এসেছে। স্বতন্ত্র অডিট কার্যক্রমের সুবিধা রেখে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি এবং বৈশ্বিক ভ্যালুচেইনের সাথে সংগতি রেখে কার্যকর ইএসজি কৌশল নির্ধারণ করা প্রয়োজন। নীতিনির্ধারকদের উচিত এসএমইদের ইএসজি ডিসক্লোজার প্র্যাকটিস এবং সহায়তার জন্য একটি সমন্বিত টেকসই প্রতিবেদন কাঠামো তৈরি করা। এছাড়াও, অংশীজনকে ইএসজি'র প্রয়োজনীয়তা এবং কমপ্লায়েন্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা প্রদানের বিষয়ে অবহিত করে তোলা প্রয়োজন, কারণ এটা সচেতনতা এবং সামাজিক অন্তর্ভূক্তিতে সাহায্য করবে।

মূলত একটি কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে, আমাদের কৃষি খাত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে খাতটি দেশের জিডিপিতে ১০.৯২% অবদান রাখছে, সেই সাথে ৪৫% কর্মসংস্থানের জোগান দিচ্ছে। জিডিপি এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষিখাতের উল্লেখযোগ্য অবদানকে বিবেচনায় নিয়ে ডিসিসিআই খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষি নিয়ে কাজ করতে এগিয়ে আসে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা চেম্বার "স্মার্ট এগ্রিকালচার: ইস্যুজ অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস ইন ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করে, যেখানে এ খাতের আধুনিকায়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, ভ্যালুচেইনে সক্ষমতা অর্জন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের প্রসারে ভর্তুকির সুপারিশ করা হয়। এই উদ্যোগসমূহের লক্ষ্য হলো কৃষিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা, উৎপাদনশীল এবং টেকসই করা, বিশেষকরে ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা এবং জলবায়ু চ্যালেঞ্জের বিষয়গুলোও বিবেচনায় রাখা জরুরী।

অত্যাবশকীয় পণ্যের উপর ক্রমাগত প্রভাব বিস্তারকারী খাদ্য মূল্যস্ফীতির প্রতিক্রিয়ায় ডিসিসিআই "খাদ্য মূল্যস্ফীতি: অত্যাবশকীয় পণ্যের মূল্যের গতিশীলতার উপর একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক একটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করে। এই আলোচনার লক্ষ্য ছিল খাদ্য মূল্যস্ফীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি অন্বেষণ এবং প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম স্থিতিশীল করার জন্য কার্যকর সমাধান চিহ্নিত করা। সরবরাহ শৃঙ্খলে উন্নতি এবং স্থানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে মূল্য স্থিতিশীল রাখার বিষয়গুলো আলোচনায় স্থান পায়। আলোচকগণ সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি, কার্যকর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিত্যপণ্যের বাজারকে স্থিতিশীল করা এবং মৎস খাতের ভ্যালুচেইনের উন্নতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রয়োজন বলে মনে করে ডিসিসিআই, যার মাধ্যমে উন্নত মানের মাংস উৎপাদন এবং গ্রাসফিডিং-এর দিকে মনোনিবেশ করা, বন্দর কার্যক্রমকে সহজীকরণ করা, পরিবহন ব্যয় হ্রাস করা এবং পণের প্রকৃত মূল্য পর্যবেক্ষণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এ লক্ষ্যে যে সকল সুপারিশ প্রদান করা হয় তার মধ্যে রয়েছে, কৃষি অবকাঠামো বৃদ্ধি, অনানুষ্ঠানিক বাজারের তদারকি, স্থানীয় উৎপাদনের প্রচার, প্রসার এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উপর মূল্যস্ফীতির চাপ হ্রাস এবং খাদ্যের সাশ্রয়ী মূল্যের উন্নতির উদ্দেশ্যে লজিস্টিক ব্যয়-ব্যবস্থা হ্রাস করা।

সামগ্রিক ব্যবসায়িক পরিবেশের জন্য ব্যবসায়িক ব্যবস্থাকে সুসংহত করা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্যাগুলো তুলে ধরতে ডিসিসিআই "ইজিং দি বিজনেস সিস্টেমঃ এন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড পার্সপেক্টিভ" শীর্ষক একটি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) আয়োজন করে। এই আলোচনার লক্ষ্য ছিল-বাংলাদেশের স্থল ও বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের সাথে শুল্ক অটোমেশন, পরিবহন ব্যবস্থার বহুমুখী বিকল্প এবং অবকাঠামোগত উন্নতি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাঁধাসমূহ হ্রাস করা। বাণিজ্য সরবরাহ বৃদ্ধি করে এই ব্যবস্থাগুলোর লক্ষ্য হলো, রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং বিশ্ব বাণিজ্যে দেশের প্রতিযোগীতামূলক অবস্থানকে শক্তিশালী করা। উপরন্তু, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার অভাব, সীমিত অবকাঠামো উন্নয়নের স্বল্পতা এবং নির্ভরযোগ্য এয়ার কার্গো হ্যান্ডলিং-এর অপ্রতুলতা বাণিজ্য দক্ষতার প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। এমএসএমই খাতের ব্যবসায়ীদের সর্বদা সাশ্রয়ী মূল্যের অর্থায়নের জন্য সংগ্রাম করতে হয়, এছাড়াও নৌ-পথে এবং রেলওয়ে ব্যবস্থাপনায় অবকাঠামো উন্নয়নের ধীর গতির কারণে রপ্তানি প্রবৃদ্ধিও বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে।

The shift towards a more responsible and sustainable economic model was also a focal point for DCCI, as global market increasingly prioritizes Environmental, Social, and Governance (ESG) compliance.

To help Bangladeshi businesses adapt, DCCI conducted a roundtable on "Navigating the Challenges and Opportunities of ESG Compliance in Bangladesh". The event advocated for standardized ESG reporting, government incentives, and SME-focused support to align Bangladesh with global ESG standards, enhancing its position as a responsible trading partner. DCCI emphasized the need for research on ESG compliance to protect export competitiveness and avoid disputes. Key recommendations include establishing a unified ESG reporting framework based on best practices from developed countries. Effective ESG strategies should be integrated into organizational culture and aligned with the global value chain, supported by independent audits. Policymakers must improve ESG disclosure practices and assist SMEs while creating a comprehensive sustainability reporting framework. Additionally, educating stakeholders about the importance of ESG and incentivizing compliant companies will help raise awareness and promote social inclusion.

As a predominantly agricultural country, the agriculture sector plays a vital role in accelerating economic growth, currently contributing 10.92% to the nation's GDP and employing about 45% of its workforce. Recognizing the agricultural sector's significant contribution to GDP and employment, DCCI came forward to address food security and sustainability in agriculture. In this context, the DCCI organized a seminar titled "Smart Agriculture: Issues and Challenges in Value Chain Development," which highlighted the need for modernization of the sector. Recommendations included reallocating subsidies to promote modern agricultural technologies, improving value chain efficiency, and fostering public-private partnerships to bolster food security. These initiatives aim to make agriculture more resilient, productive, and sustainable, especially considering rising food demand and climate challenges.

In response to persistent food inflation affecting essential commodities, DCCI conducted an FGD titled "Food Inflation: An Analysis on Price Dynamics of Essential Commodities". This FGD aimed to explore strategic approaches to address the challenges of food inflation and identify effective solutions for stabilizing the prices of essential commodities. This discussion focused on stabilizing prices through supply chain improvements and local production. Discussant prioritized enhancing supply chain resilience, stabilizing the poultry market through effective regulation, and improving the fisheries sector's value chain. Moreover, DCCI suggested that a comprehensive livestock development plan is necessary, focusing on production and transitioning to grass feed for better meat quality, simplifying port processes, reducing transportation cost, and implementing real-time price monitoring will boost efficiency. Recommendations included enhancing agricultural infrastructure, oversight in informal markets, promoting localized production, and reducing logistics cost-measures intended to mitigate inflationary pressures on essential goods and improve food affordability.

Streamlining business systems and overcoming international trade barriers are important for the overall business environment. To address these issues, DCCI turned its attention to trade efficiency with a focus group discussion (FGD) titled "Easing the Business System: An International Trade Perspective." This event aimed to reduce bottlenecks in international trade by discussing customs automation, multimodal transport options, and infrastructure improvements with representatives from Bangladesh's land and port authorities. By enhancing trade logistics, these measures aim to boost export capacity and strengthen the country's competitive position in global trade. Additionally, the lack of automated systems, limited infrastructure upgrade, and lack of reliable air cargo handling hinder trade efficiency. MSMEs struggle with access to affordable financing, and the slow pace of infrastructure development in inland waterways and rail systems further obstructs export growth.

Recognizing the crucial role of SMEs in driving economic growth and job creation, discussing strategies for their innovative and sustainable development can significantly enhance their contributions to the economy. Aligning these efforts with government policies ensures that entrepreneurs receive the necessary support and resources to thrive. To address this, DCCI organized a focus group discussion (FGD) on "SME Entrepreneurs' Sustainable Development in Light of SME Policy-2019." This discussion focused on overcoming financing challenges, forming MSME clusters, and providing

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ গুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের উদ্ভাবনী ও টেকসই উন্নয়নের কৌশল অর্থনীতিতে তাদের অবদানকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে। সরকারি নীতির সঙ্গে এই প্রচেষ্টাসমূহের সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে পারলে উদ্যোক্তারা প্রয়োজনীয় সহায়তা ও অবলম্বন পাবে বলে ধরে নেয়া যায়। এই বিষয়গুলোকে তুলে ধরার জন্য ডিসিসিআই "এসএমই নীতিমালা ২০১৯ : এসএমই উদ্যোক্তাদের টেকসই উন্নয়ন" শীর্ষক একটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভার আয়োজন করে। আর্থিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, এমএসএমই ক্লাস্টার গঠন এবং এসএমইদের প্রতিযোগী সক্ষম করে তুলতে সুনির্দিষ্ট সহায়তা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা এই আলোচনায় প্রাধান্য পায়। একই সাথে ক্রেডিট গ্যারান্টি ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ, উপযোগী আর্থিক প্রণোদনা, বৃহৎ শিল্পের সাথে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির সুপারিশ এই আলোচনায় উঠে আসে। উপরন্তু এসএমই খাত যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে, যেমন: সীমিত অর্থায়নের সুযোগ এবং রেগুলেটরি প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতি বিষয়গুলোও চিহ্নিত করা হয়।

> অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ গুলোর ভূমিকার স্বীকৃতি, উদ্ভাবনী ও টেকসই উন্নয়নের কৌশল এবং সরকারি নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন

অসহনীয় যানজট পুরাতন ঢাকার অথনৈতিক কর্মকাণ্ড, ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং জীবনযাত্রাকে ব্যহত করছে। ব্যবসায় পরিবহন বিলম্বের কারণে একদিকে ব্যবসায় খরচ বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে অবরুদ্ধ প্রবেশাধিকার ক্রেতাদের নিরুৎসাহিত করে, যা স্থানীয় ব্যবসার জন্য উল্লেখযোগ্য ক্ষতি বয়ে আনছে। যানজট ব্যবসা সম্প্রসারণকে সীমাবদ্ধ করে, উৎপাদনশীলতা হ্রাস করে এবং ঢাকার অর্থনীতি ও বাংলাদেশের জিডিপির জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনৈতিক মূল্যকে ক্ষুন্ন করে। এরই আলোকে ডিসিসিআই "পুরোনো ঢাকার ব্যবসায় যানজটের প্রভাব এবং অগ্রগতির পথ চিহ্নিতকরণ" শীর্ষক একটি গোলটেবিল আলোচনা সভার আয়োজন করে। গোলটেবিল বৈঠকে জলাবদ্ধতা নিরসনে খালগুলোকে পুনরুদ্ধার করা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিচালিত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন, গণপরিবহনের ব্যবহার সম্প্রসারণ এবং এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার কৌশল বাড়ানো প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়।

শিল্পখাতের চাহিদার সাথে আমাদের শিক্ষাক্রমে সামঞ্জস্য না থাকার কারণে, শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করা স্নাতকদের কর্মজীবনে প্রবেশ করতে যাওয়া ব্যক্তিদের প্রস্তুতি গ্রহণে বাঁধা সৃষ্টি করে, যার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখানো দক্ষতা এবং নিয়োগকর্তাদের চাহিদার মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা যায়। এই বিচ্ছিন্নতা বেকারত্ব সৃষ্টি করতে পারে এবং বিভিন্ন খাতে উদ্ভাবনের ঘাটতি নিয়ে আসতে পারে। শিক্ষা এবং শিল্পের মধ্যে ব্যবধান কমাতে ডিসিসিআই "বেসরকারিখাত এবং শিক্ষার সহযোগীতা জোরদার ঃ বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ" শীর্ষক একটি বৈঠকের আয়োজন করে। এই আলোচনায় শিল্পের চাহিদার সাথে শিক্ষার সমন্বয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। অন্যান্য আলোচনার মধ্যে উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন, বেসরকারি গবেষণা তহবিল গঠন, ইন্টার্নশীপ ও শিক্ষানবিসের মাধ্যমে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও একটি যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম, শিল্প দ্বারা অর্থায়নকৃত গবেষণা এবং সহযোগীতামূলক প্রণোদনার প্রয়োজনীয়তার উপর জোরারোপ করা হয়।

অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৌশলগতভাবে পরিকল্পিত এই কর্মসূচির মাধ্যমে ডিসিসিআই রপ্তানি স্থিতিশীলতা এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা থেকে শুরু করে টেকসই কৃষি এবং এসএমই সহায়তায় ডিসিসিআই-এর প্রতিশ্রুতি বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। সম্মিলিতভাবে এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য হলো সকল অংশীদারদের জন্য একটি স্থিতিশীল ও অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করে বাংলাদেশকে টেকসই প্রবৃদ্ধি ও বৈশ্বিক প্রতিযোগীতার পথে নিয়ে যাওয়া।

সহজ নীতি পরিবেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেসরকারিখাতের বিকাশে একটি ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে ১৩টি প্রধান নীতিমালায় এবং বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শিল্প সর্ম্পকিত বেশ কিছু খসড়া জাতীয় নীতিমালায় ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে বেশ কিছু সুপারিশমালা প্রেরণ করা হয়েছে। এ বছর ডিসিসিআই খসড়া সেমিকন্ডাক্টর শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২৪, খসড়া সিএমএসএমই নীতিমালা ২০২৪, জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫, অর্থ আইন ২০২৪, খসড়া লজিস্টিক নীতিমালা ২০২৪, চীনের বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা, আইসল্যান্ডের বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা, খসড়া রপ্তানি নীতিমালা ২০২৪-২৭, বাংলাদেশের এলডিসি থেকে মসৃন উন্নয়ন ধারাবাহিকতার কৌশল, খসড়া সিআইপি বাছাই কমিটি (শিল্প)-২০২৩, জাতীয় উদ্ভাবন এবং মেধাস্বত্ত্ব নীতিমালা ২০১৮, ম্যান-মেইড ফাইবার ভিত্তিক পোশাক রপ্তানি এবং খসড়া ট্রেডমার্ক (সংশোধনী) আইন ২০২৪ এর উপর ডিসিসিআই গবেষণা লব্ধ নীতি সুপারিশ প্রদান করে।

আরো উল্লেখ থাকে যে, এলডিসি থেকে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে বেসরকারিখাত নির্ভর অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রতিযোগী সক্ষমতা অর্জন সর্ম্পকিত সকল স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং এ বিষয়ক জাতীয় কমিটিতে ডিসিসিআই সক্রিয় সদস্য হিসেবে জোরালো অবদান রেখেছে। উপরন্তু, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ এবং নীতি নির্ধারকদের নিকট প্রস্তাবনা তুলে ধরতে ডিসিসিআই'র স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহ এ বছর নীতি সহায়তা প্রদানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

targeted support to help SMEs remain competitive. Recommendations included expanding credit guarantees, offering tailored financial packages, and fostering partnerships with larger corporations, all of which enhance SME resilience and integration into the broader economy. Additionally, the FGD addressed various challenges SMEs face, such as limited access to financing and regulatory hurdles, providing a platform for actionable solutions.

Severe traffic congestion in Old Dhaka hampers economic activities, disrupting daily life and business operations. Delays in transporting goods raise cost for businesses, while blocked access discourages shoppers, causing significant losses for local businesses. This congestion restricts trade expansion, decreases productivity, and undermines the overall economic value of an area crucial to Dhaka's economy and Bangladesh's GDP. In this context, DCCI organized a roundtable discussion titled "Effect of Traffic Congestion on Businesses in Old Dhaka and Identifying the Way Forward." Key recommendations emerging from the roundtable included restoring canals to alleviate waterlogging, implementing AI-driven traffic management systems, expanding mass transit connectivity, and enhancing traffic management strategies to improve the viability of businesses in the area.

The gap between academia and industry is hindering the preparation of graduates for the workforce, leading to a mismatch between skills taught in educational institutions and those demanded by employers. This disconnect can result in underemployment and a lack of innovation in various sectors. To bridge the gap between academia and industry, DCCI hosted a meeting on "Strengthening the Collaboration of the Private Sector and Academia: State & Future". The session brought together academic leaders to discuss aligning academic training with industry demands. Key discussions focused on creating advisory boards, securing private research funding, and enhancing practical training through internships and apprenticeships. The meeting underscored the need for responsive curricula, industry-funded research, and collaboration incentives to better prepare graduates for the workforce.

Through these strategically designed programs, DCCI has demonstrated a commitment to tackling some of Bangladesh's most pressing economic challenges, from export resilience and financial stability to sustainable agriculture and SME support. Collectively, these efforts aim to position Bangladesh on a path of sustainable growth and global competitiveness, ensuring a stable and inclusive economic environment for all stakeholders.

In order to create an enabling business environment, some of the key policy recommendations and important issues in 13 major policies placed to different draft national policies for trade, investment and industry to ease the policy ecosystem and further development of the private sector. During this year, DCCI provided research-based policy inputs on the implementation of Draft Semiconductor Industry Development Policy 2024; Drafting CMSME Policy 2024; Tax-related proposals in the National Budget 2024-25, Finance Act 2024; Draft Logistics policy 2024; Trade Policy Review of China; Trade Policy Review of Iceland; Draft Export Policy 2024-27; Bangladesh Smooth Transition Strategy; Draft Commercially Important Persons (Industry) Selection Policy, 2023; National Innovation and Intellectual Property Policy 2018; Observation and recommendations from DCCI on the Action Plan to promote man-made fiber-based apparel export; and Draft of Trademark (Amendment) Act 2024.

> "Recognizing the crucial role of SMEs in driving economic growth and job creation, discussing strategies for their innovative and sustainable development can significantly enhance their contributions to the economy."

It is to be noted that DCCI has been a member of the national committee and almost all sub-committees actively working for private sector-led inclusive economic competitiveness in post LDC graduation era. Moreover, DCCI-led standing committees played important roles this year to strengthen policy advocacy roles aimed at steering economic growth and providing recommendations to policymakers.

Additionally, DCCI is committed to fostering a private sector-friendly economic environment by conducting biannual assessments of the overall macroeconomic landscape and its implications for the private sector. This process identifies current and potential economic challenges while formulating relevant recommendations and policy suggestions. Our research-based assessments have received endorsements from national policy analysts, economists, researchers, and government policymakers, who have acknowledged our initiatives to varying degrees.

এছাড়াও, বেসরকারিখাত বান্ধব অর্থনৈতিক পরিবেশ বজায়ে সামষ্টিক অর্থনীতির মূল্যায়ন ও বেসরকারিখাতের উপর এর প্রভাব নিয়ে দ্বি-বার্ষিক অর্থনীতি পর্যালোচনা করে ঢাকা চেম্বার। প্রাসঙ্গিক সুপারিশ এবং নীতিগত পরামর্শ প্রণয়নের সময় এই প্রক্রিয়াটি বর্তমান এবং সম্ভাব্য অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে। গবেষণা ভিত্তিক মূল্যায়নগুলো জাতীয় নীতি বিশ্লেষক, অর্থনীতিবিদ, গবেষক এবং সরকারি নীতিনির্ধারকদের কাছ থেকে অনুমোদন পেয়েছে, যারা বিভিন্ন মাত্রায় ডিসিসিআই'র উদ্যোগকে সর্বদা সহায়তা করে এসেছে।

এই সমন্বিত নীতি ও সুপারিশগুলোর মাধ্যমে একটি ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা, রপ্তানির সম্ভাবনা বৃদ্ধি এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রতি ডিসিসিআই'র প্রয়াস ব্যক্ত হয়েছে। খাত ভিত্তিক চাহিদা নিরূপন, অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা এবং বাণিজ্য নীতির অগ্রগতির মাধ্যমে বিশ্ববাজারে জায়গা করে নেয়া ও প্রতিযোগী সক্ষমতা অর্জনে ডিসিসিআই'র নীতি সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে, ডিসিসিআই'র নীতিসহায়তা প্রচেষ্টা বেশ কিছু ইতিবাচক ফলাফল অর্জনে সফল হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালের জাতীয় বাজেট পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই যে, কর হতে প্রাপ্ত রাজস্ব আদায় এর লক্ষ্যমাত্রার ৯৩.৩৩% অর্জিত হয়েছে অর্থাৎ ৪ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৮২৬৭৮.৪১ কোটি টাকা অর্জিত হয়েছে। এর মধ্য থেকে ৩৯.৪০% (১৫০,৭৫৭.৩১ কোটি টাকা) ভ্যাট থেকে প্রাপ্ত, ৩৪.২৬% (১৩১,১০২.০২ কোটি টাকা) সরাসরি কর থেকে প্রাপ্ত এবং ২৬.৩৫% (১০০,৮১৯.০৮ কোটি টাকা) সম্পূরক শুল্ক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর খাত থেকে প্রাপ্ত।

২০২৪ অর্থবছরে ডিসিসিআই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর সাথে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে বেসরকারিখাতের জন্য অনুকূল কর পরিবেশের পক্ষে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ডিসিসিআই ২০২৪ সালের ০৩ ফেব্রুয়ারিতে "২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে আয়কর, ভ্যাট এবং শুল্ক বিষয়ক প্রত্যাশা" শীর্ষক একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। এই বৈঠকে ডিসিসিআই বেসরকারিখাতের নের্তৃবৃন্দ এবং এনবিআরের বর্তমান ও প্রাক্তন সদস্যদের নিকট ঢাকা চেম্বারের বাজেট প্রস্তাবনাসমূহ তুলে ধরে। মূল্যবান মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ সাপেক্ষে পরবর্তীতে ডিসিসিআই ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের জন্য ৪০টি প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করে। ডিসিসিআই'র সভাপতি হিসেবে আমি এবছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি এনবিআরের সদর দফতরে এনবিআরের চেয়ারম্যানের কাছে প্রস্তাবগুলো পেশ করি।

চ্যানেল-২৪ এবং দৈনিক সমকালের সহযোগিতায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) গত ১০ মার্চ, ২০২৪ তারিখে "লাইভ প্রাক-বাজেট আলোচনা ২০২৪-২৫ঃ বেসরকারিখাতের প্রত্যাশা" শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারের কাছে বেসরকারিখাতের প্রত্যাশা গুলো উপস্থাপন করা হয়, যার মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং ব্যবসা-বান্ধব বাজেট প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

আয়কর, মূসক এবং শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়ে জমা দেয়া ৪০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৬টি প্রস্তাব সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে (১৫%) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মধ্যে ১০% ছিল আয়কর, ২.৫% ছিল ভ্যাট এবং ২.৫% শুল্ক সম্পর্কিত। আয়কর প্রস্তাবগুলোর মধ্যে কর রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্যোগ এবং আয়কর আইন ২০২৩-এর ধারা ৪৯ (পি)-এর অধীনে সংশোধনী উভয়ের জন্য সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন অর্জিত হয়েছিল। বিদেশি ঋণের সুদ পরিশোধের উপর উইথহোল্ডিং ট্যাক্স এবং সময়সীমার আগে রিটার্ন দাখিল না করা হলে অতিরিক্ত ৫০% সুদ আরোপ মওকুফের প্রস্তাবগুলোতে আংশিক বাস্তবায়ন দেখা গেছে। ভ্যাট আইন ২০১২ এর ধারা ১২২(২) এর অধীনে বিতর্কিত দাবিগুলোর জন্য অগ্রিম অর্থ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা ২০% থেকে কমিয়ে ১০% করার প্রস্তাবটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছিল। কাস্টমসে এইচএস কোড ৭২০২.১১.০০, ৭২০২.২১.০০ এবং ৭২০২.৩০.০০ এর অধীনে ইস্পাত পণ্যের উপর রেগুলেটরি শুল্ক ১৫% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছিল।

> আয়কর, মূসক এবং শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়ে জমা দেয়া ৪০টি প্রস্তাবের মধ্যে ৬টি প্রস্তাব সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে (১৫%) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত হয়েছে

ডিসিসিআই বাজেট ঘোষণার দিন প্রস্তাবিত বাজেটের উপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এবং পরবর্তীতে অর্থ বিল ২০২৪-এ অন্তর্ভূক্তির জন্য একটি সংশোধিত বাজেট প্রস্তাবও জমা দিয়েছে। ২০২৪ সালের ০২ সেপ্টেম্বর ডিসিসিআই'র সভাপতি হিসেবে আমি এনবিআরের চেয়ারম্যান মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে দেশের জটিল কর ব্যবস্থাপনা সিএমএসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, পাশাপাশি সিএমএসএমই বান্ধব কর কাঠামো তৈরি করার সুপারিশ পেশ করা হয়।

ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন

২০২৪ সালে ডিসিসিআই ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন বিভাগ বিদেশে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল প্রেরণ, বিটুবি ম্যাচ মেকিং সভা আয়োজন, যৌথ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য প্রসার কার্যক্রম পুণরায় সক্রিয়করণ, বাণিজ্য গবেষণা, নতুন রপ্তানি বাজারে প্রবেশের পরিকল্পনা, বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে বাণিজ্য কূটনীতি জোরদার, বাণিজ্য কিংবা বাণিজ্য বর্হিভূত বাধাসমূহ দূরীকরণ, রপ্তানির

Through these comprehensive policies and recommendations, DCCI showcases its commitment to fostering a business-friendly environment, enhancing export potential, and promoting sustainable economic growth. By addressing sector-specific needs, supporting infrastructure development, and advancing trade policies, DCCI's advocacy efforts are crucial in positioning Bangladesh for resilience and competitiveness in the global market.

I'm pleased to report that DCCI's policy advocacy efforts have yielded positive results. Reviewing the national budget for the fiscal year 2023-2024, we have found that tax revenue collection achieved 93.33% of its target, reaching BDT 382,678.41 crore against a goal of BDT 410,000 crore. Of this total, 39.40% (BDT 150,757.31 crore) came from VAT, 34.26% (BDT 131,102.02 crore) from direct taxes, and 26.35% (BDT 100,819.08 crore) from supplementary duties and other import-related taxes.

In FY24, DCCI continued its significant role in advocating for a favorable tax environment for the private sector, actively collaborating with the National Board of Revenue (NBR). DCCI held a roundtable discussion on February 3, 2024 titled "Expectations on Income Tax, VAT, and Customs in the Upcoming Budget FY2025." During this meeting, DCCI presented its budget proposals to private sector leaders and both former and current NBR members. After receiving valuable feedback and recommendations, DCCI finalized 40 proposals for the national budget for FY25. President, DCCI submitted these proposals to NBR Chairman on February 14, 2024, at the NBR headquarter.

Additionally, through a collaborative effort with Daily Samakal and Channel-24, DCCI hosted a "Live Pre-Budget Discussion 2024-25: Expectations of the Private Sector" on March 10, 2024. This event presented the private sector's expectations to the government, with the aim of fostering an inclusive and business-friendly budget for FY25.

Six of the 40 submitted proposals (15%) were implemented across Income Tax, VAT, and import duty areas in FY24. 4 were fully implemented and 2 were partially implemented. Of them, 10% pertained to income tax, 2.5% to VAT, and 2.5% to customs-related issues. Among the income tax proposals, full implementation was achieved for both the initiative to increase tax revenue and the amendment under Section 49(p) of the Income Tax Act 2023. Partial implementation was seen in the proposals to waive withholding tax on foreign loan interest payments and impose an additional 50% interest if returns are not filed by the deadline. For VAT, the proposal to reduce advance payment requirements for disputed demands from 20% to 10% under Section 122(2) of the VAT Act 2012 was fully implemented. In customs, the regulatory duty on steel products under HS codes 7202.11.00, 7202.21.00, and 7202.30.00 was reduced from 15% to 5%, marking the full realization of this recommendation.

Six of the 40 submitted proposals (15%) were implemented across Income Tax, VAT, and import duty areas in FY24. 4 were fully implemented and 2 were partially implemented

DCCI provided its initial reaction to the national budget FY25 on the day of the declaration and later submitted a revised budget proposal for inclusion in the Finance Act 2024. On September 3, 2024, DCCI President Ashraf Ahmed met with NBR Chairman Md. Abdur Rahman Khan, FCA at the NBR head office in Agargaon. During the meeting, President, DCCI highlighted that the complex tax management system poses challenges for CMSMEs and recommended simplifying the system to create a CMSME-friendly tax structure.

Trade Facilitation

During the year 2024, the Trade Facilitation Department of DCCI implemented a comprehensive range of outcome-oriented activities, including business delegations, B2B matchmaking meetings, reactivation of joint bilateral trade promotion activities, trade research and market access mapping, commercial diplomacy for positioning Bangladesh and addressing trade & non-trade barriers, and improving capacity of SMEs to explore export opportunities. In advancing commercial diplomacy and scaling-up market access for DCCI member companies, Trade Facilitation Department fostered partnership with regional and global stakeholders, including foreign missions in Bangladesh,

সুযোগ অন্বেষণে এসএমইদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ এ জাতীয় ফলাফলমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাণিজ্যিক কূটনীতিকে এগিয়ে নিতে এবং ডিসিসিআই সদস্যদের বাজার প্রবেশাধিকার বাড়াতে ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন বিভাগ আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডার এমনকি বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি দূতাবাস, বিদেশে বাংলাদেশী দূতাবাস, আন্তর্জাতিক চেম্বারসমূহ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রচারণামূলক সংগঠনসমূহের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে।

- বাণিজ্যিক কূটনীতি এবং বাণিজ্য প্রচারণাঃ ২০২৪ সাল বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক, বিদেশ থেকে আগত স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিবর্গের সাথে প্রায় ২৮টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের প্রায় ১২টি দূতাবাসের সাথে দ্বি-পাক্ষিক ট্রেড প্রোমোশন কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ।
- ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল গ্রহণ ও প্রেরণঃ এ বছর চারটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয় এবং ৫টি বিদেশি বাণিজ্য প্রতিনিধিদলকে ঢাকা চেম্বারের আতিথেয়তা প্রদান করা হয়।
- ডিসিসিআই সদস্যদের রপ্তানি বাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরি করাঃ প্রায় ৩৩০টি বিটুবি ম্যাচ-মেকিং সভা, প্রায় ৩১৯টি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৬০টি ডিসিসিআই সদস্য কোম্পানির যোগাযোগ স্থাপন।
- স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রচারণা পুণস্থাপনঃ ব্যবসায়িক যোগাযোগ স্থাপনে ১৫টি দেশের ২২টি বিদেশী চেম্বার ও বাণিজ্য সহায়ক সংস্থার সাথে সরাসরি অংশগ্রহণ কিংবা ভার্চুয়ালি ২৬টি সভা অনুষ্ঠিত।
- এসএমইদের সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ কানাডার বাজারে রপ্তানির সুযোগ অন্বেষণের জন্য প্রয়োজনীয় বাজার বুদ্ধিমত্তা এবং সরঞ্জামসহ ৭০টি এসএমই ভিত্তিক ডিসিসিআই সদস্য সংস্থাকে সক্ষম করে তোলা হয়েছে।
- বেসরকারি ইক্যুইটি এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটালের মাধ্যমে উদ্ভাবনী এসএমইদের জন্য অর্থায়ন সংযোগঃ পাঁচটি পিই এবং ভিসি ফার্মের সাথে বিকল্প অর্থায়ন বিকল্প প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে, যাতে যুক্ত হয়েছে ৫০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারী খাতের উদ্যোক্তা।
- বাণিজ্য গবেষণা এবং মার্কেট ইন্টেলিজেন্স সাপোর্টঃ ৪০টি দেশের বাণিজ্য সম্ভাবনা, ৭০টি দেশের বাণিজ্যিক তথ্যাদি ও পরিসংখ্যান যা ডিসিসিআই'র ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

বাণিজ্যিক কূটনীতি ও বাণিজ্য প্রচারণা

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কূটনীতিতে ডিসিসিআই'র ভূমিকা জোরদার করা, দেশের ব্র্যান্ডিং এর প্রসার, বাণিজ্য ও বাণিজ্য বর্হিভূত বাধা দূর করা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করা সহায়ক বাজারে প্রবেশাধিকারের বিষয়ে নীতি পরামর্শ প্রদান করার নিমিত্তে ডিসিসিআই নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ প্রতিপালন করেছেঃ

- বিদেশে ১২টি বাংলাদেশ দূতাবাসের (যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, ভিয়েতনাম, ফ্রান্স, শ্রীলংকা, ইটালি এবং জার্মানী) সাথে যৌথ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য প্রসারের প্রচেষ্টাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি রাষ্ট্রদূত এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সহ মোট ২৮জন মিশন প্রধানের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও আর্মেনিয়ার অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রীসহ বিভিন্ন বাণিজ্য প্রচারক প্রতিষ্ঠান, উল্লেখযোগ্য দূতাবাসসমূহ এবং অন্যান্য দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈঠক নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১. বাংলাদেশস্থ যুক্তরাজ্যের মান্যবর হাইকমিশনার মিস সারাহ্ কুক-এর সাথে বৈঠক
২. বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতের মান্যবর হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা-এর সাথে বৈঠক
৩. বাংলাদেশে অবস্থিত জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনরি-এর সাথে বৈঠক
৪. বাংলাদেশস্থ দক্ষিণ কোরিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং সিক-এর সাথে বৈঠক
৫. বাংলাদেশে অবস্থিত ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিনিধিদলের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ও হেড অব ডেলিগেশন চার্লস হোয়াইটলি-এর সাথে বৈঠক
৬. বাংলাদেশস্থ চীনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন-এর সাথে বৈঠক
৭. বাংলাদেশে অবস্থিত সংযুক্ত আরব আমিরাতের মান্যবর রাষ্ট্রদূত আব্দুল্লাহ্ আলী আব্দুল্লাহ্ আলহামৌদি-এর সাথে বৈঠক
৮. বাংলাদেশে অবস্থিত ফ্রান্সের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মিস ম্যারি মাসদুপুই-এর সাথে বৈঠক
৯. বাংলাদেশস্থ তুরস্কের মান্যবর রাষ্ট্রদূত রামিস সেন-এর সাথে বৈঠক
১০. বাংলাদেশে অবস্থিত কানাডার মান্যবর রাষ্ট্রদূত ড. লিলি নিকোলস-এর সাথে বৈঠক
১১. বাংলাদেশে অবস্থিত ভিয়েতনামের মান্যবর রাষ্ট্রদূত নুয়েন মান কুয়োং-এর সাথে বৈঠক
১২. বাংলাদেশস্থ আর্জেন্টিনার মান্যবর রাষ্ট্রদূত মার্সেলো কার্লোস সেসা-এর সাথে বৈঠক
১৩. বাংলাদেশে অবস্থিত শ্রীলংকার মান্যবর হাইকমিশনার ধর্মপালা ভীরাক্কোদি-এর সাথে বৈঠক

Bangladeshi missions abroad, international chambers of commerce, and international trade promotion agencies. Key achievements and activities included:

- Commercial Diplomacy and Trade Promotion: 28 bilateral meetings with High Commissioners/Ambassadors/Diplomats/Foreign dignitaries. Connecting with 12 Bangladesh Missions Abroad for bilateral trade promotion.
- Outbound and Inbound Business Delegation: 4 outbound business delegations and 5 inbound business delegations.
- Creating Market Access Opportunities for DCCI Members: More than 330 B2B matchmaking meetings, connecting over 160 DCCI member companies with 319 foreign companies.
- Reactivation of Joint Bilateral Trade Promotion activities under the MoU Framework: 26 meetings with 22 foreign chambers and trade promotion agencies, from 15 countries for bridging business opportunities.
- Improving Capacity of SMEs: Equipped 70 SME based DCCI member companies with necessary market intelligence and tools to explore export opportunities in Canadian market.
- Connecting Innovation- Bridging Innovative SMEs & Startups with Private Equity and Venture Capital Firms: Established 'Alternative Funding Options Panel' with five PE & VC firms. Connected about 50 innovative SMEs and Startup with PE & VC firms through B2B Orientation meeting.
- Trade Research and Market Intelligence Supports: Mapped 40 country specific trade potentials, trade statistics for 70 countries allowing accessibility to users through DCCI website.

Commercial Diplomacy and Trade Promotion

To strengthen DCCI's role in economic and commercial diplomacy, promote country branding, address trade and non-trade barriers, enhance trade and investment opportunities, and advocate for supportive market access policies and agreements, DCCI executed the following activities:

- Revitalized joint bilateral trade promotion efforts with 12 Bangladesh Missions Abroad (UK, Malaysia, South Korea, UAE, Sweden, Finland, Norway, Vietnam, France, Sri Lanka, Italy and Germany)
- Engaged in 28 bilateral meetings with Head of the Missions (Ambassador/High Commissioner) of different countries designated to Bangladesh and Bangladesh Missions in Abroad along with Deputy Minister for Ministry of Economy of Armenia and International Trade Promotion Agencies. Key Embassies, High Commissions, and organizations included:

1. H.E. Ms. Sarah Cooke, High Commissioner, British High Commission in Bangladesh
2. H.E. Mr. Pranay Verma, High Commissioner, High Commission of India in Bangladesh
3. H. E. Mr. IWAMA Kiminori, Ambassador, Embassy of Japan in Bangladesh
4. H. E. Mr. PARK Young Sik, Ambassador, Embassy of the Republic of Korea in Bangladesh
5. H.E. Mr. Charles Whiteley, Ambassador & Head of Delegation, Delegation of EU to Bangladesh
6. H.E. Mr. Yao Wen, Ambassador, Embassy of the People's Republic of China in Bangladesh
7. H.E. Mr. Abdulla Ali Abdulla AlHmoudi, Ambassador, Embassy of UAE in Bangladesh
8. H.E. Ms. Marie MASDUPUY, Ambassador, Embassy of France in Bangladesh
9. H. E. Mr. Ramis Şen, Ambassador, Embassy of the Republic of Türkiye in Bangladesh
10. H. E. Dr. Lilly Nicholls, High Commissioner, High Commission of Canada in Bangladesh
11. H. E. Mr. Nguyen Manh Cuong, Ambassador, Embassy of Vietnam in Bangladesh
12. H. E. Mr. Marcelo Carlos CESA, Ambassador, Embassy of Argentina in Bangladesh
13. H.E. Mr. Dharmapala Weerakkody, High Commissioner, High Commission of Sri Lanka in Bangladesh

১৪. বাংলাদেশে অবস্থিত ইন্দোনেশিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূত হিরু হারতানতো সুবোলো-এর সাথে বৈঠক

১৫. বাংলাদেশে অবস্থিত পাকিস্তানের মান্যবর হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফ-এর সাথে বৈঠক

১৬. বাংলাদেশস্থ মিশরের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ওমর মোহি এদ্দিন আহমেদ ফাহ্‌মি-এর সাথে বৈঠক

১৭. কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমান-এর সাথে বৈঠক

১৮. মালয়শিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর হাইকমিশনার মো. শামীম আহসান-এর সাথে বৈঠক

১৯. ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের জন্য নিযুক্ত স্লোভাকিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূত রবার্ট ম্যাক্সিয়ান-এর সাথে বৈঠক

২০. ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের জন্য নিযুক্ত পেরুর মান্যবর রাষ্ট্রদূত জ্যাভিয়ার ম্যানুয়েল পলিনিচ ভেলারদে-এর সাথে বৈঠক

২১. বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর জন ফে-এর সাথে বৈঠক

২২. বাংলাদেশস্থ কানাডা হাইকমিশনের সিনিয়র ট্রেড কমিশনার ডেবরা বয়েজ-এর সাথে বৈঠক

২৩. আর্মেনিয়ার অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী নারেক তেরিয়ান-এর সাথে বৈঠক

২৪. জেট্রো'র সিনিয়র ডিরেক্টর শরিফুল আলম-এর সাথে বৈঠক

২৫. ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের সিনিয়র ইকোনোমিস্ট শ্যান ডব্লিউ ট্যান-এর সাথে বৈঠক

২৬. হংকং ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সিনিয়র ইকোনমিস্ট গ্যারি এনজি-এর সাথে বৈঠক

২৭. কোটরা বাংলাদেশ এর ডেপুটি ডিরেক্টর সুংহুন লি-এর সাথে বৈঠক

২৮. ইউএসএআইডি ওয়াশিংটন এর ট্রেড পলিসি স্পেশালিস্ট নাথান ক্লাইন জেডি-এর সাথে বৈঠক

এছাড়াও স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকগুলোর আওতায় ডিসিসিআই- এর সদস্যদের জন্য বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিদেশি চেম্বারগুলোর সাথে বিদ্যমান ব্যবসায়িক সম্পর্ককে শক্তিশালী করাই অন্যতম লক্ষ্য। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ১৫টি দেশের ২২টি চেম্বার এবং বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থাকে নিয়ে মোট ২৬টি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। অংশীদার চেম্বারগুলোর সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকগুলোকে পুনরায় সক্রিয় করার মাধ্যমে বিটুবি ম্যাচ-মেকিং এর আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে।

বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশ বিশেষকরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশের জন্য রপ্তানি বৃদ্ধি, আমদানিতে বৈচিত্র এবং যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুযোগ রয়েছে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ডিসিসিআই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ভিয়েতনাম এবং মালয়েশিয়া, দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারত এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। বাণিজ্য প্রতিনিধিদলগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার, নতুন বাণিজ্যিক সম্ভাবনা খুঁজে বের করা এবং বিটুবি অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণ। প্রতিনিধিদলগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণী নীচে উপস্থাপন করা হলো:

- ভিয়েতনামে ৩৬ সদস্য বিশিষ্ট বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ
- সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত গালফুড ফেয়ার ২০২৪-এ ১১ সদস্য বিশিষ্ট বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ
- মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত আইএনএসপি মিহাস ২০২৪-এ ৩ সদস্য বিশিষ্ট বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ
- ভারতের গোহাটিতে অনুষ্ঠিত ৩য় নর্থ ইস্ট এক্সপোর্ট প্রোমোশনাল মিট-এ ৩ সদস্যের প্রতিনিধিদল প্রেরণ

ভিয়েতনামে ডিসিসিআই'র বাণিজ্য প্রতিনিধিদল

দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্ভাবনা, বিনিয়োগ আকর্ষন, নতুন বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ডিসিসিআই এ বছর ০৪-০৯ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ভিয়েতনামে ৩৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। ডিসিসিআই সভাপতি এই প্রতিনিধিদলটিকে নেতৃত্ব প্রদান করেন।

এ সফরের কিছু কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- ৩৬ জন ব্যবসায়ী সদস্য এই প্রতিনিধিদলে ২০টি ভিন্ন ভিন্ন খাতের ব্যবসায়ীবৃন্দ অন্তর্ভূক্ত ছিল।
- হ্যানয়ের থাই বিন প্রভিন্সে এবং হোচি মিন সিটিতে বিজনেস ফোরাম এবং পরবর্তী বিটুবি সেশনে অংশগ্রহণ।
- প্রায় ১৬০টি বিটুবি ম্যাচ-মেকিং অনুষ্ঠিত হয় যাতে প্রায় ২৯০টি ভিয়েতনামের কোম্পানি অংশগ্রহণ করে।
- হোচি মিন সিটির পিপলস কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান নুয়েন ভ্যান ডুং এর সাথে ডিসিসিআই প্রতিনিধিদলের বৈঠক অনুষ্ঠিত।
- ভিয়েতনামের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এশিয়া-আফ্রিকা উইং-এর ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল নুয়েন ফুক নাম এর সাথে সাক্ষাৎ।
- হোচি মিন সিটির অভ্যন্তরীন সাইগন রিভার পোর্ট এবং স্যামসাং কমপ্লেক্স ইলেক্ট্রনিকস কোম্পানী লিঃ-এর ফ্যাক্টরি পরিদর্শন।

14. H.E. Mr. Heru Hartanto Subolo, Ambassador of the Republic of Indonesia to Bangladesh
15. H.E Mr. Syed Ahmed Maroof, High Commissioner, High Commission of Pakistan in Bangladesh
16. H.E Mr. Omar Mohie Eldin Ahmed Fahmy, Ambassador, Embassy of Egypt in Bangladesh
17. Dr. Khalilur Rahman, PhD, High Commissioner, High Commission of Bangladesh in Canada
18. H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, High Commissioner, Bangladesh High Commission in Malaysia
19. H.E. Mr. Robert Maxian, Ambassador of Slovakia to Bangladesh
20. H.E. Mr. Javier Manuel Paulinich Velarde, Ambassador of Peru in India designated to Bangladesh
21. Mr. John Fay, Commercial Counselor of US Embassy in Bangladesh
22. Ms. Debra Boyce, Senior Trade Commissioner, High Commission Canada in Bangladesh
23. H.E. Narek Teryan, Deputy Minister, Ministry of Economy, Republic of Armenia
24. Mr. Shariful Alam, Senior Director, JETRO Bangladesh
25. Mr. Shawn W. Tan, Senior Economist, International Finance Corporation (IFC)
26. Mr. Gary Ng, Senior Economist (Asian and Emerging Markets), HKTDC
27. Mr. SungHoon Lee, Deputy Director, KOTRA, Bangladesh
28. Mr. Nathan Kline, JD, Trade Policy Specialist, U.S. Agency for International Development (USAID)

In addition, it was prioritized to enhance market access for DCCI member companies and strengthen existing business relationships by building and nurturing partnerships with foreign chambers and organizations under the MoU framework. As part of these efforts, total 26 meetings where organized encompassing 22 foreign chambers and trade promotion agencies, from 15 countries. Reactivation of MoU with partner chambers helped to organize online one to one B2B meeting and connect commercial opportunities for concern DCCI member companies.

Outbound Business Delegation

South East Asia as well as some middle east countries particularly UAE presents untapped market potential for Bangladesh offering opportunities to boost exports, diversify imports source, and establish joint ventures. In this connection, DCCI organized two business delegations to Southeast cwountries (Vietnam and Malaysia), one in South Asia (India) and one in Middle East (UAE). The said outbound business delegations of DCCI contributed to strengthen commercial ties, explore trade opportunities, and foster B2B partnerships. Below is a summary of these delegations:

- Organized 36-member delegation to Vietnam
- Organized 11-member delegation to Gulfood Fair 2024 in UAE
- Organized 3-member delegations to INSP MIHAS 2024 in Malaysia
- Organized 3-member delegations to 3rd North East Export Promotional Meet in Guwahati, India

DCCI Business Delegation to Vietnam

Prioritizing potential commercial opportunities between Bangladesh and Vietnam in various dimensions, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a 36-member business delegation to Hanoi and Ho Chi Minh, Vietnam during 4th August to 9th August 2024. The delegation was led by Mr. Ashraf Ahmed, President, DCCI. The brief of the delegation is noted below:

- 36-member delegation having business exposure to 20 sectors
- Organized two Business Forums and three B2B matchmaking sessions in Thai Binh Province and Ho Chi Minh City.
- A total of 160 B2B matchmaking meetings were organized, connecting DCCI delegation with 290 business leaders and industry representatives in Vietnam.
- Courtesy meeting with Mr. Nguyen Van Dung, Vice Chairman of People's Committee of Ho Chi Minh City.
- Courtesy meeting with Mr. Nguyen Phuc Nam, Deputy Director General, Asia-Africa market department of MOIT.
- Visited Saigon Port in Ho Chi Minh city and Samsung HCMC CE Complex Electronics Co. Ltd.

- ২৮তম আন্তর্জাতিক ফুড অ্যান্ড বেভারেজ, ফুড প্রসেসিং, প্যাকেজিং টেকনোলজি অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট মেলা পরিদর্শন।
- ২৭ শতাংশ প্রতিনিধি রপ্তানি আদেশের বিষয়ে আলোচনা সম্পন্ন করতে পেরেছেন, ৪৬ শতাংশ প্রতিনিধি আমদানি চুক্তি করতে পেরেছেন, ৩১ শতাংশ প্রতিনিধি যৌথ বিনিয়োগে আগ্রহী পেয়েছেন এবং ৫৬ শতাংশ প্রতিনিধি ভিয়েতনামের ব্যবসায়িদের সাথে অন্যান্য বাণিজ্য চুক্তি অন্বেষণের প্রচেষ্টা করেন।

ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের দুবাইতে অনুষ্ঠিত গালফুড ফেয়ারে অংশগ্রহণ

১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ডিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে ১৯-২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সময়ে অনুষ্ঠিত ২৯তম গালফুড ফেয়ারে অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধিদলটির নেতৃত্ব প্রদান করেন তাসকিন আহমেদ, পরিচালক, ডিসিসিআই এবং গ্রুপ ভাইস চেয়ারম্যান, ইফাদ মাল্টি প্রোডাক্টস লিমিটেড। ইফাদ মাল্টি প্রোডাক্টস লিমিটেড, পেট্রোকেম (বাংলাদেশ) লিমিটেড, আহমেদ ফুড প্রোডাক্টস্ লিমিটেড, কালারপ্লাস মাস্টারব্যাচ ম্যানুফেকচারিং কোম্পানী লিমিটেড এবং মুন্নু এগ্রো অ্যান্ড জেনারেল মেশিনারি লিমিটেড হতে সর্বমোট ১১ জন প্রতিনিধি এই সফরে অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মালয়েশিয়া সফর

ডিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত 'আইএনএসপি মিহাস-২০২৪'-এ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সফরকালে ঢাকা চেম্বারের বাণিজ্য প্রতিনিধিলের সদস্যবৃন্দ মালয়েশিয়ার রপ্তানিকারকদের সাথে বিটুবি ম্যাচ-মেকিং এ অংশগ্রহণ করেন।

খিদমাহ ফুডস লিমিটেড, পপুলার হেল্থকেয়ার লিমিটেড এবং অলটেক মেশিনারি-এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি ডিসিসিআই'র প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, তেল, ঔষধ, গ্লোভস, বেভারেজ, মশলা প্রভৃতি পণ্যের উপর উক্ত সফরকালে ২৩টি বিটুবি ম্যাচ মেকিং অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ অংশ নেন।

ভারতের গোহাটিতে অনুষ্ঠিত ৩য় নর্থ ইস্ট এক্সপোর্ট প্রোমোশনাল মিট-এ ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের অংশগ্রহণ

গত ২১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ভারতের আসামের গোহাটিতে অনুষ্ঠিত ৩য় নর্থ ইস্ট এক্সপোর্ট প্রোমোশনাল মিট-এ ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী'র নেতৃত্বে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। এ সফরকালে প্রতিনিধিদলটি ক্রেতা-বিক্রেতা সভা এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক বৈঠকে যোগদান করে। প্রতিনিধিদলটিতে আলী'স গ্রুপ, নাইস পাওয়ার অ্যান্ড আইটি সল্যুশন লিমিটেড এবং পলমল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর সদস্যবৃন্দ অংশ নেন, যারা স্টিল, তথ্য-প্রযুক্তি, ব্যাটারি, কেমিক্যাল, কৃষিপণ্য এবং হোম এ্যাপ্লায়েন্স প্রভৃতি খাতের ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

ব্যবসায়িক বৈঠক ও ওয়েবিনার

এ বছর রাশিয়া, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য এবং শ্রীলংকা থেকে আগত ৫টি বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে ঢাকা চেম্বার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা সভার আয়োজন করে। এছাড়াও কানাডায় বিশেষকরে বাংলাদেশের এসএমইদের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি ভার্চুয়াল বিটুবি সেশনের পাশাপাশি আরো দুটি ভার্চুয়াল সেশনের আয়োজন করে ডিসিসিআই। যা নীচে উপস্থাপন করা হলো:

- বাংলাদেশ-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সভা
- তুরস্কের ডেইক থেকে আগত প্রতিনিধিদলের সাথে বাণিজ্য আলোচনা সভা
- যুক্তরাজ্যে থেকে আগত প্রতিনিধিদলের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সভা
- শ্রীংলকা থেকে আগত প্রতিনিধিদলের সাথে বাণিজ্য আলোচনা সভা
- কানাডায় বাংলাদেশের এসএমইদের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি ভার্চুয়াল ওয়েবিনার
- বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার ব্যবসায়ীদের মধ্যকার অনলাইন বিটুবি কনক্লেভ

বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সফরের উপর পরিচালিত সমীক্ষা এবং আসিয়ান বাজারে প্রবেশ

- আসিয়ান অঞ্চলের দেশসমূহের বাজারে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে বিদম্যান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ, আশিয়ান বাজারে পণ্য ও সেবা রপ্তানির সম্ভবানা এবং আসিয়ান বাজারের সাথে একীভূতকরণের উপর সম্ভাবনা যাচাইয়ের উপর সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।
- একটি সমন্বিত তথ্য ব্যাংক তৈরির পাশাপাশি সম্ভাবনাময় বাজারে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ এবং বিদেশি কোম্পানীগুলোর সাথে ঢাকা চেম্বারের সদস্য প্রতিষ্ঠানের বিটুবি ম্যাচ-মেকিং-এর জন্য সমীক্ষা পরিচালিত হয়।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

২০২৪ সালে ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন বিভাগের উদ্যোগে ৩টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়-

- ডিসিসিআই ও তুরস্কের ইস্তানবুল চেম্বার অব কমার্স এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক
- ডিসিসিআই এবং চায়না ফরেন ট্রেড সেন্টার-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক
- পাকিস্তানের করাচী চেম্বারের সাথে ঢাকা চেম্বারের সমঝোতা স্মারক

- Visited 28th International Exhibition on Food and Beverages, Food Processing, Packaging Technology & Equipment.
- About 27% delegates are in the stage of securing export orders, 46% to secure import deals, 31% to establish joint venture agreements, and 56% to explore other types of business agreements with their Vietnamese counterparts.

DCCI Business Delegation to Gulfood Fair 2024, Dubai, UAE

DCCI business delegation consisted of 11 members, participated in the 29th Gulfood fair, the largest food and beverage exhibition in Dubai, during the period from 19th to 23rd of February 2024. The DCCI delegation was led by Mr. Taskeen Ahmed, Director, DCCI and Group Vice Chairman, IFAD Group. Total 11 representatives from IFAD Group, Petrochem (Bangladesh) Limited, Ahmed Food Products (Pvt.) Ltd, Colorplus Masterbatch Mfg Co. Ltd., Monno Agro & General Machinery Ltd. participated in that fair.

DCCI Business Delegation to INSP MIHAS 2024, Malaysia

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) facilitated a 3-member business delegation to participate in the INSP MIHAS 2024 on September 18, 2024. The visit helped participating DCCI member companies to establish B2B partnership with potential Malaysian exporters. The DCCI delegation was composed of representative from Khidmah Foods Limited, Popular Health Care Ltd., and All-Tech Machinery. During the program, a total of 23 B2B matchmaking meetings were organized focusing on product lines such as food processing, oil, medicines, gloves, beverage, spices, etc. participated in the program.

DCCI Business Delegation to 3rd North East Export Promotional Meet in Guwahati, Assam, India

DCCI organized a 3-member business delegation, led by Mr. Mohammad Junaed Ibna Ali, Vice President of DCCI, to participate in the 3rd North East Export Promotional Meet on November 21, 2024. During the visit, the delegates attended buyer-seller meetings and business discussions. The delegation represented several companies, including Ali's Group, Nice Power & IT Solution Ltd. and Pallmall Industries Limited, spanning multiple product lines such as steel, IT & ICT, battery manufacturing, chemicals, agro-products, and home appliances.

Business Networking Events and Webinar

Aimed at facilitating market access, establishing business relationships, attracting investment opportunities, gathering market intelligence, and supporting SMEs, Trade Facilitation department of DCCI hosted 5 inbound business delegation from Russia, Turkiye, UK and Sri Lanka. In this connection, business networking meetings were organized. Moreover, one online event focusing on export promotion to Canada and two online B2B matchmaking sessions were organized. The list is noted below:

- Bangladesh-Russia Business Networking Meeting
- Business Networking Meeting with visiting delegation from DEİK, Türkiye
- Business Networking Meeting with visiting delegation from UK
- Business Networking Meeting with visiting delegation from Sri Lanka
- Webinar on "Improving Capacity of SMEs: Exporting to Canada"
- Online B2B Conclave: Bangladesh and Sri Lanka

Survey for Assessing Business Delegation Outcome, ASEAN Market Access and Creating Databank

- In 2024, Trade Facilitation Department conducted 3 surveys on business delegations to Turkiye, Saudi Arabia and Vietnam to evaluate the outcome and enhance the effectiveness of future delegations.
- Conducted a survey to understand export market access challenges in the ASEAN region, identify products and services which have potential for exporting in the ASEAN market and chart the way forward for integration with the ASEAN region.
- Launched a comprehensive survey for creating a databank and spotting market access bottlenecks to facilitate market access and B2B matchmaking for DCCI members with potential foreign companies.

MoU Signing

In the year 2024, DCCI signed Memorandum of Understanding (MoU) with the following international chamber and organization:

- Istanbul Chamber of Commerce , Türkiye
- China Foreign Trade Centre, China
- Karachi Chamber of Commerce & Industry, Pakistan

বিজনেস টু বিজনেস (বিটুবি) মিটিং

২০২৪ সালে ৩৩০টির বেশি বিটুবি সরাসরি অংশগ্রহণে এবং ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। এই বিটুবি'র মাধ্যমে ১৬০টি ডিসিসিআই সদস্যভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে ৩১৯টি বিদেশি কোম্পানির সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। ভার্চুয়াল বিটুবি, সফররত বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠক পরবর্তী বিটুবি, বিদেশে ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সফরকালে বিটুবিগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসায়িক সংযোগ স্থাপন এবং ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ। ঢাকা চেম্বারের সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে বিদেশী অংশীদারদের মধ্যকার সম্পর্ক বৃদ্ধির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বছরব্যাপী এ বিটুবি সেশনগুলো আয়োজন করা হয়েছিল।

ঢাকা চেম্বারের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

এ পর্যায়ে আমি ডিসিসিআই'র ২০২৪ সালের কিছু প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই)–এর কার্যক্রম

ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট বাংলাদেশের অন্যতম অগ্রণী প্রতিষ্ঠান, যা দেশের অন্যতম সক্রিয় বাণিজ্য সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। উল্লেখ্য, ডিসিসিআই বাংলাদেশের একমাত্র আইএসও সনদপ্রাপ্ত বাণিজ্য সংগঠন এবং গবেষণা-ভিত্তিক, অলাভজনক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রসারে কাজ করে আসছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে, ১৯৯১ সালে আইটিসি-ইউএনসিটিএডি/ডব্লিউটিও, জেনেভার সাথে যৌথভাবে গৃহীত প্রকল্পের আওতায় ডিসিসিআই-এর সদস্যদের ব্যবসায় নির্বাহী দক্ষতা, পেশাদারিত্ব এবং উদ্যোগী মনোভাবের উন্নয়নের স্বার্থে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে স্বল্প-মেয়াদী কোর্স পরিচালনা শুরু করে। আইটিসি'র সাথে পরিচালিত একবছর মেয়াদী প্রকল্প শেষ হবার পর, ডিসিসিআই জার্মানীর জেডডিএইচ এবং জিটিজেড-এর সাথে যৌথভাবে মানব সম্পদ উন্নয়নে কর্মশালা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠত এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) হিসেবে উন্নীত করে।

ডিবিআই-এর মূল উদ্দেশ্য হলো: উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপক, নির্বাহী, পেশাদার কর্মকর্তা এবং চাকরিপ্রার্থীদের মনোভাব, জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নীত করা যাতে তাঁদের সক্ষমতা বিকাশ করা যায় এবং তাঁদের ব্যবসায়িক পরিমন্ডলের সাথে আরও সফলভাবে মোকাবিলা করার জন্য অগ্রগামী করা, যেন তাঁরা বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হতে পারে এবং প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক বাজারে উদীয়মান সুযোগগুলোকে কাজে লাগাতে পারে।

এই বছর ডিবিআই তাদের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করেছে। ২০২৩ সালের জন্য ডিসিসিআই'র ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া স্ট্যান্ডিং কমিটির দিক-নির্দেশনায় প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারটি প্রস্তুত করা হয়েছে। আর এই ক্যালেন্ডারের আলোকে সারা বছর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়ে থাকে।

ডিবিআই ছয় মাস মেয়াদী চারটি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রদান করেছে যেগুলো হলো ঃ (১) শুল্ক, ভ্যাট এবং আয়কর ব্যবস্থাপনা (২) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (রপ্তানি-আমদানি) ব্যবস্থাপনা (৩) সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা এবং (৪) ব্যবসায়িক যোগাযোগ। ডিবিআই তিন মাস মেয়াদী ৫টি কোর্স চালু করেছে, এগুলো হলোঃ (১) ফিনান্সিয়াল টেকনোলজি (ফিনটেক) (২) বিজনেস ডেটা এ্যানালাইসিস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ফোরকাস্টিং (৩) ফিনান্সিয়াল এ্যাকাউন্টিং (৪) লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এবং (৫) প্রফেশনাল মার্কেটিং। এছাড়াও বেসরকারিখাতে দূরদর্শী উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায় ব্যবস্থাপকদের বিকাশের জন্য এটি সারা বছরব্যাপী বেশকিছু সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স এবং কর্মশালা আয়োজন করেছে। ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) পরিচালিত পিজিডি কোর্সে ২০২৪ সালে মোট ৩৪২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

ডিবিআই-এর বছরব্যাপী প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ

ক) স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম

ডিবিআই, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি)-এর সাথে যৌথভাবে ছয় মাস মেয়াদী 'শুল্ক, ভ্যাট এবং আয়কর ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা (পিজিডি) এবং 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (আমদানি এবং রপ্তানি) ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক আরও একটি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা পরিচালনা করেছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)-এর সাথে যৌথভাবে 'বিজনেস কমিউনিকেশন'-এর উপর পিজিডি, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সাথে যৌথভাবে 'সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা'র উপর পিজিডি পরিচালনা করেছে। ডিবিআই আরও বেশ কিছু পিজিডি প্রোগ্রাম সরাসরি উপস্থিতিতে এবং অনলাইনে পরিচালনা করেছে, যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

অনলাইন পিজিডি প্রোগ্রাম

ডিবিআই অক্টোবর ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৪ এবং এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মেয়াদে যথাক্রমে ২৭ জন এবং ৩০ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (আমদানি ও রপ্তানি) ব্যবস্থাপনা' এর উপর দুইটি পিজিডি কোর্সের অনলাইন ব্যাচ (১৩তম এবং ১৬তম) সফলভাবে সমাপ্ত করেছে। অক্টোবর ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৪ এবং এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪ মেয়াদে যথাক্রমে ৩২ জন এবং ২৬ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে 'শুল্ক, ভ্যাট এবং আয়কর ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক দুইটি পিজিডি কোর্সের অনলাইন ব্যাচ (১২তম এবং ১৪তম) সফলভাবে আয়োজন করেছে। ডিবিআই সফলভাবে ১৪ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে জানুয়ারি-জুন, ২০২৪ সেশনে 'বিজনেস কমিউনিকেশন' এর উপর পিজিডি এর একটি অনলাইন কোর্সের ৭ম ব্যাচ আয়োজন করেছে।

Number of B2Bs Meetings Organized

More than 330 one-to one B2B meetings both in person and virtually were organized during the year 2024. These B2B matchmaking meetings created opportunity for over 160 DCCI member companies to connect with 319 foreign companies. This was achieved through a combination of virtual B2B meetings, hosting inbound business delegations, and organizing outbound trade missions. The B2B meetings aimed at fostering global partnerships and enhancing international market access for DCCI member companies.

Institutional activities of DCCI

I would like to share some of the institutional activities and achievements of the DCCI executed in 2024.

Activities of DCCI Business Institute (DBI)

DCCI Business Institute (DBI) is one of the pioneer institutes of Bangladesh, established by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI). DCCI is the only ISO certified trade organization in Bangladesh and an excellent research-oriented, non-profit trade and investment promotion body. With this aim in view, DCCI started conducting short training courses to provide training to its members for the development of business executives, professionals and entrepreneurs under a jointly taken project with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva in 1991. After the end of the one-year project with ITC, DCCI continued the programme of human resource development, jointly with other development partners like ZDH & GTZ, Germany. Meanwhile, DCCI already upgraded its training centre into DCCI Business Institute (DBI) in 1999.

The main objectives of DBI are to train and upgrade the attitude, knowledge and skills of entrepreneurs, managers, executives, organizations and job seekers to develop their capacity and make them forward-looking to deal more successfully with the business world so that they can face the challenges of globalization and exploit emerging opportunities in a competitive global market.

During this year, DBI has been conducting various training programmes as per its Training Calendar. The Training Calendar was prepared under the guidance of the DCCI "Industry-Academia" Standing Committee for the year 2023. Throughout the year, the courses in DBI are conducted as per the plan of this designed calendar.

DBI has been offering 6 (six) month-long four Postgraduate Diploma titled (i) Customs, VAT and Income Tax Management, (ii) International Trade (Export & Import) Management (iii) Supply Chain Management and (iv) Business Communication. DBI is also offering 3 (three) month-long 5 Certificate Courses titled (i) Financial Technology (FIN-TECH) (ii) Business Data Analysis and Financial Forecasting (iii) Financial Accounting (iv) Leadership and Management and (v) Professional Marketing. In addition, it has also been implementing various short training courses and workshops throughout the year to develop forward- looking entrepreneurs and business managers in the private sector.

The main activities of DBI this year:

A. Postgraduate Diploma Programmes:

DBI has been offering 6 (six)-month long Postgraduate Diploma (PGD) programmes through online and in-person titled PGD in 'Customs, VAT and Income Tax Management (CVITM)' and PGD in 'International Trade (Import & Export) Management (ITM)' jointly with American International University-Bangladesh (AIUB); PGD in 'Business Communication', jointly with Bangladesh University of Professionals (BUP); and PGD in Supply Chain Management, jointly with Daffodil International University (DIU). DBI organized several PGD programmes that were conducted both in online and in-person. Implementation status of these courses is given bellow:

Online PGD Programmes:

DBI has successfully organized 2 (two) online batches (13th Batch and 16th Batch) of PGD in 'International Trade (Import & Export) Management' for the session October 2023-March 2024 and April-September 2024 with 27 and 30 participants respectively. DBI has also successfully organized 2 (two) online batches (12th Batch and 14th Batch) of PGD in 'Customs, VAT and Income Tax Management' for the session October 2023-March 2024 and April-September 2024 with 32 and 26 participants respectively. DBI has also successfully organized one online batch (7th Batch) of PGD in 'Business Communication' for the session January -June 2024 with 14 participants.

সরাসরি অংশগ্রহণে পিজিডি প্রোগ্রাম

ডিবিআই সলফভাবে জানুয়ারি-জুন ২০২৪ সেশনে 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (আমদানি ও রপ্তানি) ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক সরাসরি অংশগ্রহণে ২টি পিজিডি কোর্সের ১৪তম এবং ১৫তম ব্যাচ যথাক্রমে ৪৭ জন এবং ৪৬ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে আয়োজন করে। জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪ মেয়াদে ৩১ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে আরও একটি ব্যাচ (১৭তম ব্যাচ) পরিচালিত হয়েছে। ডিবিআই সফলভাবে ২০২৪ সালে জানুয়ারি-জুন মেয়াদে 'শুল্ক, ভ্যাট এবং আয়কর ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক পিজিডি-এর সরাসরি অংশগ্রহণে একটি ব্যাচ (১৩তম) এবং জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪ মেয়াদে ৪১ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে আরেকটি ব্যাচ (১৪তম) আয়োজন করেছে।

ডিবিআই সফলভাবে ২০২৪ সালের জানুয়ারি-জুন মেয়াদে 'শুল্ক, ভ্যাট এবং আয়কর ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক পিজিডি'র সরাসরি অংশগ্রহণের একটি কোর্সের ১৩তম ব্যাচ এবং জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪ মেয়াদে ৪০ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে আরেকটি ব্যাচ (১৫তম) আয়োজন করেছে।

সাপ্লাইচেইন ম্যানেজমেন্টের উপর পিজিডি কোর্স

এই বছর ডিবিআই ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যৌথভাবে 'সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট' এর উপর পিজিডি-এর একটি নতুন সংস্করণ প্রণয়ন করেছে। এটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং সম্ভাবনাময় একটি পিজিডি কোর্স, যা সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার উপর ৬ মাস মেয়াদী একটি অনন্য কোর্স। আশা করা যায় যে, সাপ্লাইচেইন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমসাময়িক চিন্তাভাবনা, আলোচনা, অনুশীলন এবং উন্নয়নের অন্তর্ভূক্তি বর্তমান ও ভবিষ্যতের বাজারের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে। সাপ্লাইচেইন প্রোগ্রামে পিজিডি-এর নতুন পরিকল্পিত পাঠ্যক্রম সম্ভাব্য সাপ্লাইচেইনের সম্ভাবনাময় অনুশীলনকারী এবং শিক্ষার্থীদের সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হবে। ২০২৪ সালে জানুয়ারি-জুন মেয়াদে এই পিজিডি প্রোগ্রামের প্রথম ব্যাচটি ১৪জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। ২০২৪ সালে জুলাই-ডিসেম্বর মেয়াদের দ্বিতীয় ব্যাচে ৩০জন অংশগ্রহণকারী যোগদান করেন।

খ) সার্টিফিকেট কোর্স

ডিবিআই সফলভাবে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সাথে যৌথভাবে তিন মাস মেয়াদী (১) বিজনেস ডেটা এনালাইসিস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ফোরকাস্টিং (২) ফিনান্সিয়াল টেকনোলজি (ফিনটেক) এবং (৩) লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক তিনটি অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন করেছে। ডিবিআই, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্টেন্টস-এর সহযোগিতায় 'ফিনান্সিয়াল একাউন্টিং' বিষয়ে তিন মাস মেয়াদী অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্সেরও আয়োজন করেছে। এ বছর ডিবিআই সফলভাবে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি)-এর সাথে যৌথভাবে 'প্রফেশনাল মার্কেটিং' বিষয়ে তিন মাস মেয়াদী অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন করেছে। এই কোর্সগুলোর লক্ষ্য হলো অংশগ্রহণকারীদের তাঁদের পেশাদার দক্ষতা বাড়ানোর নিমিত্তে অর্থায়ন, বিপণন, হিসাবরক্ষণ এবং ডেটা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রদান করা। এবছর ডিবিআই পরিচালিত ৫টি সার্টিফিকেট কোর্সে ২০৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

গ) স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স ও কর্মশালা

ডিবিআই এ বছর বিভিন্ন বিষয়েরর উপর ১৩টি স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স ও কর্মশালার আয়োজন করে। এই কোর্সসমূহে সব মিলিয়ে ২০০ জন অংশগ্রণকারী অংশগ্রহণ করে। কোর্সগুলো ছিল ঃ ১) ম্যানেজিং ব্যাংকস, সিএন্ডএফ, কাস্টমস, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং অ্যান্ড শিপিং এজেন্টস ফর এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট ২) হাও টু প্রিপেয়ার এ ব্যাংকেবল প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর এভেইলিং লোন ৩) ডেভেলপমেন্ট অব ম্যানেজেরিয়াল লিডারশিপ স্কিলস ৪) টিম বিল্ডিং স্কিলস ফর প্রোডাক্টিভিটি ডেভেলপমেন্ট ৫) আন্ডারস্ট্যান্ডিং এলসি প্রোসিডিউরস অ্যান্ড ইনকোটার্মস ফর এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট ৬) ফাইন্যান্স ফর নন-ফাইন্যান্স ম্যানেজারস অ্যান্ড লিডারস ৭) প্রফেশনালিজম ইন বিজনেস কমিউনিকেশন অ্যান্ড ই-মেইল রাইটিং ৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড ই-জিপি টেন্ডার প্রোসিডিউরস ৯) ইনভেন্টরি কন্ট্রোল অ্যান্ড ইফেকটিভ স্টোর ম্যানেজমেন্ট ১০) ম্যানেজমেন্ট স্কিল ফর এইচআর অ্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন প্রফেশনালস ১১) ফাইভ এস এপ্রোচ ফর গ্রেটার এফিশিয়েন্সি এ্যাট বিজনেস অ্যান্ড প্রোডাকশন প্রসেস ১২) টিম বিল্ডিং স্কিলস ফর প্রোডাক্টিভিটি ডেভেলপমেন্ট এবং ১৩) ম্যানেজিং ব্যাংকস, সিএন্ডএফ, কাস্টমস, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং অ্যান্ড শিপিং এজেন্টস ফর এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট। চলতি বছর ডিবিআই পরিচালিত স্বল্পমেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্সসমূহে ২১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

ডিবিআই কলেজের কার্যক্রম

২০১১ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) কলেজ তার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষাকার্যক্রমের পাশাপাশি সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম অর্ন্তভূক্তির মাধ্যমে ডিবিআই কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য চমৎকার শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করেছে। বর্তমানে ৩টি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং ১৩তম ব্যাচের কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

পাবলিক পরীক্ষা সমূহে ডিবিআই কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ খুবই ভালো ফলাফল অর্জন করেছে, যা অত্যন্ত সন্তোষজনক। কলেজের ১ম থেকে ৭ম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পরীক্ষায় সিজিপিএ ৩.৫-এর বেশি পেয়েছে, তন্মধ্যে ২য় ব্যাচের মোঃ মামুনুর রশিদ ৮টি সেমিস্টারের পরীক্ষায় সিজিপিএ ৪-এর মধ্যে ৩.৯৫ পেয়ে সারা বাংলাদেশে প্রথম স্থান অধিকার করে। এছাড়াও বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীরাও সন্তোষজনক ফলাফল অর্জন করছে।

In-person PGD Programmes: DBI has successfully organized 2 (two) in-person batches (14th Batch and 15th Batch) of the PGD in 'International Trade (Import & Export) Management' for January-June 2024 session with 47 and 46 participants respectively and another Batch (17th Batch) for the session July-December 2024, which is going on with 31 participants. DBI has also successfully organized one in-person batch (13th Batch) of PGD in 'Customs, VAT and Income Tax Management' for the session January-June 2024 with 33 participants and another Batch (15th Batch) for the session July-December 2024, with 41 participants.

DBI has successfully completed the 13th batch of PGD course on "Customs, VAT and Income Tax Management" during January-June, 2024 and the 15th batch of the same course was held during July-December with 40 participants.

PGD in Supply Chain Management, jointly with Daffodil International University:

In this year, DBI has designed and developed a newer version of PGD in 'Supply Chain Management (PGD in SCM)', jointly with Daffodil International University (DIU). It is a very attractive and promising Postgraduate Diploma Programme offering 6-month exclusive training in SCM. It is expected that inclusion of contemporary thoughts, conversations, practices and developments in the discipline of Supply Chain management will be able to meet the current and future market demand. The newly designed syllabus of the PGD in SCM programme will be able to satisfy potential supply chain practitioners and learners. First batch of this PGD programme for the session January-June 2024 has been completed successfully with 14 participants. Second batch for the session July-December 2024 has 30 participants.

B. Certificate Course:

DBI has successfully organized three-month long 3 (three) online certificate courses, titled (1) Business Data Analysis and Financial Forecasting, (2) Financial Technology (FIN-TECH) and (3) Leadership and Management, jointly with Daffodil International University (DIU). DBI has also organized a three-month long online certificate course on 'Financial Accounting' in collaboration with the Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh (ICMAB). DBI has also successfully organized a 3-month long online certificate course on 'Professional Marketing', jointly with American International University-Bangladesh (AIUB) in this year. These courses are aimed at providing participants with essential knowledge and skills in the field of finance, marketing, accounting and data analysis to enhance their professional skills. This year, 204 participants took part in its five certificate courses of DBI.

C. Short Training Courses and Workshops:

DBI has successfully organized 13 (thirteen) short training courses and workshops on various topics during the year. Around 200 participants participated in these training courses and workshops. Title of these courses and workshops were: 1. Managing Banks, C&F, Customs, Freight Forwarding & Shipping Agents for Export & Import'; 2. How to Prepare a Bankable Project Proposal for Availing Loan; 3. Development of Managerial Leadership Skills; 4. Team Building Skills for Productivity Development; 5. Understanding L/C Procedures and INCOTERMS for Export & Import; 6. Finance for Non-Finance Managers and Leaders; 7. Professionalism in Business Communication and E-mail Writing; 8. Public Procurement and e-GP Tender Procedure; 9. Inventory Control and Effective Store Management; 10. Management Skill for HR and Administrative Professionals; 11. 5S Approach for Greater Efficiency at Business and Production Process; 12. Team Building Skills for Productivity Development; and 13. Managing Banks, C&F, Customs, Freight Forwarding & Shipping Agents for Export & Import. In this year, 218 participants took part in its short term certificate courses.

Activities of DBI College

Since its inception in 2011, DCCI Business Institute (DBI) College is consistently pursuing its goal. The College offers an opportunity to the students to expand all-round knowledge base through different co-curricular activities. At present, 03 batches are running at a time and DBI College is preparing itself to welcome the 13thBatch.

Students of the college are doing extra-ordinary results & outstanding performances in the public exams, which seem very satisfactory. From 1st batch to 7th batch, around 50% student obtained CGPA 3.5 and above. Md. Mamunor Rashid, student of 2nd batch has scored 3.95 out of 4.00 in 8th semesters, which was the highest in

ডিবিআই কলেজের শিক্ষার্থীরা দেশের স্বনাধন্য প্রতিষ্ঠানসমূহে ইন্টার্নশীপ করার সুযোগ পেয়েছে। ইতোমধ্যে ৫জন শিক্ষার্থী বাংলাদেশ ব্যাংক-এ ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়াও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সদস্যভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহেও ডিবিআই কলেজের শিক্ষার্থীরা ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ প্রায়শই ডিবিআই কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা আর্থিক ভাবে অস্বচ্ছল ও বিভিন্ন পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনকারীদের জন্য আর্থিক সহযোগিতা ও বৃত্তি প্রদান করে আসছে।

শিক্ষার্থীদের মাঝে উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে, শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিবিআই কলেজ বেশকিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে বাস্কেট বল, মিউজিক্যাল চেয়ার সহ অন্যান্য ইনডোর গেইম আয়োজন করা হয়ে থাকে। কলেজের শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে ডিবিআই কলেজ ডিবেটিং ক্লাব, রিসাইটিং ক্লাব, সাংস্কৃতিক ক্লাব এবং ক্যারিয়ার ক্লাবের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এছাড়াও ক্লাস মনিটরিং কমিটি, পরীক্ষা কমিটি কাউন্সিলিং কমিটি এবং মিডিয়া এ্যান্ড কমিউনিকেশন কমিটি-প্রভৃতি বেশ কয়েকটি কমিটি শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠন করে পরিচালিত হয়ে আসছে, যার মাধ্যমে কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালের ১৩তম ব্যাচে অধিক হারে শিক্ষার্থী ভর্তি নিশ্চিতকরণে ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিবিআই কলেজ লাইব্রেরি

ঢাকা চেম্বারের লাইব্রেরি ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। লাইব্রেরিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এর রয়েছে প্রায় ৮৭০০টি বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, বিবিএ কোর্স সংক্রান্ত বই ও অন্যান্য প্রকাশনা রয়েছে। ডিবিআই লাইব্রেরি এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ডিসিসিআই সদস্যদের কাছে, ফ্যাকাল্টিদের কাছে, ছাত্রছাত্রীদের কাছে বেশ সন্তোষজনক। ডিবিআই কলেজের জন্য এটি একটি গবেষণা ও শিক্ষা গ্রহণের উৎকৃষ্ট জায়গা। ডিবিআই লাইব্রেরিতে ইতোমধ্যেই লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। ডিসিসিআই'র সদস্যরা এটা বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারে।

আন্তর্জাতিক টেন্ডার, বিজনেস ডিরেক্টরি খুঁজে পেতে অনেক সদস্যই এই লাইব্রেরি ব্যবহার করে থাকে। এখানে ইন্টারনেট সুবিধাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব আছে, শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার জন্য লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারে। এখানে সরকারি বেসরকারি অনেক প্রকাশনা রয়েছে, জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিজনেস বা কমার্শিয়াল প্রকাশনা পাওয়া যায়। ডিসিসিআই লাইব্রেরিকে আধুনিকায়নের জন্য বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বই সংরক্ষণ সংখ্যাকেও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। পাঠকদের আরও উন্নত সেবা দেয়ার দিকে বিশেষ মনযোগ দেয়া হচ্ছে। সার্কুলেশন ব্যবস্থাপনায় অটোমেশন আনার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ঢাকা চেম্বারের সকল বার্ষিক প্রতিবেদনকে ই-ভার্সনে রূপান্তর করা হয়েছে।

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)–এর কার্যক্রম

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) হল দেশের অন্যতম অগ্রগামী সরকারি-বেসরকারিখাতের সংলাপের একটি প্ল্যাটফর্ম, যা বেসরকারিখাতের উন্নয়নের জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, আর এগুলো হচ্ছে- গবেষণা, আলোচনা ও নীতি সহায়তা। উল্লেখ্য, দেশের তিনটি প্রধান প্রধান বাণিজ্য সংগঠন; ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং চট্রগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিসিসিআই)-এর যৌথ উদ্যোগে বিল্ড গঠিত হয়।

২০১১ সালে প্রতিষ্ঠার পর বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে এবং বেসরকারিখাত ও অর্থনীতির জন্য অপার সম্ভাবনাসমূহ তুলে ধরতে নীতিগত পরিবর্তনের সুপারিশ করে বিল্ড সরকারি-বেসরকারি নীতি সংলাপ প্রক্রিয়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সাতটি কার্যকরী কমিটির কর্মকাণ্ড ও একটি শক্তিশালী প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটির মাধ্যমে বিল্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। বিল্ডের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রয়েছে; ৫৫টি কার্যকরী কমিটির সভা, ১৪টি পিএসডিপিসিসি কমিটির সভা, ১৪০টি নীতি সংস্কারপত্র, ১১৬৮টি সুপারিশমালা যার মধ্য থেকে আবার ৪৪৭টি বাস্তবায়িত হয়েছে। সাতটি বিষয় ভিত্তিক খাতের উপর বিল্ড কাজ করছে, সেগুলো খুবই স্বতন্ত্র যেমন: চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, লজিস্টিক পরিকাঠামো উন্নয়ন, কর কাঠামো, এসএমই খাত, আর্থিক খাতের উন্নয়ন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং টেকসই সুবজ উন্নয়ন। প্রতিটি কমিটিকে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং প্রধান প্রধান চেম্বারসমূহের প্রধানগণ সহ-সভাপতিত্ব করে থাকেন, আর এভাবেই গঠনমূলক আলোচনা সাপেক্ষে অংশীদারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত পরমর্শের ভিত্তিতে সুপারিশমালা চূড়ান্ত করা হয়ে থাকে। সরকার এবং বেসরকারিখাতের প্রতিনিধিরা উভয়ই এই ব্যবস্থাকে ব্যবসায় সমস্যা সমাধানের একটি কার্যকর উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ উন্নয়নে বিল্ডের অব্যাহত সুপারিশের ফলে সরকার তৈরি পোষাক ব্যতীত অন্যান্য খাতের জন্য বন্ডেড গুদামের লাইসেন্স-এর মেয়াদ ২ বছর থেকে বৃদ্ধিকরে ৩ বছরে উন্নীত করেছে। এছাড়াও বিল্ড বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে জাতীয় লজিস্টিক নীতিমালা ২০২৪-এর নীতিপত্র প্রস্তুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যা ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। পাশাপাশি আরজেএসসি'র

whole Bangladesh. Students from other running batches are also performing outstandingly.

Students of the college also got opportunities to do their internship programs in renowned organizations throughout the country. 05 students have already worked as interns in Bangladesh Bank from DBI College. In addition to that, Students from DBI College also get special privileges from Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) to do internships in the member organizations of DCCI. DCCI Foundation & Board of Directors often take generous initiatives to disburse financial aids and scholarships among students, who are financially unprivileged students, depending on their merits and needs.

DBI College arranged a colorful and vibrant Class Party with the students of 11th batch on 2023. DBI College also arranged an Indoor Game Session for the students where they played and enjoyed basketball, musical Chair etc. To flourish creativity and hidden talents in diversified areas of cultural practice, students are participating regularly in different clubs like Debating club, Reciting club, Cultural club, Career club and so on.

Diversified class committees like Class Monitoring Committee, Exam Committee, Counseling Committee, Media & Communication Committee etc. have been successfully operating by the college authority for the smooth operation of student related activities. Steps are underway to attract more students for 13thBatch in 2023 for attracting more bright and intelligent students, DBI College has launched an extensive initiative on social media.

Activities of DBI College Library

Dhaka Chamber Library was established in 1969 as a well-equipped library with a collection of 8,700 books, journals, magazines, BBA course-related books and other publications. DCCI Library has served satisfactorily to its honorable members, faculty members, DBI college students and DCCI In-house people since its inception. It is the spine of the learning, research and development activities of DCCI and DBI College. DCCI Library has introduced Library Management Software. DCCI members can use it free, particularly for International Tenders and consulting International Business Directories.

It allows users especially students to borrow a good number of books and also provides library members with access to a wide range of business information from the internet. It has also an enriched archive section with rare collections including government and non-government publications, National and International business and commercial Publications with study space. DCCI library undertook several major initiatives to upgrade and modernize its collection to give better services to the readers. Meanwhile, all the previous Annual Reports of the Chamber has been converted into e-version and also archived in the DCCI library.

Activities of Business Initiative Leading Development (BUILD)

Business Initiative Leading Development (BUILD) is the country's pioneering public-private dialogue (PPD) platform working for private sector development through its three important pillars of activities, these are research, dialogue and advocacy. The founders of the organization are the three leading chambers of the country, Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI), and Chittagong Chamber of Commerce and Industry (CCCI).

Since its inception in 2011, BUILD has played important roles in the public-private policy dialogue process by identifying investment, trade and business constraints and recommended policy level changes to help unlock many growth potentials for the private sector and the economy. BUILD activities rotate through seven thematic working committees and a high-level Private Sector Development Policy Coordination Committee.

So far BUILD organized 55 Working Committee Meetings, 14 PSDPCC Meetings, 1168 Recommendations were proposed out of which 447 were implemented. Seven thematic areas of BUILD on which it is working are very distinct such as; 4IR and ICT, Logistics Infrastructure Development, Taxation, SMEs, Financial Sector Development, Trade and Investment, and Sustainability and Green Growth. Each of the committees is co-chaired by the Secretary of the Ministry concerned with the Government and the head of one of the leading Chambers of Commerce and Industries, thus enabling constructive discussions with input from stakeholders

কোম্পানি নিবন্ধন এবং যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার সহজীকরণ ও একটি নতুন কার্যকর সফটওয়্যার ব্যবস্থা শীঘ্রই চালু করা হবে। এছাড়াও চীনের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বৈচিত্র্যময় পরিসরে প্রচারের জন্য একটি সমন্বিত উদ্যোগ অনুসরণ করে বিল্ড 'চীনে শুল্ক মুক্ত, কোটা মুক্ত বাজার সুবিধা গ্রহণঃ রপ্তানি বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য আনয়নে নীতি ও ব্যবস্থা' শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করে।

বিল্ড কর্তৃক গবেষণা

- বিজনেস স্টার্টআপ লাইসেন্সের রেগুলেটরি গাইড বুকের ৬ষ্ঠ সংস্করণে প্রায় ৪১৫টি লাইসেন্স/অনুমোদন/ সার্টিফিকেট-এর সংকলন
- স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুর যৌক্তিকতা
- রপ্তানি নির্ভর প্রবৃদ্ধির কৌশল ও সহায়ক নীতিমালা-নগদ প্রণোদনার বিকল্প পর্যালোচনা
- বাংলাদেশের জন্য ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং লাইসেন্সিং এবং এ সংক্রান্ত সুপারিশমালার সর্বোত্তম অনুশীলনের তুলনামূলক গবেষণা
- বাংলাদেশে অনুকুল আমদানি প্রক্রিয়া-আইজিএম সংশোধনী এবং অগ্রগতির পথপরিক্রমার উপর গবেষণা
- বাংলাদেশে দক্ষ আইসিডি এবং অফ-ডক ব্যবস্থাপনার জন্য এইচএস কোড প্রক্রিয়ার সুবিন্যস্তকরণের উদ্যোগ
- শুল্ক আইন-২০২৩ পর্যালোচনা
- বাংলাদেশের বেভারেজ শিল্পে নীতিগত প্রতিবন্ধকতা নিরসন
- নির্ধারিত কৃষি বিষয়ক সংগঠনের উপর পর্যালোচনা: বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের চাবিকাঠি
- কাঁচা চামড়া শিল্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: বাই-প্রোডাক্ট উন্নয়ন ও এসএমই খাতের সুযোগ
- লজিস্টিক উপ-খাতসমূহের সম্ভাবনা পর্যালোচনা ও শিল্প নীতি ২০২২
- বাংলাদেশের সাসটেইনেবল পাবলিক প্রকিউরমেন্ট পলিসি মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন-এর উপর প্রতিবেদন
- বাংলাদেশে প্লাস্টিক থেকে শুরু করে টেক্সটাইল খাত পর্যন্ত ভ্যালুচেইনে স্থানীয় নীতি ডায়নামিকস

স্টেকহোল্ডার আলোচনা অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ

- "কাস্টমস এ্যাক্ট ২০২৩ ফর স্ট্রিমলাইনিং কাস্টমস প্রসেস-এন এ্যানালাইসিস" শীর্ষক আলোচনা সভা বিল্ড কর্তৃক ০৬ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।
- জাতীয় লজিস্টিক খাত উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির উপ-কমিটিগুলোর ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কর্মশালা ২৫ মার্চ, ২০২৪ তারিখে বিল্ডের আয়োজনে ও প্রাইসওয়াটার হাউস কুপারস ইন্টারন্যাশনাল এবং বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়।
- জাতীয় লজিস্টিক খাত উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির পলিসি অ্যান্ড রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক সাব-কমিটির সভা বিল্ড ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে ২৭ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।
- জাতীয় লজিস্টিক নীতিমালা ২০২৪ এর ডিসেমিনেশন প্রোগ্রাম বিল্ড, প্রধানমনন্ত্রীর কার্যালয় এবং আইএফসি'র সাথে যৌথভাবে ০২ মে, ২০২৪ তারিখে বিআইসিসিতে অনুষ্ঠিত হয়।
- জাতীয় লজিস্টিক খাত উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির অধীনে ডিপ-ডাইভ সংক্রান্ত একটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিল্ড এবং আইএফসি'র উদ্যোগে ০৯ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।
- বেভারেজ শিল্পে নীতিমালা সম্পর্কিত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক বিল্ডের আয়োজনে এফবিসিসিআই ও বাংলাদেশ বেভারেজ ম্যানুফেকচারার্স এ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় ১৫ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।
- "বাংলাদেশের পোশাক খাতের এনার্জি ট্রানজিশন ঃ দ্য কেস অফ মার্কেট এ্যাক্সেস টু দ্য ইইউ" শীর্ষক একটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা আইএফসি'র সহযোগিতায় ২১ মে, ২০২৪ তারিখে বিল্ডে আয়োজিত হয়।
- ট্রেডিং পার্টনার দেশগুলোতে ইইউ সার্কুলার টেক্সটাইলের প্রভাবের উপর একটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভা ১০ জুন, ২০২৪ তারিখে বিল্ড ও সার্কেল ইকোনমি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত হয়।
- জাতীয় লজিস্টিক নীতিমালা ২০২৪ এর পরিশিষ্ট-৭ এ উল্লেখিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে একটি কর্মশালা ১১ জুলাই ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ পরিবহন কর্পোরেশন, বিল্ড এবং পিডব্লিউসি যৌথভাবে আয়োজন করে।

২০২৪ সালে বিল্ড-এর প্রকল্পসমূহ

- এসেসমেন্ট অফ এগ্রোবেইজড ট্রেড এসোসিয়েশন উইথ বাংলাদেশ ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন/ ল্যান্ড ও'লেকক বাংলাদেশ
- এডভাইজরি ইনপুটস অন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ল্যান্ডস্কেপ অফ বাংলাদেশ উইথ এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক
- সাপোর্টিং দি ইমপ্লিমেন্টেশন, মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন অফ বাংলাদেশ'স সাসটেইনেবল পাবলিক প্রকিউরমেন্ট উইথ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার।

before finalizing recommendations. Both the Government and the private sector representatives have found this to be an effective mode of resolution for difficulties in businesses.

As per the recommendation of BUILD, the license period of Bonded Warehouse for sectors other than RMG has been increased from 2 years to 3 years. BUILD through its various public-private dialogues recommended relevant policy recommendation for National Logistic Policy 2024 that was later accepted by the Government. In addition, an effective software will be implemented soon to ease RJSC company registration and verification process. With a view to boosting Bangladesh's trade with China, BULID has conducted a research on "Duty-free, quota-free access to China: enhancing export and diversification".

Research and Studies of BUILD

- Compilation of around 415 licenses/Approvals/Certificate in the 6th Edition of Business Start- Up License-A Regulatory Guide-Book.
- Local Government Act-2009-Rationale of Trade License Issuance by the Authorities.
- Export-led growth Strategies & Supportive policies – A Review of Alternatives of Cash Incentives.
- A Comparative Study of Best Practices in Freight Forwarding Licensing and Recommendations for Bangladesh.
- Optimizing Bangladesh's Import Process: A Study on IGM Amendments and the Path Forward.
- A Comprehensive Approach to Streamlining HS Code Processes for Efficient ICD and Off-Dock Management in Bangladesh.
- Customs Act 2023- An analysis.
- Mitigating policy-induced constraints of the beverage industry of Bangladesh.
- Assessment on selected Agro Trade Associations: Key to Bangladesh's Agricultural Development.
- Tannery Solid Waste Management: By-Products Development & Opportunities for SMEs.
- Revisiting the Potentials of Logistics Sub-sectors included in the Industrial Policy 2022.
- Report on Sustainable Public Procurement (SPP) Policy Monitoring and Evaluation Bangladesh.
- Domestic Policy Dynamics around Plastic-to-Textile Value Chain in Bangladesh.

Other Major Activities include Stakeholder Consultation, Dialogue, FGDs

- Dialogue on Customs Act 2023 for Streamlining Customs Process – An Analysis BUILD was organized by BUILD on 6, March, 2024 at BUILD Board Room.
- Workshop on Action planning of sub-committees of National Logistics Development and Coordination Committee on 25 March 2024 in Bangladesh Parjatan Corporation BUILD in association of PricewaterhouseCoopers International (PwC) and World Bank Group
- Organized a Meeting of Policy & Regulatory Framework Subcommittee, NLDCC jointly with Ministry of Commerce (MoC) on 27 March, 2024 to co-ordinate implementable works at MoC.
- National Logistics Policy 2024 Dissemination Programme was organized jointly by PMO, BUILD, IFC on 2 May, 2024 at Bangladesh International Bangabandhu International Conference Center (BICC).
- A Focus Group Discussion (FGD) on Deep-Dive Issue (Under NLDCC Project) was jointly organized by PMO, BUILD and IFC on PM 9 May, 2024 at the Prime Minister's Office.
- A Round Table Discussion on the "Mitigating Policy Induced Constrains of Beverage Industry of Bangladesh" was organized by BUILD in collaboration with FBCCI and BVMA on 15 May, 2024 at FBCCI.
- An FGD on "Energy Transition of Bangladesh's Apparel Sector: The Case of Market Access to the EU" was organized by BUILD & in collaboration with IFC on 21 May, 2024 at BUILD.
- An FGD on Impact of EU Circular Textile on Trading Partners Countries: Bangladesh was held on 10 June, 2024 by BUILD & Circle Economy Foundation at BUILD.
- A workshop on the implementation of action plan mentioned in Appendix 07 of National Logistics Policy 2024 was held on 11 July, 2024 jointly organized by BUILD, PWC at Bangladesh Parjatan Corporation.

Projects of BUILD in 2024

- Assessment of Agro-based Trade Associations with Bangladesh Trade Facilitation (BTF) / Land O'Lakes Bangladesh.
- Advisory inputs on infrastructure landscape of Bangladesh with Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

- টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স, কোঅর্ডিনেশন অ্যান্ড সাপোর্ট টু এনএলডিসিসি অ্যান্ড ইটস সাবকমিটির উইথ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ।
- এডভোকেট ফর রেগুলেটরি অ্যান্ড পলিসি রিলেটেড ইস্যুস অন কার্বোনেটেড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রি ইন দি কান্ট্রি উইথ কোকা-কোলা বাংলাদেশ লিমিটেড।
- ইউ সার্কুলার ইকোনমি উইথ চ্যাথাম হাউজ।
- ইমপ্যাক্ট অফ ইউ টেক্সটাইলস পলিসি (ফেজ-১) উইথ সার্কেল ইকোনমি ফাউন্ডেশন।
- টেক্সটাইল কমপিটিটিভনেস প্ল্যাটফর্ম (টিসিপি) উইথ ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)

ডিসিসিআই'র প্রকল্পসমূহের কার্যাবলী

দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সহায়ক পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার চলতি বছরে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমনঃ বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি, ইউএনডিপি, ইউএসএআইডি, ইইউ, ইকো, আইটিসি, টিএফও, এসক্যাপ, জিটিজেড, এপিও, জাইকা, আইএফসি, জেট্রো, এসইডিএফ, ডব্লিউসিসি, সিসিপিআইটি সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের মাধ্যমে যৌথভাবে বেশ কিছু প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। ডিসিসিআই এ বছর নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করেছে।

১. সুপার প্রকল্প

ইউরোপীয়ান সিভিল প্রটেকশন অ্যান্ড হিউমেনিটারিয়ান এইড অপারেশনস (ইকো)-এর অধীনে এ্যাকশন এইড ইন্টারন্যাশনাল ইটালিয়া অনলাস (এ্যাকশন এইড ইটালি), এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ভিশন জার্মানী, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, ইউনাইটেড পারপাস এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে বাস্তবায়িত ''স্ট্রেংদেনিং আরবান পাবলিক-প্রাইভেট প্রোগ্রামিং ফর আর্থকোয়েক রেজিলিয়েন্স (সুপার)" শীর্ষক প্রকল্পের সাথে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হলো বেসরকারিখাতের সহায়তায় বাংলাদেশে রেজিলিয়েন্ট আরবান কমিউনিটি তৈরিতে অংশীদারিত্ব ও মাল্টিস্টেকহোল্ডার উদ্যোগ বৃদ্ধি করা।

প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা ও সহনশীলতার জন্য সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশ সর্বাধিক সমাদৃত। দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে এবং মানবিক প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে অনেক অগ্রগতি সাধিত হলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বেসরকারিখাতকে সম্পৃক্ত করার অনেক সুযোগ রয়েছে। সুপার প্রকল্পটি এই সুযোগকে বৃদ্ধি করার পাশাপাশি বিদ্যমান মানবিক গঠনের দূরত্বকে কমিয়ে আনার পরিকল্পনা করেছে। যদিও প্রকল্পটির প্রধান লক্ষ্য ভূমিকম্পজনিত দূর্যোগ মোকাবেলা ব্যবস্থাপনা তা সত্ত্বেও সামগ্রিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়।

২. আঞ্চলিক বাণিজ্য প্রকল্পের জন্য এশিয়ান এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর রপ্তানি ক্ষমতা বৃদ্ধি করা

ইন্ট্রা-রিজিওনাল ট্রেড প্রজেক্টের জন্য এশিয়ান এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গৃহীত ডিসিসিআই-আইটিসি প্রজেক্টের অর্থায়নে রয়েছে আইটিসি। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও এশিয়ার ছয়টি এলডিসিভুক্ত দেশের এসএমই প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে চীনে রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ এবং সম্ভাবনাময় আমদানি বাজারটির সদ্ব্যবহার করা। এর মাধ্যমে আন্তঃআঞ্চলিক ব্যবসা-বাণিজ্যের আরও প্রসার ঘটবে। চলতি বছরে এই প্রকল্পের সহায়তার ৩টি কোম্পানি 'চীনের বাজারে পণ্য রপ্তানি চালুকরণে দক্ষতা উন্নয়ন' বিষয়ক অনলাইন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগদান করে।

২০২৪ সালে ডিসিসিআই আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহ

বেসরকারিখাতের উন্নয়নকল্পে ২০২৪ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ২৯টি খাতভিত্তিক সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা এবং ওয়েবিনারের আয়োজন করে, যেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. 'আয়কর আইন ২০২৩: কর্পোরেট করের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক কর্মশালা গত ১৩ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত।

২. ডিসিসিআই-এর সংবাদ সম্মেলন গত ২০ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

৩. '২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে আয়কর, ভ্যাট এবং কাস্টমস বিষয়ে বেসরকারিখাতের প্রত্যাশা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভা গত ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

৪. ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "এলডিসি পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের প্রস্তুতি" শীর্ষক সেমিনার গত ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

৫. গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে 'বেসরকারিখাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক পর্যালোচনা (জুলাই-ডিসেম্বর, অর্থবছর ২০২৪)' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

৬. সরাসরি সম্প্রচারিত "প্রাক-বাজেট আলোচনা: প্রেক্ষিত বেসরকারিখাত" অনুষ্ঠানটি বিগত ১০ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

৭. গত ০২ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে "পুরোনো ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যে যানজটের প্রভাব ও উত্তরণের উপায় চিহ্নিতকরণ" শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৮. 'ব্যাংক খাত; প্রত্যাশা ও নতুন বাস্তবতা' শীর্ষক ফোকাস গ্রুপ আলোচনা গত ০৫ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

- Supporting the Implementation, Monitoring and Evaluation of Bangladesh's Sustainable Public Procurement with International Trade Centre (ITC).
- Technical Assistance, Coordination & Support to NLDCC & Its Sub-Committees with World Bank Group.
- Advocate for regulatory and policy related issues on carbonated beverage industry in the country with Coca-Cola Bangladesh Limited.
- EU Circular Economy with Chatham House.
- Impact of EU textiles policy [Phase 1] with Circle Economy Foundation.
- Textile Competitiveness Platform (TCP) with International Finance Corporation (IFC).

DCCI Project Activities

DCCI has been actively collaborating with various international agencies, such as the World Bank, ADB, UNDP, USAID, EU, ECHO, ITC, TFO, ESCAP, GTZ, APO, JICA, IFC, JETRO, SEDF, WCC, CCPIT, and others, to carry out joint project activities aimed at creating a favorable investment climate and promoting trade and industry. Throughout this year, DCCI has successfully implemented the following projects and organized various activities:

1. Strengthening Urban Public-Private Programming for Earthquake Resilience (SUPER) Project

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) continues its commitment to the "Strengthening Urban Public-Private Programming for Earthquake Resilience (SUPER)" Project, funded by the European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO), in partnership with ActionAid International Italia Onlus (ActionAid Italy), ActionAid Bangladesh (AAB), World Vision Germany (WVG), World Vision Bangladesh (WVB), and United Purpose (UP). The project's objective is to enhance collaboration and multi-stakeholder initiatives involving the private sector in building more resilient urban communities in Bangladesh.

The nation is globally acknowledged for its resilience. Despite commendable strides in disaster risk reduction and humanitarian response coordination in Bangladesh, there exists a significant opportunity to institutionally engage the private sector. SUPER project has been strategically crafted to seize this opportunity and contribute to bridging the existing gap in the country's humanitarian architecture. Although the primary focus is on Earthquake Disaster Risk Management (EQDRM), the project aims to enhance the overall system.

During this year, the SUPER Project has organized workshops and training for DCCI's member organizations. Additionally, DCCI is continuing its Private Sector Emergency Operation Center (PEOC) activities throughout the year.

2. Enhancing Export Capacities of Asian LDCs for Intra-regional Trade Project

DCCI-ITC Project for Enhancing Export Capacities of Asian LDCs for Intra-regional Trade is funded by ITC and aims to increase exports of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) from Bangladesh, including six Asian LDCs, to China, thereby taking advantage of Asia's largest and most dynamic import market as a stimulus to boost intra-regional trade. This year, with the support of this project, three companies have received online training on "Building Export Capacity for Entering the Chinese Market."

DCCI Events During 2024

In the year 2024, DCCI conducted 29 various sector specific seminars, webinars, FGDs, workshops, conferences for the interest of private sector which are stated below:

1. Workshop on "Income Tax Act 2023: Corporate Tax challenges and opportunities" held on January 13, 2024.
2. DCCI's Meet the Press held on January 20, 2024.
3. Round Table Discussion on "Expectation of private sector for the income tax, vat and customs related issues in the budget 2024-25" held on February 03, 2024.
4. Seminar titled "Bangladesh's Export Readiness: post LDC graduation perspective" held on February 17, 2024.
5. Seminar on "Bi-annual economic state and future outlook of Bangladesh economy: private sector perspective" held on February 18, 2024.
6. Live `pre-budget discussion meeting: private sector perspective' held on March 10, 2024.
7. Round Table Discussion titled "Effect of Traffic Congestion over businesses of old Dhaka and Identify the Way Forward" held on April 02, 2024.
8. Focus Group Discussion on Banking Sector: Expectations and New Reality held on May 05, 2024.

৯. তুরস্কের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে ডিসিসিআই'র মতবিনিময় সভা গত ১৩ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

১০. "বাংলাদেশে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পখাতের সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার গত ১৫ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

১১. 'বাংলাদেশে ইএসজি কমপ্লায়েন্সের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভা গত ১৮ মে, ২০২৪ তারিখে ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়।

১২. ঢাকা চেম্বার এবং রাশিয়ার বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যকার মতবিনিময় সভা গত ২৮ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

১৩. "স্মার্ট এগ্রিকালচার; ভ্যালু চেইন উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার অদ্য ৩০ মে, ২০২৪ তারিখে ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

১৪. ডিসিসিআই'র তাৎক্ষণিক বাজেট প্রতিক্রিয়া গত ০৬ জুন, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

১৫. "শিক্ষা ও শিল্পখাতের সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ" বিষয়ক মতবিনিময় সভা গত ০৬ জুলাই, ২০২৪ তারিখে ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

১৬. ডিসিসিআই আয়োজিত 'শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং আয়কর ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক ওয়ার্কশপ গত ১৩ জুলাই, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

১৭. বাংলাদেশস্থ কানাডিয়ান দূতাবাস, টিএফও কানাডার সহযোগিতায় ঢাকা চেম্বার আয়োজিত ''কানাডায় রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসএমইদের দক্ষতা বৃদ্ধি" বিষয়ক ওয়েবিনার গত ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত।

১৮. 'খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান' বিষয়ক ফোকাস গ্রুপ আলোচনা গত ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত।

১৯. গত ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে ডিসিসিআই আয়োজিত 'বাংলাদেশের অর্থনীতির দ্বি-বার্ষিক পর্যালোচনা (জানুয়ারি-জুন, অর্থবছর ২০২৪); প্রেক্ষিত বেসরকারিখাত' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

২০. 'বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ পথনির্দেশনা' শীর্ষক গোলটেবিল আলেচনা সভা গত ০৫ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

২১. গত ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া সহজীকরণ : প্রেক্ষিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য" শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

২২. 'খাদ্য মূল্যস্ফীতি; নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নির্ধারণে গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ" শীর্ষক সেমিনার গত ১৭ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

২৩. 'এসএমই নীতিমালা ২০১৯-এর সংস্কার: প্রেক্ষিত টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং উদ্ভাবন' শীর্ষক মতবিনিময় সভা গত ১৯ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

২৪. 'তথ্য-প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক সেমিনার গত ০৯ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

২৫. গত ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে 'প্রাইভেট ইক্যুয়িটি এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে এসএমইদের সংযোগ স্থাপন' বিষয়ক বিটুবি ম্যাচ-মেকিং অনুষ্ঠিত।

২৬. ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) আয়োজিত 'সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান -২০২৪" গত ২৩ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত।

২৭. 'স্বাস্থ্য খাতে বিদেশমুখিতা কমাতে দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি' বিষয়ক সেমিনার গত ২৩ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত।

২৮. 'প্রাইভেট সেক্টর আউটলুক: প্রত্যাশা ও আগ্রাধিকার' বিষয়ক বিজনেস কনফারেন্স গত ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত।

২৯. 'জ্বালানীর অনুমানযোগ্য মূল্য নির্ধারণ এবং সরবরাহে স্থিতিশীলতা' বিষয়ক সেমিনার গত ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত।

ডিসিসিআই সভাপতি হিসেবে বিভিন্ন সেমিনার, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভা, ওয়েবিনার এবং ওয়ার্কশপে যোগদান

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি হিসেবে এ বছর বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং আলোচনা সভায় যোগদানের কিছু বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত 'জাতীয় লজিস্টিক নীতিমালা' খসড়ার উপর মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

২. নতুন সরকারের মন্ত্রী সভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৩. বাংলাদেশ সফরকারী কানাডিয়ান-হিন্দু চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রতিনিধিলের সম্মানে এফবিসিসিআই আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৪. ২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৪-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

9. Business Meeting with Turkish Delegation held on May 13, 2024.
10. Seminar on "Unleashing the potential of semiconductor industry in Bangladesh" held on May 15, 2024.
11. Round Table Discussion titled "Navigating the Challenges and Opportunities of ESG Compliance in Bangladesh" held on May 18, 2024.
12. Business Meeting with Russian Trade Mission held on May 28, 2024.
13. Seminar titled "Smart Agriculture: Issues and Challenges in Value Chain Development" held on May 30, 2024.
14. DCCI's initial Budget Reaction held on June 06, 2024.
15. Round Table Discussion titled "Strengthening Collaboration between the Private Sector & Academia: The Way Forward" held on July 06, 2024.
16. Workshop on Customs, VAT and Income Tax Management held on July 13, 2024.
17. Webinar on Exporting to Canada organized by DCCI in collaboration with High Commission of Canada to Bangladesh and TFO Canada held on September 03, 2024.
18. National level Focus Group Discussion on Factors Affecting Food Inflation: An Analysis on Price Dynamics of Essential Commodities held on September 09, 2024.
19. Seminar on "Bi-annual economic state and future outlook of Bangladesh economy (January-June FY2023-24): private sector perspective" held on September 28, 2024.
20. Roundtable titled "Current State of the Economy and Outlook of Bangladesh" held on October 05, 2024.
21. Focus Group Discussion titled "Easing the Business System: An International Trade Perspective" on October 15, 2024.
22. Dissemination Seminar on Food Inflation: An Analysis on Price Dynamics of Essential Commodities held on October 17, 2024.
23. Focus Group Discussion on "Reform of SME Policy-2019 for Sustainable Growth and Innovation" held on October 19, 2024.
24. Seminar titled "Reforms for ICT Industry Growth" held on November 09, 2024.
25. B2B Orientation Meeting titled "Connecting innovative SMEs with Private Equity & Venture Capital firms for bridging financing needs" held on November 19, 2024.
26. "DBI Certificate Awarding Ceremony 2024" held on November 23, 2024.
27. Roundtable discussion titled "The Future of Healthcare in Bangladesh: Trends and Implications for Businesses and Consumers" held on November 23, 2024
28. DCCI Business Conference on "Private sector Outlook: Expectations and priorities" held on November 30, 2024.
29. Seminar on "Predictable energy pricing and supply stability" held on December 07, 2024.

Meetings & Events attended by the President, DCCI

1. DCCI President Ashraf Ahmed attended a meeting on the draft 'National Logistics Policy' organized by the Prime Minister's Office.
2. DCCI President Ashraf Ahmed attended the oath-taking ceremony of the newly formed cabinet of the Awami League government.
3. DCCI President Ashraf Ahmed attended the networking dinner and B2B match making session organized in honour of the visiting business delegation of Canadian Hindu Chamber of Commerce (CHCC) organized by FBCCI.
4. DCCI President Ashraf Ahmed attended the Inaugural Ceremony of the 28th Dhaka International Trade Fair (DITF)-2024.

৫. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত 'এলডিসি উত্তরণ' বিষয়ক জাতীয় কমিটির ১০ম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৬. ভারতের ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ভারতীয় দূতাবাসের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৭. আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (এ্যামচেম) আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৮. বাংলাদেশ-রাশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫২ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকাস্থ রাশিয়ার দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৯. আইসিএবি আয়োজিত 'মুদ্রানীতি পর্যালোচনা' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

১০. এটুআই প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

১১. ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ বিল্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের ৩৩তম সভায় অংশগ্রহণ করেন।

১২. স্মার্ট বাংলাদেশ বিষয়ক কর্মশালায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

১৩. এটুআই প্রকল্প আয়োজিত মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

১৪. ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্ট ফোরাম আয়োজিত 'সিএমজেএফ টক'-এ প্রধান অতিথি হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

১৫. 'জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫' এ ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবনা অন্তর্ভূক্তির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)- এর চেয়ারম্যানের নিকট উপস্থাপন করেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

১৬. এটুআই প্রকল্পের সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

১৭. আইসিসি বাংলাদেশ-এর পরিচালনা পর্ষদের ৯৪তম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

১৮. বাংলাদেশস্থ দক্ষিণ কোরিয়ার দূতাবাস আয়োজিত অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ বিষয়ক নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

১৯. ডিসিসিআই এবং দুবাই চেম্বারের মধ্যকার মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

২০. নরডিক কাউন্সিল ইন বাংলাদেশ আয়োজিত 'নরডিক ডে' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

২১. বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) আয়োজিত 'আরবিট্রেশন বহুমুখীকরণের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

২২. এটুআই আয়োজিত 'ইনোভেট টুগেদার ফর জিরো ডিজিটাল ডিভাইড' বিষয়ক সেমিনারে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

২৩. রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র‍্যাপিড) আয়োজিত "বাজেট ২০২৪-২৫: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ" বিষয়ক প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

২৪. এফবিসিসিআই এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) যৌথভাবে আয়োজিত জাতীয় পরামর্শক কমিটির ৪৪তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

২৫. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত জাতীয় লজিস্টিক নীতিমালা-২০২৪ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

২৬. পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট (পিআরআই) আয়োজিত 'বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণে রোডম্যাপ প্রণয়ন' বিষয়ক সেমিনারের নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

২৭. মহান মে দিবস উপলক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

২৮. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত জাতীয় লজিস্টিক নীতিমালা-২০২৪ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

২৯. দৈনিক প্রথম আলো এবং আইডিএলসি যৌথভাবে আয়োজিত উদ্যোক্তাদের মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

5. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 10th meeting of National Committee on LDC Graduation organized by the Prime Minister's Office.
6. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 75th Republic Day of India organized by Indian High Commission in Bangladesh.
7. DCCI President Ashraf Ahmed attended the monthly luncheon meeting hosted by AmCham.
8. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 52nd anniversary of diplomatic relations between Bangladesh and Russia organized by the Embassy of the Russian Federation in Bangladesh.
9. DCCI President Ashraf Ahmed attended a Roundtable Discussion on "Monetary Policy Statement (January-June, 2024) as a panel speaker organized by ICAB.
10. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 6th meeting of a2i project steering committee.
11. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 33rd Trustee Board meeting of Business Initiative Leading Development (BUILD).
12. DCCI President Ashraf Ahmed attended the workshop on Smart Bangladesh Plan Formulation (1st Phase).
13. DCCI President Ashraf Ahmed attended the a2i project meeting.
14. DCCI President Ashraf Ahmed attended 'CMJF Talk' as the chief guest organized by Capital Market Journalists' Forum.
15. DCCI President Ashraf Ahmed met the NBR Chairman Abu Hena Md. Rahmatul Muneem and submitted DCCI's budget recommendations for FY2024-25.
16. DCCI President Ashraf Ahmed joined the a2i project meeting virtually.
17. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 94th Board meeting of ICC Bangladesh Executive Board.
18. DCCI President Ashraf Ahmed attended the dinner organized by the Embassy of the Republic of Korea in Bangladesh to promote the Economic Partnership Agreement (EPA).
19. DCCI President Ashraf Ahmed attended a meeting with Dubai Chamber virtually.
20. DCCI President Ashraf Ahmed attended a function of celebration of Nordic Day organized by Nodic Council in Bangladesh.
21. DCCI President Ashraf Ahmed attended the seminar on "Empowering perspective: Navigating opportunities and challenges for ensuring diversity in Arbitration" organized by Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC).
22. DCCI President Ashraf Ahmed attended a programme titled 'Innovate together for Zero Digital Divide' organized by a2i.
23. DCCI President Ashraf Ahmed attended the pre-budget consultation meeting titled "Budget for 2024-25: Key Challenges & Way Forward" as a panel speaker organized by Research and Policy Integration for Development (RAPID).
24. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 44th meeting of Advisory Committee of National Board of Revenue jointly organized by FBCCI and NBR.
25. DCCI President Ashraf Ahmed attended the meeting on the issues of National Logistic Policy-2024 organized by the Prime Minister's Office.
26. DCCI President Ashraf Ahmed attended the seminar on "Bangladesh's Domestic Resource Mobilization-Imperatives and a Roadmap" as a panel speaker organized by Policy Research Institute (PRI) Bangladesh.
27. DCCI President Ashraf Ahmed attended a function of celebration of Great May Day-2024 organized by Ministry of Labour and Employment.
28. DCCI President Ashraf Ahmed attended the meeting on the issues of National Logistics Policy-2024 organized by PMO.
29. DCCI President Ashraf Ahmed attended the event titled "Entrepreneurs' Meeting" as the chief guest jointly organized by IDLC and Prothom Alo.

৩০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইন্সটিটিউট অব বিজনেসে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ)'-এর 'গ্রাজুয়েশন সিরিমনি' অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৩১. ভেঞ্চার ক্যাপিটাল অ্যান্ড প্রাইভেট ইক্যুয়িটি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ আয়োজিত 'ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফর স্মার্ট বাংলাদেশ' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৩২. ঢাকায় সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনের কার্যক্রম চালু উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৩৩. বাংলাদেশ সফরকারী ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিজয় মোহন কাত্রা-এর সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত নৈশভোজে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৩৪. বাংলাদেশস্থ ইউরোপীয় ইউনিয়ন দূতাবাস আয়োজিত 'ইউরোপ ডে ২০২৪' বিষয়ক অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৩৫. 'ইউএস ট্রেড শো-২০২৪' উপলক্ষে এ্যামচেম আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৩৬. ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে ইউএসএআইডি'র প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন।

৩৭. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত 'ঢাকার ক্লাইমেট প্ল্যান' প্রণয়ন অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৩৮. তুরস্কের 'ফরেন ইকোনোমিক রিলেশনস্ বোর্ড (ডেইক)'-এর প্রতিনিধিদলের সম্মানে বাংলাদেশস্থ তুরস্ক দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৩৯. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন : শিল্পখাতের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৪০. বিডা আয়োজিত 'বাংলাদেশের সেমিকন্ডাক্টর শিল্পখাতের সম্ভাবনা' বিষয়ক সেমিনারে ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৪১. বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটিজিক স্টাডিজ আয়োজিত 'কার্বন ফাইন্যান্সিং: বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' বিষয়ক সেমিনারে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৪২. বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর আব্দুর রউফ তালুকদার এবং ব্যবসায়ী নের্তৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন ।

৪৩. এফবিসিসিআই এবং এনটিভি যৌথভাবে আয়োজিত 'কেমন বাজেট চাই?' অনুষ্ঠানের নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৪৪. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'বাংলাদেশ-জাপান ইকোনোমিক পার্টনারশীপ এগ্রিমেন্ট নেগোশিয়েশন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৪৫. 'ওয়ার্ল্ড মেট্রোলজি দিবস' উপলক্ষে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট (বিএসটিআই) আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৪৬. বাংলাদেশ সফরকারী কানাডা'র ইন্দো-প্যাসিফিক বাণিজ্য প্রতিনিধি পল থোপাইল-এর সম্মানে ঢাকাস্থ কানাডিয়ান হাইকমিশন আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৪৭. শিল্প মন্ত্রণালয়ের 'ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)' প্রদত্ত 'প্রেসিডেন্টস্ এ্যাওয়ার্ড ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ২০২১' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৪৮. প্রধানমন্ত্রীর সাথে ব্যবসায়ী নের্তৃবৃন্দের মতবিনিময় অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৪৯. বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) আয়োজিত 'বিনিয়োগ বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিতে এডিআরের কার্যক্রম ব্যবহার সম্প্রসারণ' বিষয়ক সেমিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ প্যানেল আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

৫০. বাংলাদেশ সফরকারী যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে প্রধানমন্ত্রীর বাণিজ্য আলোচনা সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৫১. আইসিসি বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পর্ষদের ৯৫তম সভায় যোগদান করেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

30. DCCI President Ashraf Ahmed attended the graduation ceremony of Institute of Business Administration (IBA), University of Dhaka.
31. DCCI President Ashraf Ahmed attended the roundtable discussion on "Investment Climate for Smart Bangladesh" as a panel speaker organized by Venture Capital & Private Equity Association of Bangladesh.
32. DCCI President Ashraf Ahmed attended the inauguration ceremony of the newly established High Commission of the Republic of Singapore in Dhaka.
33. DCCI President Ashraf Ahmed attended the luncheon meeting hosted in honour of H.E. Vinay Mohan Kwatra, Foreign Secretary of India organized by Ministry of Foreign Affairs.
34. DCCI President Ashraf Ahmed attended a function of celebration of Europe Day-2024 organized by the European Union to Bangladesh.
35. DCCI President Ashraf Ahmed attended a dinner hosted on the occasion of US Trade Show-2024 by AmCham.
36. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers attended a meeting with the delegation from USAID.
37. DCCI President Ashraf Ahmed attended the dinner hosted in honour of C40 Cities Representatives for the successful launch of Dhaka's very first Climate Action Plan (CAP) organized by Dhaka South City Corporation.
38. DCCI President Ashraf Ahmed attended the reception hosted in honour of the visiting delegation of Foreign Economic Relations Board (DEIK) organized by the Embassy of Türkiye in Bangladesh.
39. DCCI President Ashraf Ahmed attended the seminar on "Research & Innovation: Industry Requirements & Perspectives" as the chief guest organized by Research and Innovation Centre for Science and Engineering (RISE), BUET.
40. DCCI President Ashraf Ahmed attended the workshop on "Driving Semiconductor Agenda in Bangladesh" organized by BIDA.
41. DCCI President Ashraf Ahmed attended the seminar on "Application of Carbon Financing: Challenges and Policy Options for Bangladesh" organized by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS).
42. DCCI President Ashraf Ahmed attended a meeting between the business leaders and the Governor of Bangladesh Bank Abdur Rauf Talukder.
43. DCCI President Ashraf Ahmed attended the live pre-budget discussion titled "Kamon Budget Chai" jointly organized by FBCCI and NTV.
44. DCCI President Ashraf Ahmed attended a reception dinner hosted in honour of the visiting Japanese delegation on the occasion of Bangladesh-Japan Economic Partnership Agreements Negotiation organized by Ministry of Foreign Affairs.
45. DCCI President Ashraf Ahmed attended the function of celebrating World Metrology Day organized by Bangladesh Standards and Testing Institution.
46. DCCI President Ashraf Ahmed attended the reception in honour of Paul Thoppil, Canada's Indo-Pacific Trade Representative organized by High Commission of Canada in Bangladesh.
47. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 'President's Award ceremony for Industrial Development 2021' organized by Ministry of Industries.
48. DCCI President Ashraf Ahmed attended a meeting of the business leaders with the Honourable Prime Minister of Bangladesh H.E. Sheikh Hasina, MP.
49. DCCI President Ashraf Ahmed attended the seminar on "Resolving Investment Dispute: Strategies for successful outcome and need for a robust ADR framework" as a panel speaker organized by Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC).
50. DCCI President Ashraf Ahmed attended the meeting between the Honourable Prime Minister H.E. Sheikh Hasina and the US-Bangladesh Business Council delegation.
51. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 95th ICC Bangladesh Executive Board Meeting.

৫২. আইসিসি বাংলাদেশের নির্বাহী পর্ষদের সদস্য হিসেবে ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৫৩. দৈনিক সমকাল আয়োজিত 'তৈরি পোষাক খাতের দায়বদ্ধতা: কর্মপরিবেশ উন্নয়ন' বিষয়ক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৫৪. চ্যালেন-২৪ এর ১২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৫৫. নিউজপেপার ওনার্স এসোসিয়েশন (নোয়াব)-এর বার্ষিক সম্মাননা পদক প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

৫৬. ইটালীর ৭৮তম 'রিপাবলিক ডে' উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ ইটালীয়ান দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

৫৭. শিল্প মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন আয়োজিত 'ইন্সটিটিউশন্যাল এ্যাপ্রিসিয়েশন এ্যাওয়ার্ড-২০২২' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন এবং ঢাকা চেম্বারের পক্ষে পুরষ্কার গ্রহণ করেন।

৫৮. এফবিসিসিআই আয়োজিত বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

৫৯. এ্যামচেম আয়োজিত 'বাজেট অ্যান্ড বিজনেস আউটলুক অব বাংলাদেশ' বিষয়ক আলোচনা সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ প্যানেল আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

৬০. 'সুইডেন-বাংলাদেশ বিজনেস গাইড ২০২৪-২৫'-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

৬১. বৃটেনের মহামান্য রাজা তৃতীয় চার্লস-এর জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ বৃটিশ হাইকমিশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৬২. 'রাশিয়ান ডে' উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ রাশিয়ান দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

৬৩. রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র‍্যাপিড) আয়োজিত বাজেটোত্তর মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

৬৪. বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট (বিএফটিআই)-এর পরিচালনা পর্ষদের ৫৮তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৬৫. বাংলাদেশ সফরকারী ইটালীর পরারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি জেনারেল রিকার্ডো গুয়ারিগলিয়া-এর সম্মানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৬৬. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত 'এলডিসি গ্রাজুয়েশন' কমিটির ১১তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৬৭. আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৬৮. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত 'এলডিসি উত্তরণে সহায়ক কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন' বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

৬৯. মাস্টারকার্ড ইকোনোমিক্স ইন্সটিটিউট আয়োজিত 'গ্লোবাল অ্যান্ড বাংলাদেশ আউটলুক অ্যান্ড রিস্ক' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৭০. আইসিসি বাংলাদেশ-এর ২৯তম বার্ষিক কাউন্সিল সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৭১. ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অর্থমন্ত্রণালয় আয়োজিত বাজেটোত্তর নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন।

৭২. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত 'ন্যাশনাল লজিস্টিক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন' কমিটির ১ম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৭৩. স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স-এর নির্বাহী কমিটির ৪র্থ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

৭৪. বাংলাদেশ সফরকারী এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)'র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইংমিং ইয়াং-এর সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত নৈশভোজে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৭৫. বাংলাদেশস্থ মরক্কোর দূতাবাস আয়োজিত 'বাংলাদেশ ও মরক্কোর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্প্রসারণ' বিষয়ক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

52. DCCI President Ashraf Ahmed along with the business leaders form ICC Bangladesh met Abul Hasan Mahmood Ali, M.P., Honourable Finance Minister of Bangladesh.
53. DCCI President Ashraf Ahmed attended the roundtable discussion on "Responsible Business in the Garment Industry: Achieving Service Work and Moving Forward" as a panel speaker organized by Daily Samakal.
54. DCCI President Ashraf Ahmed attended the celebration of the 12 Years of Channel 24.
55. DCCI President Ashraf Ahmed attended an award giving ceremony organized by Newspaper Owners' Association of Bangladesh (NOAB).
56. DCCI President Ashraf Ahmed attended a function of celebrating 78th Italian Republic Day organized by the Embassy of Italy in Bangladesh.
57. DCCI President Ashraf Ahmed on behalf of DCCI received the Institutional Appreciation Award-2022 as a recognition of accelerating "Bangladesh Productivity Movement" by National Productivity Organization (NPO), Ministry of Industries.
58. DCCI President Ashraf Ahmed attended the post-budget press conference organized by the FBCCI.
59. DCCI President Ashraf Ahmed attended the discussion on "Budget and Business outlook of Bangladesh" as a panel speaker organized by AmCham.
60. DCCI President Ashraf Ahmed attended the launching ceremony of "Sweden-Bangladesh Business Guide 2024-2025" jointly organized by the Embassy of Sweden in Bangladesh and Business Sweden.
61. DCCI President Ashraf Ahmed attended a function of celebrating official birthday of His Majesty the King Charles III organized by the British High Commission in Bangladesh.
62. DCCI President Ashraf Ahmed attended a function of celebrating "Russian Day" organized by the Russian House in Dhaka.
63. DCCI President Ashraf Ahmed attended a post-budget discussion as a panel speaker organized by Research and Policy Integration for Development (RAPID).
64. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 58th board meeting of Bangladesh Foreign Trade Institute (BFTI).
65. DCCI President Ashraf Ahmed attended a dinner hosted in honour of the Ambassador Riccardo Guariglia, Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy organized by Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh.
66. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 11th meeting of LDC Graduation organized by the Prime Minister's Office.
67. DCCI President Ashraf Ahmed attended a ceremony of celebrating USA's Independence Day-2024 organized by the US Embassy in Dhaka.
68. DCCI President Ashraf Ahmed attended a Dialogue on Smooth Transition Strategy (STS) for LDC graduation organized by the Prime Minister's Office.
69. DCCI President Ashraf Ahmed attended the roundtable discussion on 'Global and Bangladesh outlook and risks' organized by Mastercard Economics Institute (MEI).
70. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 29th Annual Council Meeting of ICC Bangladesh.
71. DCCI President Ashraf Ahmed attended the post-budget dinner organized by Ministry of Finance.
72. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 1st meeting of the National Logistics Development and Coordination Committee organized by the Prime Minister's Office.
73. DCCI President Ashraf Ahmed joined virtually in the 4th Executive Committee meeting of Smart Bangladesh Taskforce.
74. DCCI President Ashraf Ahmed attended a dinner in honour of Yingming Yang, Vice President, Asian Development Bank (ADB) organized by Ministry of Foreign Affairs.
75. DCCI President Ashraf Ahmed joined virtually in the webinar titled "Promoting Business Opportunities: Strengthening Trade Between Bangladesh and Morocco" organized by Embassy of Bangladesh in Morocco.

৭৬. আইসিসি বাংলাদেশ আয়োজিত 'ডিজিটালাইজিং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৭৭. প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ চীন সফর করেন এবং বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত 'বিজনেস, ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট'-এ অংশগ্রহণ করেন।

৭৮. বাংলাদেশ সফরকারী থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. নলিনী তাভিসিন এবং বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সম্মানে বাংলাদেশ-থাই চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী যোগদান করেন।

৭৯. ইন্ডিয়ান স্মল বিজনেস অ্যান্ড ফ্রেনচাইজ এসোসিয়েশন-এর সাথে ডিসিসিআই'র ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী অংশগ্রহণ করেন।

৮০. ব্যবসায়ী নের্তৃবৃন্দের সাথে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৮১. ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর নেতৃত্বে ৩৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল ভিয়েতনাম সফর করে এবং ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত বিজনেস ফোরাম ও বিটুবি সেশনে অংশগ্রহণ করেন।

৮২. এফবিসিসিআই আয়োজিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা জোরদারকরণ বিষয়ক সমন্বয় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৮৩. ব্যবসায়ী সম্প্রদায় আয়োজিত 'বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৮৪. এফবিসিসিআই'র সভাপতি মাহবুবুল আলমের নেতৃত্বে বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্ণর ড. আহসান এইচ মনসুরের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৮৫. আইসিসি বাংলাদেশের নির্বাহী পর্ষদের সদস্য হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৮৬. বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী'র প্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ-জামান, ওএসপি, এসজিপি, পিএসসি-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৮৭. বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্ণর ড. আহসান এইচ মনসুর-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নের্তৃবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৮৮. আইসিসি বাংলাদেশ-এর নির্বাহী কমিটির বিশেষ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৮৯. আইসিসি বাংলাদেশ আয়োজিত 'ন্যাশনাল বিজনেস ডায়ালগ'-এর ১ম সমন্বয় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৯০. আইসিসি বাংলাদেশ আয়োজিত 'ন্যাশনাল বিজনেস ডায়ালগ'-এর ২য় সমন্বয় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৯১. আইসিসি বাংলাদেশ আয়োজিত 'ন্যাশনাল বিজনেস ডায়ালগ'-এর ব্রিফিং মিটিং-এ ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৯২. বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর পরিচালনা পর্ষদের ৩৯তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৯৩. রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর পরিচালনা পর্ষদের ১৪৬তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৯৪. বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট (বিএফটিআই)-এর পরিচালনা পর্ষদের ৫৯তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৯৫. বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডা'র হাইকমিশনার ড. লিলি নিকোলস-এর সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৯৬. ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ আইসিসি বাংলাদেশে আয়োজিত 'ন্যাশনাল বিজনেস ডায়ালগ'-এ যোগদান করেন।

৯৭. ডিসিসিআই জার্নাল অব বিজেনস অ্যান্ড ইকোনোমিক পলিসি-এর এডিটরিয়াল কমিটির ১ম সভায় ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৯৮. বিল্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের ৩৫তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

৯৯. নেপালের জাতীয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ নেপাল দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

76. DCCI President Ashraf Ahmed attended the roundtable discussion on "Digitalizing International Trade in Bangladesh" organized by ICC Bangladesh.
77. DCCI President Ashraf Ahmed joined Bangladesh Business, Trade and Investment Summit in Beijing, China as an entourage of the Honourble Prime Minister of Bangladesh.
78. DCCI Acting President Malik Talha Ismail Bari attended the dinner hosted in honor of Dr. Nalinee Taveesin, Adviser to the Prime Minister of Thailand and members of the visiting Thai Delegation to Bangladesh organized by Bangladesh-Thai Chamber of Commerce and Industry (BTCCI).
79. DCCI Acting President Malik Talha Ismail Bari virtually joined for a meeting with Gaurav Marya, Chairman, Indian Small Business & Franchise Association (ISFA).
80. DCCI President Ashraf Ahmed attended the view exchange meeting with business leaders organized by Bangladesh Investment Development Authority (BIDA).
81. DCCI President Ashraf Ahmed led a 35-member DCCI Business delegation to Vietnam.
82. DCCI President Ashraf Ahmed attended the coordination meeting on strengthening safety and security for trade and industry organized by FBCCI.
83. DCCI President Ashraf Ahmed attended the view exchange meeting on the "overall business situation and future action" organized by the business community.
84. DCCI President Ashraf Ahmed met Ahsan H. Mansur, newly appointed Governor of Bangladesh Bank as part of the business delegation led by the FBCCI President Mahbubul Alam.
85. DCCI President Ashraf Ahmed along with the business leaders led by ICC Bangladesh met Nobel Laureate Prof. Dr. Muhammad Younus, Honourble Chief Adviser of the Interim Government of Bangladesh.
86. DCCI President Ashraf Ahmed along with eminent business leaders met General Waker-Uz-Zaman, OSP, SGP, psc, Chief of Army Staff of Bangladesh.
87. DCCI President Ashraf Ahmed along with other eminent business leaders met Ahsan H. Mansur, newly appointed Governor of Bangladesh Bank.
88. DCCI President Ashraf Ahmed attended the emergency meeting of the ICC Bangladesh Executive Board.
89. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 1st coordination meeting organized by ICC Bangladesh.
90. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 2nd coordination meeting on National Business Dialogue organized by ICC Bangladesh.
91. DCCI President Ashraf Ahmed attended the briefing meeting on National Business Dialogue organized by ICC Bangladesh.
92. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 39th meeting of the board of directors of BIAC.
93. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 146th board meeting of Export Promotion Bureau (EPB).
94. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 59th meeting board meeting of BFTI.
95. DCCI President Ashraf Ahmed attended the farewell programme in honour of H.E. Dr. Lilly Nicholls, High Commissioner of Canada in Bangladesh organized by Ministry of Foreign Affairs.
96. DCCI President Ashraf Ahmed attended the National Business Dialogue organized by ICC Bangladesh.
97. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 1st meeting of editorial committee of the DCCI Journal of Business and Economic Policy (DJBEP).
98. DCCI President Ashraf Ahmed virtually joined the 35th Trustee Board meeting of BUILD.
99. DCCI President Ashraf Ahmed attended a function of celebrating National Day of Nepal.

১০০. সৌদি আরবের ৯৪তম জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে ঢাকাস্থ সৌদি দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

১০১. বাংলাদেশস্থ বিশ্বব্যাংকের কার্যালয়ের সহায়তায় অর্থ মন্ত্রণালয় আয়োজিত বেসরকারিখাত বিষয়ক পরামর্শক সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

১০২. 'ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টরস্ উইক' উপলক্ষে ঢাকা স্টক একচেঞ্জ আয়োজিত 'ইনভেস্টর রেজিলিয়েন্স'-বিষয়ক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

১০৩. ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম-এর পরিচালক ফিলিপি ইসলার-এর সম্মানে আইসিসি বাংলাদেশ আয়োজিত মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

১০৪. ডি-৮ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত নৈশভোজে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

১০৫. আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (এ্যামচেম) আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

১০৬. তুরস্কের ১০১তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ তুরস্কের দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

১০৭. আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচেম) আয়োজিত 'আইপিআর ফ্রেমওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ : চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ' বিষয়ক আলোচনা সভায় প্যানেল আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

১০৮. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) আয়োজিত 'ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২৫' বিষয়ক সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

১০৯. দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় দিবস উপলক্ষে ঢাকাস্থ কোরিয়ার দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

১১০. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ দৈনিক প্রথম আলো-এর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

১১১. ব্রাজিলের ২০২তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ ব্রাজিলের দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

১১২. মাস্টারকার্ড বাংলাদেশ আয়োজিত 'মাস্টারকার্ড এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড-২০২৪' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

১১৩. সিপিডি আয়োজিত 'বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ সংস্কার : অর্ন্তবর্তী সরকারের পথনির্দেশিকা' বিষয়ক ডায়ালগে সম্মানিত অতিথি হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

১১৪. বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই)'র নের্তৃত্বে বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

১১৫. সংযুক্ত আরব আমিরাতের ৫৩তম ইউনিয়ন ডে উলপক্ষে বাংলাদেস্থ ইউএই দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

ডিসিসিআই সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎকার

১. এফবিসিসিআই'র সভাপতি মাহবুবুল আলম-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২. বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালক তাসকিন আহমেদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৩. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ গত ১০ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৪. ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ গত ১১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ হুমায়ুন কবির-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৫. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ বিগত ১১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৬. ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ এবং ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী গত ১৪ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

100. DCCI President Ashraf Ahmed attended the event of celebrating 94th National day of the Kingdom of Saudi Arabia.

101. DCCI President Ashraf Ahmed attended the stakeholders' consultation meeting on 'Private Sector' organized by Finance Division in collaboration with the World Bank to implement Public Financial Management (PFM) Reform Strategy 2025-2030.

102. DCCI President Ashraf Ahmed attended the webinar titled "World Investor Week - 2024 Investor Resilience, Basics of Investing and Fraud and Scam Prevention" as a panel speaker organized by Dhaka Stock Exchange.

103. DCCI President Ashraf Ahmed met Philippe Isler, Executive Director, Global Alliance for Trade Facilitation (GATF) and Director of the World Economic Forum organized by ICC Bangladesh.

104. DCCI President Ashraf Ahmed attended the dinner organized by D-8 Chambers of Commerce & Industry (D-8CCI).

105. DCCI President Ashraf Ahmed attended the luncheon meeting organized by American Chamber of Commerce in Bangladesh (AmCham).

106. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 101st Anniversary of the Proclamation of the Republic of Türkiye organized by Embassy of the Republic of Türkiye in Bangladesh.

107. DCCI President Ashraf Ahmed attended the dialogue on "Strengthening IPR Frameworks: Challenges and Way Forward" organized by American Chamber of Commerce in Bangladesh (AmCham).

108. DCCI President Ashraf Ahmed attended the meeting on the issues of Dhaka International Trade Fair-2025 organized by Export Promotion Bureau (EPB).

109. DCCI President Ashraf Ahmed attended the celebration of National Foundation Day of Korea organized by Embassy of the Republic of Korea in Bangladesh.

110. DCCI President Ashraf Ahmed attended the celebration of 26th Anniversary of the daily Prothom Alo.

111. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 202nd Independence Day of Fedarative Republic of Brazil organized by Embassy of Brazil in Dhaka.

112. DCCI President Ashraf Ahmed attended the Mastercard Excellence Awards-2024 organized by Mastercard Bangladesh.

113. DCCI President Ashraf Ahmed attended the dialogue titled "Business Environment Reform in Bangladesh Agenda for the Interim Government" as the Guest of Honor organized by Centre for Policy Dialogue (CPD).

114. DCCI President Ashraf Ahmed attended the 147th Board Meeting of Export Promotion Bureau.

DCCI President/ Board of Directors Called on

1. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers called on FBCCI President Mahbubul Alam on 23 December.
2. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers called on H.E. Pranay Verma, High Commissioner of India in Bangladesh on 31 December.
3. DCCI President Ashraf Ahmed called on Md. Shahriar Kader Siddiky, Secretary, Economic Relations Division on 10 January.
4. DCCI President Ashraf Ahmed called on Dr. Md. Humayun Kabir, Secretary, Ministry of Railways on 11 January.
5. DCCI President Ashraf Ahmed called on Masud Bin Momen, Senior Secretary, Ministry of Foreign Affairs on 11 January.
6. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers called on Md. Mostafa Kamal, Senior Secretary, Ministry of Shipping on 14 January.

৭. বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনরি-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৮. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি-এর সাথে ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৯. বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং সিক-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ১৮ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

১০. গত ২৩ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম (টিটু), এমপি-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

১১. ভূমি মন্ত্রী নারায়ণচন্দ্র চন্দ, এমপি-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী ২৪ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

১২. ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ ২৪ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মোহাম্মদ ফারুক খান, এমপি-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৩. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ গত ২৮ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৪. ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)-এর প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

১৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনা, এমপি-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে গণভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৬. ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে ভারতে নিযুক্ত পেরুর রাষ্ট্রদূত জাভিয়ের ম্যানুয়েল পাউলিনিচ ভেলার্দে ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৭. ভারতে নিযুক্ত স্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রদূত রবার্ট ম্যাক্সিন ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৮. বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেন ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৯. ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে আর্মেনিয়ার অর্থ মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি মিনিস্টার নারেক তেরিয়ান ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২০. ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্ণর আব্দুর রউফ তালুকদার-এর সাথে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

২১. কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমান, ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

২২. বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসদুপুই এবং ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ এবং পরিচালনা পর্ষদের মধ্যকার সৌজন্য সাক্ষাৎকার ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

২৩. ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত গুয়েন মান চুং সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

7. DCCI President Ashraf Ahmed and the board members met H.E. IWAMA Kiminori, Ambassador of Japan in Bangladesh on 15 January.
8. DCCI President Ashraf Ahmed and the board members called on Nurul Majid Mahmud Humayun, MP, Hon'ble Industries Minister on 15 January.
9. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers called on H. E. PARK Young Sik, Ambassador of the Republic of Korea on 18 January.
10. DCCI President Ashraf Ahmed and the board members called on Ahasanul Islam (Titu), MP, Honourable State Minister, Ministry of Commerce on 23 January.
11. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers called on Narayan Chandra Chanda, MP, Hon'ble Minister, Ministry of Land on 24 January.
12. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers called on Muhammad Faruk Khan, MP, Honourable Minister, Ministry of Civil Aviation and Tourism on 24 January.
13. DCCI President Ashraf Ahmed called on Abul Hassan Mahmood Ali, MP, Honourable Minister, Ministry of Finance on 28 January.
14. DCCI President Ashraf Ahmed met representatives from the International Finance Corporation (IFC) on 30 January.
15. DCCI President Ashraf Ahmed called on H.E. Sheikh Hasina, MP, Honourable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh on 31 January.
16. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers met H.E. Javier Manuel Paulinich Velarde, Ambassador, Embassy of Peru in India designated to Bangladesh on 31 January.
17. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers met H.E. Róbert Maxián, Ambassador of the Slovak Republic in India designated to Bangladesh on 31 January.
18. DCCI President Ashraf Ahmed and the board members met H.E. Ramis Şen, Ambassador, Embassy of Türkiye in Bangladesh on 8 February.
19. DCCI President Ashraf Ahmed and the board members met H.E. Narek Teryan, Deputy Minister, Ministry of Economy, Republic of Armenia on 8 February.
20. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers called on Bangladesh Bank Governor Abdur Rouf Talukder on 15 February.
21. DCCI President Ashraf Ahmed met H.E. Khalilur Rahman, PhD, High Commissioner of Bangladesh in Canada on 17 February.
22. DCCI President Ashraf Ahmed and members of the board of Directors met the French Ambassador in Bangladesh H.E. Marie MASDUPUY on 19 February.
23. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers met H.E. Nguyen Manh Cuong, Ambassador of Vietnam in Bangladesh on 20 February.

২৪. বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

২৫. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২৬. ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত শ্রীলংকার হাইকমিশনার ধর্মপালা ভীরাক্কোদি ২৪ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২৭. বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন এবং ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর মধ্যকার সৌজন্য সাক্ষাৎ গত ২৭ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২৮. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব এম তোফাজ্জল হোসেন মিয়া-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ ১৭ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২৯. হংকং ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এইচকেটিডিসি)-এর প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ ২১ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৩০. কাতারের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আল-থানি-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ ২২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৩১. ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী-এর সাথে শ্রীলংকা ন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টারের প্রতিনিধিবৃন্দ ২৩ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে সাক্ষাৎ করেন।

৩২. বাংলাদেশে নিযুক্ত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত হেরু হারতান্তো সুবোলো ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে গত ০৭ মে, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৩৩. বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত আব্দুল্লাহ আলী আলহামৌদি ০৮ মে, ২০২৪ তারিখে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৩৪. ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানীর রাষ্ট্রদূত আচিম ট্রস্টার ০৯ মে, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৩৫. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ এবং পরিচালনা পর্ষদের সাথে বাংলাদেশ সফরকারী তুরস্কের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা গত ১৩ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

৩৬. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে বাংলাদেশ সফরকারী যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ ২৯ মে, ২০২৪ তারিখে সাক্ষাৎ করেন।

৩৭. ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ্ কুক-এর দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সভা ০২ জুন, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত।

৩৮. বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার ড. লিলি নিকোলস ০৩ জুন, ২০২৪ তারিখে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৩৯. গণপূর্ত মন্ত্রী আর এ এম ওবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী, এমপি-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ ০৪ জুলাই, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৪০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

24. DCCI President Ashraf Ahmed and the board members met H.E. Charles Whiteley, Ambassador & Head of Delegation of the European Union in Bangladesh on 22 February.

25. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers called on Asaduzzaman Khan, MP, Honourable Minister for Home Affairs on 22 February.

26. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers met H.E. Dharmapala Weerakkody, High Commissioner of Sri Lanka in Bangladesh on 24 March.

27. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers called on H.E. Yao Wen, Ambassador of China in Bangladesh on 27 March.

28. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers called on M. Tofazzel Hossain Miah, Principal Secretary to the Prime Minister on 17 April.

29. DCCI President Ashraf Ahmed met the delegation from Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) on 21 April.

30. DCCI President Ashraf Ahmed met H.E. Sheikh Mohammad bin Hamid Al-Thani, Minister for Commerce and Industry of Qatar on 22 April.

31. DCCI Acting President Malik Talha Ismail Bari and Vice President Md. Junaed Ibna Ali met the delegation from Sri Lanka National Arbitration Centre on 23 April.

32. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers met H.E. Heru Hartanto Subolo, Ambassador of Indonesia in Bangladesh on 7 May.

33. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers met H.E. Abdulla Ali AlHmoudi, Ambassador of the United Arab Emirates in Bangladesh on 8 May.

34. DCCI President Ashraf Ahmed met H.E. Achim Tröster, Ambassador of Germany in Bangladesh on 9 May.

35. DCCI President Ashraf Ahmed and members of the board of directors had a meeting with the delegation from Turkiye on 13 May.

36. DCCI President Ashraf Ahmed and the member of the Board of Directors met the visiting delegation from the United Kingdom on 29 May.

37. DCCI President Ashraf Ahmed and members of the board of directors met H.E. Sarah Cooke, British High Commissioner in Bangladesh on 2 June.

38. DCCI President Ashraf Ahmed and the board members met H.E. Lilly Nicholls, High Commissioner of Canada in Bangladesh on 3 June.

39. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers called on R.A.M. Obaidul Muktadir Chowdhury, MP, Honourable Minister for Public Works on 4 July.

40. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers called on Lt. Gen. Md. Jahangir Alam Chowdhury (Retd.), Honourable Adviser, Ministry of Home Affairs on 1 September.

৪১. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি আশরাফ আহমেদ ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র চেয়ারম্যান মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বার উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৪২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অর্ন্তবর্তী সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এম ফওজুল কবীর খান-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৪৩. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত মিশরের রাষ্ট্রদূত ওমর মহি এদ্দিন আহমেদ ফাহমি ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৪৪. ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৪৫. বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর জন ফে এবং ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক আলোচনা গত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৪৬. অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খানের সাথে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী ও সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৪৭. জেন বাংলাদেশ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে এম হাসান রিপন ০৫ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৪৮. মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোঃ শামীম আহসান ০৯ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৪৯. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে ডি-৮ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সেক্রেটারি জেনারেল আশরাফুল হক ১৬ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৫০. বাংলাদেশে নিযুক্ত আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো সি. সেসা ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে ১০ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৫১. অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ গত ১৭ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক সেমিনার, আলোচনা সভা ও ওয়ার্কশপে যোগদান

১. ডিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী এফবিসিসিআই আয়োজিত '২০৪১-এর ভিশন বাস্তবায়নে সহনশীল অর্থনীতি: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ' বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

২. বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত 'ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২৪'-এর উদ্বোধনী সেশনে ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী ও সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী যোগদান করেন।

৩. ভারতের ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী ও সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী অংশগ্রহণ করেন।

৪. উরুগুয়ের রাষ্ট্রদূত আলবার্তো গুয়ানি-এর সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী যোগদান করেন।

৫. তুরস্ক ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ তুরস্কের দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী অংশগ্রহণ করেন।

41. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers called on Md. Abdur Rahman Khan, FCM, Chairman of National Board of Revenue (NBR) on 3 September.

42. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers called on M. Fouzul Kabir Khan, Honourable Adviser, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources on 4 September.

43. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers met H.E. Omar Mohie Eldin Ahmed Fahmy, Ambassador and Head of Mission of Egypt in Bangladesh on 10 September.

44. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers met H.E. Syed Ahmed Maroof, High Commissioner of Pakistan in Bangladesh on 15 September.

45. DCCI President Ashraf Ahmed along with the office bearers met John Fay, Commercial Counsellor, Foreign Commercial Service, U.S. Department of Commerce, U.S. Embassy, Dhaka on 22 September.

46. DCCI President Ashraf Ahmed along with office bearers called on Adilur Rahman Khan, Honourable Adviser, Ministry of Industries on 24 September.

47. Managing Director of GEN Bangladesh K M Hasan Ripon called on DCCI President Ashraf Ahmed on 05 October.

48. DCCI President Ashraf Ahmed along with office bearers met H.E. Md. Shameem Ahsan, High Commissioner of Bangladesh to Malaysia on 9 October.

49. DCCI President Ashraf Ahmed met Ashraful Haq Chowdhury, Secretary General, D-8 Chambers of Commerce & Industry (D-8 CCI) on 16 October

50. Ambassador of the Argentina Republic to Bangladesh H.E. Mr. Marcelo C. Cesa called on DCCI President Ashraf Ahmed and member of the Board of Directors on 10 November.

51. DCCI President and members of the Board of Directors of Dhaka Chamber called on Commerce Adviser Sk. Bashir Uddin held on 17 November.

Meetings attended by the Members of the Board of Directors

1. Mr. Malik Talha Ismail Bari, Senior Vice President, DCCI attended the Workshop on Building a Resilient Economy for Vision 2041: Key Challenges and Way Forward organized by FBCCI.

2. Mr. Malik Talha Ismail Bari Senior Vice President, DCCI and Md. Junaed Ibna Ali, Vice President, DCCI attended the Inaugural Ceremony of the 28th Dhaka International Trade Fair (DITF)-2024.

3. Mr. Malik Talha Ismail Bari, Senior Vice President, DCCI and Md. Junaed Ibna Ali, Vice President, DCCI attended the The 75th Republic Day of India organized by High Commission of India in Bangladesh.

4. Mr. Malik Talha Ismail Bari, Senior Vice President, DCCI attended the reception in honor of the visiting H.E. Mr. Alberto Guani, Ambassador of Uruguay.

5. Mr. Malik Talha Ismail Bari, Senior Vice President, DCCI attended the 50th Anniversary of Diplomatic Relations between Türkiye and Bangladesh.

৬. ডিসিসিআই এবং দুবাই চেম্বারের মধ্যকার ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী যোগদান করেন।

৭. বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যকার ভার্চুয়াল বিটুবি কনক্লেভ-এ ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী যোগদান করেন।

৮. বাংলাদেশস্থ অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশন আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী অংশগ্রহণ করেন।

৯. থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. নলিনী তাভিসিন-এর নেতৃত্ব বাংলাদেশ সফরকারী থাইল্যান্ডের প্রতিনিধিদলের সম্মানে বাংলাদেশ-থাই চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত নৈশভোজে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী যোগদান করেন।

১০. বায়োকোডেক্স-এর সাথে আয়োজিত ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী যোগদান করেন।

১১. ফায়ার অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স আয়োজিত স্টেকহোল্ডার মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী যোগদান করেন।

১২. পাকিস্তানের জাতীয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ পাকিস্তান দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী অংশগ্রহণ করেন।

১৩. শিল্প মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন প্রদত্ত 'ইন্সটিটিউশনাল এ্যাপ্রিসিয়েশন এ্যাওয়ার্ড ২০২২' প্রদান অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী যোগদান করেন।

১৪. 'ডিসিসিআই ট্যাক্স গাইড ২০২৩-২৪'-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১৫. ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা-এ সাথে ডিসিসিআই'র মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই পরিচালক তাসকীন আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

১৬. ডিসিসিআই আয়োজিত 'আয়কর আইন ২০২৩: কর্পোরেট ট্যাক্স-এর চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা' বিষয়ক ওয়ার্কশপে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১৭. বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনরি-এর সাথে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

১৮. শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

১৯. ঢাকা চেম্বারের পরিচালক সৈয়দ মামনুন কাদের এটুআই প্রকল্প আয়োজিত 'পিআইসি'-এর ১০তম সভায় অংশগ্রহণ করেন।

২০. বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং সিক-এর সাথে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

২১. ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'সংবাদ সম্মেলন'-এ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

২২. বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম (টিটু), এমপি-এর সাথে ডিসিসিআই'র পরিচালন পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

২৩. ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেন-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ-এ যোগদান করেন।

২৪. ডিসিসিআই'র বার-বি-কিউ নাইট অনুষ্ঠানে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

২৫. আর্মেনিয়ার অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী নারেক তেরিয়ান-এর সাথে ডিসিসিআই'র মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

২৬. ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'পুরোনো ঢাকার বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধান' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

২৭. ডিসিসিআই আয়োজিত "এলডিসি পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের প্রস্তুতি" শীর্ষক সেমিনারে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

২৮. ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'বেসরকারিখাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক পর্যালোচনা (জুলাই-ডিসেম্বর, অর্থবছর ২০২৪)' শীর্ষক সেমিনারে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

২৯. বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মারি মাসদুপুই-এর সাথে ডিসিসিআই'র দ্বিপাক্ষিক মতবিনিময় সভায় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৩০. বাংলাদেশে নিযুক্ত ইইউ-এর রাষ্ট্রদূত চার্লস হুইটলি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৩১. ঢাকা চেম্বার আয়োজিত লাইভ প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

6. Mr. Malik Talha Ismail Bari, Senior Vice President, DCCI and Md. Junaed Ibna Ali, Vice President, DCCI attended the virtual meeting with Dubai Chamber.
7. Mr. Malik Talha Ismail Bari, Senior Vice President, DCCI and Md. Junaed Ibna Ali, Vice President, DCCI attended the virtual B2B Conclave: Bangladesh and Sri Lanka.
8. Mr. Malik Talha Ismail Bari, Senior Vice President, DCCI attended the dinner organized by Australian High Commission in Bangladesh.
9. Mr. Malik Talha Ismail Bari, Senior Vice President, DCCI and Md. Junaed Ibna Ali, Vice President, DCCI attended the dinner in honor of Dr. Nalinee Taveesin, Advisor to the Prime Minister and Thailand Trade Representative and members of the visiting Thai Delegation to Bangladesh organized by BTCCI.
10. Mr. Malik Talha Ismail Bari, Senior Vice President, DCCI attended the virtual meeting with BIOCODEX.
11. Mr. Malik Talha Ismail Bari, Senior Vice President, DCCI and Md. Junaed Ibna Ali, Vice President, DCCI attended the stakeholder meeting.
12. Mr. Md. Junaed Ibna Ali Vice President, DCCI attended the National Day of the Islamic Republic of Pakistan.
13. Mr. Md. Junaed Ibna Ali, Vice President, DCCI and members of the Board attended the Institutional Appreciation Award for the year 2022 organized by the National Productivity Organisation, Ministry of Industries.
14. Members of the Board attended the Unveiling ceremony of DCCI Tax Guide-2023-24.
15. Taskeen Ahmed, Director, DCCI attended the meeting with H.E. Mr. Pranay Verma, High Commissioner of India to Bangladesh.
16. Members of the Board attended the Workshop on "Income Tax Act 2023: Corporate Tax challenges and opportunities" organized by Dhaka Chamber.
17. Members of the Board attended the meeting with H.E. Mr. IWAMA Kiminori Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Embassy of Japan to Bangladesh.
18. Members of the Board attended the meeting with Mr. Nurul Majid Mahmud Humayun, MP, Hon'ble Industries Minister.
19. Syed Mamnun Quader, Director, DCCI attended the 10th meeting of PIC organized by a2i.
20. Members of the Board attended the meeting with H. E. Mr. PARK Young Sik, Ambassador of South Korean to Bangladesh.
21. Members of the Board attended the `Meet the Press' organized by DCCI.
22. Members of the Board attended the meeting with Mr. Ahasanul Islam (Titu), MP, Hon'ble State Minister, Ministry of Commerce.
23. Members of the Board attended the meeting with H.E. Mr. Ramis Şen, Ambassador, Embassy of Türkiye in Bangladesh.
24. Members of the Board attended the B.B.Q. Night organized by DCCI.
25. Members of the Board attended the meeting with H.E. Narek Teryan Deputy Minister, Ministry of Economy, Republic of Armenia.
26. Members of the Board attended the seminar on Trade and other problems of Old Dhaka.
27. Members of the Board attended the Seminar on "Bangladesh's Export Readiness: Post-LDC Graduation Perspective" organized by DCCI.
28. Members of the Board attended the Seminar on "Bi-annual Economic State & Future outlook of Bangladesh Economy- Private Sector Perspective" organize by DCCI.
29. Members of the Board attended the meeting with H.E. Ms. Marie MASDUPUY, Ambassador, Embassy of France in Bangladesh.
30. Members of the Board attended the meeting with H.E. Mr. Charles Whiteley Ambassador & Head of Delegation of the European Union to Bangladesh.
31. Members of the Board attended the Live Pre-Budget Discussion FY2024-25 organized by DCCI.

৩২. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'ইফতার ও দোয়া মাহফিল'-এ ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৩৩. বাংলাদেশে নিযুক্ত শ্রীলংকার হাইকমিশনার ধর্মপালা ভীরাক্কোদি-এর সাথে ডিসিসিআই'র দ্বিপাক্ষিক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৩৪. ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত "পুরোনো ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যে যানজটের প্রভাব ও উত্তরণের উপায় চিহ্নিতকরণ" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৩৫. ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি মরহুম রাশেদ মাকসুদ খানের স্মরণে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৩৬. বাংলাদেশে নিযুক্ত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত হিরু হারতান্তো সুবোলো-এর সাথে মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৩৭. ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২৪-এর স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই'র পরিচালক মোঃ সালিম সোলায়মান যোগদান করেন।

৩৮. ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি মরহুম রাশেদ মাকসুদ খানের স্মরণে ডিসিসিআই আয়োজিত স্মরণ সভায় ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৩৯. তুরস্কের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে ডিসিসিআই-এর দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৪০. ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশে ইএসজি কমপ্লায়েন্সের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৪১. ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি মরহুম মোহাম্মদ শাহজাহান খানের ১ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণ সভায় ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৪২. ডিসিসিআই পরিচালক সাইফ উদ্দৌলাহ দি ডেইলি স্টার আয়োজিত 'বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ জোনে সোলার নেট মিটারিং-এর ব্যবহার : সমস্যা ও সম্ভাবনা' বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

৪৩. 'বাংলাদেশ-রাশিয়া বিজনেস নেটওয়ার্কিং মিটিং'-এ ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৪৪. যুক্তরাজ্যে থেকে আগত বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে ডিসিসিআই'র মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৪৫. ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত "স্মার্ট এগ্রিকালচার; ভ্যালু চেইন উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৪৬. বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ্ কুকের সাথে ডিসিসিআই'র দ্বিপাক্ষিক মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৪৭. বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডা'র হাইকমিশনার ড. লিলি নিকোলাস-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৪৮. জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫-এর পর্যবেক্ষণ এবং ডিসিসিআই'র তাৎক্ষণিক বাজেট প্রতিক্রিয়া বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৪৯. ডিসিসিআই আয়োজিত 'শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং আয়কর ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক ওয়ার্কশপে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৫০. বাংলাদেশস্থ ইন্দোনেশিয়ার দূতাবাস আয়োজিত 'বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া বাণিজ্য আলোচনা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৫১. বাংলাদেশস্থ ইন্দোনেশিয়ার দূতাবাস আয়োজিত 'এলসিডি পরবর্তী সময়ে টেকসই রপ্তানি প্রবৃদ্ধি: চামড়া শিল্পে কৌশল প্রণয়ন' বিয়ষক ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভায় ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৫২. ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ বাণিজ্য প্রতিনিদিলের সদস্য হিসেবে ভিয়েতনাম সফর করেন।

৫৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ড. আহসান এইচ মনসুর-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচলনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৫৪. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফট্যানেন্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী-এর সাথে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৫৫. বাংলাদেশস্থ কানাডিয়ান হাইকমিশন, ডিসিসিআই এবং টিএফও কানাডা যৌথভাবে আয়োজিত 'কানাডায় রপ্তানিতে বৃদ্ধিতে এসএমইদের সক্ষমতা বৃদ্ধি' বিষয়ক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

32. Members of the Board attended the Iftar Mahfil organized by DCCI.

33. Members of the Board attended the meeting with H.E. Mr. Dharmapala Weerakkody, High Commissioner, High Commission of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Bangladesh.

34. Members of the Board attended the roundtable on "Impact of Traffic Congestion on Business in Old Dhaka and Identifying Ways to Overcome" organized by DCCI.

35. Members of the Board attended the Milad & Dua in remembrance of late Rashed Maksud Khan, Former President, DCCI.

36. Members of the Board attended the meeting with H.E. Mr. Heru Hartanto Subolo, Ambassador of the Republic of Indonesia in Bangladesh.

37. Mr. Salem Sulaiman, Director, DCCI attended the closing meeting of Steering Committee DITF-2024.

38. Members of the Board attended the Milad and Dua Mahfil in remembrance of Late Rashed Maksud organized by DCCI.

39. Members of the Board attended the meeting with the visiting delegation from Turkiye.

40. Members of the Board attended the roundtable discussion on "Navigating the challenges and opportunities of ESG compliance in Bangladesh" organized by DCCI.

41. Members of the Board attended the Milad Mahfil for the 1st Anniversary of Late Mohammad Shahjahan Khan, Former President, DCCI.

42. Mr. Saif Uddowlah, Director, DCCI attended the roundtable discussion on 'Solar Net Metering in Bangladesh with a Focus on Export Processing Zones (EPZs): Prospects, Challenges and Scaling'.

43. Members of the Board attended the "Bangladesh-Russia Business Networking Meeting" organized by DCCI.

44. Members of the Board attended the meeting with the visiting delegation from UK.

45. Members of the Board attended the Seminar on "Smart Agriculture: Issues and Challenges in Value Chain Development" organized by DCCI.

46. Members of the Board attended the meeting with H.E. Ms. Sarah Cooke, British High Commissioner to Bangladesh.

47. Members of the Board attended the meeting with H. E. Dr. Lilly Nicholls, Canadian High Commissioner to Bangladesh.

48. Members of the Board attended the Initial Reaction on National Budget 2024-25 organized by DCCI.

49. Members of the Board attended the Workshop on "Customs, VAT and Income Tax Management" organized by DCCI.

50. Members of the Board attended the Indonesia-Bangladesh Business Gathering organized by Embassy of Indonesia in Bangladesh.

51. Members of the Board attended the focus group discussion on "Sustainable Export Growth in Post LDC Era: Strategies for the Leather Sector" organized by Embassy of Indonesia in Bangladesh.

52. Members of the Board attended DCCI Business Delegation to Vietnam.

53. Members of the Board attended the meeting with Dr. Ahsan H. Mansur, Hon'ble Governor of Bangladesh Bank.

54. Members of the Board attended the meeting with Lt. Gen. Md. Jahangir Alam Chowdhury (Retd.), Hon'ble Adviser, Ministry of Home Affairs.

55. Members of the Board attended the webinar on 'Exporting to Canada' organized by DCCI in collaboration with High Commission of Canada to Bangladesh and TFO Canada.

৫৬. আইসিসি বাংলাদেশ আয়োজিত 'ন্যাশনাল বিজনেস ডায়ালগ'-এ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৫৭. ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশের অর্থনীতির দ্বি-বার্ষিক পর্যালোচনা (জানুয়ারি-জুন, অর্থবছর ২০২৪); প্রেক্ষিত বেসরকারিখাত' শীর্ষক সেমিনারে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৫৮. বিএসটিআই-এর ৪০তম কাউন্সিল সভায় ঢাকা চেম্বারের পরিচালক মো: সালিম সোলায়মান যোগদান করেন।

৫৯. ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ পথনির্দেশনা' শীর্ষক আলোচনা সভায় ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৬০. ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া সহজীকরণ; প্রেক্ষিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৬১. ডিসিসিআই আয়োজিত 'খাদ্য মূল্যস্ফীতি; নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নির্ধারণের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ" শীর্ষক সেমিনারে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৬২. ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত 'এসএমই নীতিমালা ২০১৯-এর সংস্কার: প্রেক্ষিত টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং উদ্ভাবন' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৬৩. বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার, কমার্শিয়াল কাউন্সিলর, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের সম্মানে ঢাকা চেম্বার আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৬৪. ডিসিসিআই আয়োজিত 'তথ্য-প্রযুক্তি খাতের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার' শীর্ষক সেমিনারে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৬৫. গত ১৬ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই'র 'বিশেষ সাধারণ সভা'য় ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৬৬. গত ১৭ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৬৭. গত ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে 'প্রাইভেট ইক্যুয়িটি এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠানের সাথে এসএমইদের সংযোগ স্থাপন' বিষয়ক বিটুবি ম্যাচ-মেকিং অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৬৮. বিগত ২৩ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) আয়োজিত 'সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান ২০২৪"-এ ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৬৯. ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ গত ২৩ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত 'স্বাস্থ্য খাতে বিদেশমুখিতা কমাতে দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি' বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

৭০. ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ গত ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত 'প্রাইভেট সেক্টর আউটলুক: প্রত্যাশা ও আগ্রাধিকার' বিষয়ক বিজনেস কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।

৭১. ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ গত ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত 'জ্বালানীর অনুমানযোগ্য মূল্য নির্ধারণ এবং সরবরাহে স্থিতিশীলতা' বিষয়ক সেমিনার যোগদান করেন।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (এমওইউ)

এবছর ঢাকা চেম্বারের সাথে আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্য সংগঠনের মধ্যকার স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের তালিকা নিম্নরূপঃ

- ডিসিসিআই ও তুরস্কের ইস্তানবুল চেম্বার অব কমার্স-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
- ডিসিসিআই এবং চায়না ফরেন ট্রেড সেন্টার-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
- পাকিস্তানের করাচী চেম্বারের সাথে ঢাকা চেম্বারের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
- ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি)-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি নবায়ন।

২০২৪ সালে গণমাধ্যমে ডিসিসিআই

২০২৪ সাল জুড়ে গণমাধ্যমে ডিসিসিআই'র উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল। ডিসিসিআই'র নিয়মিত সেমিনার, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, কর্মশালা, সাংবাদিক সম্মেলন, বাজেট প্রতিক্রিয়া, সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান, ওয়েবিনার দেশের বাইরে প্রেরিত বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের কার্যক্রমসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা গণমাধ্যমে বেশ গুরুত্বের সাথে প্রচারিত হয়েছে। চেম্বারের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিলোকে বহুল প্রচারিত দৈনিকে গুরুত্বের সাথে সংবাদ আকারে কভার করেছে। এছাড়াও, চেম্বারের প্রধান মুখপ্রাত্র হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতির বছরজুড়েই অর্থনীতির সমসাময়িক নানা বিষয়ে দেশের প্রধান সারির পত্রিকাগুলোতে প্রায়শই ইন্টারভিউ বেশ গুরুত্বসহকারে প্রকাশ পেয়েছে।

56. Members of the Board attended the National Business Dialogue organized by ICC Bangladesh.
57. Members of the Board attended the seminar on "Bi-annual Economic State & Future outlook of Bangladesh Economy- Private Sector Perspective" organized by DCCI.
58. Mr. Salem Sulaiman, Director, DCCI attended the 40th Council meeting of BSTI.
59. Members of the Board attended the seminar on "Current state of the Economy and outlook of Bangladesh" organized by DCCI.
60. Members of the Board attended the FGD titled "Easing the Business System: An International Trade Perspective" organized by DCCI.
61. Members of the Board attended the dissemination seminar on "Food Inflation: An Analysis on Price Dynamics of Essential Commodities" organized by DCCI.
62. Members of the Board attended the FGD on "Reform of SME Policy-2019 for Sustainable Growth and Innovation" organized by DCCI.
63. Members of the Board attended the dinner in honour of business leaders, Ambassadors, High Commissioners and Diplomats.
64. Members of the Board attended the seminar on 'Reform of the ICT Industry Growth' organized by DCCI.
65. DCCI Board of Directors attended Extraordinary General Meeting (EGM) of Dhaka Chamber of Commerce & Industry.
66. Members of the Board of Directors of Dhaka Chamber called on Commerce Adviser Sk. Bashir Uddin.
67. DCCI Board of Directors attended focus group discussion titled "Connecting Innovative SMEs and Startups with Private Equity & Venture Capital Firms for Bridging Financing Gap".
68. Members of the Board of Directors attended `Certificate Awarding Ceremony-2024' organized by DCCI Business Institute (DBI).
69. DCCI Board of Directors attended seminar on "Reversing the Outbound Healthcare Tourism".
70. Members of the Board of Directors attended business conference titled "Private Sector Outlook: Expectations and Priorities".
71. Members of the Board of Directors attended seminar on "Predictable energy pricing and supply stability".

Signing Memorandum of Understanding (MoU) for bilateral cooperation

In the year 2024, DCCI signed Memorandum of Understanding (MoU) with the following international chamber and organization:

- Istanbul Chamber of Commerce , Türkiye
- China Foreign Trade Centre, China
- Karachi Chamber of Commerce & Industry, Pakistan
- Renewal of MoU between DCCI and American International University-Bangladesh.

Media Presence in 2024

DCCI's presence in the media in 2024 was quite satisfactory. Regular seminars, focus group discussion, roundtables, stakeholder dialogues, workshops, press conference, budget reaction, interview, outbound delegation activities etc. have been well-covered by the mainstream media in Bangladesh regularly giving utmost preference. Besides, all the press releases sent by the Chamber to all print media were treated with care and importance in the leading newspapers. Moreover, as the spokesperson of the Chamber, one to one interviews, TV talk-show, comments on contemporary economic issues of DCCI President were telecast year the round in renowned electronic media. The regular presence of DCCI in the media enhanced the positive image of the Chamber to a new height. Not only in the media but also the social media sites of DCCI are also updated with Chamber's all activities.

ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমগুলোতেও ডিসিসিআই সভাপতির নিয়মিত টক শো, আলোচনা অনুষ্ঠান ও ইন্টারভিউ অথবা মতামত প্রচারিত হয়েছে যার মাধ্যমে ডিসিসিআই'র ইতিবাচক ভাবমূর্তি জনসাধারণের নিকট খুব সহজেই পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। ডিসিসিআই'র নিজস্ব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ডিসিসিআই রিভিউতে বছরব্যাপী কার্যক্রমের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

২০২৪ সালে প্রকাশনাসমূহ

এ বছর ডিসিসিআই বেশ কিছু প্রকাশনা বের করেছে। এগুলো হলোঃ

ক) বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪
খ) ডেলিগেশন ব্রশিউর (ভিয়েতনাম)
গ) ট্যাক্স গাইড ২০২৪-২৫
ঘ) ডিসিসিআই রিভিউ
ঙ) ডিসিসিআই জার্নাল অফ বিজনেস অ্যান্ড ইকোনোমিক পলিসি

সদস্যদের অধিকতর সেবা প্রদানের উদ্যোগ

চেম্বারের সদস্যপদ পরিষেবার উন্নতির জন্য, ডিসিসিআই সর্বদা তার মূল্যবান সদস্যদের সেরা পরিষেবা দেওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সার্টিফিকেট এবং পাসবুক দ্রুত ইস্যু করা চেম্বারের জন্য সবসময় একটি অগ্রাধিকার এবং কোন বিলম্বের সাথে কোন আপস নেই। ঢাকা চেম্বার তার অনলাইন সদস্যপদ পরিষেবাগুলোকে কান্ট্রি অফ অরিজিন ইস্যু সহ চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে অ-সদস্যরা তাদের সদস্যপদ আবেদনের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারে। এই উদ্ভাবনী প্ল্যাটফর্মটি ডিসিসিআই সদস্যদের নির্বিঘ্নে অর্থপ্রদান করতে, সদস্যপদ নবায়ন করতে এবং একটি ক্লিক করে বিভিন্ন চেম্বার-সম্পর্কিত লেনদেনে অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করে।

এর পাশাপাশি, ডিসিসিআই তার ওয়েবসাইটটিকে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ব্যবহারকারী বান্ধব এবং তথ্যপূর্ণ করার জন্য আপডেট করেছে। ওয়েবসাইটটি বিটুবি নেটওয়ার্কিয়ের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবেও ব্যবহার উপযোগী করা হচ্ছে। এদিকে, ডিসিসিআই সম্প্রতি তার সদস্যদের ইমেইল এবং টেলিফোন ডাটাবেস আপডেট করেছে যাতে চেম্বার তাদের সাথে ইমেইল এবং এসএমএসের মাধ্যমে শেয়ার করা তথ্যের মাধ্যমে সমস্ত সদস্যদের আপডেট করতে পারছে। ডিসিসিআই, বিগত বছরের মতোই BIDA-এর OSS পোর্টালের সাথে তার একত্রীকরণ অব্যাহত রেখেছে যাতে সদস্য/অ-সদস্যরাও পোর্টাল থেকে পরিষেবাগুলো পেতে পারেন।

চেম্বারের সদস্যদের আরও উন্নত পরিষেবা প্রদানের জন্য ডিসিসিআই ইতিমধ্যে CCI&E এবং RJSC-এর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করার এবং ঢাকা চেম্বারে সেই প্রতিষ্ঠানগুলির একটি পরিষেবা কাউন্টার খোলার উদ্যোগ নিয়েছে। ডিসিসিআই'র অনলাইন বিটুবি সম্প্রসারিত হয়েছে এবং ঢাকা চেম্বারের প্রচেষ্টায় এই বিটুবিতে বেশি সংখ্যক সদস্যকে যুক্ত করার প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। তদুপরি, বছরের শুরু থেকে ডিসিসিআই, সেক্টর-ভিত্তিক স্থায়ী কমিটি গঠন করে এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যদের এতে অর্ন্তভূক্ত করে, যাতে সদস্যরা সারা বছরব্যাপী পলিসি এ্যাডভোকেসি সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ডিসিসিআই'র ওয়েবসাইটটিকে এ বছর নতুনভাবে আরো বেশি ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে এবং একই প্ল্যাটফর্মে বিটুবি আয়োজনের সুযোগও ইতোমধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ডিসিসিআই থেকে সদস্যপদ নবায়নের কাজটি এখন সম্পূর্ণভাবে অনলাইনে করা যাচ্ছে। ব্যবসায়ীক বিরোধ নিষ্পত্তির কাজটি ডিসিসিআই বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আর্বিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর মাধ্যমে করে থাকে । এছাড়াও ডিসিসিআই থেকে সদস্যদের চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন দূতাবাসে সুপারিশ প্রত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। সেই সাথে বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবছরও ঢাকা চেম্বারের উদ্যোগে সম্মানিত সদস্যবৃন্দের জন্য 'বার্ষিক বনভোজন-২০২৪' আয়োজনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যোগাযোগ

চলতি বছরে ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন বিভাগ ঢাকা চেম্বারের ১৬০টি সদস্য প্রতিষ্ঠানকে বিটুবি ম্যাচ-মেকিং এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সহায়তা করেছে। এছাড়াও ডিসিসিআই'র ৯০টি এসএমই ভিত্তিক সদস্য প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণ প্রদান, মার্কেট লিংকেজ ও মার্কেট ইন্টেলিজেন্স-এর মাধ্যমে বৈশ্বিক পর্যায়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করেছে। পাশাপাশি ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন বিভাগ ডিসিসিআই'র আগ্রহী সদস্য কোম্পানীগুলোকে বিনামূল্যে নিজেদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বর্হিবিশ্বের অন্যান্য কোম্পানীর সাথে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান করেছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ

এ বছর, ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন বিভাগ ঢাকা চেম্বারের সদস্যভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিজেদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। এলক্ষ্যে চীন, মরোক্কো, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া এবং ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত ১০টি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার সার্বিক তথ্য ডিসিসিআই তার সদস্যভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করেছে, যা ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণে কার্যকর অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়াও, ঢাক চেম্বারের সদস্যভুক্ত ৬টি প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বিনা খরচে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, বায়ার-সেলার মিট প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগদান করেছে।

Publication in the year 2024

DCCI has published the following publications during 2024

- Annual Report 2024
- Delegation Brochure for Vietnam
- DCCI TAX Guide 2024-25
- DCCI Monthly Review
- DCCI Journal of Business and Economic Policy

Initiative of DCCI to improve services to its members

In order to improve the membership services of the Chamber, DCCI always tries to provide the best services to its valued members. Faster issuance of certificates and passbook is always a priority for the Chamber and there is no compromise with any delay. DCCI continues its online membership services including Country of Origin issue, so that the non-members can apply for their membership applications online. This innovative platform allows DCCI members to seamlessly make payments, renew memberships, and participate in various chamber-related transactions with the click of a button.

In addition to that, DCCI updated its website to make it more compatible and user friendly and informative. The website can be used as a platform of B2B networking as well. Meanwhile, DCCI recently updated its members' email and telephone database so that all the members are updated by the information the Chamber shared with them over mail and SMS. DCCI, like the previous year's continue its integration with the OSS portal of BIDA to let the members/non-members avail the services from the portal as well. DCCI has a plan to sign a memorandum of understanding (MoU) with CCI&E and RJSC soon and open a service counter of those institutions in DCCI to provide better services to the Chamber's members.

DCCI's online B2B has been extended and DCCI' endeavor continues to engage as many as members in these B2Bs. Moreover, from the beginning of the year DCCI, constitutes its sector-based standing committees engaging wide range of members matching with the line of businesses so that the members can play their important role in policy advocacy matters throughout the year.

DCCI website has been revamped this year and was made more user friendly. This website can be used as a platform for organizing online B2B meetings. The renewal process of membership of DCCI is now being done through its website online. Any business related dispute resolution, DCCI refers it to the Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC) to resolve. Moreover, DCCI issues recommendation letters upon requested by its members to different diplomatic offices. Like the previous years, DCCI has already taken all preparation to successfully arrange Annual Picnic 2024.

International Trade Connectivity

During the year 2024, Trade Facilitation Department assisted 160 DCCI member companies to establish international trade connectivity in the form of B2B matchmaking meetings. Moreover, DCCI continued to support 90 SME based member companies to enhance their capacity to access global market through market knowledge sharing program, market linkage and market intelligence insights. In addition, Trade Facilitation Department provided free services to the aspirant DCCI member companies which provided exposure of the concern companies directly with the suppliers of different countries.

International Trade Fair

During the year, Trade Facilitation Department steered the services to concern DCCI member companies for expanding their horizons and networking on the international stage. In this connection, DCCI disseminated 10 international trade fair circulars focusing on 6 countries-India, China, Morocco, Saudi Arabia, Malaysia, and Vietnam. These international trade fairs promoted business collaboration in the diverse fields. Moreover, 6 members of DCCI participated in the international trade fairs/buyer-seller meet under the complementary support measures for accommodation, local transport and food, provided by the organizers.

আভ্যন্তরীণ সাপ্লাইচেইন কানেক্টিভিটি

স্থানীয় উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যকার যোগাযোগ আরো সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে এবছর ঢাকা চেম্বারের প্রথমবারের মত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। চলতি বছর প্রায় ২০টি স্থানীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে এ সুযোগ প্রদান করা হয়।

সম্মানিত সুধী,

ঢাকা চেম্বারের অর্থবছর ০১ অক্টোবর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর মেয়াদে ধার্য ছিল। আয়কর আইন-২০২৩ প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতায় ডিসিসিআই'র আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন-এর প্যারা ১১-এর আর্টিকেল ১ ধারাটি সংশোধনপূর্বক অর্থবছর ০১ জুলাই থেকে ৩০ জুন মেয়াদে ধার্য করার লক্ষ্যে ডিসিসিআই-এর আর্টিকেলস অব এ্যাসোসিয়েশনের ৩২ ধারা অনুযায়ী বিশেষ সাধারণ সভা গত ১৬ নভেম্বর, ২০২৪ (০১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বাংলা) রোজ শনিবার ঢাকা চেম্বার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, বর্তমান আর্থিক প্রতিবেদনটি (অডিট রিপোর্ট) সংশোধিত অর্থবছর অর্থাৎ ০১ জুলাই, ২০২৩ থেকে ৩০ জুন, ২০২৪ মেয়াদ অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

ঢাকা চেম্বারের সচিবালয়ের কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজে আরও কর্মস্পৃহা আনয়নের পাশাপাশি তাঁরা যেন আরও বেশি উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কাজ করতে পারে এবং ডিসিসিআইকে একটি অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে ম্যানেজমেন্টকে সহায়তা করতে পারে, সেজন্য এবছর সবার জন্য আলাদা আলাদা জব ডেসক্রিপশন নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা পারফরমেন্স লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যেন সবাই একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করতে পারে।

বছর শেষে, প্রত্যেকের পারফরমেন্স অনুযায়ী বোনাস প্রদানের মাধ্যমে তা মূল্যায়িত করা হবে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করতে পারছে কিনা, তা নির্ধারনের জন্য মিড-ইয়ার এ্যাপ্রাইজালের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে করে কোন ঘাটতি থাকলে তা বছরের মাঝেই চিহ্নিত করা যায়। বছর শেষে সর্বশেষ আরো একবার এ্যাপ্রাইজালের মাধ্যমে পারফরমেন্স বিবেচনা করে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আমরা আশা করি এই উদ্যোগের ফলে চেম্বারের সচিবালয়ের দক্ষতা আরও বিকশিত হবে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

এ বছর ডিসিসিআই'র নিচ তলায় (গ্রাউন্ড ফ্লোর) নিজস্ব পার্কিং স্পেস তৈরীর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রবেশদ্বার সংস্কার, সাইনবোর্ড স্থাপন, ফেইস লিফটিংসহ সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ডিসিসিআই'র ৬ষ্ঠ তলায় অবস্থিত অডিটোরিয়াম সংলগ্ন ডাইনিং স্পেস আধুনিকায়ন ও বাহিরের করিডোর সংস্কারের কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ডাইনিং স্পেসটি পরিপাটি একটি ব্যাংকোয়েট হল সদৃশ, যা আগত অতিথিদের প্রশংসা অর্জন করেছে।

স্ট্যান্ডিং কমিটি ও বোর্ড সভার কার্যক্রম

ডিসিসিআই-এর ১৫টি স্ট্যান্ডিং কমিটি প্রতিটিতে একজন করে পরিচালক 'সমন্বয়কারী পরিচালক' হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে সারা বছর কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ২০২৪ সালে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো প্রায় ৪০টি বৈঠক করে এবং এ সকল বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গৃহীত হয়। কমিটিগুলোর সমন্বয়কারী পরিচালক, আহবায়ক এবং যুগ্ম-আহবায়কগণকে বছরব্যাপি তাদের অকৃত্রিম সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ডিসিসিআইতে এ বছর এগারটি (১১)টি পর্ষদ সভা এবং তিনটি (৩)টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যাতে ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয় ছাড়াও ডিসিসিআইকে আরো কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গৃহীত নীতি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলো ডিসিসিআই এর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও সুশৃংখল কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করেছে।

সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

২০২৪ সালে প্যালেস্টাইনে মানুষের দূর্ভোগ লাঘবে ত্রাণ সহায়তা হিসেবে বিতরণের জন্য ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা আইসিসি বাংলাদেশ কে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের গরীব, দুঃস্থ ও শীতার্থদের মাঝে ৪,০০০ কম্বল বিতরণ করা হয়েছে, যেখানে খরচ হয়েছে ১৪,৮৪,২০০/- (চৌদ্দ লক্ষ চুরাশি হাজার দুইশত) টাকা। চলিত বছরের বন্যায় ফেনী জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের জরুরী ত্রাণ সহায়তার লক্ষ্যে ১২০০ পরিবারকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য এবং ঔষধ প্রদানে ১৪,৬৪,৩৩৮/- (চৌদ্দ লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিনশত আটত্রিশ) টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

পাশাপাশি আইসিসি বাংলাদেশ-এর পক্ষ হতে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার বন্যার্তদের ত্রাণ সহায়তার লক্ষ্যে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে ৫,০০,০০০/ (পাঁচ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। আইসিসি বাংলাদেশ কৃর্তক 'ন্যাশনাল বিজনেস ডায়ালগ' সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা স্পন্সরশীপ প্রদান করা হয়েছে।

ডিসিসিআই'র সদস্যপদ

ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আমদানি, রপ্তানি, ম্যানুফ্যাকচারিং, ব্যাংকিং, ইন্স্যুরেন্স, জাহাজ নির্মাণ, রিয়েল এস্টেট এবং এসএমই খাতের সাথে সম্পৃক্ত। আমি অত্যন্ত

Domestic Supply Chain Connectivity

DCCI launched first-of-its-kind initiative connecting domestic supply chains by fostering collaboration among local businesses and offering local business networking opportunities. DCCI provided local networking opportunities, connecting business interest of about 20 member companies.

Distinguished Members

The financial year of Dhaka Chamber of Commerce & Industry was accounted from 01 October to 30 September. In order to comply with the Income Tax Act-2023 and after amending the Article 1 of para 11 of DCCI's Articles of Association and to fix the financial year of the Chamber from 01 July to 30 June, as per the clause of 32 of Articles of Association of DCCI an Extraordinary General Meeting (EGM) was held on Saturday, November 16, 2024 at the Chamber's Auditorium. It is to be noted that the existing financial report (Audit Report) has been done as per the revised financial year that is from 01 July, 2023 to 30 June, 2024.

Distinguished Members,

This year, the job description has been set for all the officials/employees working in the Secretariat of Dhaka Chamber to bring more enthusiasm to their work so that they can also contribute the management to take the chamber to a unique height. Also, different performance targets have been fixed for each department so that everyone can work for a specific target.

At the end of the year, performance bonus will be awarded based on one's yearly performance. Mid-year appraisal has been kept to see whether an officer or employee is able to work according to his potential, so that if there is any deficiency, it can be identified within the year. Finally, initiatives will be taken considering the performance through appraisal at the end of the year. We hope, that this initiative will further develop the competencies of the Chamber's Secretariat in future.

Honourable Members,

This year, DCCI has implemented its own car parking facility at its ground floor. Also, renovation of entrance, installation of signage, including face lifting Infrastructure development work has been completed. Dining area of the Auditorium on the 6th floor, modernization and renovation of outer corridor has also been properly renovated. The dining area is currently decorated like a proper banquet hall, which is appreciated by all.

Standing Committee activities and Board Meetings

15 Standing Committees headed by a member of the Board of Directors each who acted as 'Coordinating Director' of the committee throughout the year conducted 40 meetings where some important policy recommendations were made for development of the private sector and support desired economic growth. I would like to take the privilege to thank all coordinating Directors, Convenors, Joint Convenors and members of all Standing Committees for their cordial cooperation and efforts throughout the year.

11 Board meetings and 3 emergency meeting of the Board of Directors, DCCI were held till the end of December to discuss the managerial and financial issues along with suggesting policy issues to improve management efficiency of the Chamber.

Social Welfare Activities

During the year 2024, the DCCI Foundation donated BDT 25,00,000 (Twenty-Five Lakh) to the ICC (International Chamber of Commerce) as emergency relief for the affected families and distressed people of Palestine. The DCCI Foundation distributed 4,000 blankets among poor, destitute, and helpless individuals at a cost of BDT 14,84,200 (Fourteen Lakh Eighty-four Thousand Two Hundred) in Bangladesh. The DCCI Foundation also donated BDT 14,64,338 (Fourteen Lakh Sixty-Four Thousand Three Hundred and Thirty-Eight) as emergency relief for the purchase of essential food items and emergency medicines that were distributed among 1,200 flood-affected families in the Feni district. Additionally, the DCCI Foundation contributed BDT 5,00,000 (Five Lakh) to the ICC Bangaldesh as emergency relief for flood-affected families in the greater Noakhali district. The Foundation also contributed BDT 5,00,000 (Five Lakh) to the ICC to organize a National Business Dialogue program in Dhaka, Bangladesh.

আনন্দিত যে, ঢাকা চেম্বারে এ অর্থবছরে ৯১৯ জন নতুন সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন, ১২২ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ পুনরুদ্ধার করেছেন এবং ৩,৭৭৩ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেছেন; যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অক্টোবর ২০২৩ হতে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চেম্বারের সদস্য সংখ্যা সর্বমোট ৪৮১২ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে চলতি বছরের শেষ নাগাদ ঢাকা চেম্বারের সদস্য সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য, ২০ ডিসেম্বর, ২০২৩ হতে ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত ১০৩৩ জন নুতন সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন, পাশাপাশি সদস্যপদ নবায়ন করেছেন ৩৭৮৩ জন, সদস্যপদ পুনরুদ্ধার করেছেন ১১৭ জন। উক্ত সময়ে ডিসিসিআই'র সর্বমোট সদস্য ৪৭৭৯ জন।

ডিসিসিআই-এর আর্থিক হিসাব

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ২০২৪ সালের জুন নাগাদ ৯ মাসে ঢাকা চেম্বারের আর্থিক অবস্থার বেশ উন্নয়ন হয়েছে। এই ৯ মাসে ব্যয়াতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ ৩,৪১,৫০,২৮২ টাকা, ২০২৩ সালে যার পরিমাণ ছিল ২,৭০,৪৬,০৩৬ টাকা। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০২৪ সালে ২৬.২৭% হারে ৭১,০৪,২৪৬ টাকা আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ আয় মূলতঃ সদস্যদের চাঁদা, ভবন ভাড়া, সুদ এবং অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত হয়েছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত অডিটরস প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, ৯ মাসে চেম্বারের আয়ের পরিমান দাঁড়িয়েছে ১৫,৩২,০৭,৭৬৭ টাকা যা, পূর্ববর্তী ১২ মাসে ছিল ১৬,২২,৭৪,৫৯০ টাকা, অর্থাৎ ২০২৪ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আয় কমেছে ৯০,৬৬,৮২৩ টাকা বা ৫.৫৯%। পক্ষান্তরে, পূর্ববর্তী বছরের ১২ মাসের বিপরীতে নয় মাসে মোট খরচ ১১.৯৬% কমে মোট খরচ হ্রাস পেয়েছে ১,৬১,৭১,০৬৮ টাকা। ২০২৪ সালে চেম্বারের মোট খরচ হয়েছে ১১,৯০,৫৭,৪৮৬ টাকা যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১৩,৫২,২৮,৫৫৪ টাকা।

চেম্বারের মোট তহবিল বা সঞ্চয় পূর্ববর্তী বছরের সেপ্টেম্বর ৩০ তারিখে ছিল ৯৫,৮৯,৮৭,৫৫৩ টাকা, যা থেকে ৩,৪৩,৩২,২৬১ টাকা অর্থাৎ ৩.৫৮% বৃদ্ধি পেয়ে এ বছরে ৯৯,৩৩,১৯,৮১৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০২৪ সালে চেম্বারের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

এছাড়া ২০২৪ এবং ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ১২ মাসের তুলনামূলক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২৩ সালের ১২ মাসে মোট আয় হয়েছে ১৬,২২,৭৪,৫৯০ টাকা, এর বিপরীতে অক্টোবর ২০২৩ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত মোট আয় হয়েছে ১৯,৭৫,৮৭,৫৫৩ টাকা (অডিটকৃত নয়)। অর্থ্যাৎ চলতি বছর মোট আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৩,৫৩,১২,৯৬৩ টাকা অর্থাৎ ২১.৭৬%। অনুরূপভাবে অক্টোবর ২০২২ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ১২ মাসে মোট ব্যয় হয়েছে ১৩,৫২,২৮,৫৫৪ টাকা, এর বিপরীতে অক্টোবর ২০২৩ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ১২ মাসে মোট ব্যয় হয়েছে ১৫,২৭,১৮,৬৬৫ টাকা (অডিটকৃত নয়)। অর্থাৎ খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৭৪,৯০,১১১ টাকা অর্থাৎ ১২.৯৩%। এতে দেখা যায়, পূর্ববর্তী বছরে ২,৭০,৪৬,০৩৬ টাকা ব্যয়াতিরিক্ত আয়ের তুলনায় চলতি বছর ব্যয়াতিরিক্ত আয় হয়েছে ৪,৪৮,৬৮,৮৮৮ টাকা অর্থাৎ চলতি বছর ব্যয়াতিরিক্ত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৭৮,২২,৮৫২ টাকা অর্থাৎ ৬৫.৮৯%।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

২০২৪ সালে ঢাকা চেম্বারের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যারা ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছে। ২০২৪ সালে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের ইন্তেকালে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ করা হয়ঃ

ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি রাশেদ মাকসুদ খান এবং আলী হোসেন (হাসান), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, সিটি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফজলুর রহমান, ডিসিসিআই রিভিউ এডভাইজরি বোর্ড-এর চেয়ারম্যান সৈয়দ কামালউদ্দিন, স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টু, উপমহাদেশের প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী সাদি মোহাম্মদ, বে গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শামসুর রহমান, ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রইসি, দেশের সর্বোচ্চ কর প্রদানকারী (বিজনেসম্যান ক্যাটাগরী) এবং হাকিমপুরি জর্দার স্বত্ত্বাধিকারী কাউস মিয়া, ডিসিসিআই'র প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মাসুদুর রহমানের মেয়ে মনসুরা ফাতেমা রহমান, প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মতিয়া চৌধুরী, ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন প্রধান হিসাবরক্ষক মোঃ জাফরউল্ল্যাহ, ডিসিসিআই অতিরিক্ত নির্বাহী সচিব (পিআর) আবুল হাসান ফজলে রাব্বি-এর চাচী খালেদা বেগম, ডিসিসিআই'র সিনিয়র সহকারি নির্বাহী সচিব মো. তামজিদের শ্বশুর রেজাউল ইব্রাহিম, ডিসিসিআই'র সহকারি নির্বাহী সচিব (গুলশান সেন্টার) নাজমুন নাহার তমা'র শ্বশুর মো. হাবিবুর রহমান এবং ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন উপ-নির্বাহী সচিব ড. ফয়সাল খান এর বোন মাশকুরা খান।

Membership Enrollment

DCCI is being supported by a large number of members engaged in several businesses ranging from export, import, manufacturing, banking, insurance, shipping, services, real estate, trading, ICT and other avenues in the form of MSMEs. I am delighted to mention that during the financial year, 919 new members were enrolled and 122 inactive members revived their membership. In addition, 3,773 members have renewed their membership, that reflects from October 2023 to September 2024 total members reached to 4,812. If this trend continues, I hope, total membership number will significantly increase by the end of this calendar year. It is to be noted that from 20 December 2023 to 30 November 2024 total 1033 members were newly registered, Besides 3,783 members renewed their membership and 117 members revived their membership during this time. Till that period total valued members of DCCI stood 4933.

DCCI Accounts

This is to inform you that the financial condition of the Chamber in 9 months has improved substantially till June 2024. We have achieved Tk.3,41,50,282 as the excess of income over expenditure after tax during this period whereas it was Tk.2,70,46,036 in 2023. Excess of income over expenditure has increased by 26.27% or Tk. 71,04,246 in 2024 compared to previous year.

Membership subscription, building rent, interest on deposits, training and projects are the key income generating sources of the Chamber. Total income of the Chamber has reached Tk.15,32,07,767 in 9 months as against Tk. 16,22,74,590 in the previous 12 months. Income for DCCI in 2024 has decreased by 5.59% or Tk. 90,66,823 compared to previous year. On the other hand, total expenditure has decreased by 11.96% or Tk. 1,61,71,068 in 9 months compared to the previous 12 months. Total expenditure has reached Tk. 11,90,57,486 in 2024 whereas it was Tk. 13,52,28,554 in 2023.

The total savings of the Chamber in cash at Bank, cash in hand and fixed deposits increased to Tk. 99,33,19,814 in 30 September, 2024 from Tk. 95,89,87,553 in 30 September, 2023 registering 3.58% growth, which is equivalent to Tk. 3,43,32,261.

Comparing 12 months of October to September of both the year 2024 and 2023, it is found that in 2023 the total income in 12 months was Tk.16,22,74,590 against the income of Tk. 19,75,87, 553 during October 2023 to September 2024 (unaudited). This year the income over expenditure was Tk.3,53,12,963 or 21.76%. Likewise, during October 2022 to September 2023, the expenditure in 12 months was Tk.13,52,28,554 which was Tk.15,27,18,665 in the same period of 2023-24 (unaudited). The figure shows that the expenditure increased by Tk.1,74,90,111 or 12.93%. Income over expenditure in 2023-24 was Tk.2,70,46,036 but in 2024 it increased to Tk.4,48,68,888 which shows an increased of Tk.1,78,22,852 or 65.89%.

Ladies and Gentlemen

Let me pay solemn condolence and homage, on behalf of DCCI family, to the departed souls belonging to eminent politicians, nationally important, socially enlightened persons and dignitaries from diverse streams, DCCI members and family members of DCCI staff who left us during 2023-24 and sympathy to their all grieved and shocked family members.

DCCI expressed deep shock and mourn at the sad demise of the following persons during 2023-24. DCCI former Presidents Rashed Maksud Khan and Ali Hossain Hassan, former President of People's Republic of Bangladesh AQM Badruddoza Chowdhury, Chairman and Managing Director of City Group Fazlur Rahman, Veteran Journalist & Chairman, DCCI Review Advisory Board Sayed Kamal Uddin, Zakaria Pintoo, Captain of the Shadhin Bangla Football Team, famous Rabindra Sangeet Singer Sadi Mohammad, founder Chairman of Bay Group Alhaj Shamsur Rahman, President of Iran Ebrahim Raisi, Proprietor of Hakimpuri Jorda and the highest taxpayer (businessmen category) Kaus Mia, Mansura Fatema Rahman daughter of DCCI's former Senior Vice President Mr. Masudur Rahman, Eminent Politician and former Agriculture Minister Matia Chowdhury, DCCI's former Chief Accountant Md. Zafarullah, FCA, Rezaul Ibrahim, Father-in-law of DCCI's Senior Assistant Executive Secretary Md. Tamzid, Md. Habibur Rahman, Father in Law of DCCI's Senior Assistant Executive Secretary (Gulshan Center) Nazmun Nahar Tama and Khaleda Begum, Aunt of DCCI's Additional Executive Secretary (PR) Abul Hasan Fazle Rabbi and Mashkura Khan, younger sister of former Deputy Executive Secretary (R&D), DCCI, Dr. Foysal Khan.

চলতি বছরের জুলাই-আগস্ট সময়ে সংগঠিত ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে ডিসিসিআই শোক প্রকাশ করেছে এবং এ ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

এছাড়াও রাজধানীর বেইলি রোডে একটি মার্কেটে সংগঠিত ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ৪৬ জন নিহত হওয়ার ঘটানায় গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

পরিশেষে আমি বলতে চাই, বৈশ্বিক সাপ্লাইচেইন ও ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যবস্থাপনায় অস্থিরতা থাকা সত্ত্বেও, ডিসিসিআই মনে করে, আমাদের অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য থেমে থাকেনি। সম্প্রতি অনাকাঙ্খিত বন্যা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে স্থানীয় সাপ্লাইচেইন ব্যবস্থা ব্যাহত হলেও দেশের অর্থনীতি পুনরায় গতিশীল হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ঢাকা চেম্বারকে দেশের বেসরকারিখাতের শক্তিশালী ও কার্যকর কণ্ঠস্বর হিসেবে পরিগণিত করতে আমরা সর্বাত্নকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছি এবং সাপ্লাইচেইন ব্যবস্থার স্বল্পতা, মূল্যস্ফীতি ও পণ্যের উচ্চমূল্য, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনা, ব্যবসায়ী সামাজের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সরকারের সাথে একসাথে নিরলসভাবে কাজ করেছি।

আমি আনন্দের সাথে উল্লেখ করতে চাই যে, অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতার মাধ্যমে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ, আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক, স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যগণ এবং সচিবালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ২০২৪ সালে দেশে ও বহির্বিশ্বে ঢাকা চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এছাড়াও দেশের ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে ডিসিসিআই গবেষণা ভিত্তিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে।

২০২৪ সালে ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্ব প্রদান করা আমার জন্য ছিল অত্যন্ত সম্মানের। আমার উপর আস্থা রাখার জন্য পরিচলানা পর্ষদের সকল সদস্যবৃন্দ, প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ সহ ডিসিসিআই'র সকল সদস্যবৃন্দ ও চেম্বারের সচিবালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দকে আমি আমার আন্তরের অন্তস্থল থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি আমার সকল পূর্বশূরীদের ও উত্তরশূরীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। ২০২৫ সালের নব-নির্বাচিত সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি এবং আগামী তিন বছরের জন্য নবনির্বাচিত পরিচালকবৃন্দকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি প্রত্যাশা করি, ডিসিসিআই'র গতিশীলতা আনয়নে এই নতুন নেতৃত্ব আরও কার্যকরভাবে কাজ করবে এবং বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার স্বপ্ন বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে, তার সফল বাস্তবায়নে সক্ষম হবে। এ ধরনের স্বনামধন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা আমার কাছে সত্যিই একটি বড় অর্জন।

নব-নির্বাচিত সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্যবৃন্দকে পুণরায় অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ হাফেজ

আশরাফ আহমেদ
সভাপতি, ডিসিসিআই

১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪

DCCI also extended its deepest condolences to the deceased in the July-August student-mass protest in the country and prayed for the early recovery of the injured.

Dhaka Chamber also express deep condolences on the death 46 people died in a devastating fire incident at the Baily Road, Dhaka.

Distinguished Members

In conclusion, DCCI experienced that economic vibrancy did not halt, despite the adverse effects stemming from the global economic turmoil on global supply chain and trade eco-system. This achievement occurred simultaneously as the economy is rebounding from the setbacks brought on by the country's supply system disruption by the recent floods, along with the political unrest. During this tenure, we have made all possible efforts to position DCCI as an active and visible chamber in the country and become a crucial partner of the government to fight against supply crunch, price hike and inflation and to revive trade, investment and economic activity, safeguarding the business community and advancing the national economic and development agenda.

I would like to congratulate the Board of Directors, Conveners, Joint Conveners, Standing Committee members of 2024 and all officials of the Secretariat for their tireless work and significant contribution to uphold the image of the Chamber at home and abroad. I am also delighted to announce that DCCI further enhanced its fact-based research and policy advocacy responsibilities for the development of the business environment with unwavering effort and sincerity.

It is my great honour and privilege to lead DCCI as the President in 2024. I would like to thank all members of the Board, former Presidents, DCCI members and all the officials of DCCI secretariat for keeping their trust in me to lead the DCCI in 2024.

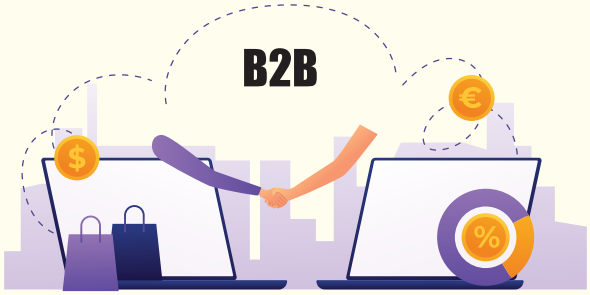
I want to express my sincere gratitude to all of my predecessors and successors. I also like to congratulate DCCI's newly elected President, Senior Vice President, Vice President and Board of Directors for the year 2025. I believe that the new leadership at DCCI will bring new value and power to lift DCCI into a new height and further drive the country's quest to realize a long-cherished vision of being a developed country. My term as DCCI President ends today. Serving this great institute has been always a rewarding experience for us.

I would like to once again congratulate the newly elected President, Senior Vice President, Vice President and Directors of DCCI, thank you all once again for your valued presence in the 63rd AGM of DCCI and gracing this occasion.

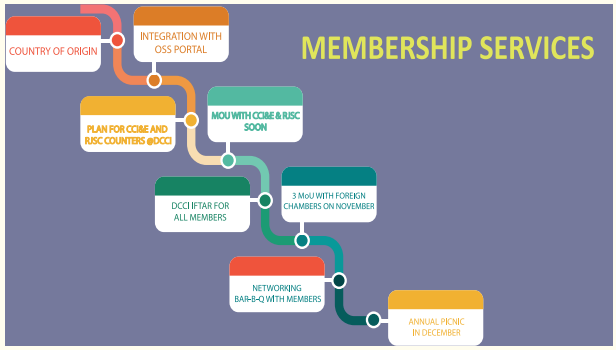
Allah Hafiz

Ashraf Ahmed
President, DCCI

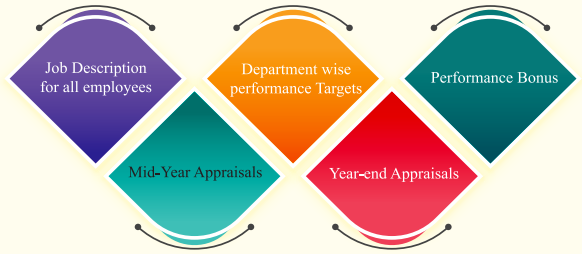
15 December 2024



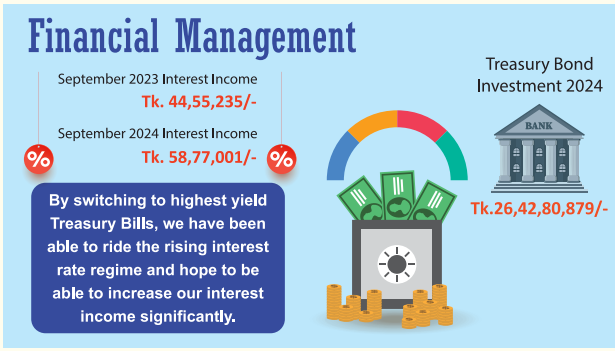
Launched online B2B as alternative

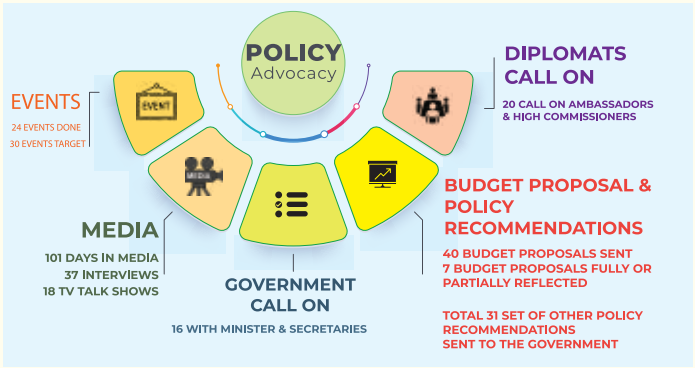


RE-ORGANIZATION

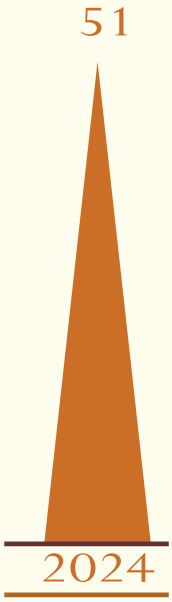


Financial Management





Call on Meeting by DCCI President & BoD



Meeting attended by President





Membership

919
New
Membership

4,821
Total
Membership

Events

29

2024

Overall 6 Budget Recommendations Implemented



The claimed tax in the disputed order was reduced from 20% to 10% during the appeal.



28
Economic Diplomacy Meetings with 24 Countries



150
Policy Advocacy by DCCI President in Media



5
Core research studies

- Price Dynamics of Essential Commodities
- CMSME Development in Bangladesh
- Enhancing Export Capability of MSMEs
- Economic and Business Loss due to Political Crisis
- GDP Contribution of Dhaka



9
International Delegation
- Inbound 5
- Outbound 4



330
B2B Meetings

Independent Auditor's Report and Audited Financial Statements of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)

For the period ended 30 June, 2024



DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ECOVIS BANGLADESH

A.QASEM & Co. Chartered Accountants Since 1953

70 Years of excellence

Independent Auditor's Report
To the members of Dhaka Chamber of Commerce and Industry

Report on the audit of the financial statements

Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of Dhaka Chamber of Commerce and Industry ("the Chamber") which comprise the Statement of Financial Position as at June 30, 2024 and the Statement of Comprehensive Income, the Statement of Cash Flows for the year then ended and notes to the financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements give true and fair view, in all material respects, of the financial position of the chamber as at 30 June 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs), and comply with the Companies Act, 1994 and other applicable laws and regulations.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Chamber in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matters

We draw your attention to the note-3.3 of the financial statements, where the management has described the current situation of the registration process of office space measuring 3,324 sft from M/s Building Technology & Ideas Ltd.

Our opinion is not modified in this respect.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRSs and other applicable laws and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the project's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Main Office: Gulshan Pink City, Level #7, Plot #15, Road #103, Gulshan, Dhaka 1212, Bangladesh; ☎ +880-2-81824-6, ✉ aqasem@aqcbd.com
Chattogram Office: Faruk Mahal (3rd Floor), Plot#93, Agrabad C/A, Chittagong-4000, Bangladesh; ☎ +880-31-715656, 718066, ✉ aqasemctg@aqcbd.com
Tax & Company Affairs Office: Ivory Krishnachura (5th Floor), 3/1-E, Purana Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh; ☎ +880-2-9551103, 9584925, ✉ aqasemtax@aqcbd.com

AQC SINCE 1953

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Chamber's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Chamber to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

In accordance with the Companies Act 1994, section 213 (4), we also report the following:.

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

(b) In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Entity so far as it appeared from our examination of these books;

(c) The statements of financial position and statement of comprehensive income dealt with by the report are in agreement with the books of account and returns;

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
FRC Enlistment No: CAF-001-129

Ziaur Rahman Zia FCA
Partner
Enrolment Number: 1259

DVC: 2411181259AS310189
Place: Dhaka
Date: 16 November, 2024

AQC SINCE 1953

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

Statement of Financial Position

As at 30 June 2024

	Notes	Amounts in BDT As at 30 June 2024	 As at 30 September 2023
Assets			
Non-current assets			
Property, plant and equipment	3.1	81,264,378	67,057,173
Intangible asset	3.2	1,279,517	1,505,314
Capital work-in progress (Gulshan centre)	3.3	70,339,200	70,339,200
Investment property	3.4	15,484,248	16,087,530
		168,367,343	**154,989,217**
Current assets			
Investment in FDR	4.0	973,088,655	954,851,803
Accounts receivable	5.0	78,368,369	73,491,374
Interest receivable		32,959,864	31,880,491
Advance, deposits and pre-payments	6.0	73,855,981	66,574,013
Inventories		1,405,697	1,272,180
Cash and cash equivalents	7.0	20,231,159	4,135,750
		1,179,909,725	**1,132,205,610**
Total assets		**1,348,277,068**	**1,287,194,827**
Funds and liabilities			
Current liabilities			
Liabilities for expenses and services	8.0	4,153,194	3,545,839
Other Liabilities	9.0	101,163,160	96,080,608
Advance building rent	10	4,577,088	777,588
		109,893,442	**100,404,034**
Funds			
General fund	11	1,041,045,328	1,007,192,303
DCCI relief and social welfare fund	12	26,097,678	22,452,022
DCCI development fund	13	125,693,844	116,766,057
Provision for gratuity	14	45,546,776	40,380,411
		1,238,383,626	**1,186,790,793**
Total fund and liabilities		**1,348,277,068**	**1,287,194,827**

Footnotes:

1. Independent auditor's report - Page 1
2. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
FRC Enlistment No: CAF-001-129

Ziaur Rahman Zia FCA
Partner
Enrolment Number: 1259

DVC: 2411181259AS310189
Place: Dhaka
Date: 16 November, 2024

Ashraf Ahmed
President

Malik Talha Ismail Bari
Senior Vice President

Afsarul Arifeen
Secretary General

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Statement of Comprehensive Income
For the period ended 30 June, 2024

	Notes	Amounts in BDT For the period from 01 October 2023 to 30 June 2024	 For the period from 01 October 2022 to 30 September 2023
Income			
A) General income			
Subscriptions	15	38,633,650	44,298,400
Admission fee	16	6,537,750	7,190,250
Bulletin fee	17	2,799,662	3,227,613
Certificate of origin fee		1,572,883	2,158,775
Certification and attestation fee		941,621	1,402,948
Rent	18	21,778,922	27,587,840
Income from investment - interest	19	56,745,016	51,958,742
DBI (DCCI Business Institute)		17,436,787	18,354,792
Conference and delegation		3,240,000	-
Miscellaneous income	20	3,521,476	4,654,213
		153,207,767	**160,833,573**
B) Extraordinary income			
Projects income	21	-	1,441,017
		-	**1,441,017**
C) Total income (A+B)		**153,207,767**	**162,274,590**
Expenditure			
D) General expenses			
Pay and allowances	22	57,464,110	68,986,279
Postage and telephone	23	1,948,889	1,165,912
Printing and stationery		587,930	872,476
Newspapers, bulletin and publications	24	2,553,273	4,421,826
Travelling and conveyance		166,701	212,389
Repairs and maintenance	25	1,791,595	3,260,290
Fuel and lubricants		331,100	572,627
Entertainment		655,575	780,989
Audit and legal fees	26	752,250	1,079,750
Subscription expense		305,000	418,333
Seminar ,conference and delegation	27	7,011,940	4,920,226
AGM, EGM and election expenses		2,331,431	2,967,631
Utility charges	28	2,024,983	2,881,070
Rent expenses		150,000	360,000
DBI (DCCI Business Institute)		14,466,835	13,985,692
Iftar party expense		1,942,015	1,694,076
Rates and taxes		1,116,836	1,518,432
Estate expenses		695,655	937,655
Employees Hajj expense		1,056,592	1,321,786
Grant to DBI College		3,281,022	-
Depreciation		6,400,444	8,382,951
Miscellaneous expenses	29	2,342,205	4,009,103
		109,376,381	**124,749,493**
E) Extraordinary expenses			
Project expenses		4,555	5,821
		4,555	**5,821**
F) Total expenditure (D+E)		**109,380,936**	**124,755,314**
Excess of income over expenditure before Tax		**43,826,831**	**37,519,276**
Income tax		9,676,550	10,473,240
Excess of income over expenditure after Tax		**34,150,282**	**27,046,036**

Footnotes:
1. Independent auditor's report - Page 1
2. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
FRC Enlistment No: CAF-001-129

Ziaur Rahman Zia FCA
Partner
Enrolment Number: 1259

DVC: 2411181259AS310189
Place: Dhaka
Date: 16 November, 2024

Ashraf Ahmed
President

Malik Talha Ismail Bari
Senior Vice President

Afsarul Arifeen
Secretary General

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

Statement of Cash Flows

For the period 30 June 2024

	Amounts in BDT	
	For the period ended 30 June 2024	For the period ended September 2023
Cash flows from operating activities		
Excess of income over expenditure for the year	34,150,282	27,046,036
Adjustment for items not involving movement of cash:		
Depreciation on fixed assets	6,400,444	8,382,951
Fixed assets written off	(664,336)	–
Gratuity provision	5,166,365	7,956,888
(Increase) / Decrease in current assets:		
Accounts receivable	(4,876,995)	(4,943,062)
Interest receivable	(1,079,373)	78,815,635
Deferred revenue expenditure	–	146,635
Advance, deposits and prepayments	(7,281,969)	(5,181,796)
Inventories	(133,517)	222,751
Increase / (Decrease) in current liabilities:		
Liabilities for expenses and services	607,355	436,622
Liabilities for other finance	5,082,552	8,217,708
Advance building rent	3,799,500	(1,036,800)
Net cash provided by operating activities	**41,170,308**	**120,063,568**
Cash flows from investing activities		
Acquisition of fixed assets	(19,988,016)	(1,177,910)
Disposal of assets	873,783	–
Changes in investment in FDR	(18,236,851)	(134,559,187)
Net cash used in investing activities	**(37,351,085)**	**(135,737,097)**
Cash flows from financing activities		
General fund	(297,257)	(10,675,982)
DCCI relief and social welfare fund	3,645,656	9,106,288
DCCI development fund	8,927,787	17,011,953
Net cash used in financing activities	**12,276,186**	**15,442,259**
Net increase in cash and cash equivalents	**16,095,409**	**(231,270)**
Opening cash and cash equivalents	4,135,750	4,367,020
Cash and cash equivalents at the end of the year	**20,231,159**	**4,135,750**

Footnotes:

1. Independent auditor's report - Page 1
2. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
FRC Enlistment No: CAF-001-129

Ziaur Rahman Zia FCA
Partner
Enrolment Number: 1259

DVC: 2411181259AS310189
Place: Dhaka
Date: 16 November, 2024

Ashraf Ahmed
President

Malik Talha Ismail Bari
Senior Vice President

Afsarul Arifeen
Secretary General

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

Notes to the Financial Statements
as at and for the period ended 30 June 2024

1 Background

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (here-in-after referred to as the DCCI) was incorporated on 10 March 1959 as a company limited by guarantee under the Companies Act, 1914.

1.1 Objectives

Main objectives of the DCCI are as follows:

a. To promote and foster ideas of co-operation and mutual help amongst the members engaged in Trade, Commerce and Industry in Bangladesh.

b. To watch over, protect and safeguard in general commercial and industrial interest in Bangladesh particularly of the members engaged in business in the District of Dhaka or any other place.

c. To consider and help in formulating the policy of Government from time to time relating to questions pertaining to Trade, Commerce and Industry.

2 Basis of preparation of financial statements

2.1 Statement of compliance

DCCI Financial Year ended as on 30 June, 2024 as per approved by the 5th DCCI Board of Directors meeting and financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs), the Companies Act 1994 and other applicable laws and regulations.

2.2 Functional and presentation currency

The financial statements are presented in Bangladeshi Taka (BDT) which is the Chamber's functional currency.

2.3 Authorization for issue

The financial statements were authorized for issue by the Board of Directors on 16 November 2024.

2.4 Property, plant and equipment

(a) Recognition, measurement and subsequent cost

Items of property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any, according to IAS 16 Property, Plant and Equipment. The cost of an item of property, plant and equipment comprises its purchase price, import duties and non-refundable taxes, after deducting trade discount and rebates, and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the intended manner.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate assets, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the company and the cost of the item can be measured reliably.

(b) Depreciation

Depreciation on fixed assets is charged on reducing balance method at rates ranging from 2.5% to 20% per annum depending on the estimated life of assets. Full year's depreciation is charged on the additions to fixed assets irrespective of the date of acquisition thereof.

2.5 Investment property

The chamber building have been recognized as Investment property according to IAS 40. Building are allocated as per space occupied basis. Rental spaces are 63,115 sq.ft and own occupied spaces are 25,900 sq.ft .The value of the investment property is measured under cost model.

Depreciation

Depreciation on building is charged @ 5% on reducing balance method.

2.6 Taxation

(a) Current tax

Current tax is the expected tax payable on taxable income for the year, based on tax rates and tax laws which are enacted at the reporting date, including any adjustment for tax payable in previous periods as per IAS 12 Income Taxes. In accordance with income tax SRO 210/2013, dated 01 July 2013, the chamber's income is exempted from tax except income from interest and income from business of the Chamber.

(b) Deferred tax

Deferred tax is provided on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when they are reversed, based on the laws that have been enacted or substantively enacted by the reporting date.

Deferred tax was not recognized after assessing the probability of the availability of future business income against which temporary differences can be utilized.

2.7 Provisions

As per IAS 37 Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets, a provision is recognized in the statement of financial position when there is a present obligation (legal or constructive) of a past event and when it is probable that a outflow of economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

2.8 Use of estimates and judgements

The preparation of financial statements in conformity with International Financial Reporting Standards (IFRSs) requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of the assets and liabilities and disclosure of the contingent assets and liabilities at the date of the financial statements.

2.9 Reporting period and comparative

From current year the financial statements of the Chamber covered the period from 01 October 2023 to 30 June 2024. The comparative period for the financial statements covered the period from 01 October 2022 to 30 June 2023. In Previous year's figures have been re-arranged wherever considered necessary to conform to current year's presentation. The Chamber has changed its financial year period to comply with the regulation of Income Tax Act 2023.

2.10 Responsibility of the preparation and presentation of the financial statements

The management of the Chamber is responsible for the preparation and presentation of the financial statements.

2.11 Cash flows

The Chamber has been following Indirect Method of cash flows as per IAS 7 "Statement of Cash Flows" for presentation.

2.12 Inventories

Inventories are valued at lower of cost and net realizable value as per IAS 2 Inventory.

2.13 Revenue recognition

The Chamber recognizes revenue when the amount of revenue can be reliably measured; when it is probable that future economic benefits will flow to the entity; and when specific criteria have been met as per IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers. Interest Income is recognized on accrual basis.

2.14 Employee benefits

The chamber has an unfunded gratuity for its employee. Adequate provisions have been kept the financial statements. The chamber is in process to recognized the fund with NBR.

2.15 Related party transactions

As per IAS 24 "Related Party Transaction", a related party is a person or entity that is related to Chamber. Related party transaction is a transfer of resources, services, or obligations between a reporting entity and a related party, regardless of whether a price is charged.

2.16 Responsibility of the preparation and presentation of the financial Statements

The management of the DCCI is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements.

2.17 General

a) Previous year's figures have been re-arranged wherever considered necessary to conform to current year's presentation.

b) Figures appearing in the Financial Statements have been rounded off to the nearest Taka.

		Amounts in BDT	
		As at 30 June 2024	As at 30 September 2023
3.01	**Property, plant and equipment**		
(A)	**At Cost**		
	Opening balance	141,374,676	140,196,766
	Add: Additions during the year	19,988,016	1,177,910
		161,362,692	141,374,676
	Less: Disposals /adj. during the year	(873,782)	–
	Closing balance	**160,488,910**	**141,374,676**
(B)	**Less: Accumulated depreciation**		
	Opening balance	74,317,503	67,157,593
	Add: Charge during the year	5,571,365	7,159,910
		79,888,868	74,317,503
	Less: Acc. depreciation of disposed assets	(664,336)	–
	Closing balance	**79,224,532**	**74,317,503**
(A-B)	**Written down value**	**81,264,378**	**67,057,173**
3.02	**Intangible Asset**		
(A)	**At Cost**		
	Opening balance	3,637,246	3,637,246
	Add: Additions during the year	–	–
		3,637,246	3,637,246
	Less: Disposals/adj. during the year	–	–
	Closing balance	**3,637,246**	**3,637,246**
(B)	**Less: Accumulated Amortization**		
	Opening balance	2,131,932	1,755,604
	Add: Charge during the year	225,797	376,328
		2,357,729	2,131,932
	Less: Acc. amortization of disposed assets	–	–
	Closing balance	**2,357,729**	**2,131,932**
(A-B)	**Written down value**	**1,279,517**	**1,505,314**

3.03 Capital work-in progress (Gulshan centre)

In 2016, DCCI purchased an office space measuring 3,324 sft from M/S Building Technology & Ideas Ltd. (BTI) for Gulshan Centre. The total amount of Taka 7,03,39,200 were paid in 2 installments during June 2016 to January 2017 as per contract. The registration of the space remains pending due to unsettlement of some court cases.

		Amounts in BDT	
		As at 30 June 2024	As at 30 September 2023
3.04	**Investment property**		
(A)	**At Cost**		
	Opening balance	46,015,642	46,015,642
	Add: Additions during the year	–	–
		46,015,642	46,015,642
	Less: Disposals / adj. during the year	–	–
	Closing balance	**46,015,642**	**46,015,642**
(B)	**Less: Accumulated depreciation**		
	Opening balance	29,928,112	29,081,400
	Add: Charge during the year	603,282	846,712
		30,531,394	29,928,112
	Less: Acc. depreciation of disposed assets	–	–
	Closing balance	30,531,394	29,928,112
(A-B)	**Written down value**	**15,484,248**	**16,087,530**

Details are shown in the enclosed Annexure-1

4.0	**Investment in fixed deposit (FDR) accounts:**		
	FDR accounts (Short term investment)	973,088,655	954,851,803
		973,088,655	**954,851,803**
5.0	**Accounts receivable**		
	Considered good		
	Building rent	230,000	–
	Utility charge (Electricity)	1,867,302	1,635,316
	Utility charge (WASA)	545,318	508,340
	Sponsorship and other income receivable	130,000	66,740
	Current A/C with DBI-BBA	57,402,923	57,402,923
	Current A/C with DCCI Foundation	18,192,826	13,878,055
		78,368,369	**73,491,374**

Management has decided to adjust the aforesaid current A/C with DBI-BBA in 20 years effective from 2024.

		Amounts in BDT	
		As at 30 June 2024	As at 30 September 2023
6.0	**Advances, deposits and pre-payments**		
	Advances		
	Advance against salaries	44,996	42,683
	Advance against expenses	551,195	938,684
	Advance income tax (TDS)	72,234,766	62,758,216
	Security deposits:	**72,830,957**	**63,739,583**
	PDB - Electricity connection	314,000	314,000
	T&T - Telephone lines	5,540	5,540
	Others	149,360	149,360
		468,900	**468,900**
	Prepayments		
	City Corporation tax	-	897,886
	Prepaid insurance premium	556,124	426,375
	Prepaid subscription - ICCB/FBCCI	-	88,750
	Prepaid AGM/ election expenses	-	153,503
	Prepaid internet connectivity	-	794,782
	Patent and trade marks	-	4,234
		556,124	**2,365,530**
		73,855,981	**66,574,013**
7.0	**Cash and cash equivalents**		
	Cash in hand	48,914	34,697
	Cash at Bank (Project account)	326,518	4,977
	Cash at Bank	19,855,727	4,096,075
		20,231,159	**4,135,750**
8.0	**Liabilities for expenses and services**		
	Salaries payable	25,227	41,250
	Employer's contribution to Provident fund	194,974	181,142
	Utility charges (electricity/water/gas)	392,288	525,373
	Uniforms payable	-	51,281
	Provision for annual leave	3,573	3,573
	Telephone expenses	9,018	15,570
	Bulletin and publications	1,655,810	967,687
	Newspaper and periodicals	15,008	-
	Entertainment	8,265	7,000
	Fax and internet connectivity and postage	3,471	360
	Audit fee and legal expenses	105,750	312,000
	Seminar payable	528	534
	Washing expense and others exp. payable	32,322	38,878
	Estate expenses	97,483	96,483
	Reception, dinner & delegation fee payable	4,500	28,895
	Miscellaneous payable	50,896	-
	DBI college scholarship fund	67,000	67,000
	DBI expenses	1,487,081	1,208,813
		4,153,194	**3,545,839**

		Amounts in BDT	
		As at 30 June 2024	As at 30 September 2023
9.0	**Other Liabilities**		
	Employees' contribution to provident fund	279,780	339,054
	Staff income tax	-	85,750
	Tax / VAT deducted at sources (parties)	-	47,681
	Advance subscription (Note 9.1)	9,616,988	11,761,050
	Subscription advance	37,450	23,900
	Security deposits	4,213,177	3,236,787
	Project -METABUILD / AVC project	326,518	384,209
	Credit card liabilities -CBL	60,820	-
	DBI training fee	2,727,206	5,977,505
	Provision for Income Tax	83,901,221	74,224,672
		101,163,160	**96,080,608**
9.1	**Advance subscription (Deferred income)**		
	Opening balance	11,761,050	11,084,900
	Transferred to income	11,761,050	11,084,900
		-	-
	Recognized as at reporting date:		
	Subscriptions (note 15)	7,875,750	9,549,750
	Admission fee (note 16)	1,165,500	1,511,250
	Bulletin fee (note 17)	575,738	700,050
		9,616,988	**11,761,050**
10	**Advance building rent**		
	Opening balance	777,588	1,814,388
	Advance rent received during the year	5,781,600	-
		6,559,188	1,814,388
	Advance rent adjusted during the year	1,982,100	1,036,801
		4,577,088	**777,588**
11	**General fund**		
	Opening balance	1,007,192,303	990,822,249
	Prior year's adjustment	(297,257)	(10,675,982)
		1,006,895,046	980,146,267
	Excess of income over expenditure for the year	34,150,282	27,046,036
		1,041,045,328	**1,007,192,303**
12	**DCCI relief and social welfare fund**		
	Opening balance	22,452,022	13,345,734
	Received from members during the year	2,864,200	3,485,000
	Received from Interest during the year	781,456	5,621,288
		26,097,678	22,452,022
	Paid during the year against Relief Fund	-	-
		26,097,678	**22,452,022**
13	**DCCI development fund**		
	Opening balance	116,766,057	99,754,104
	Collections during the year	5,980,000	6,145,000
	Interest on development fund FDR	2,947,787	10,866,953
		125,693,844	**116,766,057**
14	**Deferred liability - Gratuity**		
	Opening balance	40,380,411	32,423,523
	Provision made during the year	6,519,448	7,956,888
		46,899,859	40,380,411
	Paid during the year	(1,353,083)	-
		45,546,776	**40,380,411**

		Amounts in BDT	
		For the period from 01 October 2023 to 30 June 2024	For the period from 01 October 2022 to 30 September 2023
15	**Subscriptions**		
	New	6,552,000	6,827,250
	Renewal	37,323,750	43,588,500
	Arrear	2,633,650	3,423,400
	Advance adjustment	-	9,000
		46,509,400	53,848,150
	Portion attributable to deferred income (note 9.1)	(7,875,750)	(9,549,750)
		38,633,650	**44,298,400**
16	**Admission fee**		
	Admission fee	6,552,000	6,827,250
	Re-admission fee	1,151,250	1,874,250
		7,703,250	**8,701,500**
	Portion attributable to deferred income (note 9.1)	(1,165,500)	(1,511,250)
		6,537,750	**7,190,250**
17	**Bulletin fee**		
	Current	3,210,350	3,698,663
	Arrear	165,050	228,350
	Advance adjustment	-	650
		3,375,400	3,927,663
	Portion attributable to deferred income (note 9.1)	(575,738)	(700,050)
		2,799,662	**3,227,613**
18	**Rent**		
	Building rent	21,583,809	27,467,140
	Auditorium rent	195,113	120,700
		21,778,922	**27,587,840**
19	**Income from investment - interest**		
	Interest from fixed deposits (Note 19.1)	56,591,031	51,797,305
	Interest from STD and savings account	153,985	161,437
		56,745,016	**51,958,742**
19.1	**Interest from fixed deposits**		
	DCCI fund	50,087,351	45,625,268
	DCCI scholarship fund	438,801	400,919
	DCCI retirement benefit fund	2,333,474	1,989,229
	DCCI research fund	3,731,406	3,781,889
		56,591,031	**51,797,305**

		Amounts in BDT	
		For the period from 01 October 2023 to 30 June 2024	For the period from 01 October 2022 to 30 September 2023
20	**Miscellaneous income**		
	Membership forms fee	7,600	19,900
	Photocopy charge realized	90	119
	Advertisement income	1,034,173	1,541,612
	Services income	1,293,016	1,198,514
	Commercial history book sale	-	6,000
	Seminar and workshop	380,000	1,101,547
	Internet connectivity	-	2,000
	Other income -misc	806,597	784,521
		3,521,476	**4,654,213**
21	**Projects income**		
	Income from project	-	1,441,017
		-	**1,441,017**
22	**Pay and allowances**		
	Pay and allowances	50,417,729	60,023,060
	Liveries and uniforms	-	118,665
	Gratuity expense provision	6,472,082	7,956,888
	Employees insurance premium (Pension)	574,299	887,666
		57,464,110	**68,986,279**
23	**Postage and telephone**		
	Postage and stamps	142,500	45,629
	Telephone	50,463	66,733
	Fax charges	2,700	2,577
	Internet connectivity	1,753,226	1,050,973
		1,948,889	**1,165,912**
24	**Newspapers, bulletin and publications**		
	Newspapers and periodicals	105,606	152,844
	Bulletin	1,737,400	3,438,747
	Publication	710,267	830,235
		2,553,273	**4,421,826**
25	**Repairs and maintenance**		
	Car	124,090	201,662
	Computer and software expense	408,909	1,624,465
	Lift	139,250	144,000
	AC	293,100	319,855
	Generator	102,750	95,600
	Building	261,171	163,500
	Others	462,325	711,208
		1,791,595	**3,260,290**

		Amounts in BDT	
		For the period from 01 October 2023 to 30 June 2024	For the period from 01 October 2022 to 30 September 2023
26	**Audit and legal fees**		
	Statutory audit	138,000	138,000
	Internal audit	174,250	277,750
	Legal expense	440,000	664,000
		752,250	**1,079,750**
27	**Seminar and symposium, conference and delegation**		
	Seminar and symposium	2,327,769	2,480,458
	Conference and delegation	4,684,171	2,439,768
		7,011,940	**4,920,226**
28	**Utility charges**		
	Electricity	3,993,438	5,240,515
	WASA	474,348	902,747
	Gas	23,902	34,813
	Utility reimbursement from tenants (Note-28.1)	(2,466,705)	(3,297,005)
		2,024,983	**2,881,070**
28.1	**Utility reimbursement from tenants**		
	Electricity	2,138,548	2,710,539
	WASA	328,157	586,466
		2,466,705	**3,297,005**
29	**Miscellaneous expenses**		
	Gift and presentation	48,949	119,385
	Festival/national day expenses	62,700	58,000
	Washing expenses	15,020	21,815
	ISO 9001 Certification expense	71,500	68,250
	Photography	1,500	4,290
	Bank charge	17,768	13,255
	Training expenses	6,600	123,750
	Insurance	135,261	180,348
	Advertisement expenses	138,000	192,000
	Service charge -membership etc.	103,579	66,715
	Reception and dinner	1,367,026	2,180,040
	Commercial history (Bangla)	–	146,635
	DCCI Profile Dev.film (AV)	–	687,000
	Patent and trade marks	4,234	12,650
	Service charge -Mohammadpur booth	164,250	47,297
	Others expense	205,818	87,673
		2,342,205	**4,009,103**

30 Subsequent events

There was no non-adjusting post balance sheet event of such importance, non-disclosure of which would affect the ability of the users of the financial statements to make proper evaluations and decisions.

31 Comparative statement of operating activities

Comparative statement of operating activities is shown in Annexure-2.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

Schedule of Property, plant and equipment

As at 30 June 2024

Annexure-1

A. Property, plant and equipment

Particulars	Cost				Dep.	Depreciation				Written Down Value (WDV) as at 30 June 2024
	As at 01 October 2023	Additions during the year	Disposals/ adjustment	As at 30 June 2024	Rate	As at 01 October 2023	Charged during the year	Disposals/ adj.	Accumulated as at 30 June 2024	
	Taka	Taka	Taka	Taka	%	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka
Land	29,157	-	-	29,157	-	-	-	-	-	29,157
Building	32,285,741	18,333,432	-	50,619,173	5%	12,180,141	1,441,464	-	13,621,605	36,997,568
Machine and equipment	21,192,629	41,387	(721,260)	20,512,756	15%	12,063,099	1,014,585	(568,880)	12,508,804	8,003,952
Furniture fixtures	21,227,648	-	(152,522)	21,075,126	10%	9,241,014	894,718	(95,456)	10,040,276	11,034,850
Books	1,080,819	-	-	1,080,819	10%	995,615	6,390	-	1,002,005	78,814
Electrical installation	9,075,022	1,103,197	-	10,178,219	10%	3,784,348	479,540	-	4,263,888	5,914,331
Sanitary fittings and renovation	3,353,587	-	-	3,353,587	10%	1,291,656	154,645	-	1,446,301	1,907,286
Air cooler	17,635,341	65,000	-	17,700,341	15%	11,637,020	682,124	-	12,319,144	5,381,197
Wall clock	2,050	-	-	2,050	15%	1,749	34	-	1,783	267
Franking machine	17,500	-	-	17,500	15%	17,486	2	-	17,488	12
Sundry assets	3,730,660	45,000	-	3,775,660	12.50%	1,826,245	182,758	-	2,009,003	1,766,657
Water installation	126,766	-	-	126,766	2.50%	46,926	1,497	-	48,423	78,343
Crockery and cutleries	383,096	-	-	383,096	10%	242,181	10,569	-	252,750	130,346
Telephone installation	1,606,381	-	-	1,606,381	10%	1,298,094	23,122	-	1,321,216	285,165
Lift	10,843,860	-	-	10,843,860	10%	8,894,219	146,223	-	9,040,442	1,803,418
Auditorium	9,055,810		-	9,055,810	5%	4,967,656	153,306	-	5,120,962	3,934,848
Transformer	1,359,181	-	-	1,359,181	15%	1,310,943	5,427	-	1,316,370	42,811
E-mail/internet installation	1,104,963	-	-	1,104,963	10%	562,623	40,676	-	603,299	501,665
DCCI car	4,093,737	-	-	4,093,737	15%	1,791,472	259,005	-	2,050,477	2,043,260
Diesel generator	1,418,090	400,000	-	1,818,090	15%	1,396,254	47,457	-	1,443,711	374,379
Island development	1,445,498	-	-	1,445,498	5%	703,463	27,826	-	731,289	714,209
Gift assets	307,140	-	-	307,140	-	65,299	-	-	65,299	241,841
As at 30 June 2024	**141,374,676**	**19,988,016**	**(873,782)**	**160,488,910**		**74,317,503**	**5,571,365**	**(664,336)**	**79,224,532**	**81,264,378**
As at 30 Sept 2023	**140,196,766**	**1,177,910**	**-**	**141,374,676**	**-**	**67,157,593**	**7,159,910**	**-**	**74,317,503**	**67,057,173**

B. Intangible asset

Particulars	Cost				Dep.	Amortization				Written Down Value (WDV) as at 30 June 2024
	As at 01 October 2023	Additions during the year	Disposals/ adjustment	As at 30 June 2024	Rate	As at 01 October 2023	Charged during the year	Disposals/ adj.	Accumulated as at 30 June 2024	
	Taka	Taka	Taka	Taka	%	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka
MIS and Software	3,637,246	-	-	3,637,246	20%	2,131,932	225,797	-	2,357,729	1,279,517
As at 30 June 2024	**3,637,246**	-	-	**3,637,246**	-	**2,131,932**	**225,797**	-	**2,357,729**	**1,279,517**
As at 30 Sept 2023	**3,637,246**	-	-	**3,637,246**		**1,755,604**	**376,328**	-	**2,131,932**	**1,505,314**

C. Investment property

Particulars	Cost				Dep.	Depreciation				Written Down Value (WDV) as at 30 June 2024
	As at 01 October 2023	Additions during the year	Disposals/ adjustment	As at 30 June 2024	Rate	As at 01 October 2023	Charged during the year	Disposals/ adj.	Accumulated as at 30 June 2024	
	Taka	Taka	Taka	Taka	%	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka
Building	46,015,642	-	-	46,015,642	5%	29,928,112	603,282	-	30,531,394	15,484,248
As at 30 June 2024	**46,015,642**	-	-	**46,015,642**		**29,928,112**	**603,282**	-	**30,531,394**	**15,484,248**
As at 30 Sept. 2023	**46,015,642**	-	-	**46,015,642**		**29,081,400**	**846,712**	-	**29,928,112**	**16,087,530**
Grand Total (A+B+C)	**191,027,564**	**19,988,016**	**(873,782)**	**210,141,798**		**106,377,547**	**6,400,444**	**(664,336)**	**112,113,655**	**98,028,143**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Comparative Statement of Operating Activities
For the period ended 30 June 2024
Annexure-2

Particulars	Amounts in BDT For the period from 01 October 2023 to 30 June 2024	 For the period from 01 October 2022 to 30 September 2023
Subscription income	38,633,650	44,298,400
Admission fee	6,537,750	7,190,250
Bulletin fee	2,799,662	3,227,613
	47,971,062	**54,716,263**
Less: Pay and allowances	57,464,110	68,986,279
Surplus / (deficit)	**(9,493,048)**	**(14,270,016)**
Less: Utilities- net	2,024,983	2,881,070
Printing and stationery	587,930	872,476
Postage and telephone	1,948,889	1,165,912
Subcription and donation	305,000	418,333
News paper, bulletin and publications	2,553,273	4,421,826
Rates and taxes	1,116,836	1,518,432
Entertainment	655,575	780,989
Seminar and symposis, conference and delegation	7,011,940	4,920,226
Travelling and conveyance	166,701	212,389
AGM, EGM and election expenses	2,331,431	2,967,631
Audit and legal fee	752,250	1,079,750
Repairs and maintenance	1,791,595	3,260,290
Fuel and lubricants	331,100	572,627
Rent -Gulshan centre	150,000	360,000
Iftar party expenses	1,942,015	1,694,076
Estate expenses	695,655	937,655
Project expenses	4,555	5,821
Depreciation	6,400,444	8,382,951
Employees Hajj expense	1,056,592	1,321,786
Grant to DBI College	3,281,022	-
Income tax expenses	9,676,550	10,473,240
Miscellaneous expenses	2,342,204	4,009,103
	47,126,540	**52,256,583**
(Deficit)	**(56,619,588)**	**(66,526,599)**
Add: Income		
Certificate of origin	1,572,883	2,158,775
Certification and attestation fee	941,621	1,402,948
Project Income	-	1,441,017
Congerence and delegation	3,240,000	-
Miscellaneous income	3,521,476	4,654,213
	9,275,980	**9,656,953**
(Deficit)	**(47,343,608)**	**(56,869,646)**
Add : Interest income	56,745,016	51,958,742
DBI (DCCI Business Institute) -net	2,969,952	4,369,100
	59,714,968	**56,327,842**
Surplus	**12,371,360**	**(541,804)**
Add : Rent	21,778,922	27,587,840
Excess of income over expenditure for the year	**34,150,282**	**27,046,036**

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সাবেক সভাপতিবৃন্দ

নাম	সাল
সাখাওয়াৎ হোসেন	১৯৫৯-১৯৬০
আবু নাসির আহমেদ	১৯৬০-১৯৬১
ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী	১৯৬১-১৯৬২
নূরুল হুদা	১৯৬২
মোহাম্মদ আইয়ুব	১৯৬২-১৯৬৩
সাখওয়াৎ হোসেন	১৯৬৩-১৯৬৪
আহাম্মদ হোসেন	১৯৬৪-১৯৬৫
আহাম্মদ হোসেন	১৯৬৫-১৯৬৬
আহাম্মদ হোসেন	১৯৬৬-১৯৬৭
এ. কাশেম	১৯৬৭-১৯৬৮
আখলাক আহাম্মদ	১৯৬৮-১৯৬৯
মতিউর রহমান	১৯৬৯-১৯৭০
মতিউর রহমান	১৯৭১-১৯৭২
কে. এ. সাত্তার	১৯৭৩-১৯৭৪
কে. এ. সাত্তার	১৯৭৫-১৯৭৬
মির্জা গোলাম হাফিজ	১৯৭৬
চৌধুরী তানভীর আহম্মদ সিদ্দিকী	১৯৭৬-১৯৭৭
চৌধুরী তানভীর আহম্মদ সিদ্দিকী	১৯৭৭-১৯৭৮
নুরউদ্দিন আহমেদ	১৯৭৮-১৯৭৯
নুরউদ্দিন আহমেদ	১৯৭৯-১৯৮০
নুরউদ্দিন আহমেদ	১৯৮০-১৯৮১
এম. এ. সাত্তার	১৯৮২-১৯৮৩
এম. এ. সাত্তার	১৯৮৩-১৯৮৪
এম. ইউনুস, এফসিএ	১৯৮৪-১৯৮৫
মাহবুবুর রহমান	১৯৮৫-১৯৮৬
আবু সায়ীদ মাহমুদ	১৯৮৬-১৯৮৭
আবু সায়ীদ মাহমুদ	১৯৮৭-১৯৮৮
আবু সায়ীদ মাহমুদ	১৯৮৮-১৯৮৯
আবু সায়ীদ মাহমুদ	১৯৮৯-১৯৯০
মাহবুবুর রহমান	১৯৯১
এম. ইউনুস, এফসিএ	১৯৯২
এ. টি. এম. ওয়াজিউল্লাহ	১৯৯৩
এ. রব চৌধুরী	১৯৯৪
রাশেদ মাকসুদ খান	১৯৯৫
আলী হোসেন	১৯৯৬
এ. এস. এম. কাসেম	১৯৯৭
রাশেদ মাকসুদ খান	১৯৯৮
এম. এইচ. রহমান	১৯৯৯

নাম	সাল
আফতাব-উল ইসলাম, এফসিএ	২০০০
বেনজির আহমেদ	২০০১
মতিউর রহমান	২০০২
মতিউর রহমান	২০০৩
ফজলে আর. এম. হাসান, এফসিএ	২০০৪
সাইফুল ইসলাম	২০০৫
এম. এ. মোমেন	২০০৬
হোসেন খালেদ	২০০৭
হোসেন খালেদ	২০০৮
জাফর ওসমান	২০০৯
আবুল কাসেম খান	২০১০
আসিফ ইব্রাহীম	২০১১
আসিফ ইব্রাহীম	২০১২
মোঃ সবুর খান	২০১৩
মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০১৪
হোসেন খালেদ	২০১৫
হোসেন খালেদ	২০১৬
আবুল কাসেম খান	২০১৭
আবুল কাসেম খান	২০১৮
ওসামা তাসীর	২০১৯
শামস মাহমুদ	২০২০
রিজওয়ান রাহমান	২০২১
রিজওয়ান রাহমান	২০২২
ব্যারিস্টার মোঃ সামীর সাত্তার	২০২৩
আশরাফ আহমেদ	২০২৪

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সাবেক ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতিবৃন্দ

নাম	সাল
এইচ. এম. সেকিল	১৯৬৭-১৯৬৮
এ. সাত্তার কারাওয়াদিয়া	১৯৬৯-১৯৭০
এ. সাত্তার কারাওয়াদিয়া	১৯৭০-১৯৭১
খোরশেদ আলাম	১৯৭৩-১৯৭৪
এ. এম. এম. শামছুল আলম	১৯৭৫
এম. এ. হক	১৯৭৬
এম. এ. হক	১৯৭৭
এম. এ. হক	১৯৭৭-১৯৭৮
এম. এ. খালেক	১৯৭৮-১৯৭৯
এম. রেজা	১৯৭৯-১৯৮০
এম. রেজা	১৯৮০-১৯৮১
শামছুজ্জোহা খান	১৯৮২-১৯৮৩
আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	১৯৮৪
মোঃ আলী হোসেন	১৯৮৫
এ. এম. মুবাশ-শার	১৯৮৬
এ. এম. মুবাশ-শার	১৯৮৭-১৯৮৮
এ. এম. মুবাশ-শার	১৯৮৯-১৯৯০
মাসুদুর রহমান	১৯৯১
মাসুদুর রহমান	১৯৯২
সৈয়দ জামালউদ্দিন হায়দার	১৯৯৩
সাজ্জাতুজ জুম্মা	১৯৯৪
হোসেন আকতার	১৯৯৫
ফজলে আর. এম. হাসান, এফসিএ	১৯৯৬
আশরাফ ইবনে নূর	১৯৯৭
মাসুদুর রহমান	১৯৯৮
সাজ্জাতুজ জুম্মা	১৯৯৯
এ. এম. মুবাশ-শার	২০০০
মাহবুব-উজ-জামান	২০০১
সাব্বির আহমেদ খান	২০০২
জাফর ওসমান	২০০৩
এ. এম. মুবাশ-শার	২০০৪
মঞ্জুর উর-রহমান (রাসকিন)	২০০৫
হোসেন খালেদ	২০০৬
মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০০৭
সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ্	২০০৮
এম. এস. সেকিল চৌধুরী	২০০৯
মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০১০
টি. আই. এম. নূরুল কবীর	২০১১
হায়দার আহমদ খান, এফসিএ	২০১২
নেসার মাকসুদ খান	২০১৩

নাম	সাল
ওসামা তাসীর	২০১৪
হুমায়ুন রশিদ	২০১৫
হুমায়ুন রশিদ	২০১৬
কামরুল ইসলাম, এফসিএ	২০১৭
কামরুল ইসলাম, এফসিএ	২০১৮
ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী	২০১৯
এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএস	২০২০
এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ	২০২১
আরমান হক	২০২২
এস এম গোলাম ফারুক আলমগীর (আরমান)	২০২৩
মালিক তালহা ইসমাইল বারী	২০২৪

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সাবেক সহ-সভাপতিবৃন্দ

নাম	সাল
ইসহাক আহমেদ	১৯৬৭-৬৮
মুখলেছুর রহমান	১৯৬৯-৭০
মুখলেছুর রহমান	১৯৭১-৭২
মুখলেছুর রহমান	১৯৭৩-৭৪
এম. এ. হক	১৯৭৫
এ. বি. সিদ্দিকী	১৯৭৬
মোশাররফ হোসেন	১৯৭৭
এম. এ. রাজ্জাক মিয়া	১৯৭৮-৭৯
মজিবুর রহমান	১৯৭৯-৮০
মজিবুর রহমান	১৯৮০-৮১
এ. এ. মনিরুজ্জামান	১৯৮২-৮৪
রমিজ উদ্দিন ফকির	১৯৮৪
সায়েদুর রহমান	১৯৮৫
মাসুদুর রহমান	১৯৮৬
মাসুদুর রহমান	১৯৮৭
মাসুদুর রহমান	১৯৮৮
এম. এ. খালেক	১৯৮৯-১৯৯০
মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া	১৯৯১-৯২
খোরশেদ আলী মোল্লা	১৯৯৩
মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	১৯৯৪
সৈয়দ তৌফিক আলী	১৯৯৫
আবসার করিম চৌধুরী	১৯৯৬
মঞ্জুর হোসেন	১৯৯৭
জাফর ওসমান	১৯৯৮
নাসির হোসেন	১৯৯৯
মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	২০০০
আবসার করিম চৌধুরী	২০০১
হোসেন খালেদ	২০০২
হোসেন খালেদ	২০০৩
এম. আবু হোরায়রাহ্	২০০৪
হোসেন এ সিকদার	২০০৬
মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	২০০৭
খন্দকার শহীদুল ইসলাম	২০০৮
মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	২০০৯
মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	২০১০
নাসির হোসেন	২০১১
আবসার করিম চৌধুরী	২০১৩
খন্দকার শহীদুল ইসলাম	২০১৪
মোঃ শোয়েব চৌধুরী	২০১৫
খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ	২০১৬

নাম	সাল
হোসেন এ সিকদার	২০১৭
রিয়াদ হোসেন	২০১৮
ইমরান আহমেদ	২০১৯
মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন	২০২০
মনোয়ার হোসেন	২০২১
মনোয়ার হোসেন	২০২২
মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী	২০২৩
মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী	২০২৪

ঢাকা চেম্বারের ২০২৪ সালে নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন আপীল বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

নির্বাচন বোর্ডের সদস্যবৃন্দ



এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া
চেয়ারম্যান

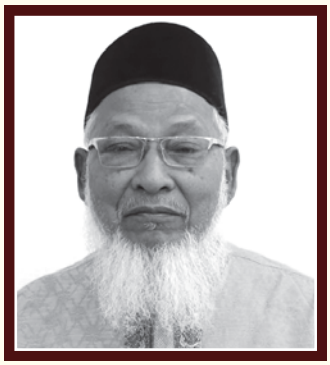


মাহাবুব আনাম
সদস্য



মোক্তার হোসেন চৌধুরী
সদস্য

নির্বাচন আপীল বোর্ডের সদস্যবৃন্দ



আহমেদ হোসেন মজুমদার
চেয়ারম্যান



মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
সদস্য



রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ
সদস্য

‘বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এর মুদ্রণ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের খসড়া অডিট রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা’ সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

১। জনাব মালিক তালহা ইসমাইল বারী - আহ্বায়ক ও উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
২। জনাব মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী - সদস্য ও সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৩। জনাব এম মোসাররফ হোসেন - সদস্য ও পরিচালক, ডিসিসিআই
৪। জনাব রাজীব এইচ চৌধুরী - সদস্য ও পরিচালক, ডিসিসিআই
৫। জনাব তাসকীন আহমেদ - সদস্য ও পরিচালক, ডিসিসিআই
৬। জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ - সদস্য ও প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৭। জনাব লুৎফুল হাদী, এফসি, এলএলএম - সদস্য ও ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্ বিষয়ক অভ্যন্তরীণ কমিটি, ডিসিসিআই
৮। জনাব আফসারুল আরিফিন - সদস্য ও মহাসচিব, ডিসিসিআই

২০২৪ সালে
আমরা যাদের হারিয়েছি



আলী হোসেন



জনাব আলী হোসেন, ১৯৯৬ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব আলী হোসেন 'হোসেন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ' এবং 'তেজগাঁও রি-রোলিং কোম্পানী লিমিটেড'-এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠান সমূহ ভোগ্যপণ্য, স্টিল রি-রোলিং মিলস্, কোল্ড স্টোরেজ, টেক্সটাইলস মিলস্, নির্মাণ, কেমিক্যাল এবং অটো এ্যাসেম্বলিং প্রভৃতি ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত।

গত ০২ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে জনাব আলী হোসেন রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১১.৩০ ঘটিকায় ৭৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



রাশেদ মাকসুদ খান



জনাব রাশেদ মাকসুদ খান, ১৯৯৫ এবং ১৯৯৮ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব রাশেদ মাকসুদ খান 'বেঙ্গল ফাইন সিরামিকস্ লিমিটেড'-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এছাড়াও তিনি এভারেস্ট ফাইন পোর্সলিন এর চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ জার্মান ফাইন ফুটওয়্যার লিমিটেড এর পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ সিরামিক পণ্য উৎপাদন, রপ্তানি ও বাজারজাতকরণ, তৈরী পোষাক এবং পাদুকা ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত।

একজন সফল ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা ও সংগঠক হিসেবে তিনি ছিলেন বেশ সুপরিচিতি। দ্বি-পাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। তিনি ২০০৩-২০০৬ মেয়াদে বাংলাদেশ-থাই চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিটিসিসিআই) এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। এছাড়াও, তিনি বাংলাদেশ-ফিলিপাইন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিপিসিসিআই) এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ফিলিপাইন-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

জনাব রাশেদ মাকসুদ খান ১৯৪০ সালের ৩০ মে তারিখে ফরিদপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গত ২০ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখ শনিবার বার্ধক্যজনিত কারণে ৮৪ বছর বয়সে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

ঢাকা চেম্বারের স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ যাদের আমরা হারিয়েছি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বার্ষিক প্রতিবেদনে ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে স্মরণীয়, যাদের আমরা হারিয়েছি তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করা হলো। এতে যদি কোনো তথ্য বা উপাত্ত বাদ পড়ে থাকে তা আগামী বার্ষিক প্রতিবেদনে সংশোধিত আকারে প্রকাশ করা হবে। উল্লেখ্য, এ অধ্যায়ে অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুর তারিখের ক্রমানুসারে তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে, জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়।



মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন

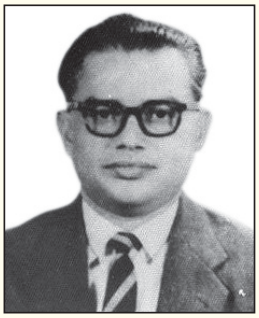
মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ডিসিসিআই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯২৩ সালের ২১ জুলাই ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মধুমিতা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি প্রথম সিরকো সোপ অ্যান্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি তৎকালীন সময়ের প্রথম সাবান ফ্যাক্টরি। তাঁর প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ কোম্পানি জেমস ফিনলে অ্যান্ড কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করতো। ১৯৬৬ সালে তিনি কোহিনূর জুট মিলস্ স্থাপন করেন এবং স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক অব পাকিস্তান এবং স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ৫৩ বছরের কর্মজীবনে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন। ১৯৭৬ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী

ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী, ১৯২৫ সালের ১৬ জুলাই বর্তমান মিয়ানমারের (পূর্বনাম বার্মা) রেঙ্গুনে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯৬১-৬২ মেয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন।

একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক ও শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখেছেন। তিনি আল বাওয়ানী ফাউন্ডেশন, ঢাকা রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ফিন্যান্স কর্পোরেশন এবং লালবাগ মাদ্রাসা-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মরহুম ওয়াই এ বাওয়ানী, লতিফ বাওয়ানী জুট মিল, আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলসহ অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক। এ ছাড়াও আহমেদ বাওয়ানী একাডেমী এবং ঢাকায় বাওয়ানী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মরহুমের এই অবদান ঢাকা চেম্বারের সকল সদস্যবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১২ জানুয়ারি, ২০০৯ সালে পাকিস্তানের করাচিতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



আবুল কাশেম, এফসিএ

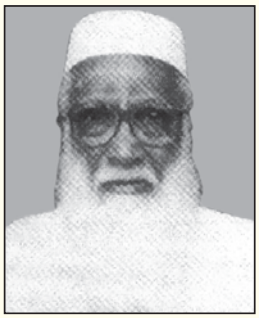
আবুল কাশেম, এ দেশের দ্বিতীয় মুসলিম চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি তাঁর ফার্ম এ কাশেম এ্যান্ড কোং প্রতিষ্ঠা করেন, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন এবং স্বনামধন্য চার্টার্ড একাউন্টেটস্ ফার্ম। তিনি তাঁর দীর্ঘ ও অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ কর্মময় জীবনে দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্ অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি ছিলেন।

তিনি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম, সমাজ কল্যাণমূলক এবং মানব সেবার ন্যায় মহৎ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। বাংলাদেশের লায়ন আন্দোলনের সাথে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং সিনেটের ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ভিকারুননেসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডি-এর সদস্য ছিলেন। ১৪ জানুয়ারি, ১৯৯১ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



আলহাজ্ব হাফেজ
মনির হোসেন

আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি চেম্বারের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ, দেশদরদী, সমাজসেবক ও গরীবের বন্ধু। তিনি বিভিন্ন সময়ে চেম্বারের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পের উন্নয়নে কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম উদ্যোক্তা হিসেবে চীনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করেন। ১৩ এপ্রিল, ১৯৯১ সালে ৭৮ বৎসর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



আলহাজ্ব মুখলেছুর রহমান

আলহাজ্ব মুখলেছুর রহমান, ১৯২৮ সালের ১৮ এপ্রিল নরসিংদীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ১৯৫২ সালে তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাগেরহাট কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। অতঃপর দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম চেম্বারে সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত থেকে চেম্বারের প্রভূত উন্নয়ন সাধনে ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে ব্যবসার জগতে প্রবেশ করেন এবং তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য খাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভূমিকা রাখতে শুরু করেন।

মুখলেছুর রহমান ১৯৭০ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা চেম্বারের অন্যতম কনসালটেন্ট বা পরামর্শক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। চেম্বারের দিক-নির্দেশনামূলক কর্মকাণ্ডে ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরিতে বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য তিনি Leader হিসেবে বিবেচিত হতেন। ঢাকা চেম্বারের প্রথম প্রকল্প "সার্ভিস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম" তিনিই চালু করেন, যা গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। মুখলেছুর রহমান ছিলেন একজন সৎ, নির্ভীক ও বিশিষ্ট সংগঠক। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও জ্ঞানপিপাসু দার্শনিক। তিনি একাধিক সামাজিক ও মানবকল্যানমূলক সংগঠনের সফল প্রতিষ্ঠাতা। শ্রদ্ধেয় মুখলেছুর রহমান ১৬ এপ্রিল, ২০১০ সালে ৮৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



ফজলুল করিম চৌধুরী

ফজলুল করিম চৌধুরী, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি পুরোনো ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। বিভিন্ন সময় তিনি ডিসিসিআই'র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ফজলুল করিম চৌধুরী দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে ও শিল্পোন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছেন। ঢাকা চেম্বারের অগ্রযাত্রায় এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডে মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্ম প্রচেষ্টা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। ফজলুল করিম চৌধুরী ২১ মে, ১৯৯৮ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর।



নুরউদ্দিন আহমেদ

নুরউদ্দিন আহমেদ, ডিসিসিআই, দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এবং ঢাকা ক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি সংগঠনসমূহের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে অবদান রেখে গেছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ছিলেন একাধারে একজন সাংবাদিক, চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা বিস্তারে অবদানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বারের ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। বর্তমান সময়ের বিশ্বায়নের নিত্য নব-প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নতুন প্রজন্মের মেধা, ধীশক্তি ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন তিনি অনুধাবন করেছিলেন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্রোতধারা থেকে প্রতিশ্রুতিশীল এবং সম্ভাবনাময় নতুন নেতৃত্ব শ্রেণি তৈরি করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ঢাকা চেম্বারের মাসিক প্রকাশনা ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্মপ্রচেষ্টা সকলেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। নুরউদ্দিন আহমেদ ২৩ মে, ২০০০ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।



আবু নাসের আহম্মদ

আবু নাসের আহম্মদ, ঢাকা চেম্বারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি ঢাকা শহরের এক আদি ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম (সরদার) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও পরবর্তীকালে শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৬০-৬১ মেয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃবৃন্দের অনুরোধে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য আশির দশকে আবারো ঢাকা চেম্বারের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মেসার্স স্ক্রিন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর লিঃ-এর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং চলচ্চিত্র প্রযোজনা, পরিবেশনা ও প্রদর্শক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

আবু নাসের আহম্মদ ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি বহুবিধ জনহিতকর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আবু নাসের আহম্মদ ১৫ জুন, ১৯৮৬ সালে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর।



মোহাম্মদ সাখী মিঞা

মোহাম্মদ সাখী মিঞা, পুরাতন ঢাকার প্রবীণ ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। মোহাম্মদ সাখী মিঞা ১৯২১ সালে ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউশন থেকে কৃতিত্বের সাথে এনট্রান্স এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন ও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি পাকিস্তান আমলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চাকুরির মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর চাকুরী ছেড়ে তিনি লুব্রিকেন্ট-এর ব্যবসায় নিয়োজিত হন। তিনি লুব্রিকেন্ট ব্যবসায় বাঙালিদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান নিশাত ট্রেডিং এ ব্যবসায় এখনও নিয়োজিত। তিনি ছিলেন বিনয়ী, দানশীল, ধর্মপ্রাণ ও মানবদরদী। তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটির (বর্তমান ঢাকা সিটি কর্পোরেশন) কমিশনার এবং পরবর্তীতে চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ পাবলিকেশনস লিমিটেডের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তিনি ঢাকার ইতিহাস ও ইসলামী মূল্যবোধের উপর বেশ কয়েকটি অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক বিষয়ে লেখালেখি করতেন। তিনি তৎকালীন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তিনি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তনের প্রথম সারির একজন দিক-নির্দেশক। তিনি বর্তমান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জড়িত ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিত্ব ৮৭ বছর বয়সে ২০০৮ সালের ১লা জুলাই ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



আলহাজ্ব নাজির হোসেন

আলহাজ্ব নাজির হোসেন, পুরাতন ঢাকার লালবাগে ১৯৩০ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। লালবাগ বস্ত্র বিতান, লালবাগ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ১৯৭৩ সাল থেকে ঢাকা চেম্বারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯৬ সালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক ছিলেন। নাজির হোসেন ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজ সেবক। তিনি আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট-এর আজীবন সদস্য, ফিরোজা বারী পঙ্গু ও শিশু হাসপাতালের চেয়ারম্যান সহ বাংলাদেশ শিশু ওয়েলফেয়ার পরিষদ, সরকারি শিশু সদন ইত্যাদি সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন। তিনি শুধু সমাজ সেবকই নন, একজন সু-সাহিত্যিক হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর বইগুলোর মধ্যে কিংবদন্তির ঢাকা, দেশ- দেশান্তর এবং সমবায় সংগ্রাম সাধনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ০৭ আগস্ট, ১৯৯৬ সালে ৬৬ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, ১৯৭৬-৭৮ মেয়াদকালে প্রথমবারের মত ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৫ এবং ১৯৮৯-৯০ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি আনোয়ার গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছাড়াও নির্বাহী পরিচালক, দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক এবং প্রাক্তন ডিআইটির ট্রাস্টি ছিলেন।

একজন সফল উদ্যোক্তা আলাহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, তাঁর প্রচন্ড ধী-শক্তি, মেধা, সুদূর প্রসারী দূরদর্শিতায় বাংলাদেশের শিল্পায়নে খাতওয়ারী অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য এবং দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন: গৃহায়ন, শিক্ষা, বয়ন, নির্মাণ এবং প্রযুক্তি (আইটি) খাতে বিনিয়োগ এবং আগামী প্রজন্মের জন্য দিক দিশারীর ভূমিকা পালন করে গেছেন। তিনি বহু সমাজকল্যাণমূলক কাজের অগ্রদূত এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত। তন্মধ্যে উদয়ন বিদ্যালয়, জমিলা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়, রহিমবক্স মেমোরিয়াল আই ক্লিনিকস, জমিলা খাতুন রেড ক্রিসেন্ট প্রসুতি এবং শিশু সেবা কেন্দ্র, আনোয়ার হোসেন ফ্রি মেডিকেল সেন্টার, আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন শহিদ নগর ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রভৃতি তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত।

তিনি ঢাকা চেম্বারের বহুমুখী কার্যক্রমের অন্যতম উপদেষ্টা এবং ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন। তিনি সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সমভাবে অগ্রগণ্য। সময়ের প্রয়োজনে এবং এলাকার উন্নয়নকল্পে তিনি নব্বই-এর দশকে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে অমূল্য অবদান রাখেন এবং ঢাকাবাসীর প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন। এছাড়াও আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন লালবাগ ক্রিকেট ক্লাব, আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর আজীবন সদস্য ছিলেন। ২০২১ সালের ১৭ আগস্টে তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



এ রব চৌধুরী

এ রব চৌধুরী, বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রাক্তন সভাপতি। তিনি আরকো কোল্ড স্টোরেজ লিমিটেড'র চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন'র চেয়ারম্যান এবং এফবিসিসিআই'র নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি তিনি নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ধানমন্ডি ও উত্তরা রোটারি ক্লাব-এর সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, তিনি ১৯৯৪ সালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৭ সালের ১৯ অক্টোবরে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



এম ইউনুস, এফসিএ

এম ইউনুস, এফসিএ, ১৯৩৮ সালের ১৪ মে, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার পাহাড়পুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৪ ও ১৯৯৩ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি এফবিসিসিআই-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট এবং ইউনুস অ্যান্ড কোম্পানির ফাউন্ডার পার্টনার ছিলেন। তিনি দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আই সি এ বি) এবং দি সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব একউন্ট্যান্টস (সাফা)-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রাখেন। মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ ছিলেন একজন চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ও শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন অবদানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবায় তিনি সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের বর্তমান ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও রক্ষায় এম ইউনুস, এফসিএ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এম ইউনুস, এফসিএ ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

৬২তম বার্ষিক
সাধারণ সভার কার্যবিবরণী



DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪, মঙ্গলবার, বেলা ৩:৩০ ঘটিকায় ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম-এ বর্তমান ও নতুন পর্ষদ, প্রাক্তন সভাপতি, উর্ধ্বতন সভাপতি, সহ সভাপতি ও সদস্যদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	জনাব এম এ সাত্তার	মেসার্স আনোয়ার সিমেন্ট লিঃ
২.	জনাব মাহবুবুর রহমান	মেসার্স ইটিবিএল হোল্ডিংস লিমিটেড
৩.	জনাব আফতাব-উল ইসলাম, এফসিএ	মেসার্স আইওই (বাংলাদেশ) লিমিটেড
৪.	জনাব হোসেন খালেদ	মেসার্স এ জি অটোমোবাইলস
৫.	জনাব মোঃ হোসেন খান মিলন	মেসার্স মিলন অটো ইন্টারন্যাশনাল
৬.	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	মেসার্স এভিন্স গার্মেন্টস
৭.	জনাব মোঃ সিয়াম আল-দ্বীন মালিক	মেসার্স সিয়াম এন্টারপ্রাইজ
৮.	জনাব এম আবু হোরায়রাহ্	মেসার্স সালমান রেফ্রিজারেশন
৯.	জনাব আশরাফ আহমেদ	মেসার্স রিভারস্টোন ক্যাপিটাল
১০.	জনাব মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী	মেসার্স জে. এন. কর্পোরেশন
১১.	জনাব এস এম গোলাম ফারুক আলমগীর (আরমান)	মেসার্স বিডিকম অনলাইন লিমিটেড
১২.	জনাব মোঃ সামীর সাত্তার	মেসার্স সাত্তার অ্যান্ড কোং
১৩.	জনাব রিজওয়ান রাহমান	মেসার্স ইটিবিএল সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ লিঃ
১৪.	জনাব নাসিরউদ্দিন এ ফেরদৌস	মেসার্স ধানমন্ডি ডেল অ্যান্ড কোম্পানী
১৫.	জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান	মেসার্স খায়ের এন্টারপ্রাইজেস
১৬.	জনাব কামরুল হাসান তুহিন	মেসার্স আই কিউ ইন্টারন্যাশনাল
১৭.	জনাব নূর এ আলম	মেসার্স ইরেক্টর ইন্টারন্যাশনাল
১৮.	জনাব এম এ মোমেন	মেসার্স টোকা ইন্ক (বাংলাদেশ) লিঃ
১৯.	মিস্ লিলি হক	মেসার্স চয়ন প্রকাশনী
২০.	জনাব মাইমুন উর রশিদ মোস্তফা	মেসার্স মুভমেন্টাম কনসালটেন্সি অ্যান্ড ফ্যাসিলিটেশন গ্রুপ
২১.	জনাব কাজী আব্দুল নাঈম	মেসার্স কাজী এন্টারপ্রাইজ
২২.	জনাব মোহাম্মদ আকাশ	মেসার্স এ. কাসেম অ্যান্ড কোং
২৩.	শেখ শহিদুল্লাহ	মেসার্স আল-আরাফাহ পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ
২৪.	জনাব মোঃ শামীম ভূঁইয়া	মেসার্স হার্ট ইন্টারন্যাশনাল
২৫.	মিসেস শারমিন সুলতানা	মেসার্স অর্কিড জিওটেক্সটাইল লিমিটেড
২৬.	জনাব হোসেন এ সিকদার	মেসার্স সিকদার হোমবিল্ড ডেভেলপমেন্টস লিঃ
২৭.	জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী	মেসার্স জুট অ্যান্ড ব্যাগস্ এক্সপোর্ট কর্পোরেশন
২৮.	জনাব সাইফ উদ্দৌলাহ	মেসার্স সোলার পাওয়ার লিমিটেড
২৯.	ইঞ্জিঃ দেবাশীষ বড়ুয়া	মেসার্স ফেয়ারমেট ক্যামিকেল (বিডি) লিমিটেড
৩০.	জনাব মোঃ নুর আলম	মেসার্স নাইশা এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড
৩১.	জনাব এম এ রশিদ শাহ্ সম্রাট	মেসার্স ফ্লাইট এক্সপার্ট
৩২.	জনাব ওসমান গনি	মেসার্স আগামী প্রকাশনী

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
৩৩.	জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ	মেসার্স দিগন্ত এ্যাডভারটাইজিং
৩৪.	জনাব রাশিদ মাইমুনুল ইসলাম	মেসার্স মুন্নো সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
৩৫.	জনাব দাতা মাগফুর	মেসার্স দাতা এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
৩৬.	জনাব মাহবুবুল হক	মেসার্স এপিক প্রিন্টার্স
৩৭.	জনাব মোঃ দুলাল হোসেন	মেসার্স বাংলাদেশ ইমপেক্স গ্যালারি
৩৮.	জনাব হায়দার আহমদ খান	মেসার্স আহমেদ খান এন্ড কোং
৩৯.	জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী	মেসার্স র‍্যানকম ট্রেডিং (প্রাঃ) লিঃ
৪০.	আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী	মেসার্স মোহাম্মদ এন্টারপ্রাইজ
৪১.	জনাব এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ	মেসার্স ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিঃ
৪২.	জনাব মালিক তালহা ইসমাইল বারী	মেসার্স ইউনাইটেড গ্রুপ
৪৩.	জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া	মেসার্স শ্যাডো ইন্টারন্যাশনাল
৪৪.	জনাব মাহাবুব আনাম	মেসার্স মাহাবুব অ্যান্ড এসোসিয়েটস
৪৫.	জনাব ওয়াসেক বিন বশির	মেসার্স অ্যাডভান্স ট্রেডিং
৪৬.	জনাব আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ	মেসার্স দি কম্পিউটারস লিঃ
৪৭.	জনাব এম মোসাররফ হোসেন	মেসার্স অ্যাডভান্স অফিস টেকনোলজিস অ্যান্ড সার্ভিসেস (এওটিএস)
৪৮.	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন	মেসার্স নাইস পাওয়ার এ্যান্ড আইটি সল্যুশন
৪৯.	জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ	মেসার্স এম. এম. রহমান অ্যান্ড কোং
৫০.	জনাব নাঈমুর রহমান	মেসার্স উত্তরা মটরস লিমিটেড
৫১.	জনাব এজাজ মোহাম্মদ	মেসার্স অরচার্ড মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড
৫২.	জনাব আবসার করিম চৌধুরী	মেসার্স ফজল ওয়্যার এন্ড মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ
৫৩.	জনাব এ. রহিম	মেসার্স মডার্ন ডায়গনস্টিক সেন্টার লিমিটেড
৫৪.	জনাব রাজীব এইচ চৌধুরী	মেসার্স ডিফেন্স ডায়নামিক এন্টারপ্রাইজ
৫৫.	জনাব মতিউর রহমান	মেসার্স উত্তরা মটরস লিমিটেড
৫৬.	জনাব দেলোয়ার হোসেন	মেসার্স টরি ক্রেডিট
৫৭.	জনাব খন্দকার রাশেদুল আহসান	মেসার্স পিসেস কর্পোরেশন
৫৮.	জনাব আবু নাইম	মেসার্স লাকি ট্রেডিং এজেন্সী
৫৯.	সৈয়দ নবীউর রহমান	মেসার্স আরমান হক ডেনিমস লিমিটেড
৬০.	জনাব মাহমুদুর রশীদ	মেসার্স গ্রাসহপার বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস লিমিটেড
৬১.	জনাব সালাহউদ্দিন ইউসুফ	মেসার্স লুব-রেফ (বিডি) লিমিটেড
৬২.	জনাব মোঃ বন্দে আলী	মেসার্স ওয়ালিদ ট্রেডিং এজেন্সি
৬৩.	জনাব গোলাম জিলানী	মেসার্স গেটওয়ে গ্রুপ লিমিটেড
৬৪.	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান সাইফ	মেসার্স ফেয়ার অ্যান্ড এ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলোজি লিঃ
৬৫.	জনাব মোহাম্মদ ইফতেখার রহমান	মেসার্স আবির এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড
৬৬.	জনাব হোসেন আকতার	মেসার্স এ-ওয়ান পলিমার লিঃ
৬৭.	জনাব আবুল কাসেম খান	মেসার্স এ. কে. খান টেলিকম লিমিটেড
৬৮.	জনাব আবু বকর মোঃ সিদ্দিকী	মেসার্স অল-টেক মেশিনারি
৬৯.	জনাব মোঃ মামুনুর রহমান	মোসার্স এক্সপোপ্রো
৭০.	জনাব আরিফ হোসেন খান	মেসার্স এস টি ইন্টারন্যাশনাল

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
৭১.	জনাব রাকিব উদ্দীন	মেসার্স এ বি এ গার্মেন্টস লিমিটেড
৭২.	জনাব মোঃ শফিকুল আলম, এফসিএমএ, এফসিএস, এফসিএ	মেসার্স বিজ সলিউশন পিএলসি
৭৩.	জনাব মোঃ রেজাউল হাকিম	মেসার্স কালারপ্লাস মাস্টারব্যাচ লিমিটেড
৭৪.	জনাব মিনহাজ আহমেদ	মেসার্স আহমেদ ফুড প্রোডাক্টস (প্রাঃ) লিমিটেড
৭৫.	জনাব ওসামা তাসীর	মেসার্স ফোর উইংস লিমিটেড
৭৬.	জনাব মোঃ শাহ্ আলম	মেসার্স আলম এসোসিয়েটস
৭৭.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	মেসার্স তানিন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
৭৮.	জনাব মনোয়ার হোসেন	মেসার্স মনোয়ার ট্রেডিং
৭৯.	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী	মেসার্স ইউনি-গ্লোব ট্রাভেলস
৮০.	মিসেস ইসমাত জেরিন খান	মেসার্স জার্মাজ লিমিটেড
৮১.	ড. লকিয়ত উল্লাহ	মেসার্স বায়োফার্মা লিঃ
৮২.	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	মেসার্স হাজী আব্দুল হালিম এন্ড সন্স
৮৩.	জনাব তাইজুল ইসলাম	মেসার্স এশিয়ান পেইন্ট এন্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ
৮৪.	জনাব মোঃ সালিম সোলায়মান	মেসার্স ম্যাসনস পলিমার কর্পোরেশন
৮৫.	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান	মেসার্স এস কমার্শিয়াল এন্টারপ্রাইজ
৮৬.	জনাব মোঃ সাখাওয়াত উল্লাহ আজাদ	মেসার্স রিলাইএ্যাবল কর্পোরেশন
৮৭.	জনাব আবুল কালাম	মেসার্স জেনিন ইন্ডাস্ট্রিজ
৮৮.	জনাব মোঃ মতিন মিয়া	মেসার্স ক্লাসিক সিলভার টয়
৮৯.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	মেসার্স এএসসিও পিএলসি
৯০.	মিসেস তাসলিমা সিদ্দিক রত্না	মেসাস ইত্যাদি হ্যান্ডিক্র্যাফট্স
৯১.	জনাব মোহাম্মদ জমশের আলী	মেসার্স সনি লুব্রিকেন্টস সেন্টার
৯২.	মিসেস শারমিন আক্তার	মেসার্স নকশি বাংলা হস্তশিল্প
৯৩.	জনাব শফিউল হায়দার চৌধুরী	মেসার্স রয়েল বেঙ্গল শিপিং লিমিটেড
৯৪.	জনাব আব্দুর রহিম শেখ	মেসার্স জিএম ইন্টারপ্রাইজ
৯৫.	জনাব সায়েদুল হাসান	মেসার্স আলেয়া কর্পোরেশন
৯৬.	জনাব আফতাবুদ্দীন	মেসার্স বনানী মেডিক্যাল স্টোর
৯৭.	জনাব মোঃ নাঈম সরকার	মেসার্স জাওয়াদ ড্রাগ হাউজ
৯৮.	জনাব শামস মাহমুদ	মেসার্স শামস ডেনিমস লিমিটেড
৯৯.	সৈয়দ মামনুন কাদের	মেসার্স সাউথটেক লিমিটেড
১০০.	জনাব ইমরান আহমেদ	মেসার্স নওয়াব এন্ড সন্স
১০১.	জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	মেসার্স এস.এস. ট্রেড লিংক ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিঃ
১০২.	জনাব শাহজাহান সরকার	মেসার্স ইরেক্টর ইন্টারন্যাশনাল
১০৩.	জনাব মুজিবুল্লাহ ভূঁইয়া	মেসার্স আনোয়ার খান মডার্ন হসপিটাল লিমিটেড
১০৪.	জনাব মোঃ রমজান আলী	মেসার্স হক প্লাস্টিক সেন্টার
১০৫.	জনাব মোঃ কবির হোসেন	মেসার্স বে ফিশ ইন্টারন্যাশনাল
১০৬.	জনাব মোঃ জিয়া উদ্দীন	মেসার্স প্রিস্টিন কেম লিমিটেড
১০৭.	ইঞ্জিঃ এম এ ওয়াহাব	মেসার্স একিউরেট টেকনোলজি লিঃ
১০৮.	জনাব মোঃ শিহাব আদ-দিন	মেসার্স ক্যাপিটাল কনসর্টিয়াম লিঃ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
১০৯.	আলহাজ্ব মোহাম্মদ শরফুদ্দিন	মেসার্স আদর এন্টারপ্রাইজ
১১০.	মিসেস সুরাইয়া আলম	মেসার্স সুরাইয়া ফ্যাশন
১১১.	জনাব বেনজির আহমেদ	মেসার্স এল.এ. ফ্যাশন (প্রাঃ) লিঃ
১১২.	জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন	মেসার্স ক্যাপিটাল বিস্কুট কোং
১১৩.	জনাব রাওয়ান আহমেদ চৌধুরী	মেসার্স ভ্যানগার্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড
১১৪.	জনাব এম খাইরুল আলম	মেসার্স এআর সার্ভিসেস
১১৫.	জনাব মোহাম্মদ জামিল উদ্দীন	মেসার্স হামদার্দ ল্যাব বাংলাদেশ
১১৬.	জনাব আবদুল্লাহ আল বাকি	মেসার্স দিগন্ত মিডিয়া
১১৭.	জনাব মোঃ ইকরাম ঢালী	মেসার্স সীমা প্যাকেজিং অ্যান্ড এক্সেসোরিজ
১১৮.	জনাব মোঃ মাইনুল ইসলাম	মেসার্স আবদুল্লাহ এন্টারপ্রাইজ
১১৯.	জনাব একেএম সাদেক হোসেন	মেসার্স এইচবি ট্রেডিং কর্পোরেশন
১২০.	ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন	মেসার্স প্যারাডাইজ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কন্সট্রাকশন লিঃ
১২১.	জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	মেসার্স অ্যাডভানস ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১২২.	জনাব মাহমুদ হাসান	মেসার্স হাসান ট্রেড ইমপেক্স লিমিটেড
১২৩.	জনাব আজিজ সরকার	মেসার্স আরিয়ারা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
১২৪.	জনাব এনামুল হাসান	মেসার্স ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন
১২৫.	জনাব মোঃ বরকত উল্লাহ্	মেসার্স এস.এ. ট্রেডার্স অ্যান্ড কোং
১২৬.	জনাব মোঃ শফিকুল হাসান	মেসার্স খিদমাহ ফুডস লিমিটেড
১২৭.	জনাব হুমায়ুন রশিদ	মেসার্স এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশনলিমিটেড
১২৮.	মিসেস হেনা	মেসার্স মিসেস হেনা
১২৯.	জনাব মহিন উদ্দীন বুলবুল	মেসার্স ওশেন এঞ্জেল ফ্রেইট লিমিটেড
১৩০.	জনাব গাজী মতিন হোসেন	মেসার্স ড্যাফনিয়া ইন্টারন্যাশনাল
১৩১.	জনাব রাশেদ মাকসুদ খান	মেসার্স বেঙ্গল ফাইন সিরামিক লিমিডেট
১৩২.	জনাব মোঃ জালাল উদ্দীন	মেসার্স ফয়সাল কন্সট্রাকশন
১৩৩.	জনাব আরিফ হোসেন খান	মেসার্স রানী ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
১৩৪.	জনাব মাহমুদুর রহমান	মেসার্স ভূঁইয়া ইন্টারন্যাশনাল
১৩৫.	জনাব ফাহাদ হক সীমান্ত	মেসার্স হক ট্রেডার্স
১৩৬.	জনাব মোঃ জাবেদ ওমর	মেসার্স ডিজিটাল ট্রেডার্স
১৩৭.	জনাব মোঃ পারভেজ আহমেদ	মেসার্স রিহান কর্পোরেশন
১৩৮.	জনাব মিজানুর রহমান	মেসার্স গনি অ্যান্ড সন্স

সভার শুরুতে ডিসিসিআই-এর মহাসচিব **জনাব আফসারুল আরিফিন** বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে স্বাগত জানান। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী তিনি চেম্বারের সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকমন্ডলীর সদস্যগণকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান এবং সকলে আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে ও চেম্বারের মহাসচিবের আহবানে ইমাম জনাব হাফেজ ক্বারী মোঃ আব্দুস সাত্তার পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন।

অতঃপর ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মো. সামীর সাত্তার এর সভাপতিত্বে ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে মহাসচিব ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠ করেন। তিনি ২০২৪ সালে ঢাকা চেম্বারের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যারা ইন্তেকাল করেছেন, তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন। বিশেষত, ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান খান,

প্রাক্তন পরিচালক এ ওয়াই এম মোখলেছুর রহমান, পরিচালক এম শফিকুল আলম, প্রাক্তন সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমানের বড় ভাই নাসির উদ্দিন আহমেদ, প্রাক্তন সভাপতি জনাব আফতাব-উল ইসলামের বড় বোন রওশন আক্তার, পরিচালক ও সদ্য প্রাক্তন সভাপতি জনাব রিজওয়ান রাহমানের চাচাতো ভাই এস এম বেলাল উদ্দিন, প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার-এর বড় বোন শাহিদা আহমেদ, পরিচালক জনাব কামরুল হাসান তুহিনের মাতা মঞ্জু বেগম, পরিচালক জনাব এম মোসাররফ হোসেন এর শাশুড়ি মমতাজ বেগম, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরীর মাতা রাবেয়া করিম চৌধুরী, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ্-এর মাতা নূর জাহান বেগম, প্রাক্তন পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ-এর পিতা হেদায়াত উল্লাহ্, এসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক মিস হুমায়রা চৌধুরীর মাতা শাহনাজ চৌধুরী এর জন্য শোক প্রকাশ করেন।

পাশাপাশি, এমসিসিআই'র সাবেক সভাপতি ও আইসিসি- বাংলাদেশ'র সহ-সভাপতি রোকেয়া আফজাল রহমান, এফবিসিসিআই'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি আবু আলম চৌধুরী, র‍্যাংগস গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ চৌধুরী, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এবং গণস্বাস্থ্য ও নগর হাসপাতালের ট্রাস্টি ডা. জাফরউল্ল্যাহ চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট-এর সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ নূরে আলম সিদ্দিকী, দেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম উপ-চেয়ারম্যান প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. নূরুল ইসলাম, বিশিষ্ট চলচিত্র অভিনেতা ও সংসদ সদস্য আকবর হোসেন পাঠান (ফারুক), বাংলাদেশের প্রথম টাকা ও স্ট্যাম্পের নকশাকার এবং 'ডিসিসিআই রিভিউ'-এর প্রচ্ছদ ডিজাইনার কে জি মুস্তাফা, স্বনামধন্য লেখক, সাংস্কৃতিক কর্মী, সাবেক সংসদ সদস্য ও শহীদজায়া অধ্যাপিকা পান্না কায়সার এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

এছাড়াও, ঢাকা চেম্বারের অতিরিক্ত নির্বাহী সচিব (জনসংযোগ ও ইভেন্ট) মোঃ একরামুল হক-এর মাতা মরিয়মের নেছা, উপ-নির্বাহী সচিব (সদস্যপদ, প্রশাসন ও এইচআর) রাসেল আহমেদ-এর বাবা বাবু আহম্মেদ, সহকারী নির্বাহী সচিব (হিসাব) নাজমুন নাহার সুচি-এর বাবা মোঃ শফিকুর রহমান, সহকারী নির্বাহী সচিব রুমানা পারভীন-এর বাবা মোঃ এনায়েত হোসেন চেধুরী, সাপোর্ট স্টাফ শহীদুল ইসলাম শহীদের বাবা মোঃ ফয়েজ আহমেদ, ড্রাইভার মোঃ লিয়াকত হোসেনের ছোট বোন ববিতা আক্তার, ডিসিসিআই নামাজ ঘরের ইমাম হাফেজ আব্দুস সাত্তারের মাতা রহিছা খাতুন প্রমুখ এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

পাশাপাশি তুরস্ক ও সিরিয়ায় ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ভূমিকম্প এবং লিবিয়ায় ঘটে যাওয়া মারাত্মক সাইক্লোনের আঘাতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুতে এবং ফিলিস্তিনের গাজায় দখলদার বাহিনীর নির্মম হত্যা যজ্ঞের শিকার নারী-শিশু সহ নির্বিশেষে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি সেসকল প্রয়াত ব্যক্তিবর্গের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং যারা অসুস্থ রয়েছেন তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করেন চেম্বারের প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ্।

অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে চেম্বারের মহাসচিব জনাব আফসারুল আরিফিন আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

আলোচ্যসূচি–১: ২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

সভাপতি মহোদয় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র ২০২৩ সালের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং তার পক্ষ থেকে চেম্বারের ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র ২০২৪ সালের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, ২০২৪-২০২৫ সালের নব নির্বাচিত সভাপতি এবং পরিচালকবৃন্দ, ঢাকা চেম্বারের সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং ১৯৮২, ১৯৮৫, ১৯৯৫, ২০০০, ২০০১, ২০০২, ২০০৬, ২০০৭, ২০১০, ২০১৯ এবং ২০২০ এর প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দকে সালাম জানিয়ে সভায় উপস্থিত সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানান। ডিসিসিআই সভাপতি বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০২৩ সালের পরিচালকমণ্ডলীর কার্যক্রম সবিস্তারে উপস্থাপন করেন।

সভার শুরুতেই তিনি মহান বিজয়ের ৫৩তম বার্ষিকীতে সশ্রদ্ধ সালাম জানান স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি ও সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহাদত বরণকারী, যুদ্ধাহত ও সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের। স্মরণ করেন দেশ-বিদেশের বরেণ্য গুণীজন, রাষ্ট্রনেতা, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী, শিল্পী, সাহিত্যিক যারা এ বছর ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এছাড়া, ঢাকা চেম্বার পরিবারের যে সকল সদস্য ও তাদের স্বজনদেরকে এ বছর হারিয়েছি তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

জনাব সাত্তার, ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, "সভাপতি হিসেবে ঢাকা চেম্বারে নেতৃত্ব দিতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্ববোধ করছি। সফলতা ও কিছু সীমাবদ্ধতার মাঝে এটি ছিল আমার জন্য এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। আমরা আজ একত্রিত হয়েছি- গত বছরে চেম্বারের কার্যক্রম, সাফল্য এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঢাকা চেম্বারের ভূমিকা তুলে ধরার জন্য।"

তিনি বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য ২০২৩ সালকে একটি মাইলস্টোন বছর হিসেবে বিবেচনা করেন। কারণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এ বছর "Smart Bangladesh" ভিশন ঘোষণা করেছেন। জনাব সাত্তার মনে করেন, "Smart Bangladesh" হবে একটি Knowledge based অর্থনীতি। এছাড়া, তাঁর মতে এ বছরটি ছিল উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো নির্মাণের এক অসাধারণ বছর। ঢাকাসহ দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো তথা মেট্রোরেল, Elevated Expressway, ঢাকা বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল,

বঙ্গবন্ধু টানেলসহ অসংখ্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এ বছরে উদ্বোধন করা হয়। যার মাধ্যমে ঢাকাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার সাপ্লাই চেইনকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জন্য একটি সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। Elevated Expressway সম্পূর্ণভাবে চালু হলে দেশের ৩০ জেলার মানুষ দ্রুত ও সহজে রাজধানীতে প্রবেশ ও বের হতে পারবে। এর মাধ্যমে দেশের জিডিপি ০.২১% বাড়বে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যাক্ত করেন। এছাড়া, তাঁর মতে বঙ্গবন্ধু টানেল চালু হলে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ০.১৬% বৃদ্ধি পেতে পারে।

তিনি বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের ফলে বিশ্বব্যাপী supply chain এ বেশ বড় ধরনের দুর্বলতা দেখা দেয়, যার সরাসরি প্রভাব বাংলাদেশেও পড়ে। যার ফলে টাকার অবমূল্যায়ন ও বৈদেশিক মুদ্রার সংকটকে সামনে নিয়ে আমাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করতে হয়েছিল। গত মে মাসে মূল্যস্ফীতি বেড়ে গিয়ে ৯.৯৪% এ উন্নীত হয়, যা গত ১১ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। পরবর্তীতে সরকারের দৃঢ় নেতৃত্বের কারণে ও প্রয়োজনীয় কিছু পদক্ষেপের কারণে আমদানির পরিমাণ কমে গিয়ে এবং প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় থাকায় দেশের পণ্য রপ্তানি ৫৫.৫৫ বিলিয়ন ডলারের ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করে। তিনি মনে করেন, সামনের দিনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের supply chain এ কোন বাঁধা তৈরি না হলে খুব কম সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ ১০০ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানির মাইলফলক ছুঁতে পারবে। তবে বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের কারণে এলসি খুলতে না পারা, রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাওয়া, কাঙ্খিত বিদেশী বিনিয়োগ না পাওয়ায় তৈরি রিজার্ভ সংকট আমাদের অর্থনীতিকে কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে যা থেকে দ্রুত উত্তরণ জরুরী। এছাড়া, বছরের শেষ ভাগে এসে চলমান হরতাল-অবরোধের অস্থিরতার কারণে শিল্প ও উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থে এই অস্থিরতা নিরসন করা দরকার বলে তিনি মনে করেন।

তিনি আরও বলেন, বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও মূল্যস্ফীতির সংকটের কারণে বাংলাদেশের বেসরকারিখাতের কার্যক্রম অনেকাংশে ব্যাহত হয়। সংকটকালীন সময়ের এই প্রভাব থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ডিসিসিআই ২০২৪ সালে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এর প্রতিফলন হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিকল্প মুদ্রা ব্যবহার করার জন্য টাকা-রুপির বাণিজ্যকে চালু করেছে। এছাড়া বেসরকারিখাতের Survival Strategy কে অন্যতম কৌশল হিসেবে বিবেচনা করে ঢাকা চেম্বার সরকার ও নীতি নির্ধারকদের অংশগ্রহণে বেশ কয়েকটি কার্যক্রম পরিচালনা করে। স্থানীয় শিল্প ও ব্যবসার পরিবেশ সমুন্নত রাখতে Multi-Stakeholder বৈঠক, Energy Strategy, LDC Graduation, Conventional Agriculture থেকে Smart Agriculture, Arbitration, Disaster Risk Management, Industry-Academia Linkage, Import-substitute industry, Decentralization of Dhaka, ট্যাক্স, ভ্যাট, শুল্ক, বন্দর ব্যবস্থাপনা, কোম্পানী আইনের সংস্কার এবং National Budget ইত্যাদি শীর্ষক ২৩টি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম ও Stakeholder discussion আয়োজন করে যা থেকে গৃহীত ৫৩৬টি নীতি ও সুপারিশমালা সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে।

ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে প্রেরিত এ সকল সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় শিল্প মন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব, বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, এনবিআর-এর চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ এবং সুপারিশমালা বাস্তবায়নের সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। ডিসিসিআই'র বিভিন্ন আয়োজনে কমপক্ষে ১০ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও আইন প্রণেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পাশাপাশি, বেসরকারিখাতের স্বার্থ রক্ষার্থে এ বছর ১১ জন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া, ২৮৭টি সেমিনার ও আলোচনা সভায় ঢাকা চেম্বার প্রতিনিধিত্ব করেছে।

তিনি বলেন, এলডিসি গ্রাজুয়েশন কে সামনে রেখে ২০২৬ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণ এবং সিএমএসএমইদের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে ডিসিসিআই থেকে বিভিন্ন বিষয়সমূহকে সামনে রেখে "Improving Export Capabilities of SMEs: Succeeding Globally Upon LDC Graduation" এবং "Technology for SMART SME" শীর্ষক দুটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

- ডিসিসিআই "LNG Import from Spot Market: Potential Pricing and impact on Industry in Bangladesh"; "Contemporary Core Challenges of SMEs and Way Forward in Bangladesh: Inflation, Customs and Foreign Exchange Perspective" এবং "Attracting FDI in Bangladesh Challenges & Way Forward upon LDC Graduation" শীর্ষক তিনটি সময়োপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের চাহিদা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশমালা, বাজেটের উপর প্রতিক্রিয়া, Monetary Policy এর ওপর বিবৃতি, প্রয়োজনীয় নীতি সংশোধনী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে ডিসিসিআই-এর মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে।

- ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ উন্নয়নে এবং বেসরকারিখাতের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে মোট ৬টি নীতিমালায় ডিসিসিআই হতে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম Bangladesh-India Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) regarding trade in goods, trade in services, investment etc.; TRIPS Agreement Flexibilities; Implications of Trade Policy Review of European Union on SMEs in Bangladesh; Cross-Border Digital Trade Policy 2024। এছাড়া, ডিসিসিআই "Biannual Economic state: Private Sector Perspective" শীর্ষক অর্ধ-বার্ষিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম মূল্যায়ন করেছে। যেখানে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং বেসরকারিখাতের চ্যালেঞ্জসমূহ নির্ণয় পূর্বক প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কারের সুপারিশ করা হয়। এছাড়া, বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য ১৫৫ দিন মিডিয়াতে ডিসিসিআই-এর উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য।

বিদেশী ডেলিগেশন

ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাস, বিদেশি মিশন, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন, আন্তর্জাতিক চেম্বার এবং বাণিজ্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বিভিন্ন আলোচনা করে থাকে। এ বছর মোট ২১টি দেশের ২৬ জন কূটনৈতিক মিশনের প্রধান ঢাকা চেম্বারের সভাপতির সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দ্বি-পাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন যা দেশের ব্যবসায়ীদের উন্নয়নে ও চেম্বারকে আন্তর্জাতিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। এ বছর ঢাকা চেম্বারের সদস্যরা ভারতে BIMSTEC Business Conclave এবং সৌদি আরবে DCCI business delegation এ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, এ বছর ভারত, নেপাল, চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, বেলজিয়াম এবং ক্যামেরুন থেকে ১০টি ডেলিগেশন ঢাকা চেম্বারের সহিত দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। ঢাকা চেম্বার আয়োজিত আন্তর্জাতিক বিজনেস ডেলিগেশনে সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের সাথে ৬০০টির অধিক B2B সম্পন্ন হয়েছে।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার এ বছর ৮টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। তার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ, DSCC, BSCIC, BIRDEM, Yerevan Chamber of Commerce & Industry (YERCCI), Eastern Bank Limited, Riyadh Chamber of Commerce, Makkah Chamber of Commerce এবং Bangladesh Foreign Trade Institute (BFTI) অন্যতম।

সদস্যপদ

এ অর্থবছরে ঢাকা চেম্বারের ৬৪৬ জন নতুন সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন, ১৭৫ জন সদস্য তাঁদের সদস্যপদ পুনরুদ্ধার করেছেন এবং ৩,৮৬৩ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেছেন। সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত চেম্বারের সদস্য সংখ্যা ২.৯২% হারে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বমোট ৪,৬৮৪ জন এ উন্নীত হয়েছে।

স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম

ডিসিসিআই-এর ১৫টি স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং ৭টি বিশেষ কমিটি ৫৬টি আলোচনা সভা করে এবং এ সকল সভায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গৃহীত হয়। যা অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

২০২৩ সালে প্রকাশনা সমূহ

ডিসিসিআই এ বছর ২টি প্রকাশনা বের করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

১. ১০টি DCCI Monthly Review
২. DCCI Tax Guide 2023-24

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

সার্বিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং ডিসিসিআই ভবনে পূর্ণাঙ্গ গ্যারেজ নির্মাণের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে ২ কোটি ২০ লাখ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং পূর্ণাঙ্গ গ্যারেজ নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে। নতুন পর্ষদ ২০২৪ সালে এটির সফল বাস্তবায়ন সম্পন্ন করবে বলে জনাব সাত্তার আশাবাদ ব্যাক্ত করেন।

সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

এ বছর তুরস্ক-সিরিয়া ভূমিকম্পে তুরস্কের ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণের জন্য ত্রাণ সহায়তা হিসেবে ১১,৮০,০০০ (এগারো লক্ষ আশি হাজার) টাকা ব্যয়ে কম্বল ক্রয় করে বাংলাদেশস্থ তুরস্কের দূতাবাসে প্রদান করা হয়। সহযোগিতা স্বরূপ শিশুদের মুক্ত বায়ু সেবন সংস্থাকে ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। এছাড়া, Acid Survivors Foundation কে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

ডিসিসিআই এর আর্থিক হিসাব

এ বছর ঢাকা চেম্বারের আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় ১০.৬৫% কমে ১৬ কোটি ২২ লাখ ৭৪ হাজার ৫৯০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২.০২% বৃদ্ধিতে মোট খরচ হয়েছে ১৩ কোটি ৫২ লাখ ২৮ হাজার ৫৫৪ টাকা যার মধ্যে Capital expenditure এর পরিমাণ ছিল ১১ লাখ ৭৭ হাজার ৯১০ টাকা, যা মোট ব্যয়ের ০.৮৭%। গত বছরে Capital expenditure এর পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৫০ লাখ ১ হাজার ৯৬৯ টাকা যা মোট ব্যয়ের ৩৪%। চেম্বারের মোট তহবিল বা সঞ্চয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় ১৬.২৯% বৃদ্ধি পেয়ে এ বছরে ৯৫ কোটি ৮৯ লাখ ৮৭ হাজার ৫৫৩ টাকায় উন্নীত হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০২৪ সালে চেম্বারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

সভাপতি মহোদয়ের বক্তব্যের পর ২০২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব ও সমর্থন করেন যথাক্রমে জনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, প্রোপাইটর, মেসার্স হাজী আব্দুল হালিম অ্যান্ড সন্স এবং জনাব মোঃ সালাউদ্দিন ইউসুফ, পরিচালক, মেসার্স লুব-রেফ (বিডি) লিমিটেড। এ প্রেক্ষিতে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সভায় বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Audit Report) অনুমোদন;

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে মহাসচিব মহোদয় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর জনাব শামীম ভূঁইয়া, প্রোপাইটর, মেসার্স হার্ট ইন্টারন্যাশনাল এর অনুমোদনের প্রস্তাবে জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ, প্রোপাইটর, মেসার্স দিগন্ত এডভার্টাইজিং এর প্রস্তাব সমর্থনে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৩: ২০২৪, ২০২৫ ও ২০২৬ সালের পরিচালক এবং ২০২৪ সালের জন্য সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

চেম্বারের মহাসচিব আলোচ্যসূচি অনুসারে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার জন্য নির্বাচন বোর্ডের চেয়্যারম্যানকে আহবান জানান। নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, ডিসিসিআই ২০২৪ সালের নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করে বলেন, জেনারেল শ্রেণীর ৪ (চার) জন এবং এসোসিয়েট শ্রেণীর ২ (দুই) জন প্রার্থী ২০২৪, ২০২৫ এবং ২০২৬ সালের জন্য ডিসিসিআই-এর পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। অতঃপর ২০২৪, ২০২৫ এবং ২০২৬ সালের জন্য ডিসিসিআই এর নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দের নাম ঘোষণা করা হয়। জেনারেল শ্রেণী থেকে নির্বাচিত হয়েছেন- জনাব মোহাম্মদ সাইফুর রহমান সাইফ, জনাব আশরাফ আহমেদ, জনাব সাইফ উদ্দৌলাহ্, জনাব নাঈমুর রহমান এবং এসোসিয়েট শ্রেণী থেকে নির্বাচিত হয়েছেন: জনাব মোঃ সালিম সোলায়মান ও জনাব মোঃ সিয়াম আল-দ্বীন মালিক।

অতঃপর ডিসিসিআই নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান, জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, ২০২৪ সালের জন্য সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করে তিনি জানান- সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন জনাব আশরাফ আহমেদ, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন- জনাব মালিক তালহা ইসমাইল বারী এবং সহ-সভাপতি পদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন- জনাব মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী। নির্বাচিত সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি ও পরিচালকবৃন্দকে নির্বাচন বোর্ডের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়। অতঃপর নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় নির্বাচন বোর্ড ও এ্যাপিলেট বোর্ডের কার্যক্রম এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এ পর্যায়ে, ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচিত সভাপতি, জনাব আশরাফ আহমেদ বলেন, গত এক দশকে আমরা অর্থনীতিতে একটি অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধি দেখেছি। মাথাপিছু আয় তিনগুন বেড়ে প্রায় তিন হাজার ডলারে পৌঁছে গেছে, যা এসেছে মূলত বেসরকারিখাত থেকে এবং এতে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল ঢাকার ব্যাবসায়িদের। দুটি কারণে এটি সম্ভব হয়েছে-সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং বেসরকারি ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি।

আমরা দুর্ভাগ্যবশত গত কয়েক বছরে বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারে একের পর এক ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছি যা একান্তই বৈশ্বিক ও বাহ্যিক। কোভিড মহামারী, ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদের হার বৃদ্ধির কোনটারই উৎস আমরা নই। আমরা, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আমাদের এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল Regime এর অত্যন্ত শক্তিশালী সুরক্ষার পরেও এই External Shockwave এর মুখোমুখি হচ্ছি। আমরা যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়েছি তা কার্যকর, কিন্তু প্রত্যাশিতভাবেই তা বেসরকারিখাতের জন্য চাপ সৃষ্টি করছে এবং প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি। আমদানি ও বৈদেশিক মুদ্রার সীমাবদ্ধতা, ক্রমবর্ধমান জ্বালানি মূল্য, ক্রমাগত মূল্যস্ফীতি, ঋণের সুযোগ হ্রাস, সুদের হার বৃদ্ধি এই সবই আমাদের অর্থনীতির সরবরাহের দিক বজায় রাখার ক্ষমতাকে সীমিত করে দিচ্ছে। পাশাপাশি নিত্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ব্যয় বৃদ্ধি ও সিএমএসএমই সহ সকল স্তরের ব্যবসায় Cost of Doing Business বৃদ্ধি পায়।

আমাদের অর্থনীতির বৃদ্ধির ইঞ্জিন এখন বেসরকারিখাত, এবং সরকার নীতি সহায়তার মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান ভাবে এটি সম্ভব করার চেষ্টা করছে। অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার পাশাপাশি অর্থনীতিকে উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরিয়ে নিতে আগামী বছর বেসরকারিখাতকে ভূমিকা রাখতে হবে। বেসরকারিখাতের ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে পুনরুদ্ধারের পথে অগ্রসর হতে আমরা আশা করি এবারো আগের মত কিছু সুস্পষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারবো।

আমরা আগামী এক দশকের মধ্যে বিশ্বের শীর্ষ বিশটি অর্থনীতির একটি হব এবং দুই দশকের মধ্যে একটি উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হব। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদে আমাদের অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। বেসরকারীখাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি না করতে পারলে এটা সম্ভব হবে না সরাসরি intervention এবং investemnt করতেই হবে। পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টিকে মাথায় রেখে আমরা আগামী বছর বেশ কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করবো যেমনঃ LDC গ্র্যাজুয়েশন পরবর্তী সময়ে স্থানীয় বাজার শক্তিশালীকরণ ও রপ্তানি বাণিজ্যের বহুমুখীকরণের পাশাপাশি বাজার বহুমূখীকরণ। তাছাড়া, স্থানীয় শিল্পায়ন উৎসাহিতকরণ, আর্থিক খাত তথা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করতে ঋণের ব্যয় হ্রাস করণ, Non-Performing Loan (NPL) কমাতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও Financial inclusion, CMSME-দের জন্য Access to Finance & Technology নিশ্চিতকরণ, Capital মার্কেটকে গতিশীল করা, Employability, Skill Development, জ্বালানি নিরাপত্তা, PPP ভিত্তিক অবকাঠামোগত বিনিয়োগ ও উন্নয়ন, দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কূটনীতি, কর ব্যবস্থার অটোমেশন ও করের আওতা বৃদ্ধি, ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা সংস্কারে policy recommendation প্রেরণ, বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে FDI এর প্রবৃদ্ধিতে ঢাকা চেম্বার পূর্বের মত দ্বিগুণ উদ্যোমে কাজ করে যাবে।

এ পর্যায়ে আলহাজ্ব মোহাম্মদ শরফুদ্দিন, প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই নির্বাচিত সভাপতিকে অভিনন্দন জানিয়ে উল্লেখ করেন, ঢাকা চেম্বারের বিল্ডিং থেকে যে আয় হয় তা পর্যাপ্ত নয়। এজন্য চেম্বারের আয়বর্ধক কার্যক্রম আরো বাড়ানো প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, ঢাকা চেম্বারের সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য ডিবিআই খোলা হয়েছে এবং উক্ত ইনস্টিটিউট থেকে সদস্যরা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের ব্যবসায়িক সমস্যার সমাধান করবে এবং উক্ত প্রশিক্ষণ কাজে লাগানোর জন্য ডিবিআই এ প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু বাস্তবে এর প্রতিপালন দেখা যাচ্ছে না। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে সদস্যদের জন্য উক্ত ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করার সুযোগ করে দিবে ডিসিসিআই। পাশাপাশি BUILD-এর কাজ আরো কিভাবে বাড়ানো যায় সেটা নিয়ে ভাবা উচিত।

জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই বলেন, ঢাকা চেম্বার কর্তৃক ২০১৫ সালে গুলশানে ক্রয় করা সম্পত্তি কেন এখনও পর্যন্ত তা রেজিস্ট্রেশন হয় নি তার কারণ নির্ণয় এবং এই সম্পত্তির ভূমি কর দেওয়া হচ্ছে কি না তা যাচাই করা জরুরী।

জনাব হাজী আবদুস সালাম, সাবেক উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই বলেন, ঢাকা চেম্বারের গত কয়েক বছরের নির্বাচিত সভাপতি বিশেষকরে জনাব রিজওয়ান রহমান ও জনাব মোঃ সামীর সাত্তার তাঁদের কার্যক্রমের মাধ্যমে অন্যান্য চেম্বার বা এসোসিয়েশনের তুলনায় ঢাকা চেম্বারকে শক্তিশালী ভূমিকায় অবতীর্ন করেছেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, নীতিনির্ধারণীমূলক প্রস্তাবনাগুলো যা ইতোমধ্যে চেম্বার থেকে উত্থাপিত হয়েছে ভবিষ্যতে তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান বোর্ড ভূমিকা পালন করবেন এবং এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

আলোচ্যসূচি-৪: ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক (Auditor) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ:

মহাসচিব ২০২৪-২০২৪ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ বিষয়ে তিনটি আবেদন পত্র প্রাপ্তির উল্লেখ করেন, উক্ত ফর্মসমূহ যথাক্রমে মেসার্স এ. কাসেম অ্যান্ড কোং, এম এম রহমান অ্যান্ড কোং ও মেসার্স খান ওহাব। ২০২৪-২৪ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক হিসাবে বিস্তারিত আলোচনার পর মেসার্স এ. কাসেম অ্যান্ড কোং- কে নিরীক্ষা ফি ১,২০,০০০ টাকা + ১৫% ভ্যাট - মোট ১,৩৮,০০০ টাকা (এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার টাকা) পারিশ্রমিক ধার্য্য করে ২০৩৪-২০২৪ অর্থবছরের নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, প্রতিনিধি, মেসার্স আহমেদ খান অ্যান্ড কোং এবং সমর্থন করেন জনাব মোঃ জামশের আলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স সনি লুব্রিকেন্টস সেন্টার। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে সভায় এ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি মহোদয় বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আফসারুল আরিফিন
মহাসচিব

ব্যারিস্টার মোঃ সামীর সাত্তার
সভাপতি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র উল্লেখযোগ্য ঘটনাপুঞ্জী ২০২৩–২০২৪

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র উল্লেখযোগ্য ঘটনাপুঞ্জী ২০২৩–২০২৪

১৯ ডিসেম্বর ২০২৩	:	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত।
২২ ডিসেম্বর ২০২৩	:	ঢাকা চেম্বারের নবনির্বাচিত সভাপতি আশরাফ আহমেদ এফবিসিসিআই'র সভাপতি মাহবুবুল আলম-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী ও সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
২৭ ডিসেম্বর ২০২৩	:	'ডিসিসিআই ট্যাক্স গাইড ২০২৩-২৪'-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী ও সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	:	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত 'খসড়া জাতীয় লজিস্টিক নীতিমালা' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।
৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	:	ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা-এর মধ্যকার সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী ও সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
১০ জানুয়ারি ২০২৪	:	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব মোঃ শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
	:	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
	:	বাংলাদেশ সফরকারী কানাডিয়ান হিন্দু চেম্বার অব কমার্স-এর বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সম্মানে এফবিসিসিআই আয়োজিত নৈশভোজে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।
১৩ জানুয়ারি ২০২৪	:	ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সভাপতিত্বে 'ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ২০২৩: কর্পোরেট ট্যাক্স চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড অপরচুনিটিস' বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।
১৪ জানুয়ারি ২০২৪	:	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
১৫ জানুয়ারি ২০২৪	:	বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনরি এবং ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	:	ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর নেতৃত্বে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
১৮ জানুয়ারি ২০২৪	:	বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং-সিক এবং ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
২০ জানুয়ারি ২০২৪	:	ডিসিসিআই'র সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২১ জানুয়ারি ২০২৪ : ২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

২৩ জানুয়ারি ২০২৪ : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম (টিটু), এমপি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

: ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন, মেম্বারশীপ, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৪ জানুয়ারি ২০২৪ : ভূমিমন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এমপি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: বেসামরিক বিমান এবং পর্যটন মন্ত্রী মোহাম্মদ ফারুক খান এমপি-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ সৌজন্য সক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত এলডিসি গ্রাজুয়েশন কমিটির ১০ম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

: ভারতের ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ ভারতীয় হাইকমিশন আয়োজিত নৈশভোজে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

২৫ জানুয়ারি ২০২৪ : অ্যামচেম আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

: বাংলাদেশ-রাশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫২বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ রাশিয়ান দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

২৭ জানুয়ারি ২০২৪ : ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সভাপতিত্বে পরিচালনা পর্ষদের ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই'র সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দের ১ম সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত।

: ঢাকা চেম্বারের বার-বি-কিউ নাইট অনুষ্ঠিত।

২৮ জানুয়ারি ২০২৪ : অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৩০ জানুয়ারি ২০২৪ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে আইএফসি'র প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

৩১ জানুয়ারি ২০২৪ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: আইসিএবি আয়োজিত 'মুদ্রানীতির পর্যালোচনা' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

: ভারতে নিযুক্ত পেরুর মান্যবর রাষ্ট্রদূত জেভিয়ার ম্যানুয়েল প্যালুনিস ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ভারতে নিযুক্ত স্লোভাকিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূত রবার্ট ম্যাক্সিয়ান ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন

০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের এটুআই বিষয়ক স্টিয়ারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সভাপতিত্বে '২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে আয়কর, ভ্যাট এবং শুল্ক বিষয়ক প্রত্যাশা' শীর্ষক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : বিল্ডের ট্রাষ্টি বোর্ডের ৩৩তম সভায় ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা দি ডেইলি স্টার-কে ডিসিসিআই'র সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাক্ষাৎকার প্রদান।

০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : বাংলাদেশ টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত 'বিজনেস ইকোনোমি' শীর্ষক টকশোতে আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেন ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দের সৌজন্যে ডিসিসিআই আয়োজিত 'বার-বি-কিউ নাইট' অনুষ্ঠিত। ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : আর্মেনিয়ার অর্থনীতি বিষয়ক উপ-মন্ত্রী নারেক তারইয়ান ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সভাপতিত্বে 'পুরোনো ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণ' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগ আয়োজিত 'এটুআই' বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদের যোগদান।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্ট ফোরাম (সিএমজেএফ) আয়োজিত 'সিএমজেএফ টক' শীর্ষক অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম-এর নিকট 'জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫'-এ ডিসিসিআই'র প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ 'সময়ের আলো' পত্রিকায় সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

: একুশে টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত 'একুশে বিজনেস'- বিষয়ক টকশোতে ভার্চুয়ালি যোগদান করেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

: বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্ণর আব্দুর রউফ তালুকদার-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সঞ্চালনায় 'এলডিসি উত্তরণ সময়ে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রস্তুতি' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সভাপতিত্বে 'ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্' বিষয়ক আভ্যন্তরীণ কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

: কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমান ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সঞ্চালনায় 'বেসরকারিখাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক পর্যালোচনা (জুলাই-ডিসেম্বর, অর্থবছর ২০২৪)' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: এটুআই আয়োজিত মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ ভাচুর্য়ালি যোগদান করেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসদুপুই এবং ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: আইসিসি বাংলাদেশের পর্ষদের ৯৪তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : ইংরেজি দৈনিক 'দি বিজনেস পোস্ট'- এ ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

: ডিবিআই 'গভার্নিং বডি'-এর ২২তম সভায় ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত গুয়েন মান চুং সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হুইটলি দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী ও সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এসময় উপস্থিত ছিলেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সভাপতিত্বে পরিচালনা পর্ষদের ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

০৫ মার্চ ২০২৪ : যমুনা টেলিভিশন আয়োজিত 'টক-শো'তে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

০৭ মার্চ ২০২৪ : দুবাই চেম্বার এবং ডিসিসিআই-এর মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনা সভায় ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ ভাচুর্য়ালি যোগদান করেন।

: ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ 'নরডিক ডে' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

০৯ মার্চ ২০২৪ : বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) আয়োজিত 'আরবিট্রেশনে বৈচিত্র নিশ্চিত করার জন্য সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ নিরূপন: প্রেক্ষিত ক্ষমতায়ন দৃষ্টিকোণ' শীর্ষক সেমিনারে ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

১০ মার্চ ২০২৪ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), দৈনিক সমকাল এবং চ্যানেল ২৪ যৌথ আয়োজনে সরাসরি সম্প্রচারিত "প্রাক-বাজেট আলোচনা: প্রেক্ষিত বেসরকারিখাত" শীর্ষক অনুষ্ঠানটি ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১২ মার্চ ২০২৪ : বাংলাদেশ সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আয়োজিত ইফতার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

১৪ মার্চ ২০২৪ : 'বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যকার ভার্চুয়াল বিটুবি কনক্লেভ'-এ ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

১৬ মার্চ ২০২৪ : ডিসিসিআই আয়োজিত 'ইফতার ও দোয়া মাহফিল' প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের বলরুমে অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৭ মার্চ ২০২৪ : বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ইফতার মাহফিলে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

১৮ মার্চ ২০২৪ : এটুআই আয়োজিত 'ইনোভেট টুগেদার ফর জিরো ডিজিটাল ডিভাইড' বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

: বাংলাদেশ-জার্মান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত ইফতার ও নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

১৯ মার্চ ২০২৪ : বাংলাদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাস আয়োজিত ইফতার মাহফিলে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

২০ মার্চ ২০২৪ : ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সভাপতিত্বে 'ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস' বিষয়ক আভ্যন্তরীণ কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

: ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সভাপতিত্বে 'ডিসিসিআই ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর স্ট্যান্ডিং কমিটি'-এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৩ মার্চ ২০২৪ : ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সভাপতি পরিচালনা পর্ষদের ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৪ মার্চ ২০২৪ : ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত শ্রীলংকার হাইকমিশনার ধর্মপালা ভীরাক্কোডি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: বিজিএমইএ আয়োজিত ইফতার মাহফিলে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

২৫ মার্চ ২০২৪ : অ্যামচেম আয়োজিত ইফতার মাহফিলে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

২৭ মার্চ ২০২৪ : ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ এবং বাংলাদেশ নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন-এর মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সভা অনুষ্ঠিত।

২৮ মার্চ ২০২৪ : আইএফসি আয়োজিত ইফতার মাহফিলে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৩০ মার্চ ২০২৪ : এফবিসিসিআই আয়োজিত ইফতার মাহফিলে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

০১ এপ্রিল ২০২৪ : বাংলাদেশস্থ সৌদি দূতাবাস আয়োজিত ইফতার মাহফিলে ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

০২ এপ্রিল ২০২৪ : রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র‍্যাপিড) আয়োজিত প্রাক-বাজেট আলোচনা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

: ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সঞ্চালনায় "পুরোনো ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যে যানজটের প্রভাব ও উত্তরণের উপায় চিহ্নিতকরণ" শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) আয়োজিত ইফতার ও নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

০৪ এপ্রিল ২০২৪ : এফবিসিসিআই এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) যৌথভাবে আয়োজিত 'জাতীয় পরামর্শক কমিটি'-এর ৪৪তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

১৭ এপ্রিল ২০২৪ : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব এম তোফাজ্জল হোসেন মিয়া-এর সাথে ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ চ্যানেল ২৪-এ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

২০ এপ্রিল ২০২৪ : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত 'লজিস্টিক নীতিমালা ২০২৪' বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

২১ এপ্রিল ২০২৪ : এইচকেটিডিসি হতে আগত প্রতিনিধিদল ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

২২ এপ্রিল ২০২৪ : 'ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস' বিষয়ক আভ্যন্তরীণ কমিটির ৪র্থ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

: বাংলাদেশ সফরকারী কাতারের বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক মন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন হামিদ আল তানী-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

২৩ এপ্রিল ২০২৪ : শ্রীলংকার ন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার হতে আগত প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ এবং ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী-এর মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এসময় উপস্থিত ছিলেন।

২৭ এপ্রিল ২০২৪ : ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সভাপতিত্বে পরিচালনা পর্ষদের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

: ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি মরহুম রাশেদ মাকসুদ খানের স্মরণে অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিলে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৩০ এপ্রিল ২০২৪ : পিআরআই আয়োজিত 'বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন সম্পদের সচলতা; রূপকল্প প্রণয়ন' বিষয়ক আলোচনা সভায় নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

০১ মে ২০২৪ : মহান মে দিবস উপলক্ষে শ্রম মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

০২ মে ২০২৪ : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত 'জাতীয় লজিস্টিক পলিসি-২০২৪' বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

: আইডিএলসি এবং দৈনিক প্রথম আলো যৌথভাবে আয়োজিত উদ্যোক্তাদের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

০৪ মে ২০২৪ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ-এর ৪৬তম ব্যাচের গ্রাজুশেয়ন অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

০৫ মে ২০২৪ : ভেঞ্চার ক্যাপিটাল অ্যান্ড প্রাইভেট ইক্যুয়েটি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ আয়োজিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে জাতীয় বাজেট' বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ নির্ধারিত আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

০৭ মে ২০২৪ : বাংলাদেশে নিযুক্ত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত হেরু হারতান্তো সুবোলো ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সভাপতিত্বে 'ব্যাংক খাত; বাস্তবতা ও প্রত্যাশা' বিষয়ক ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালক নাঈমুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: বাংলাদেশে সিঙ্গাপুরের হাইকমিশন স্থাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

১১ মে ২০২৪ : ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি রাশেদ মাকসুদ খানের স্মরণে ডিসিসিআই আয়োজিত স্মরণ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

: এ্যামচেম আয়োজিত 'ইউএস ট্রেড শো ২০২৪'-এর নৈশভোজে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

১২ মে ২০২৪ : ইউএসএআইডি হতে আগত প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে বৈঠক করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন পক্ষ হতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে আগত নাগরিক প্রতিনিধিবৃন্দের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

১৩ মে ২০২৪ : তুরস্কের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সাথে ঢাকা চেম্বারের দ্বিপাক্ষিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

: তুরস্কের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সম্মানে বাংলাদেশস্থ তুরস্কের দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদে অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৪ মে ২০২৪ : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার ফর সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং' আয়োজিত 'গবেষণা ও উদ্ভাবন: শিল্পখাতের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক সেমিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

১৬ মে ২০২৪ : বিডা আয়োজিত 'বাংলাদেশের সেমিকন্ডাক্টর খাতের সম্ভাবনা' বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

: বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ আয়োজিত 'কার্বন ফিন্যান্সিং: বাংলাদেশের সমস্যা ও সম্ভাবনা' বিষয়ক সেমিনারে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

: বাংলাদেশে ব্যাংকের গভর্ণরের সাথে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

: এফবিসিসিআই এবং এনটিভি যৌথভাবে আয়োজিত 'কেমন বাজেট চাই' সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

১৮ মে ২০২৪ : ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সঞ্চালনায় 'বাংলাদেশে ইএসজি (এনভায়রনমেন্টাল, সোশাল অ্যান্ড গভার্নেন্স) কমপ্লায়েন্সের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি মরহুম মোহাম্মদ শাহজাহান খানের ১ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, প্রাক্তন সভাপতি, প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতিবৃন্দ যোগদান করেন।

১৯ মে ২০২৪ : বাংলাদেশ সফরকারী জাপানের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'বাংলাদেশ-জাপান ইকোনোমিক পার্টনারশীপ এগ্রিমেন্ট নেগোশিয়েশন' বিষয়ক সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

২০ মে ২০২৪ : 'বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস' উপলক্ষে বিএসটিআই আয়োজিত মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

: কানাডা সরকারের ইন্দো-প্যাসিফিক বাণিজ্য প্রতিনিধি পল থোপাইল-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর বৈঠক অনুষ্ঠিত।

২১ মে ২০২৪ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সভাপতিত্বে 'ডিসিসিআই ফিন্যান্স আভ্যন্তরীণ কমিটি'-এর ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৩ মে ২০২৪ : শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'প্রেসিডেন্টস' ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাওয়ার্ড' প্রদান অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

২৫ মে ২০২৪ : ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

: প্রধানমন্ত্রীর সাথে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

২৬ মে ২০২৪ : বিয়াক আয়োজিত 'বিনিয়োগ বিষয়ক জটিলতা নিরসনে এডিআর কার্যক্রমের কার্যকর ব্যবহার' বিষয়ক সেমিনারের প্যানেল আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

২৭ মে ২০২৪ : যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে প্রধানমন্ত্রীর মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

: ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকায় সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

: ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে এফবিসিসিআই'র ডিরেক্টর ইন চার্জ সালমা আহমেদ সাক্ষাৎ করেন।

২৮ মে ২০২৪ : ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সঞ্চালনায় 'বাংলাদেশ-রাশিয়ার বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা উন্নয়ন' বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা ঢাকা চেম্বার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

২৯ মে ২০২৪ : যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: আইসিসি বাংলাদেশের পরিচালনা পর্ষদের ৯৫তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

৩০ মে ২০২৪ : অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি-এর সাথে আইসিসি বাংলাদেশ-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন, ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি আশরাফ আহমেদ'র সভাপতিত্বে "স্মার্ট এগ্রিকালচার; ভ্যালু চেইন উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

০১ জুন ২০২৪ : দৈনিক সমকাল আয়োজিত 'তৈরি পোষাক খাতের দায়বদ্ধতা : কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং অগ্রযাত্রা' বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

: চ্যানেল-২৪-এর ১২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

: নিউজপেপার ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) আয়োজিত 'নিউজপেপার এ্যাওয়ার্ড ২০২৪' প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

০২ জুন ২০২৪ : বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুক ডিসিসিআই'র সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

০৩ জুন ২০২৪ : বাংলাদেশ ও কানাডার বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডা'র হাইকমিশনার ড. লিলি নিকোলাস সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

০৬ জুন ২০২৪ : ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যমুনা টেলিভিশনে বাজেট বিষয়ক সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

: 'জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫'-এর উপর ডিসিসিআই'র তাৎক্ষণিক সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ একাত্তর টেলিভিশনে বাজেট বিষয়ক সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

০৮ জুন ২০২৪ : ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কে 'ইন্সটিটিউশন্যাল এ্যাপ্রিসিয়েশন এ্যাওয়ার্ড ২০২২' প্রদান করে, ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ ডিসিসিআই'র পক্ষে উক্ত সম্মাননা পদক গ্রহণ করেন।

: এফবিসিসিআই'র বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে ডিসিসিআই'র সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

১০ জুন ২০২৪ : এ্যামচেম আয়োজিত 'বাজেট অ্যান্ড বিজনেস আউটলুক অব বাংলাদেশ' বিষয়ক আলোচনা সভায় নির্ধারিত আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

: 'সুইডেন-বাংলাদেশ বিজনেস গাইড ২০২৪-২০২৫'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

১২ জুন ২০২৪ : বৃটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস-এর জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ যুক্তরাজ্যের দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

: রাশিয়ার জাতীয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ রাশিয়ান দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

১৩ জুন ২০২৪ : র‍্যাপিড আয়োজিত 'বাজেট পরবর্তী আলোচনা সভা'য় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

১৫ জুন ২০২৪ : ডিবিসি নিউজে সরাসরি সম্প্রচারিত টকশোতে যোগদান করেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

২৩ জুন ২০২৪ : বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট (বিএফটিআই)-এর পরিচালনা পর্ষদের ৫৮তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

: ইটালীর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক সেক্রেটারি জেনারেল রিকার্ডো গুয়ারিগিলা-এর সম্মানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

২৪ জুন ২০২৪ : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত 'এলডিসি উত্তরণ' বিষয়ক কমিটির ১১তম সভায় ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

২৫ জুন ২০২৪ : 'ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস' কমিটির ৬ষ্ঠ সভা ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত।

: যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

২৬ জুন ২০২৪ : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি স্টাডিজ' বিষয়ক সভায় যোগদান করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

২৭ জুন ২০২৪ : ইস্টার্ন ব্যাংক আয়োজিত 'গ্লোবাল অ্যান্ড বাংলাদেশ আউটলুক অব রিস্ক' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

২৯ জুন ২০২৪ : আইসিসি বাংলাদেশের ২৯তম বার্ষিক কাউন্সিলে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

: ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।

৩০ জুন ২০২৪ : অর্থ মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাজেটোত্তর নৈশভোজে যোগদান করেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

০২ জুলাই ২০২৪ : এ্যামচেম আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

: স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স-এর নির্বাহী কমিটির ৪র্থ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

০৪ জুলাই ২০২৪ : গণপূর্ত মন্ত্রী আর এ এম আব্দুল মোক্তাদির চৌধুরী, এমপি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ চ্যানেল ২৪ এবং যমুনা টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

০৫ জুলাই ২০২৪ : বাংলাদেশস্থ মরক্কো দূতাবাস আয়োজিত 'বাংলাদেশ ও মরক্কোর মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ' বিষয়ক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

০৬ জুলাই ২০২৪ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "শিক্ষা ও শিল্পখাতের সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ" বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

০৭ জুলাই ২০২৪ : আইসিসি বাংলাদেশ আয়োজিত 'বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের ডিজিটালাইজেশন' বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

: ইউনিস্ক্যাপের প্রতিনিধিদলের সম্মানে আইসিসি বাংলাদেশ আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

০৮-১১ জুলাই ২০২৪ : প্রধানমন্ত্রীর বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সফরসঙ্গী হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ চীন সফর করেন।

১৩ জুলাই ২০২৪ : ডিসিসিআইতে আয়োজিত 'শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং আয়কর ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৪ জুলাই ২০২৪ : বাংলাদেশ সফরকারী থাইল্যান্ডের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সম্মানে বাংলাদেশ-থাই চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত নৈশভোজে ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী অংশগ্রহণ করেন।

২১ জুলাই ২০২৪ : ইন্ডিয়ান স্মল বিজনেস অ্যান্ড ফ্রেনচাইজ এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান গৌরভ মারইয়া এবং ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী-এর মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত।

২৮ জুলাই ২০২৪ : বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত 'ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভা'তে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৩১ জুলাই ২০২৪ : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।

০৪-১০ আগস্ট ২০২৪ : বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি ভিয়েতনামের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানি সম্প্রসারণ ও বাংলাদেশে ভিয়েতনামের বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর নেতৃত্বে ৩৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ভিয়েতনাম সফর করে।

১৪ আগস্ট ২০২৪ : এফবিসিসিআই আয়োজিত 'বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিস্থিতির উত্তরণ' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

২০ আগস্ট ২০২৪ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর সাথে আইসিসি বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

২২ আগস্ট ২০২৪ : বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ-জামান-এর সাথে আইসিসি বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

২৪ আগস্ট ২০২৪ : ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস আভ্যন্তরীণ কমিটির ৮ম সভায় ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

২৭ আগস্ট ২০২৪ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্ণর ড. আহসান এইচ মনসুর-এর সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভবনে সাক্ষাৎ করেন।

: আইসিসি বাংলাদেশ-এর নির্বাহী কমিটির জরুরী সভায় যোগদান করেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

২৯ আগস্ট ২০২৪ : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।

: আইসিসি বাংলাদেশ আয়োজিত সমন্বয় সভায় যোগদান করেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অবঃ)-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

০২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : আইসিসি বাংলাদেশ-এর 'ন্যাশনাল বিজনেস ডায়ালগ' অনুষ্ঠানের সমন্বয় সভায় যোগদান করেন ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রহমান খান, এফসিএম-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: বাংলাদেশস্থ কানাডীয়ান দূতাবাস এবং টিএফও কানাডা-এর সহযোগিতায় ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "কানাডায় ব্যবসা ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ" বিষয়ক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।

০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এম ফওজুল কবির খান-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর ৩৯তম পর্ষদ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর পরিচালনা পর্ষদের ১৪৬তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সঞ্চালনায় 'নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান' বিষয়ক ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত মিশরের রাষ্ট্রদূত ওমর মহি এদ্দিন আহমেদ ফাহমি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : আইসিসি বাংলাদেশ আয়োজিত 'ন্যাশনাল বিজনেস ডায়ালগ'-এ ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : ডিসিসিআই জার্নাল অব বিজনেস অ্যান্ড ইকোনোমিক পলিসি-এর সম্পাদক পরিষদের ১ম সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী উক্ত সভায় যোগদান করেন।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

: বিল্ডের ট্রাষ্টি বোর্ডের ৩৫তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : নেপালের জাতীয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ নেপাল দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলরের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : শিল্পমন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমানের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী উক্ত সভায় যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্ আভ্যন্তরীণ কমিটির ৯ম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : ডিসিসিআই আয়োজিত 'বাংলাদেশের অর্থনীতির দ্বি-বার্ষিক পর্যালোচনা (জানুয়ারি-জুন, অর্থবছর ২০২৪); প্রেক্ষিত বেসরকারিখাত' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : সৌদি আরবের ৯৪তম জাতীয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ সৌদি দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

০৫ অক্টোবর ২০২৪ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ পথনির্দেশনা' শীর্ষক গোলটেবিল আলেচনা সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে জেন বাংলাদেশ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে এম হাসান রিপন সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

০৮ অক্টোবর ২০২৪ : বিশ্ব ব্যাংক ঢাকা অফিস এবং অর্থমন্ত্রণালয় আয়োজিত পরামর্শক সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

০৯ অক্টোবর ২০২৪ : মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোঃ শামীম আহসান ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

: 'ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টরস্ উইক' উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্যানেল আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

: ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম-এর পরিচালক ফিলিপি ইসলার-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

১৫ অক্টোবর ২০২৪ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া সহজীকরণ: প্রেক্ষিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য" শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ডি৮-এর সেক্রেটারি জেনারেল আশরাফুল হক চৌধুরীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

১৬ অক্টোবর ২০২৪ : ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ নিউজ২৪-এর টকশোতে অংশগ্রহণ করেন।

১৭ অক্টোবর ২০২৪ : ডিসিসিআই আয়োজিত 'খাদ্য মূল্যস্ফীতি; নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নির্ধারণে গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৯ অক্টোবর ২০২৪ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'এসএমই নীতিমালা ২০১৯-এর সংস্কার: প্রেক্ষিত টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং উদ্ভাবন' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতবৃন্দ, কমার্সিয়াল কাউন্সিলর এবং ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সম্মানে ঢাকা চেম্বার আয়োজিত নৈশভোজ অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২২ অক্টোবর ২০২৪ : ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস আভ্যন্তরীণ কমিটির ১০ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৩ অক্টোবর ২০২৪ : এ্যামচেম আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

২৬ অক্টোবর ২০২৪ : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১০ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৯ অক্টোবর ২০২৪ : তুরস্কের ১০১তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ তুরস্ক দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

০৫ নভেম্বর ২০২৪ : এ্যামচেম আয়োজিত "আইপিআর ফ্রেমওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ" বিষয়ক ডায়ালগে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ যোগদান করেন।

০৯ নভেম্বর, ২০২৪ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সভাপতিত্বে 'তথ্য-প্রযুক্তি খাতের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ডিসিসিআই কাস্টমস্, ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক এস এম গোলাম ফারুক আলমগীর (আরমান)-এর সভাপতিত্বে উক্ত কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

১০ নভেম্বর, ২০২৪ : বাংলাদেশে নিযুক্ত আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো কার্লোস সেসা এবং ডিসিসিআই'র সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী এবং বাংলাদেশস্থ আর্জেন্টিনার দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন ম্যাক্সিমিলিয়ানো রোমানেলো প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১২ নভেম্বর ২০২৪ : বিডি ফিন্যান্সের প্রতিনিধি'র সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর বৈঠক অনুষ্ঠিত।

১৬ নভেম্বর, ২০২৪ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত।

১৭ নভেম্বর ২০২৪ : সিপিডি আয়োজিত 'বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ সংস্কার: অর্ন্তবর্তী সরকারের এজেন্ডা' বিষয়ক ডায়ালগে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

: রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর পরিচালনা পর্ষদের ১৪৭তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

১৯ নভেম্বর ২০২৪ : ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'প্রাইভেট ইক্যুয়িটি এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠানের সাথে এসএমইদের সংযোগ স্থাপন' বিষয়ক মতিবিনিময় সভা ও বিটুবি ম্যাচ-মেকিং অনুষ্ঠিত।

২০ নভেম্বর ২০২৪ : 'ডিসিসিআই জার্নাল অফ বিজনেস এ্যান্ড ইকোনোমিক পলিসি'-এর উপদেষ্টা পর্ষদের ২য় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

২১ নভেম্বর ২০২৪ : সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে ঢাকা সেনানিবাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

২৩ নভেম্বর ২০২৪ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "স্বাস্থ্য খাতে বিদেশমুখিতা কমাতে দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি" বিষয়ক ডায়ালগ অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) আয়োজিত 'সার্টিফিকেট প্রদান' অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

২৬ নভেম্বর ২০২৪ : ডিসিসিআই ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস বিষয়ক অভ্যন্তরীণ কমিটি ২০২৪-এর ১১তম সভা অনুষ্ঠিত।

: বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এর মুদ্রণ এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের খসড়া অডিট রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ আরটিভি প্রচারিত বিজনেস টক-শো'তে অংশগ্রহণ করেন।

: ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা 'দি নিউ এইজ'-এ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

২৯ নভেম্বর ২০২৪ : ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-এর 'ডিআইইউ জব উৎসব' উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৩০ নভেম্বর ২০২৪ : ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'প্রাইভেট সেক্টর আউটলুক : প্রত্যাশা ও অগ্রাধিকার' বিষয়ক বিজনেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১১তম সভা অনুষ্ঠিত।

০৭ ডিসেম্বর ২০২৪ : ডিসিসিআই আয়োজিত 'জ্বালানীর অনুমানযোগ্য মূল্য নির্ধারণ এবং সরবরাহে স্থিতিশীলতা' বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ : ডিসিসিআই'র বার্ষিক বনভোজেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-এর আশুলিয়া ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত।

ডিসিসিআই'র বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (মাঝে)। ২০ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বামে) এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে গণভবনে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডানে) এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।



শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি (ডান থেকে ষষ্ঠ) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে সপ্তম)। ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বাম থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডান থেকে পঞ্চম) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।



প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম (টিটু), এমপি (ডান থেকে অষ্টম) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে ষষ্ঠ)। ২৩ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডান থেকে সপ্তম) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কে এসময় দেখা যাচ্ছে।



অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি (বামে) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৮ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।



বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান, এমপি (বাম থেকে চতুর্থ) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৪ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বাম থেকে তৃতীয়) এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।



ভূমি মন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ (বামে) কে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৪ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।



ডিসিসিআই আয়োজিত 'আয়কর আইন ২০২৩: কর্পোরেট করের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (মাঝে)। ১৩ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের ছবিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর জয়েন্ট কমিশনার (কর অঞ্চল-১৫) ওয়াকিল আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), জয়েন্ট কমিশনার (কর অঞ্চল-৪) মুরাদ আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), দ্বিতীয় সচিব (ট্যাক্স এডুকেশন) বাপন চন্দ্র দাস (ডানে) এবং ডিসিসিআই'র কাস্টমস, ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির উপদেষ্টা স্নেহাশীষ বড়ুয়া (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।



১১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাৎকার শেষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন (ডানে) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বামে)।

১০ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এর সচিব মোঃ শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী (ডানে) কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বামে)।



১১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর (বামে) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডানে)।



নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল (মাঝে) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডানে)। ১৪ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।





বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনরি (ডান থেকে সপ্তম) কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে ষষ্ঠ)। ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠান পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বাম থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডান থেকে পঞ্চম) সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং-সিক (বাম থেকে সপ্তম) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে ষষ্ঠ)। ১৮ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাৎকার পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বাম থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডান থেকে পঞ্চম) সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।



ভারতে নিযুক্ত (বাংলাদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত) স্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রদূত রবার্ট ম্যাক্সিয়ান (ডান থেকে তৃতীয়) কে ঢাকা চেম্বারের প্রকাশনা 'জেনেসিস অব ডিসিসিআই' উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে চতুর্থ)। ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত স্লোভাকিয়ার কনস্যুল মিরান আলী (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।

ভারতে নিযুক্ত (বাংলাদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত) পেরুর রাষ্ট্রদূত জাভিয়ের ম্যানুয়েল পাওলিনিচ ভেলার্দে (বাম থেকে তৃতীয়) কে ঢাকা চেম্বারের প্রকাশনা 'জেনেসিস অব ডিসিসিআই' উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়)। ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডানে) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) আয়োজিত মুদ্রানীতি বিষয়ক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডানে) এবং এমসিসিআই সভাপতি কামরান টি রহমান (বাম থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে।



ঢাকা চেম্বারের সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দের 'সমন্বয় সভায়' বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে সপ্তম)। ২৭ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি এম এ সাত্তার (ডান থেকে চতুর্থ), মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে পঞ্চম), আফতাব-উল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে ষষ্ঠ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বাম থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (বাম থেকে চতুর্থ) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।





১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'বেসরকারিখাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির সামগ্রিক পর্যালোচনা (জুলাই- ডিসেম্বর, অর্থবছর ২০২৪)' শীর্ষক সেমিনারে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশ ব্যাংক-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মোঃ হাবিবুর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)-এর রিসার্চ ডিরেক্টর ড. মোহাম্মদ ইউনুস (ডানে), ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি শামস মাহমুদ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট (পিআরআই)-এর সিনিয়র ইকোনোমিস্ট ড. আশিকুর রহমান (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।



জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভূক্তির জন্য ডিসিসিআই'র প্রস্তাবনা উপস্থাপন করছেন সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়)। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখের ছবিতে এনবিআরের চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম (বামে), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।



ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "এলডিসি পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের প্রস্তুতি" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (মাঝে)। ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডানে), সানেম-এর নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান (বামে), বিজিএমইএ পরিচালক ও উর্মি গার্মেন্টস লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আসিফ আশরাফ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং সোনালী আঁশ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান পাটোয়ারি (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত '২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে আয়কর, ভ্যাট এবং কাস্টমস বিষয়ে বেসরকারিখাতের প্রত্যাশা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে পঞ্চম)। এনবিআরের সদস্য (কর নিরীক্ষা) জি এম আবুল কালাম কায়কোবাদ (ডান থেকে পঞ্চম), সদস্য (কর জরিপ ও পরিদর্শন) এম এম ফজলুল হক (বাম থেকে চতুর্থ), এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ (ডান থেকে চতুর্থ), প্রাক্তন সদস্য মো: ফরিদ উদ্দিন (বাম থেকে দ্বিতীয়) ও মোঃ আলমগীর হোসেন (বামে), বিকেএমইএ'র নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম (বাম থেকে তৃতীয়), ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডান থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্যদের ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।



স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি (বাম থেকে তৃতীয়) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাতের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডানে), সহ- সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রাজনীতি ও আইসিটি শাখা) এ কে এম টিপু সুলতান (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।



১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'পুরোনো ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সমস্যাদি পর্যালোচনা' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (বাম থেকে পঞ্চম), পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সহ পুরোনো ঢাকার ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।





বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্ণর আব্দুর রউফ তালুকদার (বাম থেকে চতুর্থ) কে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে তৃতীয়)। ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (বামে), বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ডেপুটি গভর্ণর কাজী ছাইদুর রহমান (ডান থেকে চতুর্থ), আবু ফারাহ মোঃ নাসের (ডান থেকে তৃতীয়), প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মোঃ হাবিবুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং এসএমইএসপিডি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ আশিকুর রহমান (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।



আর্মেনিয়ার অর্থ-উপমন্ত্রী নারেক তেরিয়ান (বাম থেকে সপ্তম) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে ষষ্ঠ)। ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক আলোচনা পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডান থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডান খেকে চতুর্থ), পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সহ আর্মেনিয়ার প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর রাষ্ট্রদূত চার্লস হুইটলি (ডান থেকে চতুর্থ) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে পঞ্চম)। ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (বাম থেকে চতুর্থ) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে পঞ্চম)-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শেষে শুভেচ্ছা স্মারক গ্রহণ করছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসদুপুই (ডান থেকে ষষ্ঠ)। ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বাম থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডান থেকে চতুর্থ) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।



বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেন (ডান থেকে পঞ্চম) কে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শেষে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে চতুর্থ)। ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বাম থেকে চতুর্থ), মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডান থেকে তৃতীয়) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা শেষে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশে নিযুক্ত ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত গুয়েন মান চুং (বাম থেকে তৃতীয়) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডানে) প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।





কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ঢাকা চেম্বারের প্রকাশনা 'জেনেসিস অব ডিসিসিআই' উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বামে) এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।



১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্ট ফোরাম (সিএমজেএফ) আয়োজিত 'সিএমজেএফ টক' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (মাঝে)। সিএমজেএফ-এর সভাপতি গোলাম সামদানী ভূইয়্যা (বামে) এবং সেক্রেটারি জেনারেল আবু আলী (ডানে) কে উক্ত অনুষ্ঠানের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।



এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম (বাম থেকে চতুর্থ), বিল্ড চেয়ারপার্সন ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), এমসিসিআই সভাপতি কামরান টি রহমান (বাম থেকে তৃতীয়), ঢাকা চেম্বারের সেক্রেটারি জেনারেল আফসারুল আরিফিন (ডানে), এমসিসিআই'র সেক্রেটারি জেনারেল ফারুক আহমেদ (বামে) এবং বিল্ডের সিইও ফেরদৌস আরা বেগম (ডান থেকে দ্বিতীয়) ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বিল্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের ৩৩তম সভার ছবিতে উপস্থিত রয়েছেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের ২য় সভায় ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।



ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে বেইলী রোডে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ভবন পরিদর্শন করেন এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।



২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ট্রেড পলিসি' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক নাঈমুর রহমান (ডান থেকে সপ্তম), আহ্বায়ক মোঃ সাইফুর রহমান (ডান থেকে অষ্টম) সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।





ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), দৈনিক সমকাল এবং চ্যানেল ২৪ যৌথভাবে ১০ মার্চ, ২০২৪ তারিখে আয়োজিত লাইভ "প্রাক-বাজেট আলোচনা ২০২৪-২০২৫: প্রেক্ষিত বেসরকারিখাতের প্রত্যাশা" শীর্ষক অনুষ্ঠানের ছবিতে অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (মাঝে), এফবিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি এ কে আজাদ, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ, এমপি (বাম থেকে তৃতীয়), এনবিআর-এর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম (বাম থেকে দ্বিতীয়), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলিম উল্ল্যাহ (বামে) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্ণর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।



বাংলাদেশ নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ২৭ মার্চ, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বামে) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



২৪ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা শেষে বাংলাদেশ নিযুক্ত শ্রীলংকার হাইকমিশনার ধর্মপালা ভীরাক্কোডি (ডান থেকে চতুর্থ) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে তৃতীয়)। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডান থেকে দ্বিতীয়), পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং শ্রীলংকার হাইকশিনের কাউন্সিলর (কমার্শিয়াল) শ্রীমালী জয়ারত্নে (ডান থেকে তৃতীয়) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি ও সমন্বয়কারী পরিচালক আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে পঞ্চম)-এর সভাপতিত্বে 'ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা ২০ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক ও সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।



০২ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত 'কনজুমার রাইটস্ অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক মোঃ সালিম সোলায়মান (বাম থেকে তৃতীয়), আহ্বায়ক ড. খলিলুর রহমান (বাম থেকে চতুর্থ) সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।



০৩ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত 'ইমার্জিং ইকোনোমিক অপরচুনিটিজ' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক মোঃ আব্দুল মান্নান (ডান থেকে পঞ্চম), আহ্বায়ক রাশেদ মাইমুনুল ইসলাম (ডান থেকে চতুর্থ) সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।





২৫ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত 'এনার্জি' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন (ডান থেকে ষষ্ঠ), আহ্বায়ক ইঞ্জিঃ মোঃ নূরুল আক্তার (ডান থেকে সপ্তম) এবং সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।



০৬ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক রাজীব এইচ চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ), আহ্বায়ক জেরিফ আফতাব (ডান থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।



০৪ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত 'এসএমই ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক কামরুল হাসান তুহিন (ডান থেকে পঞ্চম), আহ্বায়ক মোঃ শিহাব আদ দ্বীন (ডান থেকে চতুর্থ) সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

ডিসিসিআই ইফতার ২০২৪



এপ্রিল ২০২৪



০২ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "পুরোনো ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যে যানজটের প্রভাব ও উত্তরণের উপায় চিহ্নিতকরণ" শীর্ষক মতবিনিময় সভার ছবিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস (বাম থেকে তৃতীয়), প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মিজানুর রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডানে), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)-এর অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মোঃ মুনিবুর রহমান (বামে) এবং ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক মিসেস নীলিমা আখতার (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।



০৪ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং এফবিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত 'জাতীয় পরামর্শক কমিটি'-এর ৪৪তম সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়)।



পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট (পিআরআই) আয়োজিত ৩০ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে 'বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের রোডম্যাপ প্রণয়ন' বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডানে)। প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান (বাম থেকে চতুর্থ), অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়েশা খান (বাম থেকে পঞ্চম), এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম (বাম থেকে ষষ্ঠ) এবং এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম (বাম থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্যদের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

র‍্যাপিড আয়োজিত 'বাজেট ২০২৪-২৫: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ' বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বামে)। ০২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখের ছবিতে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহীদুজ্জামান সরকার (ডান থেকে দ্বিতীয়), এনবিআরের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং র‍্যাপিডের নির্বাহী পরিচালক ড. আবু ইউসুফ (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।



শ্রীলংকান ন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার-এর চেয়ারম্যান হিরান দে আলউইস (ডান থেকে তৃতীয়)-এর নিকট থেকে শুভেচ্ছা স্মারক গ্রহণ করেছেন ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বাম থেকে তৃতীয়)। ১৮ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



২৮ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত 'ল অ্যান্ড অর্ডার' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক মোঃ সিয়াম আল-দ্বীন মালিক (ডান থেকে চতুর্থ), আহ্বায়ক এস কে মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম (বাম থেকে পঞ্চম) সহ অন্যান্য সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।



মে ২০২৪



ডিসিসিআই আয়োজিত "স্মার্ট এগ্রিকালচার; ভ্যালু চেইন উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ৩০ মে, ২০২৪ তারিখের ছবিতে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু, এমপি (বাম থেকে তৃতীয়), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব মোঃ সামসুল আরেফিন (ডান থেকে দ্বিতীয়), আইফার্মার-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফাহাদ ইফাজ (ডানে) এবং সুইসকন্টাক্ট-এর সিনিয়র ম্যানেজার (প্রোগ্রাম) মোহাম্মদ সাকিব খালেদ (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।



ডিসিসিআই আয়োজিত 'বাংলাদেশে ইএসজি কমপ্লায়েন্সের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে তৃতীয়)। ১৮ মে, ২০২৪ তারিখের ছবিতে পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর মহাপরিচালক মোঃ মুনিম হাসান (ডান থেকে তৃতীয়), বিএবি-এর মহাপরিচালক মুঃ আনোয়ারুল আলম (বাম থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডানে) এবং ইউনিডো বাংলাদেশ-এর আবাসিক প্রতিনিধি জাকি উজ-জামান (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।



ডিসিসিআই আয়োজিত "বাংলাদেশে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পখাতের সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি (মাঝে)। ১৫ মে, ২০২৪ তারিখের সেমিনারে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জি এস এম জাফরউল্লাহ্, এনডিসি (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যানোমেটিরিয়ালস অ্যান্ড সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এস এম এ হাসীব (বামে) এবং যুক্তরাজ্যের রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং অধ্যাপক ড. এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত হিরু হারতান্তো সুবোলো (ডান থেকে সপ্তম)-এর নিকট থেকে শুভেচ্ছা স্মারক গ্রহণ করছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে সপ্তম)। ০৭ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাৎকার পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বাম থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডান থেকে ষষ্ঠ) সহ পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।



ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-রাশিয়ার বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা উন্নয়ন" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (মাঝে)। ২৮ মে, ২০২৪ তারিখের সভায় ভারতে নিযুক্ত রাশিয়ার ট্রেড কমিশনার ড. আলেক্সান্ডার রাইবাস (বামে) এবং বাংলাদেশস্থ রাশিয়ার দূতাবাসের ডেপুটি চীফ অফ মিশন ইকাটেরিনা সিমিনোভা (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।





০৬ মে, ২০২৪ তারিখে গণভবনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ইউএসএ বিজনেস কাউন্সিলের সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি (বাম থেকে তৃতীয়), প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, এমপি (বাম থেকে দ্বিতীয়), এফবিসিসিআই'র সভাপতি মাহবুবুল আলম (বামে), ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডানে) সহ অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে।



০৭ মে, ২০২৪ তারিখে ডিসিসিআই আয়োজিত 'ব্যাংক খাত: প্রত্যাশা এবং নতুন বাস্তবতা' বিষয়ক ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভাটি সঞ্চালনা করছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে পঞ্চম)। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্ণর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন (বাম থেকে ষষ্ঠ), পিআরআই'র নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর (ডান থেকে তৃতীয়), দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরিফিন (বাম থেকে তৃতীয়), স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশ-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাসের এজাজ বিজয় (বাম থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বামে), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্যদের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।



বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর আব্দুর রউফ তালুকদার (ডান থেকে তৃতীয়) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম (ডান থেকে চতুর্থ)। ১৬ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক মতবিনিময় সভা পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), এমসিসিআই সভাপতি কামরান টি রহমান (বাম থেকে চতুর্থ), বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্ণর কাজী ছাইদুর রহমান (ডানে) এবং ড. মোঃ হাবিবুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



১৩ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তুরস্কের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে ডিসিসিআই'র দ্বিপাক্ষিক মতবিনিময় সভার ছবিতে ফরেন ইকোনোমিক রিলেসন্স বোর্ড অফ তুর্কিয়ে (ডেইক)-এর চেয়ারম্যান হাইদায়ের ওনুর ওজদান (ডান থেকে দশম), বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেন (ডান থেকে নবম), ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে এগারতম), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (বাম থেকে দশম) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সহ তুরস্কের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত আব্দুল্লাহ আল আলহামৌদি (মাঝে) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বামে)। ০৮ মে, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।



ভিসিপিইএবি আয়োজিত 'ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফর স্মার্ট বাংলাদেশ' শীর্ষক ডায়ালগে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ০৫ মে, ২০২৪ তারিখের ছবিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়), ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়), ভিসিপিইএবি-এর সভাপতি শামীম আহসান (ডান থেকে চতুর্থ) এবং ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম (বামে) প্রমুখ কে দেখা যাচ্ছে।



যুক্তরাজ্যের আইবিডি পার্টনারশীপ গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রাজা আলী (ডান থেকে ষষ্ঠ)-এর নিকট থেকে শুভেচ্ছা স্মারক গ্রহণ করছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে পঞ্চম)। ২৯ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সভা পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডান থেকে সপ্তম), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডান থেকে চতুর্থ), পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সহ যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।





১২ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই এবং ইউএসএআইডি-এর মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক আলোচনা পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে পঞ্চম), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং ইউএসএআইডি'র প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।



২৫ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের ৫ম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (মাঝে), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ পর্ষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।



বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার ফর সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং' কর্তৃক ১৫ মে, ২০২৪ তারিখে আয়োজিত 'গবেষণা ও উ ড্ডাবন: শিল্পখাতের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

০২ মে, ২০২৪ তারিখে আইডিএলসি এবং দৈনিক প্রথম আলো যৌথভাবে আয়োজিত 'উদ্যোক্তা বৈঠক' অনুষ্ঠানে তোলা ছবিতে অংশগ্রহণকারী আলোচকবৃন্দের সাথে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (সামনের সারিতে মাঝে) উপস্থিত রয়েছেন।



১৫ মে, ২০২৪ তারিখে দি ডেইলি স্টার আয়োজিত 'উন্নত কর্মপরিবেশ, উন্নত জীবন: বাংলাদেশের তৈরি পোষাক খাতের উত্তরণ' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডানে)। সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক (ডান থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্য আলোচকবৃন্দ কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।



বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) আয়োজিত 'বিনিয়োগ বিষয়ক জটিলতা নিরসনে এডিআর কার্যক্রমের কার্যকর ব্যবহার' বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বামে)। ২৬ মে, ২০২৪ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে বিয়াক চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়), ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এ রুমি আলী (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং আইসিসি বাংলাদেশ-এর সহ-সভাপতি এ কে আজাদ, এমপি (ডানে) সহ অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে।





ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি মরহুম রাশেদ মাকসুদ খান-এর স্মরণে আয়োজিত 'স্মরণ সভা'য় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে তৃতীয়)। ১১ মে, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি এম এ সাত্তার (ডান থেকে তৃতীয়), মাহবুবুর রহমান (বামে থেকে দ্বিতীয়), এম এইচ রহমান (ডানে), এম এ মোমেন (বামে) এবং মরহুমের কন্যা ফারজানা রুবাইয়্যাত খান (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।



ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি মরহুম রাশেদ মাকসুদ খান-এর স্মরণে আয়োজিত 'স্মরণ সভা'য় দোয়া পরিচালনা করছেন ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি এম আবু হোরায়রাহ্ (বামে)।



১১ মে, ২০২৪ তারিখে ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি মরহুম রাশেদ মাকসুদ খান-এর রুহের মাগফেরাত কামনায় আয়োজিত মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, প্রাক্তন পরিচালকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

জুন ২০২৪



জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫ বিষয়ক ডিসিসিআই'র তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (সামনের সারিতে, মাঝে)। ০৬ জুন, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (সামনের সারিতে, ডানে) সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।



শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়)-এর নিকট থেকে 'ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০২২' গ্রহণ করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বামে)। ০৪ জুন, ২০২৪ তারিখের অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম (বাম থেকে দ্বিতীয়), শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা (বাম থেকে চতুর্থ) এবং ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)-এর মহাপরিচালক মোহাম্মদ মেসবাহুল আলম (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।



বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুক (ডান থেকে অষ্টম) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই'র সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে সপ্তম)। ০২ জুন, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাৎ পরবর্তী ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডান থেকে ষষ্ঠ) সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।



বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডা'র হাইকমিশনার ড. লিলি নিকোলস (বাম থেকে সপ্তম) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে অষ্টম)। ০৩ জুন, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (বাম থেকে ষষ্ঠ) সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।



জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫ এর উপর এফবিসিসিআইয়ের সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন এফবিসিসিআই'র সভাপতি মাহবুবুল আলম (বাম থেকে চতুর্থ)। ০৮ জুন, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়), এমসিসিআই সভাপতি কামরান টি রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং এফবিসিসিআই'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোঃ আমীন হেলালী (বাম থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



এ্যামচেম আয়োজিত "বাজেট পরবর্তী আলোচনা: বাজেট এবং বিজনেস আউটলুক" বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ১০ জুন, ২০২৪ তারিখের ছবিতে এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম (বাম থেকে চতুর্থ), এনবিআরের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ (বাম থেকে তৃতীয়), পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান ড. এম মাশরুর রিয়াজ (বামে), এমসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর (বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।

র‍্যাপিড আয়োজিত বাজেট পরবর্তী আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বামে)। ১৪ জুন, ২০২৪ তারিখের সভায় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান (ডানে), বিআইডিএস'র মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং র‍্যাপিড-এর নির্বাহী পরিচালক ড. এম আবু ইউসুফ (ডান থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্যরা



২২ জুন, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট (বিএফটিআই)-এর পরিচালনা পর্ষদের ৫৮তম সভায় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু, এমপি (বাম থেকে ষষ্ঠ), আইসিসি বাংলাদেশ'র সভাপতি মাহবুবুর রহমান (বাম থেকে পঞ্চম), ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বামে) এবং এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম (ডান থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে।



ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), 'তৈরি পোষাক খাতে ব্যবসায়িক দায়বদ্ধতা : সাফল্য ও উত্তরণ' বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন। ০১ জুন, ২০২৪ তারিখের সভায় এফবিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মোঃ আমীন হেলালী (বাম থেকে দ্বিতীয়), সিপিডি'র সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম (ডান থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্যরা



জুলাই ২০২৪



ডিসিসিআই আয়োজিত 'শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং আয়কর ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক কর্মশালয় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বামে)। ১৩ জুলাই, ২০২৪ তারিখের কর্মশালায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (বাম থেকে তৃতীয়), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর কমিশনার (কাস্টমস্, এক্সাইজ অ্যান্ড ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা-দক্ষিণ) মোঃ জাকির হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই'র কাস্টমস, ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির উপদেষ্টা স্নেহাশীষ বড়ুয়া, এফসিএ (ডানে) এবং দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)'র সহ-সভাপতি এম বি এম লুৎফুল হাদি, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।



ডিসিসিআই আয়োজিত "শিক্ষা ও শিল্পখাতের সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ০৬ জুলাই, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডানে), ইউল্যাব-এর উপচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং এআইইউবি-এর উপ-উপচার্য ড. মো: আব্দুর রহমান (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

আগস্ট ২০২৪



ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (প্রথম সারিতে, বাম থেকে ষষ্ঠ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (প্রথম সারিতে, বাম থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (প্রথম সারিতে বাম থেকে সপ্তম), পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সহ ঢাকা চেম্বারের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যদের ০৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে ভিয়েতনামের হ্যানয়-এ তোলা গ্রুপ ছবিতে দেখা যাচ্ছে।



০৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে ভিয়েতনামের হ্যানয়-এ অনুষ্ঠিত 'ভিয়েতনাম-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম'-এর বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ।



আইসিসি বাংলাদেশ-এর সভাপতি মাহবুবুর রহমান (বাম থেকে অষ্টম)-এর নেতৃত্বে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস (বাম থেকে এগারতম)-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ২০ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাৎ পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বামে) সহ বেসরকারিখাতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।



বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, ওএসপি, সিজিপি, পিএসসি (প্রথম সারিতে, ডান থেকে চতুর্থ), আইসিসি বাংলাদেশ'র সভাপতি মাহবুবুর রহমান (প্রথম সারিতে, ডান থেকে তৃতীয়), আইসিসি বাংলাদেশের নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, বেসরকারিখাতের প্রতিনিধিবৃন্দ সহ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (পিছনের সারিতে বাম থেকে তৃতীয়) প্রমুখকে ২২ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাৎ পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে দেখা যাচ্ছে।



এফবিসিসিআই'র সভাপতি মাহবুবুল আলম (ডান থেকে পঞ্চম)-এর নেতৃত্বে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ২০ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নবনিযুক্ত গভর্ণর ড. আহসান এইচ মনসুর (ডান থেকে সপ্তম)-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে ষষ্ঠ) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।



বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নবনিযুক্ত গভর্ণর ড. আহসান এইচ মনসুর (বাম থেকে ষষ্ঠ) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে পঞ্চম)। ২৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডান থেকে চতুর্থ) সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

১৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে এফবিসিসিআই আয়োজিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা নিরাপত্তা বিষয়ক সমন্বয় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়) অংশগ্রহণ করেন।



ঢাকা চেম্বারের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সম্মানে ০৪ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে ভিয়েতনামে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ লুৎফুর রহমান আয়োজিত নৈশভোজ পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী, বাংলাদেশ দূতাবাসের কনস্যুলার নাসির উদ্দিন সহ প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



০৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে 'দি ইনভেস্টেমেন্ট অ্যান্ড ট্রেড প্রমোশন সেন্টার অফ হো চি মিন সিটি' আয়োজিত 'ভিয়েতনাম-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম'-এ বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডানে)।





০৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত 'ভিয়েতনাম-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম' শেষে 'দি ইনভেস্টেমেন্ট অ্যান্ড ট্রেড প্রমোশন সেন্টার অফ হো চি মিন সিটি'-এর পরিচালক ট্রান ফু লু (বামে) কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডানে)।



ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (বাম থেকে চতুর্থ), ভিয়েতনামের শিল্প মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল (এশিয়া-আফ্রিকা মার্কেট) গুয়েন ফুক ন্যাম (ডান থেকে চুতর্থ), ভিয়েতনামে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের কনস্যুলার নাসির উদ্দিন (বাম থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্যরা ০৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে উপস্থিত রয়েছেন।



দি হো চি মিন সিটি'র পিপলস কমিটির চেয়ারম্যান গুয়েন ভ্যান ডাং (বাম থেকে চতুর্থ)-এর সাথে মতবিনিময় করছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ০৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা সভার ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডান থেকে তৃতীয়), সেক্রেটারি জেনারেল আফসারুল আরিফিন (ডানে) সহ ভিয়েতনামের প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ঢাকা চেম্বারের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ ০৮ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে ভিয়েতনামের হো চি মিন সিটিতে অবস্থিত সাইগন সমুদ্র বন্দর পরিদর্শন করে। অনুষ্ঠান পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে সাইগন পোর্ট অথরিটি-এর ডিরেক্টর জেনারেল গুয়েন লি চোন ট্যাম (ডান থেকে সপ্তম), ঢাকা চেম্বারের পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুর রহমান সাইফ (বাম থেকে পঞ্চম), ব্যারিস্টার মোঃ সিয়াম আল-দ্বীন মালিক (বাম থেকে চতুর্থ) এবং ভিয়েতনামে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের কনস্যুলার নাসির উদ্দিন (বাম থেকে ষষ্ঠ) সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।



০৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ফ্রান্স-ভিয়েতনাম (সিসিআইএফভি) আয়োজিত বিজনেস নেটওয়ার্কিং মিটিং এবং বিটুবি সেশনে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী। সিসিআইএফভি-এর নির্বাহী পরিচালক অ্যাডাম কৌলাকেজিয়ান, ডিসিসিআই'র বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ এবং ভিয়েতনামের বেসরকারিখাতের প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।



ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডানে), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ ০৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বিটুবি সেশনে ভিয়েতনামের ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় করছেন।





ডিসিসিআই পরিচালক নাঈমুর রহমান (ডানে), সাইফ উদ্দৌলাহ (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ ০৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বিটুবি সেশনে ভিয়েতনামের ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় করছেন।



০৮ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে ভিয়েতনামের সাইগন হাই-টেক পার্কে অবস্থিত স্যামসং ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স পরিদর্শন পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ সহ প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছে। উল্লেখ্য, উচ্চ প্রযুক্তি ও মান সম্পন্ন এ প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৫,২০০ কর্মী কাজ করেন, যেখানে ২.৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ রয়েছে।



থাই বিন প্রভিন্সিয়াল বিজনেস এসোসিয়েশন-এর সহায়তায় ভিয়েতনামের শিল্প এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'ভিয়েতনাম-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামে ঢাকা চেম্বারের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন। ভিয়েতনামস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সার্বিক সহযোগিতায় গত ০৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়।

বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ















সেপ্টেম্বর ২০২৪



ডিসিসিআই আয়োজিত 'বাংলাদেশের অর্থনীতির দ্বি-বার্ষিক পর্যালোচনা (জানুয়ারি-জুন, অর্থবছর ২০২৪); প্রেক্ষিত বেসরকারিখাত' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (মাঝে)। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ছবিতে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)-এর সাবেক মহাপরিচালক ড. খান আহমেদ সৈয়দ মুরশিদ (বামে) এবং ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।



অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান (বাম থেকে তৃতীয়)-এর সাথে মতবিনিময় করছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়)। ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডানে) সহ অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে।



জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র চেয়ারম্যান মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ (ডানে) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে তৃতীয়)-এর সাথে মতবিনিময় করছেন। গত ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত মিশরের রাষ্ট্রদূত ওমর মহি এলদ্দিন আহমেদ ফাহমি (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে 'জেনেসিস অফ ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়)। ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডানে) এবং বাংলাদেশস্থ মিশর দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন সোহেলা মাহরিন (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।



ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফ (বাম থেকে তৃতীয়)-এর নিকট হতে শুভেচ্ছা স্মারক গ্রহণ করছেন ডিসিসিআই'র সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডানে), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং পাকিস্তান দূতাবাসের ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট এটাসে জৈইন আজিজ (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।



ট্রেড ফেসিলিটেশন অফিস (টিএফও) কানাডা এবং বাংলাদেশস্থ কানাডিয়ান হাইকমিশনের সহায়তায় ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'কানাডায় রপ্তানি সম্প্রসারণে এসএমইদের দক্ষতা বৃদ্ধি' শীর্ষক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, ঢাকাস্থ কানাডিয়ান হাইকমিশনার ড. লিলি নিকোলস্ সহ সংশ্লিস্ট বেসরকারিখাতের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।





অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অবঃ) (বাম থেকে চতুর্থ)-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে পঞ্চম) সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডান থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (বাম থেকে তৃতীয়) সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (মাঝে) 'ফ্যাক্টরস্ এফেক্টিং ফুড ইনফ্লেশন: এন এ্যানালাইসিস অন প্রাইস ডিনামিক্স অফ এশেনসিয়াল কমোডিটিস' বিষয়ক ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন। ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডান থেকে সপ্তম), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডান থেকে পঞ্চম) সহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।



ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়)-এর নিকট থেকে 'কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অফ ডিসিসিআই' প্রকাশনা গ্রহণ করছেন বাংলাদেশস্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর জন ফে (বাম থেকে তৃতীয়)। ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডানে) সহ দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।



ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডানে)-এর সাথে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দের বৈঠক গত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।



গত ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত 'ডিসিসিআই জার্নাল অফ বিজনেস অ্যান্ড ইকোনোমিক পলিসি'-এর ১ম সভায় পিআরআই-এর চেয়ারম্যান ড. জায়েদী সাত্তার (ডানে), র‍্যাপিড-এর নির্বাহী পরিচালক ড. এম আবু ইউসুফ (ডান থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বামে), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (বাম থেকে তৃতীয়) যোগদান করেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. সায়মা হক বিদিশা উক্ত সভায় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।



ডিসিসিআই পরিচালক মোঃ সালিম সোলায়মান (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশস্থ শ্রীলংকান হাইকমিশনের কনস্যুলার (কমার্শিয়াল) শ্রীমালী জয়ারত্নে (বাম থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্যদের ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

অক্টোবর ২০২৪



ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ পথনির্দেশনা' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (মাঝে)। ০৫ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের ছবিতে এফবিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি মীর নাসির হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফেকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর (ডান থেকে দ্বিতীয়), বিকেএমইএ'র সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম (বামে) এবং প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আহসান খান চৌধুরী (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।



গত ১৭ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত 'খাদ্য মূল্যস্ফীতি; নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নির্ধারণে গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়)। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ড. সায়েরা ইউনুস (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ট্রেড সাপোর্ট মেজারস্ উইং-এর যুগ্ম-সচিব ড. সাইফ উদ্দিন আহম্মদ (বামে) এবং ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।



ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) "ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া সহজীকরণ; প্রেক্ষিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য" শীর্ষক ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন। ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের ছবিতে সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অব বাংলাদেশ-এর সদস্য (ফিন্যান্স) এস এম লাভলুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (বামে) এবং পরিচালক তাসকীন আহমেদ (ডানে) ছবিতে উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই আয়োজিত 'এসএমই নীতিমালা ২০১৯-এর সংস্কার: প্রেক্ষিত টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং উদ্ভাবন' শীর্ষক ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করছেন আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে চতুর্থ)। ১৯ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ইপিবি'র ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আনোয়ার হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডানে), বিসিক'র পরিচালক (দক্ষতা ও প্রযুক্তি) কাজী মাহবুবুর রশিদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক (এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট) নওশাদ মোস্তফা (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।



১৫ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে ডি-৮ চেম্বারস্ অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়)।





ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি এম এ সাত্তার, আফতাব-উল ইসলাম, আসিফ ইব্রাহীম, মোঃ সবুর খান, ওসামা তাসীর, শামস মাহমুদ, সভাপতি আশরাফ আহমেদ, সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী ১২ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে 'ডিসিসিআই'র পার্কিং জোন' উদ্বোধনের ছবিতে দেখা যাচ্ছে। ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতিবৃন্দ, প্রাক্তন সহ-সভাপতিবৃন্দ এবং প্রাক্তন পরিচালক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই আয়োজিত নৈশভোজ










ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডানে) "প্রাইভেট সেক্টর আউটলুক: প্রত্যাশা ও অগ্রাধিকার" শীর্ষক বাণিজ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন। ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের অনুষ্ঠানে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ (বাম থেকে চতুর্থ), বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন (বাম থেকে পঞ্চম), বিকেএমইএ'র সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম (ডান থেকে পঞ্চম), বিএবি'র সভাপতি আব্দুল হাই সরকার (বাম থেকে তৃতীয়), বিটিএমএ শওকত আজিজ রাসেল (ডান থেকে চতুর্থ), ফিকি'র সভপতি জাভেদ আখতার (বামে), এবিবি'র সভাপতি সেলিম আর এফ হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়), প্রাণ আরএফএর গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও আহসান খান চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়) এবং ইনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল মোক্তাদির (ডান থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত ছিলেন।



ডিসিসিআই প্রকাশিত ডিসিসিআই 'জার্নাল অফ বিজনেস অ্যান্ড ইকোনোমিক পলিসি'-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের ছবিতে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ (বাম থেকে ষষ্ঠ), বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন (বাম থেকে সপ্তম), ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে অষ্টম), প্রাক্তন সভাপতি আফতাব-উল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে পঞ্চম), মতিউর রহমান (বাম থেকে চতুর্থ), বেনজির আহমেদ (ডান থেকে চতুর্থ), হোসেন খালেদ (ডান থেকে তৃতীয়), ওসামা তাসীর (ডান থেকে তৃতীয়), রিজওয়ান রাহমান (ডানে), বিকেএমইএ'র সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম (ডান থেকে অষ্টম), বিএবি'র সভাপতি আব্দুল হাই সরকার (বাম থেকে দ্বিতীয়), প্রাণ আরএফএর গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিইও আহসান খান চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়), ফিকি'র সভপতি জাভেদ আখতার (বামে), বিটিএমএ শওকত আজিজ রাসেল (ডান থেকে সপ্তম), এবিবি'র সভাপতি সেলিম আর এফ হোসেন (ডান থেকে ষষ্ঠ) এবং ইনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল মোক্তাদির (ডান থেকে পঞ্চম) দেখা যাচ্ছে।



ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (মাঝে) "স্বাস্থ্য খাতে বিদেশমুখিতা কমাতে দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন। ২৩ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ছবিতে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি'র সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক এ কে খান আজাদ (বাম থেকে তৃতীয়), ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (বাম থেকে দ্বিতীয়), বিএমডিসি-এর ভারপ্রাপ্ত রেজিস্টার ডা. মো. লিয়াকত হোসাইন (ডান থেকে তৃতীয়), ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মো: জামাল (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব হেলথ ইকোনোমিক্স-এর প্রাক্তন পরিচালক অধ্যাপক ডা. সৈয়দ আব্দুল হামিদ (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।



ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'তথ্য-প্রযুক্তি খাতের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ০৯ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বাম থেকে তৃতীয়), বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন (বামে) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক (আইসিটি) মোহাম্মদ জাকির হাসান (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।



গত ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত 'অর্থায়নের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্ভাবনী এসএমই এবং স্টার্টআপগুলোর সাথে প্রাইভেট ইক্যুইটি এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠান সমূহের সংযোগ' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে পঞ্চম)। আইবিএ-এর সাবেক পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল মোমেন (বাম থেকে চতুর্থ), ঢাকা চেম্বারের পরিচালক সাইফ উদ্দৌলাহ (ডান থেকে তৃতীয়), সৈয়দ মামনুন কাদের (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং কামরুল হাসান তুহিন (ডানে) সহ অন্যান্যদের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র বিশেষ সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখছেন সভাপতি আশরাফ আহমেদ। ১৬ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ছবিতে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।



ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই)-এর 'সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান-২০২৪'-এ স্বাগত বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বামে)। ২৩ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ছবিতে এআইইউবি-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. সাইফুল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়), ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি-এর উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. এস এম মাহবুব উল হক মজুমদার (বাম থেকে দ্বিতীয়), অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সদস্য মোহাম্মদ ফখরুল আলম (ডান থেকে তৃতীয়), ঢাকা চেম্বারের পরিচালক রাজীব এইচ চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং আইসিএমএবি'র সহ-সভাপতি মোঃ আখতারুজ্জামান, এফসিএম (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।



বাংলাদেশে নিযুক্ত আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো কার্লোস সেসা (বাম থেকে দ্বিতীয়)-এর নিকট থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা গ্রহণ করছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়)। ১০ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠান পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী (ডানে) এবং আর্জেন্টিনার দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন ম্যাক্সিমিলিয়ানো রোমানেলো (বামে) কে দেখা যাচেছ।





ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-(ডিসিসিআই) এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি (এআইইউবি)-এর মধ্যকার নবায়নকৃত সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন ডিসিসিআই সভাপতি আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে ষষ্ঠ) এবং এআইইউবি'র উপাচার্য প্রফেসর ড. সাইফুল ইসলাম (ডান থেকে সপ্তম)। ২৩ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।



১৭ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে সিপিডি আয়োজিত 'বিজনসে এনভায়রনমেন্ট রিফর্ম ইন বাংলাদেশ' বিষয়ক সেমিনারের ছবিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী (বাম থেকে তৃতীয়), বিডা-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন (ডান থেকে তৃতীয়), সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক ড. খন্দকার ফাহমিদা খাতুন (মাঝে), এফবিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি আব্দুল আওয়াল মিন্টু (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ (বামে) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী ১১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ভারতের আসামের গোহাটিতে অনুষ্ঠিত '৩য় নর্থ-ইস্ট এক্সপোর্ট প্রমোশনাল মিট'-এ বক্তব্য রাখছেন।

বিভিন্ন কমিটি/সংস্থাসমূহে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি



DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

দি ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)-এর জেনারেল বডিতে ২০২৩-২০২৪ এবং ২০২৪-২০২৫ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দ

০১। জনাব মোঃ সামীর সাত্তার
সভাপতি, ডিসিসিআই

০২। জনাব রিজওয়ান রাহমান
পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

০৩। জনাব এ কে এম আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

০৪। জনাব আবুল কাসেম খান
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই (মনোনীত পরিচালক)

০৫। জনাব আসিফ ইব্রাহীম
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

০৬। জনাব শামস মাহমুদ
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

সভাপতি, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি ২০২৪
১.	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট (পর্ষদ সদস্য)	জনাব আশরাফ আহমেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
২.	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) (পর্ষদ সদস্য)	জনাব আশরাফ আহমেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
৩.	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) (পর্ষদ সদস্য)	জনাব আশরাফ আহমেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
৪.	স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও তা মনিটরিং সংক্রান্ত কমিটিতে ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	জনাব আশরাফ আহমেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
৫.	বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)	জনাব আশরাফ আহমেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
৬.	বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিআইএসি)	জনাব আশরাফ আহমেদ সভাপতি, ডিসিসিআই এবং জনাব ওসামা তাসীর, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৭.	জেন বাংলাদেশ (GEN Bangladesh)	জনাব আশরাফ আহমেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
৮.	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) কাউন্সিল	জনাব আশরাফ আহমেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
৯.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'গ্রান্ট এ্যাডভাইজরি কমিটি ফর ইআরএফ' শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই'র মনোনীত প্রতিনিধি	জনাব আশরাফ আহমেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
১০.	জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ	জনাব আশরাফ আহমেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
১১.	জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী কমিটি	জনাব আশরাফ আহমেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
১২.	জাতীয় লজিস্টিক্স উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি	জনাব আশরাফ আহমেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
১৩.	'এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পের 'প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি' এর সভায়	জনাব আশরাফ আহমেদ সভাপতি, ডিসিসিআই

পরিচালনা পর্ষদের বর্তমান ও প্রাক্তন সদস্যবৃন্দ

১.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা	জনাব মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
২.	ঢাকা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা	জনাব মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৩.	ঢাকা জেলা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা	জনাব মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৪.	নৌ-পথে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও নৌ-ডাকাতি বন্ধের জন্য গঠিত ঢাকা জেলা কমিটি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা	জনাব মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৫.	সড়ক দূর্ঘটনায় হতাহতদের সমন্বিত পরিসংখ্যান প্রণয়নের নিমিত্ত ঢাকা জেলা কমিটি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা	জনাব মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৬.	নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা	জনাব মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৭.	যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা ও মনিটরিং কমিটি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা	জনাব মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৮.	চোরাচালান নিরোধ কমিটি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা	জনাব মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৯.	চোরাচালান রোধকল্পে টাস্কফোর্স কমিটি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা	জনাব মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১০.	আঞ্চলিক চোরাচালান মামলা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা	জনাব মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১১.	ঢাকা জেলার সড়ক নিরাপত্তা কমিটি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা	জনাব মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১২.	শিল্পমন্ত্রাণালয়াধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)-এর নির্বাহী কমিটি	জনাব তাসকীন আহমেদ পরিচালক, ডিসিসিআই
১৩.	বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড (পর্ষদ সদস্য)	জনাব মালিক তালহা ইসমাইল বারী ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১৪.	ঢাকা ওয়াসা (পর্ষদ সদস্য)	জনাব মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১৫.	জাতীয় রপ্তানি ট্রফি সংক্রান্ত চূড়ান্ত বাছাই কমিটির সভা	জনাব মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১৬.	জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটি (এনপিইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়	জনাব মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১৭.	জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)-এর স্টিয়ারিং কমিটি	জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই
১৮.	কলকারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দুর্ঘটনা রোধ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর নেতৃত্বে সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ টিমে	জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই
১৯.	Updating the Water Supply Master Plan for Dhaka City (2014) শীর্ষক পরামর্শ সেবা কাজের জন্য ডিসিসিআই -এর প্রতিনিধি (ফোকাল পয়েন্ট)	ইঞ্জিঃ এম. এ. ওহাব পরিচালক, ডিসিসিআই
২০.	এনপিও কর্তৃক APO National Award 2024 বিষয়ক কার্যক্রম যথাসময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে NPO Award Team (NAT)- এ	জনাব তাসকীন আহমেদ পরিচালক, ডিসিসিআই

ডিসিসিআই সচিবালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ

১.	বিল্ড-এর ট্রাষ্টি বোর্ড সভায় ডিসিসিআই'র মনোনীত প্রতিনিধি	জনাব আফসারুল আরিফিন মহাসচিব, ডিসিসিআই
২.	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ১০ অনুযায়ী ঢাকা চেম্বারের আপিল কর্মকর্তা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়)	জনাব আফসারুল আরিফিন, মহাসচিব ও জনাব রাসেল আহামেদ, উপ-নির্বাহী সচিব
৩.	বিভাগীয় বিনিয়োগ ও ব্যবসায় উন্নয়ন সহায়তা কমিটির সভায়	জনাব আফসারুল আরিফিন মহাসচিব, ডিসিসিআই
৪.	ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি কমিটি	জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী নির্বাহী সচিব, গবেষণা ও পলিসি এডভোকেসি, ডিসিসিআই
৫.	বাংলাদেশ বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য	জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী নির্বাহী সচিব, গবেষণা ও পলিসি এডভোকেসি, ডিসিসিআই
৬.	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)-এর ৩ (তিন) বছর মেয়াদী অয়েলস, ফ্যাটস এন্ড এলাইড প্রোডাক্টস (সিএসসি-১৩) কমিটি	জনাব মোঃ শামসুদ্দিন আজাদ নির্বাহী সচিব, ডিসিসিআই
৭.	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর ওয়ান স্টপ সার্ভিস-এ ঢাকা চেম্বারের ফোকাল পয়েন্ট	জনাব মোঃ শামসুদ্দিন আজাদ নির্বাহী সচিব, ডিসিসিআই
৮.	সর্বজনীন পেনশন স্কিম জেলা পর্যায়ে সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'জেলা বাস্তবায়ন ও সমন্বয় কমিটি'	জনাব মোঃ শামসুদ্দিন আজাদ নির্বাহী সচিব, ডিসিসিআই
৯.	হালাল সার্টিফিকেশন কমিটি'	জনাব সোহেল রানা সিনিয়র সহকারী নির্বাহী সচিব, ডিসিসিআই
১০.	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)-এর ৩ (তিন) বছর মেয়াদী পেপার, পাল্প, বোর্ড এন্ড লেদার প্রোডাক্টস্ (সিএসসি-০৩) কমিটি	জনাব মোঃ জাহেদুর রহমান সহকারী নির্বাহী সচিব, ডিসিসিআই
১১.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে Trade Negotiating Committee (TNC)-কে সহায়তার লক্ষ্যে Working Group on Improvement of Business Environment-এ	জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী, নির্বাহী সচিব ও জনাব এএইচএম মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত নির্বাহী সচিব, ডিসিসিআই

ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার ২০২৪



DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার ২০২৪

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সার্বিক পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করা, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীসহ পরামর্শ ও সুপারিশ প্রণয়ন করা, চেম্বারের প্রশাসনিক কার্জকম, দেশের আমাদনি-রপ্তানি বাণিজ্য, শিল্পায়নে বিরাজমান সমস্যা, জাতীয় বাজেট, নতুন করারোপ এবং সর্বোপরি বাণিজ্যিক প্রতিক্রিয়াসহ নানাবিধ সমস্যার উপর পর্যালোচনার মাধ্যমে বাস্তবমুখী বিশ্লেষণাত্বক পরামর্শ দেয়া স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের মূখ্য দায়িত্ব। ২০২৪ সালে মোট ১৫টি স্ট্যান্ডিং কমিটি তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। বিষয়ভিত্তিক স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বার্ষিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে।

"এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রো বেইজড সেক্টর-২০২৪" স্ট্যান্ডিং কমিটি

বাংলাদেশ একটি জনবহুল কৃষি প্রধান দেশ, যেখানে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। কৃষিভিত্তিক শিল্পের জাতীয় অর্থনীতিতে অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) "এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রো বেইজড সেক্টর-২০২৪" স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিজাত শিল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই, বাজারজাতকরণ এবং কৃষি নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে কার্যকরী সুপারিশমালা প্রণয়ন করছে। এই কমিটি ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের কর্মপরিকল্পনার প্রায় সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। ২০২৪ সালে তারা ৩টি নিয়মিত সভাসহ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের আমদানী-রপ্তানী সংক্রান্ত ট্যাক্স ও ভ্যাট বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করেছে। এছাড়া বছরব্যাপী বিভিন্ন ইস্যুর প্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুযায়ী অনানুষ্ঠানিক সভার আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষি বাঙালির জীবিকার মূল উৎস হিসেবে প্রাচীনকাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের কৃষি কার্যক্রম মূলত প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল। কৃষিভিত্তিক শিল্প নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কয়েকটি বিষয় বিশেষ বিবেচনায় আসে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির উদ্ভাবন ও সম্ভাবনা, অধিক ফলনশীল বীজ এবং কৃষিজ সম্পদের উৎপাদন ও বহুমুখীকরণ ইত্যাদি। যেহেতু কৃষি বাংলাদেশের জনজীবনের প্রধান অবলম্বন, তাই কৃষির ইতিহাস, কৃষি জমি, চাষাবাদ পদ্ধতি, কৃষি শ্রমিক, কৃষি ঋণ, কৃষি পণ্য সামগ্রী বিপণন, পণ্যের গুণগত মান ও সনদ, কৃষি নীতি, কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা, ফসলের জাত উদ্ভাবন, ফসলের ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ ও রোগবালাই নিরসন, কৃষি পরিবেশ, কৃষি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি, খামার সরঞ্জাম, কৃষি সংস্থা, কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় সক্রিয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

উল্লেখিত বিষয়গুলোর আলোকে, ডিসিসিআইয়ের "এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রো বেইজড সেক্টর-২০২৪" স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০২৩-২৪ সালে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, যার কিছু উল্লেখযোগ্য বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

১. গত ১২ই মে ২০২৪ তারিখে ঢাকা চেম্বারের গুলশান সেন্টারে USAID-র একটি প্রতিনিধি দলের সাথে ডিসিসিআই'র একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশের বাণিজ্যের চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ, বাণিজ্য নীতি, কৃষি উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়ানোর জন্য সহযোগিতার সুযোগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় ডিসিসিআইয়ের সভাপতি আশরাফ আহমেদ, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সহ-সভাপতি মো: জুনায়েদ ইবনে আলী, পরিচালক সাইফ উদ্দৌল্লাহ, ও আহ্বায়ক মিনহাজ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। USAID প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ওয়াশিংটন থেকে আগত মি: নাথান ক্লাইন, ট্রেড পলিসি বিশেষজ্ঞ, ইউএসএআইডি।

২. গত ৩০শে মে, ২০২৪ তারিখে "Smart Agriculture: Issues and Challenges in Value Chain Development" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারটি ডিসিসিআই-এর সম্মানিত সভাপতি আশরাফ আহমেদ-এর সঞ্চালনায় এবং উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বারী-এর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিপু, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ICT Division-এর সম্মানিত সচিব মো: শামসুল আরেফিন। এছাড়া ডিসিসিআই-এর সহ-সভাপতি মো: জুনায়েদ ইবনে আলী ও পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারটিতে দুটি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়; প্রথমটি "Addressing Key Issues and Challenges of Smart Agricultural Value Chain" বিষয়ে উপস্থাপন করেন Swisscontact-এর মো: সাকিব খালেদ, Senior Manager (Programme), এবং দ্বিতীয়টি "Opportunities of Frontier Tech Automation in Agro Value Chain" বিষয়ে উপস্থাপন করেন i-Farmer Limited-এর ফাহাদ ইফাজ, Co-Founder and CEO।

৩. এই কমিটির মাধ্যমে কৃষির বিভিন্ন শাখা যেমন: কৃষি বীজ, পোল্ট্রি শিল্প, ফিড ইন্ডাষ্ট্রিজসহ এগ্রো-প্রসেসিং সংশ্লিষ্ট আমদানী-রপ্তানী এবং ট্যাক্স ও ভ্যাট ইত্যাদি বিষয়ে ডিসিসিআইয়ের সদস্যসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের

সুপারিশসমূহ সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত সুপারিশমালা ডিসিসিআই গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

৪. এছাড়াও "এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রো বেইজড সেক্টর-২০২৪" স্ট্যান্ডিং কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক এবং ডিলিং অফিসারগণ বছরের বিভিন্ন সময়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা এবং সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

২০২৩-২৪ সালের "এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রো বেইজড সেক্টর-২০২৪" স্ট্যান্ডিং কমিটিতে সমন্বয়কারী পরিচালক হিসেবে সাইফ উদ্দৌল্লাহ, আহ্বায়ক হিসেবে মিনহাজ আহমেদ এবং যুগ্ম-আহ্বায়ক হিসেবে পারভেজ আহমেদ ও মাইনুল হাসান দোলন দায়িত্বরত ছিলেন। এছাড়াও প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হোসেন আক্তার, পরিচালক এনামুল হক পাটোয়ারী, মো: আশিকুর রহমান, খান আক্তারুজ্জামান, গোলাম মাসুদ, আতিকুল হাসান, সহিদুল ইসলাম, মো: রফিকুল ইসলাম, মো: আমানুর রশিদ, আবু বাকের মো: সিদ্দিক, মো: কবীর হোসেন, রাঘুপতি সেন, নবিউল্লাহ বাবু, এ কে এম আলমগীর হোসেন, মো: ইফতেখার রহমান, মো: কামরুল হাসান, মো: আলাউদ্দিন, মো: নাজিম উদ্দিন, মো: সাখাওয়াত হোসেন মামুন, মো: খায়রুল কবীর, আমির হাম্‌জা, মো: এমদাদ হোসেন, মো: আবুল হাসনাত, মো: হাফিজুর রহমান, পবিত্র কুমার মোদক, মো: নাজমুল হাসান, ইঞ্জি: মো: আব্দুস সোবহান, মো: যুবায়ের কবীর, ড: মো: মহিবুল্লাহ শাহিন, মো: ইসতিয়াক রহমান প্রমুখ এই কমিটির সম্মানিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

Standing Committee on Country Competitiveness-2024

Bangladesh has emerged as one of the major economies in South Asia, with average annual GDP growth of 6% plus over the past decade until the pandemic hit. The growth performance of Bangladesh is unprecedented compared to many developing countries. Nevertheless, boosting private investment as well as FDI is still a critical task to sustain high growth. Factors such as inadequate infrastructure, corruption, inefficient bureaucracy, limited access to financing and policy instability are making the business environment difficult. Governance failures, climate change adaptation, dysfunctional institutions and unplanned urbanization have become additional risks for business competitiveness. Considering these issues, the Standing Committee on Country Competitiveness at DCCI played a vital role during this year 2024. The main objective of the Committee was to examine existing policies, laws, rules and procedures of Bangladesh and recommend the way forward to make Bangladesh more competitive in local and export market, especially after the LDC graduation.

Md. Sameer Sattar, Director & Immediate Former President, DCCI was the Coordinating Director of this standing committee. Eazaz Mohammed was the Convenor while Md. Shamim Bhuiyan and Kanij Fatima were Joint Convenors. As members of the committee H.M. Saifur Rahman (Saif), Mahbubul Alam, Md Shakhawat Hossain, M. Jahangir Alam, FCMA, Saud Sadrul Anam, Md. Dulal Hossain, Kazi Shah Muzakker Ahmadul Hoque, Ehsan E Moazzam, Tasnuva Ahmed, A K M Akif, Shah Jalal Uddin Ahmed, Leakat Ali Chaklader (Maruf), and Md. Abdul Hamid played their vital role in this committee. In 2024, the standing committee organized 2 (two) meetings in total.

Since the Leather sector is 2nd highest export-earning sector of the country, though its contribution to export is only 2.5%. Leather sector exporters get 30–40% lower price in the global market due to lack of certification on environmental performance. Furthermore, another major concern is that leather products will lose the advantage of duty-free, quota-free market access after LDC graduation. In view of this, the Standing Committee initiated to organize a Focus Group Discussion titled "Sustainable Export Growth in Post LDC Era: Strategies for the Leather Sector".

The objective of the event was to discuss the current challenges of the leather industry and provide way forward to enhance the share of the sector in the export market in the post-LDC era. Unfortunately, this event was postponed due to sudden political unrest and nationwide shutdown. The standing committee is preparing again to organize this important event as soon as possible.

Standing committee on Custom, VAT, Taxation & NBR Related Issues 2024

This Standing committee has given more attention to the rules concerning Customs, VAT, Taxation and NBR-related issues and gives valuable policy recommendations for the rationalization and simplification of the taxation systems. Additionally, the committee produced several relevant, strong and useful recommendations for the National Budget FY2024-25.

A yearly program schedule had been formulated at the beginning of the year and the committee adhered to it. During this year three (3) standing committee meetings were held. One (1) meeting was held to prepare for the DCCI National Budget Proposal-2023.

The committee prepared a total of 40 proposals under the headings of tax, VAT, and Customs issues. If we recap the national budget for FY2024-25, we found that 6 of the 40 submitted proposals 15% were either fully or partially implemented across income tax, VAT, and import duty. Of these, 10% pertained to income tax, 2.5% to VAT, and 2.5% to customs-related issues. Among the income tax proposals, full implementation was achieved for both the initiative to increase tax revenue and the amendment under Section 49(p) of the Income Tax Act 2023.

Partial implementation was seen in the proposals to waive withholding tax on foreign loan interest payments and impose an additional 50% interest if returns are not filed by the deadline. For VAT, the proposal to reduce advance payment requirements for disputed demands from 20% to 10% under Section 122(2) of the VAT Act 2012 was fully implemented. In customs, the regulatory duty on steel products under HS codes 7202.11.00, 7202.21.00, and 7202.30.00 was reduced from 15% to 5%, marking the full realization of this recommendation. Apart from these, two workshops have been conducted on Taxation and E-return Submission.

S. M. Golam Faruk Alamgir (Arman), Director, DCCI was the Coordinating Director of this standing committee. Rathendra Nath Paul was the Convenor while Md. Shafiqul Alam, FCMA, FCS, FCA and Manoranjan Bhakta, FCA played the role of Joint Convenors. As members of the committee M. Anwarul Haque, A. K. D. Khair Mohammad Khan, Shahed Ahmed, M. Mahmudur Rashid, Md. Lutfor Rahman, Mr. Shahid Alam, Dr. M Munirul Islam, Babla Basu, FCA, Zubayerul Islam, Nurun Nabi Suzon, Md. Monir Hossain Salim, Mahbubul Alam, AKM Nurul Huda Pintoo, Md. Abul Kalam Azad, A. K. Golam Kibria, FCA, Ms. Shahana Shumy, Md. Anowar Hossain, Mr. Masud Ahmed LLB, ITP, MBA, Golam Mostafa Rocky, Sailendra Nath Roy played their valued role in this committee.

Standing Committee on Financial Sector-2024

The Standing Committee worked as a platform to deal with all matters, issues & problems related to financial sectors and to make policy recommendations and review the present functioning of the Banking, Financial Institutions, Insurance and Capital Market & Venture Capital Sectors, Money Market, NBFIs.

During the year 2024 the Committee organized a Focus Group Discussion titled "Banking Sector: Expectations and New Reality" on May 07 at DCCI Gulshan Center. Professor Dr. Mohammed Farashuddin, Chief Adviser, East West University and Former Governor, Bangladesh Bank joined the event as the Chief Guest. Dr. Ahsan H. Mansur, Executive Director of Policy Research Institute of Bangladesh (PRI), Mashrur Arefin, Managing Director & CEO, The City Bank Limited, Naser Ezaz Bijoy, Chief Executive Officer, Standard Chartered Bangladesh and Kamrul Islam, FCA, Former Senior Vice President of DCCI also joined the discussion session as the Panel Discussants.

This Committee also organized a roundtable titled "Current State of the Economy and Outlook of Bangladesh" on 05 October, 2024 at DCCI Auditorium. The objective of the event was to bring together economists, industry leaders, and business executives to strategize and explore potential pathways for addressing the challenges hindering the immediate recovery of the economy. A total of eight distinguished discussants attended the session, where they shared their insights, engaged in discussions, and offered recommendations on the topic at hand. Mir Nasir Hossain, Former President, FBCCI, Syed Nasim Manzur, President, Leather Goods and Footwear Manufacturers & Exporters Association of Bangladesh, Mohammad Hatem, President, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), Dr. M. Masrur Reaz, Chairman & CEO, Policy Exchange Bangladesh, Shams Mahmud, Former President, DCCI & Managing Director, Shasha Denims Limited, Ahsan Khan Chowdhury, Chairman & Chief Executive Officer (CEO), PRAN-RFL Group, Syed Mohammad Kamal, Country Manager, Mastercard Bangladesh and Ambareen Reza, Co-Founder, Chairman & CEO, Foodpanda Bangladesh also joined the event as designated discussants.

DCCI President Ashraf Ahmed was the Coordinating Director of the Standing Committee and Lutful Hadee, FCA, LLM was the Convenor while Syed Aminul Kabir and Furkaan N. Hossain were the Joint Convenors of the Standing Committee for the year 2024. The members of

the Standing Committee were A. K. D. Khair Mohammad Khan, Mamun Akbar, Md. Ezaz Hossain, Tahmidur Rahman, Mahbubul Hoque, Md. Golam Masud, H.M. Saifur Rahman (Saif), Md. Kabir Hossen, Jobayer Ahmed, Zubayerul Islam, Md. Shamim Hossain, Rawan Ahmad Choudhury and Md. Shakawat Hossain Mamun.

Standing Committee on Urbanization and Decentralization-2024

The Standing Committee on Urbanization and Decentralization 2024 focused on promoting sustainable urban housing, encouraging decentralization and proper waste management to ensure the healthy urban life by formulating policy suggestions and recommendations to the Board of Directors of DCCI for placement with the concerned ministries and government agencies.

Dhaka is densely populated, while the economy, administration, and social services of the country are centrally concentrated in this city. Currently, 40% of the total urban population of Bangladesh lives in Dhaka. Decentralization and planned urbanization are urgently needed to save Dhaka and the country from the current critical situation. For this reason, streamlining various services provided by different organizations relating to proper waste management to ensure the healthy urban life, housing sector development, improvement of habitation and livability in urban life, separate zoning for commercial and residential areas, development of relevant infrastructure, and utility services were prioritized and persuaded at various policy-making levels by this Standing Committee during this year.

Three (03) meetings were held under this standing committee during the year 2024. In the 1st meeting held on 4th March, 2024, it was recommended by the committee to organize a seminar jointly with City Corporation to ensure healthy urban life by reducing pollution and proper waste management.

In the 2nd meeting held on 13th May, 2024, the whole preparedness of the seminar was discussed, including how to arrange the seminar successfully. The title of the seminar was recommended to be "Effective Waste management for Decent Urban Life", the chief guest will be from Ministry of Environment or, Mayor of City Corporation (DSCC/DNCC).

In the 3rd meeting held on 28th August 2024, the committee recommended to organize a Semiar/ FGD (Focus Group Discussion) on the topic of "Effective Waste management for Decent Urban Life" and the discussant panel guest will be Dr. Abdul Hamid, DG (DOE), Dr. A. Atik Rahman, Scholar in Environment, Iqbal Habib, Dr. Ijaz Hossain, BUET and other stakeholders.

M. Mosharrof Hossain, Director, DCCI acted as the Coordinating Director; Md. Mizanur Rahman as the Convenor; Syed Nabiur Rahman and Golam Mostafa Rocky acted as Joint Convenor of this Standing Committee. The other Members of the Standing Committee were Md. Fasiul Mowla, Amid Al Aziz, Kazi Mohd. Abu Sufian, Md. Kamrul Hasan, Shafiqul Iskam, Md. Mojibur Rahman (Mamun), Dr. Md. Muhibullah Shahin, Syed Ishtiaque Ahmed.

Standing Committee on Consumer Rights and Market Monitoring-2024

The Standing Committee on Consumer Rights and Market Monitoring remains dedicated to advocating for policies that protect consumer rights and support fair business practices, with a commitment to collaborative policymaking involving diverse stakeholders. The objectives set for the year 2024 include promoting consumer education, ethical business conduct, and responsible corporate governance among DCCI members, alongside a focus on ensuring competitive markets and consumer protections. Throughout 2024, the committee engaged actively with consumer groups, businesses, and government agencies to advance these goals.

In 2024, the committee organized a total of three meetings: two in-person sessions on March 2 and May 18, followed by a virtual meeting on October 2. These meetings underscored the committee's focus on policy advocacy, particularly through collecting recommendations for proposed amendments to key legislation, including the Consumer Rights Protection Act, 2009, and other relevant laws such as the Control of Essential Commodities Act, 1956, and the Essential Commodities Price & Bond Ordinance, 1970. This effort aims to modernize consumer protections and address the legal challenges arising from Bangladesh's impending graduation from LDC status. The proposed amendments reflect the committee's commitment to repealing outdated laws and introducing new safeguards for consumers.

Throughout the year, the committee examined pressing issues in the market, such as recent price hikes and the roles of various government agencies in

mitigating these increases. It delved into factors contributing to these hikes, including high duty costs, dollar shortages, banking fees, and excessive port charges, such as port demurrage fees, which further impact the prices consumers face. Moreover, the committee raised concerns over consumer rights violations due to non-compliance with industry standards, with instances of enterprises disregarding safety measures, BSTI regulations, and other established requirements. A clear gap in market monitoring and policy implementation was identified, which the committee believes demands urgent action.

The committee's discussions also addressed sudden spikes in food prices attributed to issues like supply chain disruptions, corruption, tariff adjustments, and hoarding. These findings were backed by a DCCI study on food price inflation, which the committee reviewed and praised as a valuable contribution to consumer rights advocacy. The committee stressed that targeted interventions could help curb inflation and stabilize prices. Additionally, the Director raised concerns about the impact of current bond facilities on importers, emphasizing that, without a duty drawback, importers may struggle to compete with local suppliers.The committee also noted inappropriate pricing strategies in the market, such as the use of rigid pricing tags and price disparities based on location, which contribute to unfair trading practices. Addressing these pricing inconsistencies is seen as essential to fostering fair market practices for consumers.

To further address consumer challenges in key sectors, the Standing Committee on Consumer Rights and Market Monitoring has organized a dialogue on "Reversing Outbound Healthcare Tourism" held on Tuesday, 19 November 2024 at the DCCI Auditorium. The event aims to develop actionable strategies to expand the capacity of the private healthcare sector and improve local service delivery, thereby retaining patients within the country. While significant progress has been made in healthcare infrastructure, critical challenges persist, including high out-of-pocket expenses, limited access to advanced services, shortages of healthcare professionals, and rising costs due to inflation and currency devaluation.

In summary, the Standing Committee on Consumer Rights and Market Monitoring's work in 2024 highlights its dedication to advocating for consumer protection, fair market practices, and policy updates that address contemporary challenges. Through strategic discussions, policy recommendations, and collaborative efforts with stakeholders, the committee continues to champion consumer rights while adapting to the evolving needs of Bangladesh's economy and market landscape.

Consumer Rights and Market Monitoring - 2024 Committee comprises Md. Salem Sulaiman, Director, DCCI; Dr. Khalilur Rahman, Convenor; Ln. Mahmud Hasan and Waseque Bin Bashir, Joint Convenor; The committee also includes Taslim Abir, Member; Md. Furkan Ali Habib, Member; Md. Sakhayat Ullah, Member; Md. Ashikur Rahman, Member; Laila Israt Jahan, Member; A.K.M. Alamgir Hossain, Member; Md. Nazmul Hasan, Member.

Standing Committee on Energy-2024

Since Bangladesh progresses towards becoming a middle-income country, ensuring a reliable and affordable energy supply will emerge as a paramount concern for the industrial sector. Projections indicate a significant gas shortage in the coming decades, driven by the country's ambitious industrialization initiatives and efforts to enhance export growth. Current apprehensions surrounding LNG prices and electricity tariffs, along with the need for uninterrupted captive energy supply, underscore the critical link between energy availability and the nation's aspirations for middle-income status and sustained double-digit economic growth.

To address the contemporary issues of power and energy sector, it's problems and prospects, challenges and opportunities and to chart out timely policy recommendations to the government, DCCI has a standing committee on Energy for the year 2024.

The Committee addressed issues pertaining to national energy security, with particular emphasis on ensuring an uninterrupted supply of energy and power at competitive prices for the industrial and manufacturing sectors. It recommended the adoption of coal-based energy, as well as the

exploration and mining of both offshore and onshore resources, alongside the development of alternative energy sources. The introduction of LNG and LPG in the industrial manufacturing sector is proposed to enhance Bangladesh's self-reliance in meeting the increasing energy and power demands of this sector. Energy efficiency is the most crucial for a sustainable energy security, the committee identified.

Furthermore, the committee emphasized the necessity of enhancing domestic natural gas extraction to bolster future energy security. The adoption of alternative energy sources, including renewable energy, imported hydroelectricity, biogas, hydrogen fuel cells, and ethanol, was also advocated as viable strategies to mitigate the current crisis. The committee underscored the importance of relevant policy reforms and the establishment of comprehensive guidelines to support these initiatives.

Furthermore, the Committee underscored the importance of establishing a rational LNG and LPG ecosystem supported by robust infrastructure to ensure long-term energy security. This strategic approach aims to address the challenges associated with Bangladesh's graduation from Least Developed Country (LDC) status and to facilitate export diversification. This year, the committee convened two meetings to address the pressing challenges posed by the global energy crisis stemming from fuel shortages. The recommendations put forwarded by the committee were placed to the Board for consideration. These recommendations were subsequently submitted to concerned government authority with the permission of the Board.

The committee also initiated holding a seminar titled "Predictable Energy Pricing and Supply Stability" on 07 December, 2024 at DCCI. Mr. Muhammad Fouzul Kabir Khan, Honourable Adviser, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources graced the occasion as the Chief Guest. During the seminar the speakers urged to figure out the appropriate pricing strategy and way forward for smooth supply of energy for continuous industrialization spree in the days to come.

Md. Habib Ullah Tuhin, Director, DCCI was the Coordinating Director of this standing committee. Engr. Md. Nurul Aktar was the Convenor, Md. Salauddin Yousuf and Md. Aminul Islam played the role of Joint Convenors. As members of the committee Jobayer Ahmed, Md. Shah Alam, Tahmidur Rahman, Sk. Shahidullah, Ahmed Samir Pasha, Md. Jahangir Al Jilani, Dr. Sayed Zahurul Haque, Md. Alauddin, Ubaidollah Anwar Bulbul, M A Reaz, Shahid Alam, Md. Ezaz Hossain, Md. Dulal Hossain, Md. Shafiqul Hasan played their valued role in this committee.

"ল' অ্যান্ড অর্ডার" স্ট্যান্ডিং কমিটি

ডিসিসিআই "ল' অ্যান্ড অর্ডার" স্ট্যান্ডিং কমিটি দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে নানামূখী প্রতিবন্ধকতা, চোরাচালানরোধ ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যুক্ত রেখে দেশের প্রচলিত আইন-কানুন এর পরিমার্জন-পরিবর্ধন পূর্বক ব্যবসায়ী ও তাঁর অংশীজনদের সেবার মান বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের স্থলবন্দর সমূহের আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চোরাচালান রোধ, বন্দর ব্যবস্থাপনার ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, সময়োপযোগী ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সভা/সেমিনার আয়োজন করে ব্যবসায়ীদের সামগ্রিক সমস্যা নিরসনমূলক কার্যক্রম সামনে রেখে কমিটি ২০২৪ সালের কার্যক্রম শুরু করে। এই কমিটির ২০২৪ সালে বাৎসরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা করে, উক্ত বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনার মধ্যে কমপক্ষে ৪টি সভা ও দু'টি সেমিনার/ওয়েবিনার অথবা মতবিনিময় সভা আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়। এছাড়াও Traffic Management issues, Urban Transportation, Parking, Slow vehicles Management, Issues relevant to rent a car system, Hawker & Large scale public transport system should be limited to 2 to 3 companies and managed with government intervention বিষয়গুলো নিয়ে সভাগুলোতে আলোচনার জন্য বিবেচনা করা হয়। এ বছর কমিটি থেকে তিনটি সভা ও একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়।

এ কমিটি থেকে গত ০২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত "পুরোনো ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যে যানজটের প্রভাব ও উত্তরণের উপায় চিহ্নিতকরণ" বিষয়ক একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়েছিল। মতবিনিময় সভায় দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। সভায় পুরোনো ঢাকার ব্যবসায়ী নেত্রীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণও উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভাটিতে ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে করণীয় পদক্ষেপসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয় পাশাপাশি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে যানজটের কারণে যেন ব্যঘাত না ঘটে সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার

বিষয়গুলোতে জোর দেয়া হয়। উপস্থিত সকলেই মনে করেন যে, ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে ট্রাফিক পুলিশকে বড় ভূমিকা পালন করতে হবে এবং একই সাথে সকলকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

২০২৪ সালের এই কমিটিতে ছিলেন ব্যারিস্টার মোঃ সিয়াম আল-দ্বীন মালিক, সমন্বয়কারী পরিচালক শেখ মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম, আহ্বায়ক, মোহাম্মদ জমশের আলী ও মিসেস তাসলিমা সিদ্দিক রত্না, যুগ্ম-আহবায়ক ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন আলহাজ্ব আবদুস সালাম, প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, মনোয়ার হোসেন, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ, প্রাক্তন পরিচালক, মিসেস পারভীন হোসেন, এ কে এম নুরুল হুদা পিন্টু, মিসেস সুরাইয়া আলম, আঞ্জুয়ারা রহমান, মোঃ রমজান আলী, এম. এন. তালুকদার, ব্যারিস্টার একেএম আকিফ, মোঃ মিজানুর রহমান, সৈয়দ নওশাদ আহমেদ, মিসেস সামিমা সুলতানা রেক্সোনা, ড. রুম্মান সুলতানা, মোঃ মতিন মিয়া, নিয়াজ আহমেদ, লিয়াকত আলী চাকলাদার (মারুফ), মোঃ আবুল কালাম, মোঃ দুলাল হোসেন, ড. গাজী সিরাজুল ইসলাম, মোঃ রফিকুল ইসলাম, এমএসএস, এলএলবি, ইঞ্জিঃ সালাউদ্দিন আলী, মোঃ রফিকুল বারী প্রমুখ।

Standing Committee on Infrastructure -2024

Infrastructure Standing Committee-2024 focused on promoting private sector involvement and investment in the development of sea ports, airports, land ports, bay terminals, container terminals, etc., and other infrastructure. In order to place concrete and effective policy recommendations to the government, the committee stressed on organizing result-oriented activities aligning with the government's plan encompassing ongoing and upcoming infrastructure projects. In particular, the committee emphasized the need to start new infrastructure projects and encourage investment in all logistics sub-sectors through structured financing, as well as to build projects of high private sector interest without relying solely on budgetary allocation.

Under this standing committee, three meetings were held during the year 2024. The three meetings were held on 6 March 2024, 3 April 2024 and 14 September 2024. The committee concluded during the meetings that collaboration among various stakeholders, including government agencies, private sector entities, and international organizations, is vital for reforming the National Logistics Policy. They also emphasized that this cooperation is crucial for addressing logistics challenges and identifying potential solutions, particularly improvements to river and inland ports.

Infrastructure Standing Committee-2024 comprises of Razeev H Chowdhury, Coordinating Director; Zerif Aftab, Convenor; Sameer Yusuf, Joint Convenor; Mohammad Mahfuj Khan, Joint Convenor; Md. Sariful Islam, Member; Kazi Mohd. Abu Sufian, Member; Rabiul Alam, Member; Nabiullah Babu, Member; Amid Al Aziz, Member; and Sharif Shaham Al Waffin, Member.

Standing Committee on Industrial & Trade Policies-2024

The Standing Committee on Industrial and Trade Policies 2024, under the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), played a pivotal role in shaping and advising on policies that impact industrial growth and trade in the country. The committee develops recommendations for government policies on industrial development and trade, considering local industry needs and global trade trends. It advocates for policy adjustments to improve competitiveness, economic growth, and investment opportunities.

Through these responsibilities, the committee acted as a bridge between the government and the private sector.

In 2024, the standing committee organized three (3) meetings in total. The committee organized two (2) events were as follows:

1) Roundtable Discussion (RTD) titled "Navigating the challenges and opportunities of ESG compliance in Bangladesh" at 11.00 AM, May 18, 2024, on Saturday at Dhaka Chamber Auditorium. Mr. Zaki Uz Zaman, Country Representative, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) Bangladesh, delivered the keynote presentation. The objectives of the seminar are providing assurance services to verify accuracy and completeness of ESG reporting, ensuring consistency with policies and regulations. Also, educate relevant stakeholders including employees, investors, regulators on the significance of ESG reporting.

2) Focused Group Discussion (FGD) titled "Easing the Business System: An International Trade Perspective" on Tuesday, 15th October 2024, at 11:00 AM at the DCCI Auditorium. The vibrant event brought together experts from various sectors, including senior government officials, business leaders, members of civil society, and the Board of Directors of DCCI. The FGD aims to tackle key barriers impeding international trade in Bangladesh by proposing strategies to streamline regulatory processes, reduce administrative burdens, and recommend policy measures to enhance the business environment. The discussion was focused on simplifying regulations, reducing paperwork, improving transparency, and reforming customs to enhance efficiency and minimize delays, while implementing electronic customs declarations to expedite the movement of goods, saving businesses both time and costs.

The standing committee comprises Nayeemur Rahman, Coordinating Director; Md. Saifur Rahman, Convenor; Dr. Md. Rezaul Hakim and Nur Alam, Joint Convenors. The other members of the Standing Committee are as follows: Hossain Akhtar, M. Abu Hurairah, M. Anwarul Haque, Md. Saifur Rahman, Syed Nowshad Ahmed, Md. Zakaria habib Khan Shishir, Azfar Hossain, Mamunur Rashid, Laila Israt Jahan, Dr. Sabina Yeasmin, Md. Moniruzzaman, Kamrul Hasan Shayok, Mohammad Shahidul Bari, Mohammad Ariful Haque, M. Mahmudur Rashid, Raghupati Sen, Md. Shah Alam, Anjuara Rahman, Parvin Hossain, Amman Al Aziz, Nurun Nabi Suzon, Dr. Mohammad Abdul Momin, Abr Naim Sarker, Atikur Rahman, Md. Anowar Hossain, Barriester AKM Akif, Mohammad Ishtiaq Rahman.

Standing Committee on Industry-Academia-2024

Mohammad Saifur Rahman Saif, Director, DCCI and the Coordinating Director of the Standing Committee; Ismat Jerin Khan, the Convenor, Md. Ikram Dhali and Dr. Mohammad Naveed Ahmed are the Joint-Convenor of this Standing Committee. Other members of the Standing Committee are: Md. Rafeuzzaman, Dr. Quazi Taif Sadat, Mohammad Ariful Hoque, Tanjil Ahmed Ruhullah, Kamrul Hasan Shayok, M. M. Masumuzzaman, Sayed Habibur Rahman, Barrister Tahmidur Rahman, A Q M Jahangir Kabir, Rifat Khandaker and Kanij Fatima.

Main Terms of Reference (ToR):

Main Terms of Reference (ToR) of the Standing Committee on "Industry-Academia 2024" of DCCI could be summarized as follows:

1. To recommend appropriate policies for national skills development initiative of Government.
2. To undertake relevant program as and when assigned by the Board of Directors/President.
3. Committee may adopt any other important issue relevant to the subject matter with the consent of the President.

Number of Meetings:

Three meetings of this Standing Committee were held on February 27, 2024; May 8, 2024 and September 17, 2024. The following activities were undertaken as per recommendations of the Standing Committee with due approval of DCCI Board of Directors.

1. **First Meeting held on February 27, 2024:**

   In this meeting Committee recommended to organize a View Exchange Meeting within July 2024.

2. **Second Meeting held on May 8, 2024:**

   In this meeting Committee suggested to sign MoC/MoU with Southeast University (SEU) and arrange a courtesy visit to National Skills Development Authority (NSDA) to discuss the future collaboration with DBI.

3. **Third Meeting held on September 17, 2024:**

   In this meeting Committee suggested to arrange a Certificate Awarding Ceremony by November 2024.

Implementation Status:

All Recommendations of this Standing Committee are approved by the board and maximum recommendations are implemented by this committee successfully.

Conclusion:

In 2024, the committee effectively coordinated meetings and hosted a View Exchange Meeting titled "Strengthening the Collaboration of the Private Sector and Academia: State & Future" on July 6, 2024, and a Certificate Awarding Ceremony on 23 November, 2024.

এসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০২৪

ডিসিসিআই, "এসএমই ডেভেলপমেন্ট" স্ট্যান্ডিং কমিটি ব্যবসায়ী সমাজকে বহুমূখী সেবা প্রদানসহ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে সরকারকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি-নির্ধারণী সহায়ক সুপারিশ ও মতামত প্রদান করে থাকে। সরকার কর্তৃক গৃহীত সঠিক নীতিমালা এবং পদক্ষেপের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। এই লক্ষ্যে সিএমএসএমই খাতের উন্নয়ন তথা ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এই খাতের সার্বিক সহযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এই কমিটি হতে ২০২৪ সালে মোট ৩ টি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিটির প্রথম মিটিং অনুষ্ঠিত হয় ৪ মার্চ, ২০২৪ তারিখে। এই মিটিং এর মাধ্যমে সারা বছরের কার্য পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এখানে এসএমই নীতিমালা-২০১৯ সংস্কারের জন্য একটি মতবিনিময় সভা আয়োজনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং কমিটি নীতিমালাটি সংস্কারের লক্ষ্যে সদস্যদের নিকট লিখিত সুপারিশ প্রেরণের অনুরোধ করে। কমিটির ২য় মিটিং অনুষ্ঠিত হয় ২৯ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে। এই মিটিং এ "এসএমই উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী ও টেকসই উন্নয়ন: প্রেক্ষাপট এসএমই নীতিমালা-২০১৯" শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করার বিষয়ে কমিটি বিশদভাবে আলোচনা করে। মতবিনিময় সভাটি সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ০৮ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে আরেকটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয় ।

এছাড়াও সম্পাদিত ৩টি মিটিং এ এসএমই উন্নয়ন ও উদ্ভাবন বিষয়ক আরও কিছু অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তাব উঠে আসে যেমন:

- এসএমই-এর সম্ভাবনাময় খাতগুলির উপর আলোচনা সভা (হস্ত শিল্প, অটোমোবাইল, চামড়াজাত পণ্য, ইমিটেশন জুয়েলারি, হিমায়িত খাবার, খেলনা)
- এসএমই পুনঃঅর্থায়ন, সহজ ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া এবং ঋণ প্রাপ্তির সহজ উপায় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- ডিসিসিআই, বাংলাক্রাফট ও এসএমই ফাউন্ডেশনের সমন্বয়ে হস্তশিল্প খাতের উপর মেলার আয়োজন।

১৯শে অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে "এসএমই উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী ও টেকসই উন্নয়ন: প্রেক্ষাপট এসএমই নীতিমালা-২০১৯" শীর্ষক মতবিনিময় সভাটি সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই মতবিনিময় সভার উদ্দেশ্য ছিল সরকারের নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা গ্রহণ, এসএমই খাতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণের বৃহত্তর লক্ষ্যগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা। আলোচনায় ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা সংস্কারের বিষয়টিও উঠে আসে। সভায়, এসএমই খাতের উন্নয়নে আন্তর্জাতিকমানের একটি এসএমই নীতিমালা প্রণয়ণের উপর সকলে সহমত পোষণ করে। ইতোমধ্যে কমিটি হতে এসএমই নীতিমালা সংস্কারের জন্য সুপারিশমালা মাননীয় শিল্প উপদেষ্টা মহোদয় ও ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় আশরাফ আহমেদ, সভাপতি, ডিসিসিআই, স্বাগতিক বক্তব্য এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সভার প্যানেল আলোচনার অধিবেশনে আলোচক হিসাবে অংশগ্রহণ করেন খন্দকার মোস্তাক হোসাইন, এভিপি ও হেড অব ইমার্জিং অ্যান্ড মিডিয়াম বিজনেসেস, সিএমএসএমই ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ডিভিশন, লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসি; মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান পলাশ, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ডিভিশন হেড, এমএসএমই ও ইমার্জিং বিজনেস, ঢাকা ব্যাংক পিএলসি; মোহাম্মদ কায়সার হামিদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, বাংলাদেশ ফাইন্যান্স লিমিটেড; মোহাম্মদ নাজিম হাসান সাত্তার, মহাব্যবস্থাপক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন; মির্জা নূরুল গনি শোভন, সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব); ড. মোহাম্মদ মোশাররেফ হোসেন, সহকারী অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট; নওশাদ মোস্তাফা, পরিচালক (এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ), বাংলাদেশ ব্যাংক; মোহাম্মদ ইয়াকুব হোসেন, নির্বাহী পরিচালক (রেগুলেশন ও গবেষণা), মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি; কাজী মাহাবুবুর রশীদ, পরিচালক (দক্ষতা ও প্রযুক্তি), বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিএসসিআইসি); মোঃ আনোয়ার হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং মোঃ সলিম উল্লাহ, অতিরিক্ত সচিব (নীতিমালা, আইন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অনুবিভাগ), শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

এই কমিটিতে কামরুল হাসান তুহিন, সমন্বয়কারী পরিচালক, মোঃ শিহাব আদ-দীন, আহ্বায়ক এবং মিস হুমায়রা চৌধুরী ও মোঃ মহিন উদ্দিন বুলবুল, যুগ্ম-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন; মোঃ আব্দুল হামিদ, মো: কায়সার হামিদ, সুরাইয়া আলম, মো: সাখায়াত উল্লাহ, মোহাম্মদ শহিদুল বারী, মোঃ আবুল আবদুল্লাহ, জাহিদ হোসেন লিটন, নুর-ই-আলম, নাইমা সুলতানা, তসলিম আবির, মোঃ হোসেন খান মিলন, খান আকতারুজ্জামান, মো: ইসতিয়াক হোসেন, মো: আতিকুল হাসান, ড. কাজী তায়েফ সাদাত, মো: শহিদুল ইসলাম, এস কে শহীদুল্লাহ, মো: আমানুর রশীদ, মো: ফুরকান আলী হাবিব, ডা. সাবিনা ইয়াসমিন, ড. সৈয়দ জহুরুল হক, মোহাম্মদ ইফতেখার রহমান, মোঃ মজিবুর রহমান (মামুন), পবিত্র কুমার মোদক, মোঃ শফিকুল হাসান, এস. কে. নুরুল করিম, আসমা শারমিন লিনা, খান সালাউদ্দিন আহমেদ, শাহানা সুমী, মারুফ সিকদার, নুরুদ্দিন আহমেদ এবং ডা. রুম্মান সুলতানা প্রমুখ।

Standing Committee on Digital Economy & Information Technology-2024

The Digital Economy & Information Technology Standing Committee is a distinguished platform dedicated to providing policy recommendations to Bangladesh's pertinent ministries and governmental entities. These recommendations aim to facilitate the effective establishment of a comprehensive framework that institutionalizes processes, delineates responsibilities and authorities, and enforces accountability. The overarching objective is to ensure the judicious and strategic utilization of information technology, both within the government and the private sectors.

In its pursuit of excellence, the Committee actively explores and crafts recommendations designed to enhance the business landscape within a digitally sophisticated environment. This includes fostering an environment conducive to smart economic practices, with a keen focus on leveraging Information Technologies and nurturing the growth of the 4th Industrial Revolution.

Furthermore, the Committee possesses the responsibility of overseeing the implementation of DCCI's IT Enables Services. Its duties extend beyond the realm of the IT industry and encompass various sectors seeking to enhance their business landscapes

through the integration of modern technologies. The members of this committee diligently inspect business organizations to enhance their internal policies through the expertise of Management Information Systems (MIS) and Information & Communication Technology specialists.

The Committee is acutely aware of the significance of digital transformation, recognizing it as the process through which technologies are harnessed to create and reshape existing business processes, cultures, and customer experiences. This endeavour is undertaken to align with market demands and adapt to the evolving business landscape.

Additionally, the Committee acknowledges the critical importance of cybersecurity. It offers valuable guidance to business leaders on safeguarding their organizations against cyber threats while progressing in the modern era.

In the year 2024, the Committee convened (05) Five official meetings at the DCCI premises. During these meetings, the Committee embarked on initiatives aimed at enhancing the IT industry and encompassing various sectors seeking to enhance their business landscapes. These initiatives encompassed the development and integration of various services. These efforts were undertaken to improve the working capacity of business stakeholders. Additionally, the Committee initiated the upgradation of an Enterprise Resource Planning (ERP) solution to manage aspects such as the Accounting & Employee Dashboard to increase the working facilities of employees.

This Standing Committee also provides valuable counsel to the DCCI IT Department, aiding in its strategic planning and monitoring activities, which include online webinars, seminars, IT operations, IT governance, and standardization of IT products. It ensures that the IT strategy remains aligned with broader office-wide strategies and objectives, while also evaluating proposed IT departmental initiatives and assigning priority accordingly.

In furtherance of its mission, The Committee has organised a seminar titled "Opportunities of Frontier Tech Automation in Agro Value Chain" on 30th May 2024 in the DCCI Auditorium. This event helped to understand the possibilities of automation growth in the Agricultural Sector. The Committee has also organised a seminar titled "Reform for ICT Industry Growth" on 9th November 2024 in the DCCI Auditorium.

In the year 2024, Syed Mamnun Quader, Director of DCCI, assumed the role of Coordinating Director of the Committee, with Rashad Kabir serving as the Convener and Mir Shahrukh Islam and Md. Saifur Rahman as Joint Conveners. The Committee comprised esteemed members, including Mamun Akbar, Md. Rafiqul Islam, Md. Monir Hossain Salim, Md. Istiaque Hossain, Arif Hossain, Nur-E-Alam, Md Shakhawat Hossain, S. M Mejba-Ul-Haque, Abu Naim Sarker, Md. Jobaer Kabir, and Taimur Rahman.

Standing Committee on Emerging Economic Opportunities-2024

Bangladesh's financial landscape is brimming with opportunity, especially as the government implements policies that encourage foreign investment, digital transformation, and sustained prosperity. The government's efforts to modernise industries and promote economic diversification, together with the country's youthful and growing population, are fostering the new prospects emerging in a variety of areas, including the Blue Economy. With this theme in mind, the Standing Committee on Emerging Economic Opportunities-2024 was established.

The key objectives of the Standing Committee are as follows:

- To review and examine the opportunities and challenges of emerging economic areas including new Investment.
- To explore avenues of developments in Blue Economy.
- To offer policy recommendations and policy advocacy to ensure investment in new and emerging sectors.

In 2024, the standing committee organized two (2) meetings in total. Besides, The informal meeting between DCCI Emerging Economic Opportunities Standing Committee and Chiangmai Chamber of Commerce (CCC), Thailand was held on Thursday, 22nd February 2024 at 12:00 PM through DCCI online Zoom. The objectives of the meeting were the potential avenues of cooperation between DCCI and CCC. The major recommendation was an actionable MoU may be signed between DCCI and CCC which should go beyond signing and mere discussion.

The committee organized a seminar titled 'Unleashing the Potential of Semiconductor Industry in Bangladesh' on May 15, 2024, Wednesday, at 3:00 PM in DCCI auditorium. Mr. Zunaid Ahmed Palak, MP, Hon'ble State Minister for Posts, Telecommunications, and Information Technology, Government of the People's Republic of Bangladesh, was present as the Chief Guest, and Mr. GSM Jafarullah, ndc, Managing Director, Bangladesh Hi-Tech Park Authority, was present as the Special Guest. The seminar was chaired by Mr. Ashraf Ahmed, President of DCCI. The keynote was presented by A. S. M. A. Haseeb, Nanomaterials and Ceramic Engineering Dept., BUET, Dhaka. The objective of the seminar is to evaluate the current state and potential of the semiconductor industry in Bangladesh and identify key policy and strategic measures required for its growth.

The Standing committee supported to DCCI develop "Draft Semiconductor Industrial Development Policy 2024". The objectives of the policy are as follows:

- To identify the potential products and services to ensure the continuous development of the semiconductor industry.
- To ensure the availability of adequate funding, tax and duty incentives, financial and non-financial benefits to create an ecosystem for the semiconductor industry expansion in Bangladesh.
- To take effective steps to create Made in Bangladesh brand by ensuring access of semiconductor products and services in national and international markets.
- To expand research and development (R&D) activities in manufacturing and innovation of semiconductor industry products.

The standing committee comprises Md. Abdul Mannan, Coordinating Director; Rasheed Mymunul Islam, Convenor; Waeez R. Hossain, Joint Convenor. The other members of the Standing Committee are as follows: Tanjil Ahmed Ruhullah, Gazi Motin Hossain, M. Jahangir Alam, FCMA; Gazi Alim Al Razy, Engr. Rifat Khandaker, Md. Abul Kalam Azad.

Standing Committee on Trade Facilitation & Regional Integration-2024

DCCI Standing Committee on Trade Facilitation & Regional Integration - 2024 is a strategic initiative by the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) aimed at bolstering Bangladesh's trade landscape and regional connectivity. This committee is set up to address and streamline trade processes, reduce barriers, and foster stronger connections with neighboring economies, facilitating smoother trade flows across borders. This committee aims to align with Bangladesh's goals for economic growth, increased exports, and integration into regional value chains. By focusing on trade facilitation and regional integration, the committee can help identify challenges, propose policy adjustments, and work with public and private stakeholders to remove obstacles.

This is especially relevant for achieving a competitive edge in the global market, reducing business costs and time, and enhancing Bangladesh's position as a regional trade hub. The committee will play a crucial role in positioning Bangladesh as a proactive participant in regional trade agreements and initiatives, making it an essential addition to DCCI's advocacy efforts.

In brief, the Standing Committee on Trade Facilitation & Regional Integration - 2024 set the priority on the following avenues for the year 2024:

A) Facilitating Market Access: Enhancing international market access in export, import, investment collaboration, and exploring new potential trade destinations.

B) Policy Advocacy: Strengthen DCCI's role in the national and international policy advocacy domains, encompassing an improved trade facilitation ecosystem, creating an enabling policy environment for signing FTAs to maintain Bangladesh's export competitiveness, and aligning Bangladesh's trade policies with the WTO during the post-LDC regime.

C) Establishing B2B Partnerships for Trade Connectivity: Establishing B2B Partnerships for Trade Connectivity is vital for strengthening Bangladesh's position in regional and global markets. By building business-to-business (B2B) partnerships, companies can leverage shared resources, knowledge, and networks to navigate international trade more effectively. Such partnerships enable businesses to identify new market opportunities, reduce logistical challenges, and streamline supply chains, making cross-border trade faster, more reliable, and cost-effective. These collaborations serve as a bridge between markets, fostering trust strategies, technologies, regulations, and other pertinent factors for success in the African market.

b) Findings of the Study of the ASEAN Region:

1. The total imports from ASEAN to Bangladesh amounted to USD 11.35 billion, while exports stood at USD 911.50 million, making ASEAN Bangladesh's fifth-largest trade partner. Conversely, the global import volume of ASEAN countries is substantial, reaching USD 1.88 trillion, whereas imports from Bangladesh constitute only 0.05%.
2. Only 1.64% of Bangladesh's exports are destined for ASEAN, and combined foreign investment from ASEAN to Bangladesh is recorded at USD 2.73 billion.
3. Among Bangladesh's export partners in ASEAN, Malaysia holds the top position with USD 372 million, followed by Singapore, Vietnam, the Philippines, and Thailand.
4. Considering the last five years' CAGR, Vietnam ranks as Bangladesh's highest export growth market, recording 16% growth. It is followed by Thailand (13% growth) and Malaysia (8% growth).
5. Potential export sectors from Bangladesh to ASEAN countries encompass Pharmaceuticals, RMG & Textiles, Agriculture, Plastics and Articles, Light Engineering, Iron and steel, Pulp and Paper, Food Processing, Footwear, Jute, Leather and Leather Articles, Electrical and Mechanical Appliances, Fisheries, Ceramics, Aluminum, Rubber, and more.
6. Intra-ASEAN exports are 22.90%, and imports are 21.60%, which also makes it challenging for Bangladesh to penetrate the ASEAN market.
7. Lack of branding of Bangladeshi products in the ASEAN market. In many instances, Bangladeshi products (especially medicine and potatoes) are sold as products of other countries due to the absence of direct export.
8. Visa complicacy also discourages Bangladeshi business. Moreover, business people's mobility is interrupted at the Dhaka Airport, particularly for travelers with on-arrival visas.
9. To meet market demands, Bangladesh must diversify its exports to ASEAN by focusing on improved quality while expanding the bilateral relationship to include non-traditional products, a skilled workforce, and a variety of services and creative industries such as tourism, ICT, BPO, culture, education, and healthcare, in addition to traditional goods.
10. Bangladesh and ASEAN should consider the potential benefits of a comprehensive Free Trade Agreement (FTA) to strengthen trade relations. This could open new opportunities for collaboration and facilitate a more extensive exchange of goods and services.
11. Analyzing the market access strategies of ASEAN's major trade partners will help us expand our export footprint in the ASEAN market.
12. Cambodia and Laos present promising markets for various sectors, including healthcare, pharmaceuticals, medical supplies, leather goods, agriculture, infrastructure, and tourism.

13. Bangladeshi exporters, especially SMEs, must build up capacity on compliance, SPS issues, uniformity, product standardization, packaging, preservation, and shelf life of agricultural products for export to ASEAN countries.
14. Expanding knowledge partnership and technical cooperation with ASEAN companies to develop the capacity of our local industries to be included in the ASEAN value chains.

B) Policy Advocacy: The committee framed the following recommendations to strengthen DCCI's policy advocacy role in different national and international domains and ensure a better trade facilitation ecosystem.

1. Update laws, rules, and standard operating procedures to align with international standards and develop user-friendly digital export and import manuals for streamlined procedures.
2. Implement efficient trade facilitation measures to streamline customs procedures and reduce trade barriers. Develop online e-certification systems for trade agencies to enhance transparency and efficiency in cross-border trade and advocate for policy reforms supporting risk-based clearance procedures.
3. Ensure compliance with international standards by aligning trade policies and institutional cooperation to meet WTO requirements for smoother trade processes and developing capacity-building programs that aid laboratories, testing facilities, and certification bodies in accrediting against global standards, including the Halal Certifications.
4. Expediting negotiations for signing FTA/PTA with strategic trade partners.
5. Building capacity of SME-based exporters on Sanitary and phytosanitary (SPS) standards compliance and requirements.

C) Establishing B2B Partnerships for Trade Connectivity:

1. To support market access, the committee facilitated the organization of a virtual B2B conclave. DCCI, in collaboration with the National Chamber of Commerce of Sri Lanka (NCCSL) and the High Commission of Sri Lanka in Bangladesh, hosted on March 14, 2024. This event brought together 12 DCCI member companies and 18 Sri Lankan companies from sectors including Agriculture, Electronics, Energy, and ICT, resulting in 49 B2B meetings. H.E. Mr. Tareq Md Ariful Islam, Bangladesh's High Commissioner to Sri Lanka, and H.E. Mr. Dharmapala Weerakkody, High Commissioner of Sri Lanka to Bangladesh, were also present at the conclave, underscoring the importance of collaboration between the two countries.
2. The Committee facilitated a 3-member delegation to attend INSP MIHAS 2024 on September 18, organized by the Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) in conjunction with the 20th Malaysia International Halal Showcase (MIHAS 2024) held at MITEC, MATRADE, Kuala Lumpur, Malaysia—the Convenor Md. Mamunur Rahman also attended the 20th Malaysia International Halal Showcase (MIHAS 2024), displayed his company in a booth, and organized a Seminar in the Pocket talk, as his company EXPOPRO has been an International Media Partner of MIHAS and attended the event since 2018. The Convenor also supports the DCCI team's work on information regarding export development (Tariff and non-tariff barriers while exporting to Malaysia) in countries like Malaysia.

Trade Facilitation & Regional Integration Standing Committee-2024 comprises Taskeen Ahmed, Coordinating Director; Md. Mamunur Rahman, Convenor; Maimun Ur Rashid Mustafa and Osman Haidar as Joint Convenor; The other members of the committee are Sayed Habibur Rahman, Amir Hamza, Arif Hossain, Mohammad Nizam Uddin, Md. Rafeuzzaman, Shahed Ahmed, Md. Saiful Islam, Md. Zakaria Habib Khan Shishir, Azfar Hossain, Md. Jahangir Al Jilani, Mamunur Rashid, Md. Abul Hasan Abdullah, Gazi Motin Shossain; Engr. Md. Abdush sobhan, Dr. Mohammad Abdul Momin, Ramzan Ali, M M Masumuzzaman, Atikur Rahman and M Khairul Alam.

Centre for Entrepreneurial Excellence
DCCI Business Institute
Dhaka Chamber Building (11th floor), 65-66, Motijheel C/A, Dhaka-1000

DCCI Business Institute (DBI)



DCCI Business Institute (DBI)

DCCI Business Institute (DBI) is one of the pioneer institutes of Bangladesh, established by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), the largest and most active trade organization in Bangladesh and the voice of SMEs serves as the first point of business contact for penetration into a new market and a vibrant platform putting forward fact-based opinions, suggestions and recommendations for a brighter tomorrow in the sphere of trade, investment, commerce and the overall economy. DCCI is the only ISO certified trade organization in Bangladesh and an excellent research-oriented, non-profit trade and investment promotion body. Apart from providing traditional services to its members, it aims at bringing diversification in need-based human resource development and business education.

With this aim in view, DCCI started conducting short training courses to provide training to its members for the development of business executives, professionals and entrepreneurs under a jointly taken project with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva in 1991. After the end of the one-year project with ITC, DCCI continued the programme of human resource development, jointly with other development partners like ZDH & GTZ, Germany. Meanwhile, DCCI already upgraded its training centre into DCCI Business Institute (DBI) in 1999.

Since then, DBI has been conducting various short-term training courses. It has started conducting International Diploma in Supply Chain Management (SCM), jointly with International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva since 2007. It also started day-long workshop in 2015. Now DBI has started its new horizon by launching a 6-month long Postgraduate Diploma (PGD) Programme from 2019, and 3-month long Certificate courses, jointly with renowned Universities of Bangladesh from 2021. During the COVID-19 pandemic time, DBI has conducted its all training programmes through online. Now, DBI has been arranging its training courses both in online and in-person.

The main objectives of DBI are to train and upgrade the attitude, knowledge and skills of entrepreneurs, managers, executives, organizations and job seekers to develop their capacity and make them forward-looking to deal more successfully with the business world so that they can face the challenges of globalization and exploit emerging opportunities in a competitive global market.

The Vision & Mission:

Vision: To emerge as a professional business school with wide-ranging modern knowledge-based education and a center of excellence.

Mission: DBI plans to conduct short, medium and long-term business-related training courses and curricula eventually to graduate as a full-fledged business school for entrepreneurs and professionals.

During this year, DBI has been conducting various training programmes as per its Training Calendar 2024. The Training Calendar was prepared under the guidance of the DCCI "Industry-Academia 2023" Standing Committee. Throughout the year, the courses in DBI are conducted as per the plan of this designed calendar.

DBI has been offering 6 (six) month-long four Postgraduate Diploma titled (i) Customs, VAT and Income Tax Management, (ii) International Trade (Export & Import) Management (iii) Supply Chain Management and (iv) Business Communication. DBI is also offering 3 (three) month-long 5 Certificate Courses titled (i) Financial Technology (FIN-TECH) (ii) Business Data Analysis and Financial Forecasting (iii) Financial Accounting (iv) Leadership and Management and (v) Professional Marketing. In addition, it has also been implementing various short training courses and workshops throughout the year to develop forward-looking entrepreneurs and business managers in the private sector.

The main activities of DBI this year:

A. Postgraduate Diploma Programmes:

DBI has been offering 6 (six)-month long Postgraduate Diploma (PGD) programmes through online and in-person titled PGD in 'Customs, VAT and Income Tax Management (CVITM)' and PGD in 'International Trade (Import & Export) Management (ITM)'_jointly with American International University Bangladesh (AIUB); PGD in 'Business Communication', jointly with Bangladesh University of Professionals (BUP); and

PGD in Supply Chain Management, jointly with Daffodil International University (DIU). DBI organized several PGD programmes that were conducted both in online and in-person. Implementation status of these courses is given bellow:

Online PGD Programmes: DBI has successfully organized 2 (two) online batches (13th Batch and 16th Batch) of PGD in 'International Trade (Import & Export) Management' for the session October 2023-March 2024 and April-September 2024 with 27 and 30 participants respectively. DBI has also successfully organized 2 (two) online batches (12th Batch and 14th Batch) of PGD in 'Customs, VAT and Income Tax Management' for the session October 2023-March 2024 and April-September 2024 with 32 and 26 participants respectively. DBI has also successfully organized one online batch (7th Batch) of PGD in 'Business Communication' for the session January -June 2024 with 14 participants.

In-person PGD Programmes: DBI has successfully organized 2 (two) in-person batches (14th Batch and 15th Batch) of the PGD in 'International Trade (Import & Export) Management' for January-June 2024 session with 47 and 46 participants respectively and another Batch (17th Batch) for the session July-December 2024, which is going on with 31 participants.

DBI has also successfully organized one in-person batch (13th Batch) of PGD in 'Customs, VAT and Income Tax Management' for the session January-June 2024 with 33 participants and another Batch (15th Batch) for the session July-December 2024, with 41 participants.

PGD in Supply Chain Management, jointly with Daffodil International University:

In this year, DBI has designed and developed a newer version of PGD in '**Supply Chain Management (PGD in SCM)**', jointly with Daffodil International University (DIU). It is a very attractive and promising Postgraduate Diploma Programme offering 6-month exclusive training in SCM. It is expected that inclusion of contemporary thoughts, conversations, practices and developments in the discipline of Supply Chain management will be able to meet the current and future market demand. The newly designed syllabus of the PGD in SCM programme will be able to satisfy potential supply chain practitioners and learners. First batch of this PGD programme for the session January-June 2024 has been completed successfully with 14 participants. Second batch for the session July-December 2024 has 30 participants.

B. Certificate Course:

DBI has successfully organized three-month long 3 (three) online certificate courses, titled (1) Business Data Analysis and Financial Forecasting, (2) Financial Technology (FIN-TECH) and (3) Leadership and Management, jointly with Daffodil International University (DIU). DBI has also organized a three-month long online certificate course on 'Financial Accounting' in collaboration with the Institute of Cost and Management Accountants of Bangladesh (ICMAB). DBI has also successfully organized a 3-month long online certificate course on 'Professional Marketing', jointly with American International University-Bangladesh (AIUB) in this year. These courses are aimed at providing participants with essential knowledge and skills in the field of finance, marketing, accounting and data analysis to enhance their professional skills.

Certificate course on 'Business Data Analysis & Financial Forecasting':

The 'Business Data Analysis & Financial Forecasting' certificate programme has had a successful year. In total four batches were conducted. The seventh batch ran from January to March 2024 with 17 participants. The eighth batch took place from April to June 2024 and had 11 participants. The ninth batch has been arranged from July to September 2024 with 7 participants. Finally, the tenth batch, which started in October and will continued until December 2024, marked an increase in enrollment with a total of 15 participants.

Certificate course on 'Financial Technology (Fin-Tech)':

DBI has organized three batches of 'Financial Technology (Fin-Tech)' certificate programme in this year. The eleventh was held from January to March 2024, with 7 participants. The 12th batch had 14 participants and that was held from July to September 2024. Additionally, the 13th batch has begun from October 2024, with 9 participants.

Certificate course on 'Leadership and Management':

DBI has also successfully organized 3 (three) batches of the 'Leadership and Management' certificate program this year. The first batch, which was conducted from April-June 2024, had total 10 participants. The second batch took place from July-September 2024 and had 8 participants. The third batch consists of 17 participants has been started from October 2024.

Certificate course on 'Financial Accounting (FA)':

DBI has successfully conducted four batches of the Certificate course on 'Financial Accounting' this year. The fifth batch has been arranged from January to March 2024 with 15 participants. The sixth batch, which took place from April to June 2024, had 13 participants. Similarly, the seventh batch, conducted between July and September 2024, also included 13 participants. The eighth batch has commenced for the session October to December 2024 with 14 participants.

Certificate course on Professional Marketing:

DBI has organized 3 (three) batches of Certificate Course on 'Professional Marketing' in this year. The first batch was arranged from February-April 2024, with 7 participants. The second batch took place from June–August 2024 with 23 participants and third batch was held from October-December 2024 with 10 participants.

C. Short Training Courses and Workshops:

DBI has successfully organized 17 (seventeen) short training courses and workshops on various topics during the year. Around 244 (two hundred forty-four) participants participated in these training courses and workshops. Title of these courses and workshops were: 1. Managing Banks, C&F, Customs, Freight Forwarding & Shipping Agents for Export & Import'; 2. How to Prepare a Bankable Project Proposal for Availing Loan; 3. Development of Managerial Leadership Skills; 4. Team Building Skills for Productivity Development; 5. Understanding L/C Procedures and INCOTERMS for Export & Import; 6. Finance for Non-Finance Managers and Leaders; 7. Professionalism in Business Communication and E-mail Writing; 8. Public Procurement and e-GP Tender Procedure; 9. Inventory Control and Effective Store Management; 10. Management Skill for HR and Administrative Professionals; 11. 5S Approach for Greater Efficiency at Business and Production Process; 12. Team Building Skills for Productivity Development; 13. Managing Banks, C&F, Customs, Freight Forwarding & Shipping Agents for Export & Import; 14. Essential Skills for Negotiation towards Win-Win Deal; 15. Management Skills for HR and Administrative Professionals; 16. Strategy for Sourcing in Procurement Process; and 17. Inventory Control and Effective Store Management.The participants of the above courses expressed their gratification with the outcome of the courses which enhanced their forward-looking attitude, practical and theoretical knowledge and skill which widened their mental horizons that make them confident in doing their job professionally. They also requested DBI to continue these courses in future.

DBI team has been working relentlessly for introducing demand driven new courses and implementing the same. DBI team has been taking various timely initiatives to increase the number of participants in the training programmes and achieving the goal of the institution. Now, DBI is run profitably with the sincere and collective efforts of its team and continuous guidance of DCCI Management.

DCCI Business Institute (DBI) College

(A College with a Difference)

Since its inception in 2011, DCCI Business Institute (DBI) College is consistently pursuing its goal. The College offers an opportunity to the students to expand all-round knowledge base through different co-curricular activities. At present, 03 batches are running at a time and DBI College is preparing itself to welcome the 13th Batch.

Students of the college are doing extra-ordinary results & outstanding performances in the public exams, which seem very satisfactory. From 1st batch to 7th batch, around 50% student obtained CGPA 3.5 and above. Md. Mamunor Rashid, student of 2nd batch has scored 3.95 out of 4.00 in 8th semesters, which was the highest in whole Bangladesh. Students from other running batches are also performing outstandingly.

Students of the college also got opportunities to do their internship programs in renowned organizations throughout the country. 05 students have already worked as interns in Bangladesh Bank from DBI College. In addition to that, Students from DBI College also get special privileges from Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) to do internships in the member organizations of DCCI.

DCCI Foundation & Board of Directors often take generous initiatives to disburse financial aids and scholarships among students, who are financially unprivileged students, depending on their merits and needs.

DBI College arranged a colorful and vibrant Class Party with the students of 11th batch on 2023. DBI College also arranged an Indoor Game Session for the students where they played and enjoyed basketball, musical Chair etc. Students participated in an Annual Picnic-2020 organized by "Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)", held on March 06, 2020 (Friday) at Sohagpalli, Gazipur too. To flourish creativity and hidden talents in diversified areas of cultural practice, students are participating regularly in different clubs like Debating club, Reciting club, Cultural club, Career club and so on.

Diversified class committees like Class Monitoring Committee, Exam Committee, Counseling Committee, Media & Communication Committee etc. have been successfully operating by the college authority for the smooth operation of student related activities.

DBI College with the assistance of DCCI organized district wise Student Felicitation Program as "Best Students Award- 2020" for HSC- 2020 students at the Cumilla City Corporation (Auditorium) on Sunday, February 14, 2021. DBI College also arranged district wise Student Felicitation Program as "Best Students Award- 2020" for HSC- 2020 students at the Narayanganj Chamber of Commerce and Industry (NCCI Auditorium) on Wednesday, February 17, 2021 for the students' praiseworthy achievements in their academic grounds. In Naranyanganj and Cumilla districts, all the participating teachers, students and guardians had shown their gratitude to DCCI and DBI College authorities for organizing such dynamic programs and appreciated the contributions of DCCI in the educational sector.

Steps are underway to attract more students for 13th Batch in 2024. For attracting more bright and intelligent students, DBI College has launched an extensive initiative on social media like face-book boosting, DBI College page promotion, contacting with potential admission candidates through face-book, messenger.



ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর কার্যক্রম

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন–এর কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) দেশের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারিখাতের অন্যতম সংগঠন হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সামাজিক উন্নয়নকে আরো গতিশীল করতে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে ডিসিসিআই কর্তৃপক্ষ ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন গড়ে তুলেন। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস (আরজেএসসি)-এ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ তারিখে The Societies Registration Act XXI of 1860-এর অধীনে নিবন্ধিত হয়, যা ৪টি গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত ৯ সদস্যের একটি Executive Committee দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি ফাউন্ডেশনের জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জনাব আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তার মৃত্যুর পরবর্তিতে জনাব এম এ সাত্তার, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর উদ্দেশ্য:

১. ডিসিসিআই-এর সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততা এবং এর ঐতিহ্য ও উন্নয়নের ধারা বজায় রাখা;

২. স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা;

৩. গরীব ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য অলাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও উন্নয়ন মূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা;

৪. সাহিত্য, চারুকলা, বিজ্ঞান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য উৎসাহমূলক পুরস্কার ও মেধাবীদেরকে বৃত্তি প্রদান করা;

৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য সাহায্য সংগ্রহ ও বন্টন এবং পুনর্বাসনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা;

৬. ডিসিসিআই-এর সদস্য এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবসায়িক শিষ্ঠাচার বা নীতি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা;

৭. পাবলিক-প্রাইভেট ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সংযোগ স্থাপন ও যোগাযোগের ভারসাম্য রক্ষা করা।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত নিম্নোক্ত ব্যক্তি মহোদয়গণের স্বাক্ষরক্রমে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত হয়।

১) জনাব আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, চেয়ারম্যান, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ

২) জনাব এম এ সাত্তার, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৩) জনাব মাহবুবুর রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৪) জনাব এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৫) জনাব এ রব চৌধুরী, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৬) জনাব রাশেদ মাকসুদ খান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৭) জনাব এ এস এম কাশেম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৮) জনাব এম এইচ রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৯) জনাব আফতাব-উল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১০) জনাব বেনজির আহমেদ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১১) জনাব মতিউর রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১২) জনাব ফজলে আর এম হাসান এফসিএ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১৩) জনাব সাইফুল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১৪) জনাব এম এ মোমেন, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১৫) জনাব জাফর ওসমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১৬) জনাব হোসেন খালেদ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই ও মহাসচিব, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড সমূহ:

১) সামাজিক সেবামূলক কার্যকলাপের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ফিরোজাবাড়ি পঙ্গু ও শিশু হাসপাতালে ঢাকা চেম্বারের ওয়ার্ড উন্নয়ন ও রোগীদের চিকিৎসার জন্য নিয়মিতভাবে দীর্ঘদিন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

২) সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ বার্ণ ইউনিটকে সার্জিক্যাল মেশিন ক্রয় বাবদ ১১,৬৫,৮০০/- (এগারো লক্ষ পয়ষট্টি হাজার আটশত) টাকা CSR কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়।

৩) ডিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত DCCI Young Visionaries প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী দুইজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুষ্ঠিত (১৮-২০ এপ্রিল, ২০১২) The Global Social Venture Competition (GSVC)-এ অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে বাংলাদেশের সুনাম অর্জন করেন। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন তাঁদের যুক্তরাষ্ট্রে আসা-যাওয়ার ব্যয় ভার বহন করে।

৪) সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কিডনী ফাউন্ডেশনকে ডায়ালাইসিস মেশিন ক্রয় বাবদ ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা CSR কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়।

৫) ২০১২ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতি (ঢাকা সমিতি) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

৬) ২০১৫ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতি (ঢাকা সমিতি) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

৭) ২০১৫ সালে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ নেপালের জনগণের মাঝে বিতরণের জন্য ত্রাণ সহায়তা হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

৮) সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) কে আর্থিক অনুদান হিসেবে ২০১৫ সালে ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়।

৯) ২০১৫ ও ২০১৬ সালে সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে মোট ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ফিরোজাবাড়ি পঙ্গু হাসপাতাল কে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

১০) ২০১৬ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দারিদ্র স্থানীয়দের মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরনের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতিকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকার অনুদান প্রদান করা হয়।

১১) ২০১৭ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দারিদ্র স্থানীয়দের মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতিকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

১২) ২০১৭ সালে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

১৩) ২০১৭ সালে বন্যা দূর্গতদের সাহায্যার্থে ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

১৪) ২০১৮ সালে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে ১১,৬৭,৬৪০/- (এগারো লক্ষ সাতষট্টি হাজার ছয়শত চল্লিশ) টাকা ব্যয়ে মোট ৩৩০০ পিস কম্বল বিতরণ করা হয়।

১৫) ২০১৮ সালে আনোয়ারা নাছিমুদ্দিন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনকে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

১৬) ২০১৮ সালে নিলক্ষিয়া বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

১৭) ২০১৯ সালে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে ১৩,৭৩,৯১১/- (তের লক্ষ তিয়াত্তর হাজার নয়শত এগারো) টাকা ব্যয়ে মোট ৪০০০ পিস কম্বল বিতরণ করা হয়।

১৮) ২০১৯ সালে আনোয়ারা নাছিমুদ্দিন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

১৯) ২০১৯ সালে বার্ষিক ক্যাম্পেইনে সহযোগিতা স্বরূপ শিশুদের মুক্ত বায়ু সেবন সংস্থাকে ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

২০) ২০১৯ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দারিদ্র স্থানীয়দের মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতিকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

২১) ২০২০ সালে আনোয়ারা নাছিমুদ্দিন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

২২) ২০২০ সালে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে ১৩,৩৫,১৬০/- (তের লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার একশত ষাট) টাকা ব্যয়ে মোট ৪০০০ পিস কম্বল বিতরণ করা হয়।

২৩) ২০২০ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দারিদ্র স্থানীয়দের মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতিকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকার অনুদান প্রদান করা হয়।

২৪) ২০২০ সালে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় মানুষদের পাশে দাড়াতে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামকে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

২৫) ২০২০ সালে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় ৭০০ পরিবারকে খাদ্য সহায়তার জন্য সেবা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

২৬) ২০২১ সালে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে ২০,৫৭,৭২৪/- (বিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশত চব্বিশ) টাকা ব্যয়ে মোট ৫০০০ পিস কম্বল বিতরণ করা হয়।

২৭) ২০২১ সালে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামকে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

২৮) ২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে সহায়তা প্রদান: কোভিড-১৯শে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা তহবিলে অনুদান হিসেবে ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা প্রদান করা হয়।

২৯) ২০২১ সালে এফবিসিসিআইকে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন বিতরণের জন্য সহায়তা প্রদান: কোভিড-১৯ আক্রান্ত অসুস্থ ও অসহায় মানুষকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১০টি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন ক্রয় করার জন্য এফবিসিসিআইকে সহায়তা হিসেবে ৬,১৫,০০০/- (ছয় লক্ষ পনেরো হাজার) টাকা প্রদান করা হয়।

৩০) ২০২২ সনে সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ২৫০০টি পরিবারের মধ্যে জরুরী ত্রাণ সহায়তা হিসেবে ১৪,৪৮,৮৫০/- (চৌদ্দ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকার নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও জরুরী ঔষধ বিতরণ করা হয়।

৩১) ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২০২৩ সনে ঢাকা চেম্বার ও বারডেমের মধ্যে ঢাকা চেম্বাররের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবার এবং ঢাকা চেম্বারের সদস্যদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ও মেডিকেল সার্ভিস সংক্রান্ত একটি এম.ও.ইউ স্বাক্ষরিত হয়।

৩২) ২০২৩ সনে তুরস্ক-সিরিয়া ভূমিকম্পে তুরস্কের ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে বিতরণের জন্য ত্রাণ সহায়তা হিসেবে ১১,৮০,০০০/- (এগারো লক্ষ আশি হাজার টাকা) টাকা ব্যয়ে কম্বল ক্রয় করে বাংলাদেশস্থ তুরস্কের দূতাবাসে প্রদান করা হয়।

৩৩) ২০২৩ সালে সহযোগীতা স্বরূপ শিশুদের মুক্ত বায়ু সেবন সংস্থাকে ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

৩৪) ২০২৩ সালে এসিড সারভাইভরস ফাউন্ডেশনকে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

৩৫) ২০২৪ সালে ইসরাইলের আক্রমনে ক্ষতিগ্রস্থ ফিলিস্তিনিদের সহায়তা বাবদ ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স-কে প্রদান করা হয়।

৩৬) ২০২৪ সালে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে ১৪,৮৪,২০০/- (চৌদ্দ লক্ষ চুরাশি হাজার দুইশত) টাকা ব্যয়ে মোট ৪০০০ পিস কম্বল ক্রয় করে বিতরণ করা হয়।

৩৭) ২০২৪ সালে ফেণী জেলার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ১২০০টি পরিবারের মধ্যে জরুরী ত্রাণ সহায়তা হিসেবে ১৪,৬৪,৩৩৮/- (চৌদ্দ লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিনশত আটত্রিশ) টাকার নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও জরুরী ঔষধ বিতরণ করা হয়।

৩৮) ২০২৪ সালে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের জরুরী সহায়তা প্রদানের জন্য ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স-কে অনুদান হিসেবে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়।

৩৯) ২০২৪ সালে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক আয়োজিত National Business Dialogue-এ ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।



Trade Facilitation

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

Trade Facilitation

During the year 2024, the Trade Facilitation Department of DCCI played a crucial role in promoting international trade and facilitating investment collaboration. The department provided valuable market resources and information, advanced commercial diplomacy to enhance and diversify international market access, and created business networking opportunities. These efforts aimed to improve the international market access opportunities for DCCI members in terms of export, import, and investment cooperation, while also showcasing Bangladesh's economic interests on the global stage.

In light of the above, a comprehensive range of outcome-oriented activities was implemented, including business delegations, B2B matchmaking meetings, reactivation of joint bilateral trade promotion activities, trade research and market access mapping, commercial diplomacy for positioning Bangladesh and addressing trade & non-trade barriers, and improving capacity of SMEs to explore export opportunities. In advancing commercial diplomacy and scaling-up market access for DCCI member companies, Trade Facilitation Department fostered partnership with regional and global stakeholders, including foreign missions in Bangladesh, Bangladeshi missions abroad, international chambers of commerce, and international trade promotion agencies. Key achievements and activities included:

- **Commercial Diplomacy and Trade Promotion:** 28 bilateral meetings with High Commissioners/ Ambassadors/Diplomats/Foreign dignitaries. Connecting with 12 Bangladesh Missions abroad for bilateral trade promotion.
- **Outbound and Inbound Business Delegation:** 4 outbound business delegations and 5 inbound business delegations.
- **Creating Market Access Opportunities for DCCI Members:** More than 330 B2B matchmaking meetings, connecting over 160 DCCI member companies with 319 foreign companies.
- **Reactivation of Joint Bilateral Trade Promotion Activities under the MoU Framework:** 26 meetings with 22 foreign chambers and trade promotion agencies, from 15 countries for bridging business opportunities.
- **Improving Capacity of SMEs:** Equipped 70 SME based DCCI member companies with necessary market intelligence and tools to explore export opportunities in Canadian market.
- **Connecting Innovation- Bridging Innovative SMEs & Startups with Private Equity and Venture Capital Firms:** Established 'Alternative Funding Options Panel' with five PE & VC firms. Connected about 50 innovative SMEs and Startup with PE & VC firms through B2B Orientation meeting.
- **Trade Research and Market Intelligence Supports:** Mapped 40 country specific trade potentials, trade statistics for 70 countries allowing accessibility to users through DCCI website

Commercial Diplomacy and Trade Promotion

To strengthen DCCI's role in economic and commercial diplomacy, promote country branding, address trade and non-trade barriers, enhance trade and investment opportunities, and advocate for supportive policies and agreements, DCCI executed the following activities:

- Engaged in 28 bilateral meetings with Head of the Missions (Ambassador/High Commissioner) of different countries designated to Bangladesh and Bangladesh Missions in Abroad along with Deputy Minister for Ministry of Economy of Armenia and International Trade Promotion Agencies.
- Revitalized joint bilateral trade promotion efforts with 12 Bangladesh Missions Abroad (UK, Malaysia, South Korea, UAE, Sweden, Finland, Norway, Vietnam, France, Sri Lanka, Italy and Germany).

Meeting with H.E. Ms. Sarah Cooke, High Commissioner, British High Commission in Bangladesh

The meeting between H.E. Ms. Sarah Cooke, High Commissioner, British High Commission in Bangladesh and DCCI held on June 02, 2024 at DCCI Gulshan Office. The meeting highlighted the UK's role as a key economic partner of Bangladesh, being its 3rd largest export destination and a significant source of foreign investment. There is strong potential for collaboration in sectors like finance, healthcare, Fin-tech, BPO, tourism, education, and ICT. Joint ventures focusing on sharing technical know-how and innovation are encouraged. Post-LDC graduation, more G2G and private sector engagements, export diversification agenda, attracting more investment from UK and improving quality of the products need more attention and priority from both sides.

Meeting with H.E. Mr. Pranay Verma, High Commissioner, High Commission of India in Bangladesh

The meeting between H.E. Mr. Pranay Verma, High Commissioner, High Commission of India in Bangladesh and DCCI held on December 31, 2023. The discussion emphasized the need for stronger trade connectivity, supply chain stability, and finalization of CEPA to boost Bangladesh-India bilateral trade during the post-LDC era. Promotion of Taka-Rupee trade facility will help to reduces reliance on the US dollar, and Indian investors are encouraged to explore sectors like engineering and FMCG in Bangladesh.

The meeting also discussed about tax simplification, improving market access through infrastructure development and harmonization of standards for mutual recognition. Emerging opportunities such as cross-border e-commerce, SME collaboration, and energy cooperation also discussed during the meeting.

Meeting with H.E. Mr. IWAMA Kiminori, Ambassador, Embassy of Japan in Bangladesh

The meeting between H.E. Mr. IWAMA Kiminori, Ambassador, Embassy of Japan in Bangladesh and DCCI held on January 15, 2024 at DCCI Gulshan Office. The discussion centered on enhancing Bangladesh-Japan economic relations, particularly in the fields of agriculture, IT, and manufacturing, with a focus on attracting Japanese investment. As Bangladesh approaches LDC graduation in 2026, both countries are working toward a Japan-Bangladesh Economic Partnership Agreement to streamline tariffs and trade facilitation. The Japanese business community is encouraged to invest in Bangladesh, supported by the Embassy and DCCI to foster a better business environment and facilitate skilled workforce exchanges.

Meeting with H.E. Mr. PARK Young Sik, Ambassador, Embassy of the Republic of Korea in Bangladesh

The meeting between H.E. Mr. PARK Young Sik, Ambassador, Embassy of the Republic of Korea in Bangladesh and DCCI held on January 18, 2024 at DCCI Gulshan Office. The meeting highlighted the strong bilateral relationship between South Korea and Bangladesh, emphasizing South Korea's role as a leading investor in Bangladesh, particularly in the RMG sector. Opportunities for collaboration span various sectors, including light engineering, shipbuilding, and agriculture. The discussions also focused on enhancing B2B partnerships, exploring joint ventures, signing Economic Partnership Agreement (EPA), infrastructure development and simplification of customs procedures to attract more investment from South Korea to Bangladesh.

Meeting with H.E. Mr. Charles Whiteley, Ambassador & Head of Delegation, Delegation of the European Union to Bangladesh

The meeting between H.E. Mr. Charles Whiteley, Ambassador & Head of Delegation, Delegation of the European Union to Bangladesh and DCCI held on February 22, 2024 at DCCI Gulshan Office. The discussion underscored the potential impact of losing LDC specific preferential market access benefit as EU the largest trading partner of Bangladesh. The meeting also discussed about export diversification of Bangladesh beyond garments, establish Double Taxation Avoidance Agreement, and improve country branding within the EU market in order to attract investment from EU region. The need for strong regulatory compliance and good governance were also underscored to attract FDI and support the transition towards a developed economy. Bangladesh's growing middle class and rich textile heritage may also play an important role to foster deeper trade relations with EU nations.

Meeting with H.E. Mr. Yao Wen, Ambassador, Embassy of the People's Republic of China in Bangladesh

The meeting between H.E. Mr. Yao Wen, Ambassador, Embassy of the People's Republic of China and DCCI held on March 27, 2024. The discussion focused on various issues in the fields of trade and investment. China is one of the largest investors in Bangladesh and many Chinese investors especially from automobile, infrastructure, agro-processing and financial sectors are keen to invest in Bangladesh. Bangladeshi Jute goods have huge demand in China, therefore, diversification in this sector has also been prioritized. Bangladesh may also explore the Chinese market to export mango and other agriculture products, particularly value added products.

Meeting with H.E. Mr. Abdulla Ali Abdulla AlHmoudi, Ambassador, Embassy of the United Arab Emirates in Bangladesh

The meeting between H.E. Mr. Abdulla Ali Abdulla AlHmoudi, Ambassador, Embassy of the United Arab Emirates in Bangladesh and DCCI held on May 08, 2024 at DCCI Gulshan Office. The discussion highlighted the importance of strengthening supply chains between Bangladesh and UAE, as Dubai serves as a major trade hub. DCCI aims to promote foreign direct investment in key sectors such as pharmaceuticals, agro-processing, and IT while emphasizing the need for better promotion of Bangladesh's economic potential by organizing a business delegation. Enhancing collaboration and showcasing Bangladeshi industries are crucial for fostering stronger business connections.

Meeting with H.E. Ms. Marie MASDUPUY, Ambassador, Embassy of France in Bangladesh

The meeting between H.E. Ms. Marie MASDUPUY, Ambassador, Embassy of France in Bangladesh and DCCI held on February 19, 2024 at DCCI Gulshan Office. The meeting emphasized various cooperation opportunities between Bangladesh and France, focusing on power generation, garment accessories, and climate change adaptation. It highlighted the potential for collaboration in textiles, food, cold storage, and the automobile sector, alongside promoting Bangladesh's unique jute products and IT industry. The meeting also discussed about the possibility of arranging a business delegation from DCCI to France to enhance trade and investment and improve the narration of Bangladesh to the France investors.

Meeting with H.E. Mr. Ramis Şen, Ambassador, Embassy of the Republic of Türkiye in Bangladesh

The meeting between H. E. Mr. Ramis Şen, Ambassador, Embassy of the Republic of Türkiye in Bangladesh and DCCI held on February 07, 2024 at DCCI Gulshan Office. The discussion highlighted Bangladesh's economic development phase, emphasizing opportunities in manufacturing and services, particularly with the EU as its top export market. Key potential areas for cooperation with Turkey included IT, pharmaceuticals, construction, hospitality, tourism and healthcare, alongside increased awareness of bilateral trade opportunities. The meeting also discussed to foster new B2B partnerships, while Bangladesh seeks to diversify its economy and export products.

Meeting with H.E. Dr. Lilly Nicholls, High Commissioner, High Commission of Canada in Bangladesh

The meeting between H. E. Dr. Lilly Nicholls, High Commissioner, High Commission of Canada in Bangladesh and DCCI held on June 03, 2024 at DCCI Gulshan Office. The discussion centered on enhancing Canada-Bangladesh relations, particularly by increasing Canadian investment in Bangladesh. Opportunities for collaboration include agriculture, oil and gas, and rubber recycling, alongside strengthening trade through joint delegations and B2B meetings. The meeting also underscored facilitating banking relationships and modernizing skills in Bangladesh are vital for easing investment processes and fostering economic ties. The meeting also discussed about Foreign Investment Protection Agreement (FIPA), proposed by Canada in order to encourage Canadian investment in Bangladesh. The proposed FIPA included 57 detailed articles under eight broad sections such as – definition of investment; investment protections; investment promotion and facilitation; reservations, exceptions, exclusions; investor-state dispute settlement; expedited arbitration; state-to-state dispute settlement and administration of the agreement. DCCI and Canadian High Commission in Bangladesh may work jointly to facilitate an enabling environment to sign the FIPA at G2G level.

Meeting with H.E. Mr. Nguyen Manh Cuong, Ambassador, Embassy of Vietnam in Bangladesh

The meeting between H.E. Mr. Nguyen Manh Cuong, Ambassador of the Embassy of Vietnam in Bangladesh, and DCCI held on February 20, 2024, at the DCCI Gulshan Office. The discussion highlighted DCCI's proposal to lead a business delegation to Vietnam in August 2024. The embassy will facilitate connections with key Vietnamese chambers for organizing seminars, business forums, and B2B meetings, as well as expedite visa issuance for delegation members. The delegation aimed at promoting bilateral trade and investment, focusing on sectors such as agro and food processing, light engineering, pharmaceuticals, logistics, and information technology.

Meeting with H.E. Mr. Marcelo Carlos CESA, Ambassador, Embassy of Argentina in Bangladesh

The meeting between H. E. Mr. Marcelo Carlos CESA, Ambassador, Embassy of Argentina in Bangladesh and DCCI held on November 10, 2024 at DCCI Gulshan Office. The discussion emphasized expanding trade between Bangladesh and Argentina. Argentina could serve as a key hub for Bangladesh's trade and investment in South America. Opportunities include Argentine companies forming joint ventures with Bangladeshi counterparts in pharmaceuticals and active pharmaceutical ingredients (APIs). Argentina could also expand its import from Bangladesh, including garments, jute products, leather goods, medicines, and plastic products. Additionally, Argentina could benefit from importing software and IT professionals from Bangladesh. Lowering high tariff regarding export of Bangladeshi made RMG and footwear, both countries may consider FTA focusing on South America's powerful economic bloc 'Mercosur'. Regular B2B matchmaking, including virtual meetings, was encouraged to foster business relationships.

Meeting with H.E. Mr. Dharmapala Weerakkody, High Commissioner, High Commission of Sri Lanka in Bangladesh

The meeting between H.E. Mr. Dharmapala Weerakkody, High Commissioner, High Commission of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Bangladesh and DCCI held on March 24, 2024 at DCCI Gulshan Office. The discussion underscored the importance of expediting G2G level negotiations for signing the proposed Preferential Trade Agreement (PTA) between Bangladesh and Sri Lanka, with the goal of eventually establishing a bilateral Free Trade Agreement (FTA). It emphasized the significant trade and investment opportunities presented by BIMSTEC, advocating for streamlining customs processes to enhance regional integration. Additionally, both countries could collaborate on port development projects, strengthen their roles within the Indian Ocean Rim Association (IORA) for regional prosperity, and leverage the Belt and Road Initiative (BRI) to enhance economic connectivity and integration in South Asia.

Meeting with H.E. Mr. Heru Hartanto Subolo, Ambassador of the Republic of Indonesia to Bangladesh

The meeting between with H.E. Mr. Heru Hartanto Subolo, Ambassador of the Republic of Indonesia to Bangladesh and DCCI held on May 07, 2024 at DCCI Gulshan Office. The meeting highlighted wide range of emerging economic

opportunities between Bangladesh and Indonesia, with opportunities to expand B2B exchanges, particularly in sectors like agro-processing, IT, and automotive. Bangladesh's growing middle class and workforce could make it a strategic production hub for Indonesian companies. Both nations' large populations present substantial markets for mobile financial services, while Indonesian expertise could aid Bangladeshi startups.

Meeting with H.E. Mr. Syed Ahmed Maroof, High Commissioner, High Commission of Pakistan in Bangladesh

The meeting between Meeting with H.E. Mr. Syed Ahmed Maroof, High Commissioner, High Commission of Pakistan in Bangladesh and DCCI held on September 15, 2024 at DCCI Gulshan Office. The discussion highlighted opportunities for Bangladesh to export tea and jute to Pakistan along with pharmaceuticals, apparel, and light engineering products. Both countries are encouraged to enhance bilateral cooperation through initiatives like the reactivation of the Joint Economic Commission, direct cargo flights, and the exploration of a Free Trade Agreement (FTA). Leveraging agreements like D8, SAFTA, and OIC can further facilitate collaboration in agriculture, logistics, and tourism, while a single forum may help resolve trade disputes efficiently.

Meeting with H.E Mr. Omar Mohie Eldin Ahmed Fahmy, Ambassador, Embassy of Egypt in Bangladesh

The meeting between H.E Mr. Omar Mohie Eldin Ahmed Fahmy, Ambassador, Embassy of Egypt in Bangladesh and DCCI held on September 10, 2024 at DCCI Gulshan Office. The discussion emphasized expanding trade between Bangladesh and Egypt by increasing exports of Bangladeshi frozen foods, IT services, garments, and pharmaceuticals, while encouraging Egyptian investment in Bangladesh's economic zones. Bangladesh seeks Egyptian support in tourism and offers Egypt a gateway to South and Southeast Asian markets. It also highlighted Egypt as a transshipment hub and a potential supplier of petrochemicals, fertilizers, and onions to Bangladesh. Both sides aim to strengthen bilateral relations and boost trade through targeted B2B connections.

Meeting with Dr. Khalilur Rahman, High Commissioner, High Commission of Bangladesh in Canada

The meeting between Dr. Khalilur Rahman, High Commissioner, High Commission of Bangladesh in Canada and DCCI held on February 17, 2024 at DCCI Motijheel Office. The meeting underscored Bangladesh's need for the Foreign Investment Promotion and Protection Agreement (FIPA) with Canada to attract greater foreign investment and support sustainable economic growth, with the aim of increasing Canadian investment in major sectors such as infrastructure, technology, and energy. The discussion also primarily focused on assessing the feasibility of organizing DCCI business delegation to Canada.

Meeting H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, High Commissioner, Bangladesh High Commission in Malaysia

The meeting between H.E. Mr. Md. Shameem Ahsan, High Commissioner, Bangladesh High Commission in Malaysia and DCCI held on October 09, 2024 at DCCI Gulshan Office. The discussion emphasized Malaysia's significance as a major source of remittances for Bangladesh. The meeting also discussed about potential for recruiting Bangladeshi professionals in various sectors. Additionally, it pointed out opportunities to promote Bangladesh's tourism through cultural exchanges and fairs, while addressing the non-tariff barriers faced by Bangladeshi exporters in the halal industry. To enhance export, joint capacity-building programs on compliance and standards are recommended.

Meeting with H.E. Mr. Robert Maxian, Ambassador of Slovakia to Bangladesh

The meeting between H.E. Mr. Robert Maxian, Ambassador of Slovakia to Bangladesh (India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives) and DCCI held on January 31, 2024 at DCCI Gulshan Office. The discussion focused on Bangladesh's transition to a manufacturing economy, creating collaboration potential with Slovakia in sectors like automotive, ICT, and pharmaceuticals. Slovakia's EU membership and industrial strengths, especially in automotive, offer Bangladesh market access and joint venture opportunities despite current trade levels, both countries aim to exceed US$1 billion in bilateral trade within five years, with forums planned to encourage further partnerships.

Meeting with H.E. Mr. Javier Manuel Paulinich Velarde, Ambassador of Peru in India designated to Bangladesh

The meeting between H.E. Mr. Javier Manuel Paulinich Velarde, Ambassador of Peru in India designated to Bangladesh and DCCI held on January 31, 2024 at DCCI Gulshan Office. The discussion highlighted opportunities for Peru and Bangladesh to strengthen trade ties, especially in minerals (copper and zinc), pharmaceuticals, IT, and fruits. Peru's Free Trade Agreements and low import tariffs provide Bangladesh with direct market access and potential as a trade hub for Latin America. Bangladesh's growing demand for minerals and Peru's advanced fruit export sector present opportunities for trade cooperation. The meeting also discussed about B2B summits and simplification of visa procedures.

Meeting with Mr. John Fay, Commercial Counselor of US Embassy in Bangladesh

The meeting between Mr. John Fay, Commercial Counselor of US Embassy in Bangladesh and DCCI held on September 22, 2024 at DCCI Gulshan Office. The discussion highlighted the importance of restoring the GSP facility for Bangladesh, particularly for its RMG, footwear, and dairy sectors, to enhance the country's brand image. The meeting also highlighted development of Bangladesh in green manufacturing practices. The meeting further discussed that pharmaceuticals, ICT, and renewable energy have the potential to link more investment from USA. In addition, collaboration in the fields of IPR, climate change, and trade facilitation are important to support sustainable economic growth in Bangladesh.

Meeting with Ms. Debra Boyce, Senior Trade Commissioner, High Commission Canada in Bangladesh

The meeting between Ms. Debra Boyce, Senior Trade Commissioner, High Commission Canada in Bangladesh and DCCI held on September 25, 2024 at Canadian High Commission in Bangladesh. The meeting discussed the possibility of DCCI business delegation to Canada in collaboration with TFO Canada. Various issues were addressed, including the selection process and facilitation regarding city-based and member-focused business initiatives.

Meeting with H.E. Narek Teryan, Deputy Minister, Ministry of Economy, Republic of Armenia

The meeting between H.E. Narek Teryan, Deputy Minister, Ministry of Economy, Republic of Armenia and DCCI, held on February 08, 2024 at DCCI Gulshan Office. The discussion emphasized Bangladesh's vast workforce and growing industries like IT, RMG, and pharmaceuticals as assets for collaboration with Armenia. Armenia's investment-friendly policies, extensive trade agreements, and access to the Eurasian market provide Bangladesh with a gateway into the CIS region. Armenia's expertise in high-tech, agriculture, and food processing complements Bangladesh's development goals, opening pathways for joint ventures and knowledge exchange. With Armenia's recent export growth and stable economy, both countries see promising opportunities for expanding trade and investment.

Meeting with JETRO Bangladesh

The meeting between JETRO Bangladesh and DCCI held on January 30, 2024 at DCCI Gulshan Office. Mr. Shariful Alam, Senior Director represented JETRO Bangladesh in the meeting. The discussion primarily focused on assessing the feasibility of organizing a DCCI business delegation to Japan, covering various aspects such as the Japanese business community's interest in Bangladesh, potential outcomes of the delegation, and costs related to venue, logistics, accommodation, and local transportation.

Meeting with IFC

The meeting between IFC and DCCI held on January 30, 2024 at DCCI Gulshan Office. Mr. Shawn W. Tan, Senior Economist represented IFC team in the meeting. The meeting highlighted the IFC's initiatives in Bangladesh, focusing on enhancing infrastructure and financial services to support smaller businesses, particularly in the garment sector. Key challenges in agriculture, such as climate change and limited access to credit, can be addressed through investments in modern farming techniques and partnerships with private enterprises. The IFC also aims to improve the leather industry by addressing environmental concerns and facilitating capacity building and supply chain development.

Meeting with Mr. Gary Ng, Senior Economist (Asian and Emerging Markets), HKTDC

The meeting between Mr. Gary Ng, Senior Economist (Asian and Emerging Markets), HKTDC and DCCI held on April 21, 2024 at DCCI Gulshan Office. The meeting focused on potential collaboration between Bangladesh and Hong Kong in the medical manufacturing sector, particularly in the rapidly growing market for IVD devices. Bangladesh offers a skilled workforce and favorable investment conditions, making it an attractive destination for Hong Kong's FDI, especially in textiles and energy. The newly signed double taxation agreement is expected to further enhance investment opportunities, while both regions are exploring joint ventures in renewable energy and financial services. DCCI also aims to organize B2B matchmaking to strengthen trade and investment ties between Hong Kong and Bangladeshi companies.

Meeting with Mr. SungHoon Lee, Deputy Director, KOTRA, Bangladesh

The meeting between Mr. Sung Hoon Lee, Deputy Director, KOTRA, Bangladesh and DCCI held on October 08, 2024 at DCCI Motijheel Office. The meeting emphasized leveraging the strong bilateral relations between Bangladesh, bridging trade and investment interest through B2B matchmaking and assessing viability for organizing DCCI business delegation to South Korea in the years to come.

Meeting with U.S. Agency for International Development (USAID)

The meeting between Mr. Nathan Kline, JD, Trade Policy Specialist, USAID/Washington and DCCI held on May 12, 2024 at DCCI Gulshan Office. Additionally, three officials from USAID/Bangladesh were present at the meeting. The meeting focused on trade relations, agricultural development, and new opportunities for enhancing relations between Bangladesh and USA.

Outbound Business Delegation

South East Asia presents substantial, untapped market potential for Bangladesh, with only 1.64% of Bangladesh's total exports currently reaching this dynamic market. Meanwhile, expanding Bangladesh's footprint in the Middle East, particularly in the UAE, offers promising growth opportunities too. Bangladesh's bilateral trade with Vietnam, Malaysia, and the UAE demonstrated upward trend in recent years, showcasing the potential to expand exports, diversify imports, and foster joint venture partnerships. Recognizing the potential value of these markets, DCCI organized four business delegations in 2024 to Vietnam, Malaysia, India and the UAE, with the aim of strengthening commercial ties, exploring trade opportunities, and establishing B2B partnerships. Below is a summary of these delegations:

- Organized 36-member delegation to Vietnam
- Organized 11-member delegation to Gulfood Fair 2024 in UAE
- Organized 3-member delegations to INSP MIHAS 2024 in Malaysia
- Organized 3-member delegations to 3rd North East Export Promotional Meet in Guwahati, India

DCCI Business Delegation to Vietnam

Bangladesh, the intersection between South Asia and South East Asia and Vietnam, the trade and investment hub in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) region, have long standing bilateral partnership. The commercial relation of Bangladesh and Vietnam is mostly trade based. However, the bilateral trade partnership between Bangladesh and Vietnam have been steadily growing, propelled by trade and commercial opportunities. Prioritizing potential commercial opportunities between Bangladesh and Vietnam in various dimensions, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a 36-member business delegation to Hanoi and Ho Chi Minh, Vietnam during 4th August to 9th August 2024. The delegation was led by Mr. Ashraf Ahmed, President, DCCI.

Delegation at a Glance

- 36-member delegation having business exposure to 20 sectors
- Organized two Business Forum and three B2B matchmaking sessions in Thai Binh Province and Ho Chi Minh City.
- A total of 160 B2B matchmaking meetings were organized, connecting DCCI delegation with 290 business leaders and industry representatives in Vietnam.
- Courtesy meeting with Mr. Nguyen Van Dung, Vice Chairman of People's Committee of Ho Chi Minh City
- Courtesy meeting with Mr. Nguyen Phuc Nam, Deputy Director General, Asia-Africa market department of MOIT
- Visited Saigon Port in Ho Chi Minh city
- Visited Samsung HCMC CE Complex Electronics Co. Ltd.
- Visited 28th International Exhibition on Food and Beverages, Food Processing, Packaging Technology & Equipment

Summary of the Events

Media Interview of President, DCCI: The Vietnam News, the leading national English language newspaper of Vietnam conducted an interview of Mr. Ashraf Ahmed, President and leader of the Delegation. During the interview, President, DCCI underscored measures for exploring bilateral trade, diversifying bilateral economic engagements, role of DCCI's facilitating bilateral trade and way forward to overcome current challenges and materialize emerging opportunities between Bangladesh and Vietnam.

Courtesy Meeting with Ministry of Industry and Trade of Vietnam: An interactive discussion meeting was held between Mr. Ashraf Ahmed, President, DCCI and Mr. Nguyen Phuc Nam, Deputy Director General of the Asia-Africa Market Department of the Ministry of Industry and Trade of Vietnam on August 5, 2024 at Ministry of Industry and Trade of Vietnam. The discussion covered a number of topics including expansion of bilateral trade, bridging investment prospect, ways to realize prospective future trade, trade facilitation addressing tariff and non-tariff barriers between Bangladesh and Vietnam.

Vietnam-Bangladesh Business Forum and B2B Matchmaking Session: Ministry of Industry and Trade (MOIT) of Vietnam in association with the Thai Binh Provincial Business Association organized 'Vietnam-Bangladesh Business Forum' on 5th August, 2024 in Thai Binh Province. Following the forum, B2B matchmaking sessions were organized between Bangladeshi and 170 Vietnamese companies. Mr. Ashraf Ahmed, President, DCCI highlighted on diversifying bilateral economic relations between Bangladesh and Vietnam focusing on trade, investment and sharing technical know-how. Vice Chairman of Thai Binh Provincial People's Committee, Mr. Lai Van Hoan pointed out complementary products to expand bilateral trade such as Bangladeshi pharmaceuticals, textile and garments materials, footwear and Vietnamese machinery, equipment, spare parts, fertilizers, chemicals, etc.

Mr. Do Quoc Hung, Director General of Asia – Africa Market Department, MOIT, suggested that Vietnam and Bangladesh need to promote information exchange, especially information related to trade, industry and investment policies to the business communities of both sides to promote trade between

two countries. H.E. Mr. Md Lutfor Rahman, Ambassador of Bangladesh to Vietnam and Mr. Do Van Ve, Chairman of Thai Binh Provincial Business Association also joined in the business forum and shared valuable insights to promote trade and investment collaboration between Bangladesh and Vietnam.

Business Networking Meeting Organized by CCI France-Vietnam: CCI France-Vietnam organized a business networking meeting engaging DCCI business delegation with France companies operating in Vietnam on 7th August 2024 at the Pinnacle at Melinh Point, Ho Chi Minh City. The meeting offered a platform for connecting tripartite trade and investment interests engaging visiting DCCI business delegation with France companies operating in Vietnam and Vietnamese companies. About 20 France companies operating in Vietnam participated in the B2B networking meeting. During the B2B sessions, DCCI delegates presented their export, import and Joint venture interests to potential partners.

Meeting with Ho Chi Minh City People's Committee: Mr. Ashraf Ahmed, President of DCCI paid call on Mr. Nguyen Van Dung, Vice Chairman of People's Committee of Ho Chi Minh City on 7th August 2024. During the meeting, Mr. Dung highlighted Ho Chi Minh City as the economic, cultural, technical, and scientific center of Vietnam, as well as a hub for international exchange. Recognizing Bangladesh as a potential market for Ho Chi Minh City, Mr. Dung suggested organizing investment promotion events to facilitate better understanding and cooperation between the business communities of both sides. Mr. Ahmed emphasized the importance of strengthening cooperation to leverage the strengths of both sides and welcomed Vietnamese investors, particularly from Ho Chi Minh City, to explore investment opportunities in Bangladesh.

Vietnam-Bangladesh Business Forum and B2B Matchmaking Session at Ho Chi Minh City: Investment and Trade Promotion Centre (ITPC) of Ho Chi Minh City in Vietnam hosted the DCCI business delegation in a business forum followed by B2B matchmaking session on 7th August 2024 where 100 Vietnamese companies attended. During the event, Mr. Tran Phu Lu, Director of ITPC, and Mr. Nasir Uddin, Counsellor (Political) at the Embassy of Bangladesh in Vietnam, delivered remarks alongside the President of DCCI. DCCI President encouraged Vietnamese businesses to consider Bangladesh as a gateway for expanding into the broader South Asian market.

Participate at 28th International Exhibition on Food and Beverages: DCCI delegates also participated in the 28th International Exhibition on Food and Beverages in Ho Chi Minh City. More than 900 exhibitors from 20 countries and territories showcased their products and technologies. Products on display included food, beverages, nutritional supplements and seafood as well as equipment in the field of food processing, packaging, and preservation, and food and beverage labeling.

Outcome of DCCI Business Delegation to Vietnam:

- A total of 160 B2B matchmaking meetings were organized during the delegates' visit, involving 290 business leaders and industry representatives in Vietnam.
- About 27% delegates are in the stage of securing export orders, 46% to secure import deals, 31% to establish joint venture agreements, and 56% to explore other types of business agreements with their Vietnamese counterparts.
- Sensitized Vietnamese investors to investment in Bangladesh, particularly in textiles, machinery, and chemicals to expand trade engagements to create multi-dimensional economic ties.
- Showcased hi-tech agriculture, agro-food processing, aquaculture, dairy, pharmaceuticals, medical equipment, capital machinery, electronics, ICT, digital economy, tourism and halal products as promising avenues of bilateral collaboration.
- Creating a Bangladesh-Vietnam Business Forum to promote trade.
- Establishing direct air connectivity between Dhaka and Hanoi for trade, investment, and tourism.
- Organizing a Joint Trade Committee Meeting in Dhaka to promote bilateral economic ties; DCCI to engage with Vietnam's private sector.
- Possibility of integrating with ASEAN and RCEP
- Addressing market access barriers for Bangladeshi products

DCCI Business Delegation to Gulfood Fair 2024, Dubai

DCCI business delegation consisted of 11 members, participated in the 29th Gulfood fair, the largest food and beverage exhibition in Dubai, during the period from 19th to 23rd of February 2024. Gulfood fair is renowned as one of the most prominent trade fairs for the flavors, techniques and food sustainability industry sector with over 5500+ global exhibitors from 127 countries. This fair aimed to showcase the latest trends and innovations in the food and beverage industry across 8 distinct sectors: Health & Wellness, Beverage, Fats & Oils, Pulses & Grains, Meat & Poultry, Power Brands, and World Food.

The DCCI delegation was led by Mr. Taskeen Ahmed, Director, DCCI and Group Vice Chairman, IFAD Group.

The purpose of the visit was to explore trade and export opportunities, as well as to broaden business-to-business connections between Bangladesh and the global food and

beverage market. This fair provided opportunities to introduce and promote new products to the market, facilitating connections with emerging companies in the industry. It also served as a platform to learn about the latest products, analyze market trends, and meet global suppliers. Total 11 representatives from IFAD Group, Petrochem (Bangladesh) Limited, Ahmed Food Products (Pvt.) Ltd, Colorplus Masterbatch Mfg Co. Ltd., Monno Agro & General Machinery Ltd. participated in that fair. The fair also created opportunities for the visiting DCCI business delegation to connect with global industry leaders, discovering cutting-edge innovations, and establishing meaningful partnerships in the ever-evolving global food and beverage industry.

DCCI Business Delegation to INSP MIHAS 2024, Malaysia

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) facilitated a 3-member business delegation to participate in the INSP MIHAS 2024 on September 18, 2024. The goal was to enable in-person B2B matchmaking between DCCI members (importers/buyers) and potential Malaysian exporters.

The International Sourcing Program (INSP) MIHAS, organized by the Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), was held in conjunction with the 20th Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) 2024. This platform provided an opportunity for a larger number of international buyers to engage with Malaysian exporters and suppliers from various industries. INSP MIHAS promoted products ranging from various sectors covering agriculture produce, apparel, beverage, prepared food, plum oil, gloves, pharmaceuticals, packaging, footwear, logistics, fashion accessories, etc.

Representing DCCI, Khidmah Foods Limited, Popular Health Care Ltd., and All-Tech Machinery from multiple product lines including food processing, oil, medicines, gloves, beverage, spices, etc. participated in the program. During the program, a total of 23 B2B matchmaking meetings were organized.

DCCI Business Delegation to 3rd North East Export Promotional Meet in Guwahati, Assam, India

DCCI organized a 3-member business delegation, led by Mr. Mohammad Junaed Ibna Ali, Vice President, DCCI, to participate in the 3rd North East Export Promotional Meet held on November 21, 2024. The Event was organized by Indian Chamber of Commerce (ICC), in partnership with the Ministry of External Affairs, Government of India.

This meet aimed to create a platform for business development, providing opportunities to showcase products and services, discover new suppliers and buyers, and connect MSMEs with large enterprises. The buyer-seller interactions facilitated DCCI delegates to connect with participating businesses from India, Bhutan, Nepal, Thailand and Laos PDR. Moreover, Mr. Mohammad Junaed Ibna Ali, Vice President, DCCI delivered a speech at the session titled 'Trade Export Leaders Remarks'. He underscored four kinds of connectivity such as trade, transport, investment and people to people engagement to diversify and connect emerging economic opportunities between Bangladesh and Northeast region of India. In addition to Mr. Mohammad Junaed Ibna Ali, Vice President, DCCI, the delegation members included Mr. Md Habib Ullah Tuhin, Director, DCCI & CEO, Nice Power & IT Solution Ltd and Mr. Mohammed Aminul Islam, Managing Director, Pallmall Industries Limited.

Inbound Business Delegation and Online B2B Matchmaking

Focusing the objectives of facilitating market access, establishing business relationships, attracting investment opportunities, gathering market intelligence, and supporting SMEs, DCCI hosted 5 inbound business delegations organizing business networking meetings comprising 32 foreign delegates from UK, Russia, Turkiye, and Sri Lanka. Organized around 85 B2Bs connecting more than 50 DCCI member companies in the following networking sessions.

- Bangladesh-Russia Business Networking Meeting
- Meeting Between DCCI and Visiting Delegation from DEİK, Türkiye
- Meeting Between DCCI and UK Delegation
- Meeting Between DCCI and Oreal IT Pvt. Limited, Sri Lanka
- Meeting Between DCCI and Hayleys Aventura (Private) Limited, Sri Lanka

Bangladesh-Russia Business Networking Meeting

DCCI hosted a group of 13-member business delegation in "Bangladesh-Russia Business Networking Meeting" on May 28, 2024, connecting 34 member companies of DCCI. The delegation was led by Dr. Alexander Rybas, Trade Commissioner of Russian Federation in India. The purpose of the visit was to explore new win-win business opportunities in the areas of chemicals, banking & finance, IT, telecommunications, logistics, machinery & equipment, and e-commerce sectors for the entrepreneurs of both countries. Ms. Ekaterina Semenova, Minister-Counsellor and Deputy Chief of Mission at the Embassy of the Russian Federation in Bangladesh also attended the program.

Business Delegation from DEİK, Türkiye

A group of 10 delegates from Foreign Economic Relations Board of Turkiye (DEiK) led by its chairman Mr. Hidayet Onur Ozden visited DCCI on 13 May, 2024. The meeting allowed 15 member companies of DCCI to connect with the visiting delegation. During the meeting, DCCI highlighted on emerging sectors such as mobile financial services, light engineering, heavy engineering, automobiles, electronics, IT, etc. for Turkish business community to interact with the Bangladeshi business community and expand their business. Turkish companies specially construction sector-based companies also showed interest to penetrate and expand business with Bangladeshi companies. Turkish Ambassador in Dhaka H.E. Mr. Ramis Sen was also present during the meeting.

UK Delegation

DCCI hosted a group of 4 delegates from United Kingdom (UK) in a business networking meeting on 29th May 2024 at DCCI Gulshan Office, connecting 10 member companies of DCCI. During the meeting, the delegates offered their expertise in the business and education consultancy to establish strategic partnerships with private and public entities, facilitate cooperation with government agencies in European countries, support businesses in growth and development, and provide professional training. DCCI suggested leveraging the expertise of Bangladeshi engineers and architects at a lower cost for architectural and documentation work in the construction sector. Others areas covering public health, social care, female entrepreneurs have been prioritized during discussions focusing bilateral trade and investment expansion.

Delegation from Sri Lanka

Two business delegates including the CEO of Oreal IT Pvt. Limited, a concern of OREL Corporation which has presence in 32 countries covering 5 continents, visited DCCI for the purpose of business networking meeting on 18 February 2024. The purpose of the meeting was to explore the opportunity of expanding IT business between Bangladesh and Sri Lanka in the forms of export, export or joint venture.

Delegation from Hayleys Aventura (Private) Limited, Sri Lanka

The delegation from Hayleys Aventura (Private) Limited, Sri Lanka visited DCCI on 17 Sep at DCCI Motijheel office. Hayleys Aventura is a premier industrial solutions provider in Sri Lanka covering engineering, live sciences, raw materials, renewable energy sources. The discussion highlighted the untapped opportunities of creating and expanding trade and investment partnerships in the aforementioned sectors between Bangladesh and Sri Lanka.

Online B2B Conclave: Bangladesh and Sri Lanka

DCCI and National Chamber of Commerce of Sri Lanka (NCCSL) jointly organized a virtual B2B conclave in collaboration with High Commission of Sri Lanka in Bangladesh on 14th March 2024. Total 12 DCCI member companies and 18 Sri Lankan companies from Agriculture, Electronics, Energy & Power, Jute, Food Processing, Chemical, Veterinary products, MEP & ICT sectors participated in the conclave. Total 49 B2B meetings were organized during the conclave. H.E. Mr. Tareq Md Ariful Islam, High Commissioner of Bangladesh to Sri Lanka and H.E. Mr. Dharmapala Weerakkody, High Commissioner of Sri Lanka to Bangladesh delivered remarks during the session.

Online B2B Matchmaking Meeting

In addition to the aforesaid country specific online B2B conclave, more than 20 B2B matchmaking meetings were organized based on the request received from foreign companies based in Canada, Vietnam, France and Sri Lanka.

Improving Capacity of SMEs: Exporting to Canada

DCCI in collaboration with High Commission of Canada in Bangladesh and Trade Facilitation Office (TFO) Canada organized a webinar on "Exporting to Canada" for building export capacity of DCCI member companies particularly SMEs on 3rd September 2024. More than 70 member companies of DCCI from diversified sectors such as food, jute, handicrafts, RMG, IT, logistics, etc. participated in the webinar. The webinar helped to equip with market size, trade information, import demand, market entry strategy, trade support institutions, tariff treatments of Canada. It showcased the necessary market intelligence and tools to explore the tremendous export opportunities that Canadian market offers for our SMEs.

Connecting Innovation-Bridging Innovative SMEs and Startups with PE and VC Firms

DCCI undertook a pilot initiative to bridge the financing gap for innovative and scalable SMEs through connecting them with Private Equity (PE) and Venture Capital (VC) firms. This is a unique initiative take by DCCI for the first time. Currently, the financing needs of startups and innovative business ideas do not align with the requirements of existing financing systems, such as banks and Non-Bank Financial Institutions (NBFIs). Hence, the promotion of Alternative Investment Options such as Private Equity (PE) and Venture Capital (VC) in credit and equity markets of Bangladesh may act as powerful and dynamic intermediary to support innovative and technology driven SMEs to grow.

In this connection 'Alternative Funding Options Panel' composed of five PE firms has been formed. Moreover, about 50 innovative SMEs and Startup were connected with PE & VC firms through B2B Orientation meeting.

Reactivation of Joint Bilateral Trade Promotion Activities under the MoU Framework

To enhance market access for DCCI member companies and strengthen existing business relationships, the Trade Facilitation Department prioritized building and nurturing partnerships with foreign chambers and organizations. As part of these efforts, DCCI organized a total of 26 meetings with 22 foreign chambers and trade promotion agencies, both virtually and in person from 15 countries, focusing on the reactivation of Memoranda of Understanding (MoUs) and the organization of joint trade promotional activities.

The objectives of these meetings included arranging virtual one-on-one B2B matchmaking sessions, hosting webinars and other online events to boost commercial engagements, arranging inbound and outbound trade delegations, conducting joint studies and research to promote bilateral trade and enhance market access, and participating in international exhibitions and fairs. Below is a list of foreign chambers and trade promotion agencies with which DCCI conducted meetings during the year 2024:

1. Dubai Chambers, UAE
2. Lagos Chamber of Commerce & Industry, Nigeria
3. Federation of Malaysian Manufacturers, Malaysia
4. Singapore Business Federation, Singapore
5. Tirana Chamber of Commerce & Industry, Albania
6. China Foreign Trade Center, China
7. Istanbul Chamber of Commerce, Turkey
8. Islamic Chamber of Commerce and Development, affiliated to OIC
9. Oman Chamber of Commerce, Oman
10. Federation of Thai Industries, Thailand
11. Abu Dhabi Chamber of Commerce, UAE
12. London Chamber of Commerce and Industry, UK
13. Karachi Chamber of Commerce & Industry, Pakistan
14. Faisalabad Chamber of Commerce and Industry, Pakistan
15. Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry, Pakistan
16. Indian Chamber of Commerce (ICC), North east Regional Office, India
17. Trade Facilitation Office (TFO), Canada
18. Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), CHENNAI Office
19. CCI Parish, France
20. CCI France- Vietnam
21. Global Chamber of Commerce, UK
22. China-South Asia Export and China (Kunming) Import & Export fair

Number of B2Bs Meetings Organized

Trade Facilitation Department facilitated to organize more than 330 one-to one B2B meetings both in person and virtually during the year 2024. These B2B matchmaking meetings created opportunity for over 160 DCCI member companies to connect with 319 foreign companies. This was achieved through a combination of virtual B2B meetings, hosting inbound business delegations, and organizing outbound trade missions.

Networking Dinner with Foreign Diplomats

DCCI hosted a dinner for diplomats on October 19, 2024 at the Westin Hotel, Gulshan. This was the first time initiative of this kind organized by DCCI and Trade Facilitation Department facilitated participation of diplomats including H.E. Ambassador, H.E. High Commissioner, Charge d'affaires, Deputy Head of Mission, Commercial Counselor from 27 Foreign Missions in Bangladesh.

Trade Research and Market Intelligence Supports

- Prepared Bilateral Trade Position for 70 Countries with trade statistics for five years and top ten export and import items accessibility to users through DCCI website to facilitate informed decision-making for DCCI member companies.
- Conducted Trade, Investment and Market Access assessment on CIS Region, ASEAN Region and African Region to enhance understanding of regional market conditions for expanding business.
- Mapped 40 country specific trade potentials including respective country profiling, bilateral trade & investment basket, promising avenues for commercial collaboration and market accesses issues.
- Compiled top 100 export, Import and FDI destination of Bangladesh to enhance engagement with key partners and promote trade and investment collaboration.
- Findings on Export Data Discrepancy.
- Technical inputs to the EPA Negotiation with Japan-improvement of the business environment.

Feedback Survey for Assessing DCCI Business Delegation Outcome

In 2024, DCCI conducted 3 feedback surveys on business delegations to Turkiye, Saudi Arabia and Vietnam to evaluate the outcome and enhance the effectiveness of future delegations. Survey summaries are provided below:

DCCI Business Delegation to Vietnam: To assess the outcome and success of the Business Delegation to Vietnam, DCCI conducted an immediate feedback survey among the

delegates, where 75% of the total delegation participated. Key findings from the survey are as follows:

- Total Number of B2Bs attended during the visit = 160
- Success in finding counterpart companies = 77%
- Counterparts matched with delegates' line of business = 86%
- Under discussion to secure export deals = 27% and import deals = 46%
- Under discussion to secure joint venture agreements = 31%
- Other type of Agreements/MoUs/contracts currently under discussion = 56%
- Opinion on the Overall Effectiveness of the Delegation: 100%

DCCI Business Delegation to Saudi Arabia in 2023 and DCCI Business Delegation to Turkiye in 2022: To accurately assess matured business outcomes, two separate surveys were conducted on DCCI business delegation to Saudi Arabia which was organized in 2023 and DCCI business delegation to Turkiye which was organized in 2022. The findings are noted below:

Indicators	Saudi Delegation	Turkiye Delegation
Matching business interest in the B2B meetings	53%	71%
Effectiveness of B2B meetings	63%	80%
Manage to secure business deal (Export, Import, Joint Venture)	16% (Export) 11% (Import) 16% (JV)	14% (Export) 26% (Import) 11% (JV)
Overall effectiveness of the delegation in terms of commercial aspect	77%	95%
Level of interest of the respondents to participate in the future DCCI business delegation	100%	100%

Survey on "Market Access to ASEAN: Way Forward for Exporters"

Fostering export diversification in terms of products and destinations is inevitable to reduce export vulnerability and stimulate economic growth in Bangladesh. The RMG sector accounted for 84.58% of the country's total export. Currently, 45.43% exports of the country are destined to the European Union and 20.55% to North America. In contrast, Bangladesh exports only 1.64% of its global export volume to ASEAN countries.

The ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) region, comprising 10 Southeast Asian nations— Brunei Darussalam, Myanmar, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam — has a population exceeding 670 million. With a combined GDP of USD 3.6 trillion plus and an import volume of USD 1.73 trillion, ASEAN offers significant potential for Bangladesh to expand and diversify its export market.

Despite promising prospects, Bangladesh has yet to fully explore the potential of penetrating in the ASEAN market. It is evident that certain market access challenges affect the export potential of Bangladesh.

Considering this perspective, Trade Facilitation Department executed a survey to better understand these market access challenges, export opportunities, spot potential products and chart a way forward to promote export from Bangladesh to ASEAN market.

Databank to Facilitate Market Access and B2B Matchmaking for DCCI Members

With the objectives of connecting interested DCCI member companies with prospective foreign partners for facilitating market access, B2B matchmaking, and establishing new business connections, Trade Facilitation Department launched comprehensive survey to create a DATABANK of DCCI members.

MOU Signing

In order to extend the bilateral cooperation, boost trade and investment and increase global connectivity, Trade Facilitation Department undertook the initiative to build new bilateral partnership with different international chambers and organizations. In this connection, Memorandum of Understanding (MoU) was signed with the following international organizations in the year 2024.

- MOU between Istanbul Chamber of Commerce and DCCI
- MOU between China Foreign Trade Centre and DCCI
- MOU between Karachi Chamber of Commerce & Industry and DCCI

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই



DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি



The Financial Express
WEDNESDAY, 21 AUGUST 2024

A Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) delegation, led by its President Mahbubul Alam, made a courtesy call on Bangladesh Bank (BB) Governor Dr Ahsan H Mansur at the latter's office on Tuesday.

Offenders must face action, not institutions

No more liquidity feeding to problem banks

BB governor tells businesses, says bailout process to be different now

- Accused persons barred from withdrawing money from banks
- Guilty will be caught, no businesses will be targeted
- Inflation expected to come down to 5.0-6.0pc within 7/8 months
- FBCCI seeks stable interest regime, adequate dollar supply for smooth trade

FE REPORT

Bangladesh Bank will no more extend liquidity support to weak and troubled banks by printing money rather the process of rescuing them now will be different, says Bangladesh Bank Governor Dr Ahsan H Mansur.

He makes it clear that the central bank wouldn't opt for any desperate remedy like shutting down banks or printing money to feed them to keep alive.

Action will be taken against the irregularities, but it will be against the persons involved in the irregularities and not against their institutions, as there are many employment issues involved with every organisation.

The governor made the observations to journalists at the central bank headquarters after his meeting with business leaders, including the chief of the apex chamber-the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI).

Dr Mansur said now the process of rescuing the weak banks would be different.

Accused persons cannot withdraw money from the banks. When the banking commission will be formed, the number of weak banks should be reduced or they should be merged to solve the problem. But it will not be wise to solve the problem relating to poor liquidity in the shariah-based bank by closing them or printing money.

The BB Governor said: "Withdrawal of deposit is the sovereign right of the depositor. If depositors do not feel safe, they will withdraw money.

"The government will not interfere there. If the depositors do not have confidence in the management of the banks, the banks cannot run. It is not always right to go to rescue such banks."

The business delegation, led by FBCCI president Mahbubul Alam, included former FBCCI president and BNP vice-chairman Abdul Awal Mintoo, BKMEA executive president Mohammad Hatem, Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) president Kamran T Rahman, Dhaka Chamber president Ashraf Ahmed, President of Textile Mill Owners Association (BTMA) Showkat Aziz Russel.

Former FBCCI presidents MA Kasem and Md Jasim Uddin also attended the meeting with the governor for mobilising of the latest state of trade and business and economy.

The governor told the reporters that the businessmen expressed concern about the banking sector during the meeting-his first with the business community after taking office under the interim government.

He said the businessmen also wanted to know the position of the government regarding Islamic banks.

"But we (Bangladesh Bank) are taking some time to take a proper decision in this regard. I am not doing anything to be popular in a hurry."

Dr Mansur said, "Whatever we do, those who are guilty will be caught. No businesses will be targeted. We have given this guarantee to the business leaders."

But, he asserted, action would be taken against the officials of any organisation if found responsible, "even it is found that Bangladesh Bank officials are also responsible".

The governor hinted that the formation of the banking commission would be delayed in view of the ongoing monetary policy-contractionary be deflation-is working properly. "It will be compressed a bit more, but not too much. "If things go well, the inflation situation will improve within seven to eight months."

The new custodian of the central bank expects the high inflation to come down to 7.8-8.0 per cent then.

He explained the BB policy that interest rates should be increased until inflation starts to decrease.

"We stand by this policy. Also, since the currency-exchange rate is fairly stable at present, this will also help in reducing inflation."

In case of repayment of loan, currently default is considered after 180 days from the date of payment of instalments. This happens to be international standards.

The FBCCI president, Mahbubul Alam, told the reporters on the central bank's ground floor that they would not favour those who "looted money" from the banks.

They welcome the move for the formation of banking commission.

They believe that there will be discipline in the financial sector once the banking commission is formed and its recommendations are implemented.

The FBCCI chief stressed a stable interest rate regime and adequate supply of dollars for smooth operation of external trade.

jazimkarim@yahoo.com

Viet Nam News

Bangladeshi businesses explore investment opportunities in Thái Bình



The Business Association in the northern province of Thái Bình on August 5 coordinated with the Dhaka Chamber of Commerce and Industry to organise a conference connecting Bangladeshi and Thái Bình businesses.

Besides representatives from the province, the association, the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), the Asia-Africa Market Department under the Ministry of Industry and Trade, 200 businesses from Bangladesh and Thái Bình province attended the conference.

Vice Chairman of the Thái Bình provincial People's Committee Le Viet Hoan briefed participants on the province's socio-economic situation. Despite difficulties and challenges in 2023, Thái Bình reached GRDP of nearly US$2.7 billion, export turnover of $3.8 billion and budget revenue of $1.8 billion, and attracted over $3 billion in foreign direct investment (FDI), ranking 6th in the country.

He affirmed that the province was ready to welcome and committed to providing maximum support for Bangladeshi investors in terms of policies, legal procedures for investment, import and export of goods, and customs as well as ensuring a favourable and safe production and business environment. It will always listen to and promptly resolve difficulties, meeting all essential conditions for investors to operate stably and smoothly in the province, Hoan added.

For his part, Ashraf Ahmed, President of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry, said that with more than 5,000 Bangladesh member enterprises, the chamber played an important role in developing the Bangladesh economy on the global scale.

Bangladesh currently has competitive investment regulations with many financial and non-financial benefits and a favourable legal environment for investors, such as 100 per cent tax exemption for foreign ownership, bonded warehouses, and protection of intellectual property rights, according to Ahmed. Bangladesh has established Bilateral Investment Agreements (BITs) and Double Taxation Avoidance Agreements (DTTs) with 35 countries, including Viet Nam.

He said Bangladesh and Viet Nam had launched many initiatives to enhance economic cooperation, and the bilateral trade partnership between the two countries had been growing. However, there was still much potential, and the two sides needed to strengthen cooperation to exploit each other's strengths, Ahmed said.

The official also emphasised that Bangladesh enterprises wished to boost business cooperation in Viet Nam, especially in the fields of agricultural product and food processing, finance, healthcare, construction materials, electronics, and garments.

He also hoped that Vietnamese investors in general and Thái Bình province in particular would come to Bangladesh to explore investment cooperation opportunities. = VNS

THE BUSINESS STANDARD
Friday, 23 August 2024

FBCCI seeks Army's cooperation in curbing extortion, bolster security of businesses

BUSINESS – BANGLADESH

TBS REPORT

The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) has sought cooperation from the Bangladesh Army in preventing extortion and enhancing the security of industrial and business establishments.

A delegation of the country's apex trade body, led by its president Mahbubul Alam, sought the help during a meeting with Army chief General Waker-uz-Zaman at the Army Headquarters in Dhaka yesterday.

The business leaders also sought support of the Bangladesh Army for ensuring a business-friendly environment, keeping the production at mills and factories running, and maintaining the supply chain.

The FBCCI president thanked the Army chief for conducting various operations and patrolling of the industrial belt and areas by army personnel.

Mahbubul also expressed his interest to work with the army in strengthening security in the industries alongside restoring confidence among the businessmen.

In response, General Waker-uz-Zaman assured the FBCCI delegation that they would discharge their duties bestowed upon them properly in ensuring security of the business community and all citizens of the country.

He said the Bangladesh Army has always remained vigil so that the local and foreign investors could conduct their operations uninterruptedly side by side, ensuring security to the mills and factories, supply chain and ports.

The Army chief also urged the business community to support the law enforcement agencies through providing information if any industry is subjected to any threat.

Former FBCCI presidents Mahbubur Rahman, Abdul Awal Mintoo, Mir Nasir Hossain, AK Azad, Md Jashim Uddin, Square Pharmaceuticals Limited managing director Tapan Chowdhury, DCCI president Ashraf Ahmed, BGMEA acting president Khandaker Rafiqul Islam and Standard Chartered Bank Bangladesh CEO Naser Ejaj Bijoy were present, among others, were present on the occasion.

ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
সোমবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৪

জ্বালানির দাম কমানোয় সরকারকে ঢাকা চেম্বারের সাধুবাদ

অর্থনৈতিক রিপোর্টার : বিশ্ব বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সব পর্যায়ে জ্বালানি তেলের মূল্যহ্রাসের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারকে সাধুবাদ জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। ঢাকা চেম্বার সভাপতি আশরাফ আহমেদ মনে করেন, সরকারের

প্রথম আলো

এই সরকার নির্বিধি ব্যক্তি বা গ্রুপকে প্রোমোট করবে না: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা





প্রথম আলো





The Business Post

Reduce cost of doing business for sustainable growth: DCCI

Staff Correspondent

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has said that Bangladesh's economic growth requires concerted efforts to reduce the cost of doing business and Improve the ease of doing business, regulatory efficiency as well as logistics.

For long-term growth target of achieving a trillion-dollar smart economy, it also recommended Installing appropriate infrastructures and ensuring energy security as well as access to finance for the private sector.

These recommendations came at a seminar titled 'Biannual Economic State and Future Outlook of Bangladesh Economy: Private Sector Perspective (July-December'23a)' organised by DCCI at Motijheel in Dhaka on Sunday.

DCCI President Ashraf Ahmed presided over the seminar and presented the keynote paper. Prime Minister's Economic Affairs Adviser Mashiur Rahman attended the seminar as the chief guest.

Mashiur Rahman said, "Our economy has experienced fundamental changes in the last decade. During this period, the private sector has also flourished remarkably."



sector investment," he added.

To facilitate the private sector more, he called for lower corporate tax, complete automation of the taxation system, widening tax net and reforms of SD and VAT Act.

the prices of essentials have increased and the central bank has already taken necessary measures to tackle the situation."

Bangladesh Bank will introduce the Crawling Peg system to bring the ex-

CHANNEL 24
বুধবার, ৭ আগস্ট ২০২৪

অতিদ্রুত অর্থনীতির পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন: ডিসিসিআই

দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে শুক্রবার দেশব্যাপী আইএসপিআর পরিস্থিতি পুনঃপর্যালোচনা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন এবং দেশবাসী আল্লাহ তায়ালার কাছে ডিসিসিআই, এফবিসিসিআই সহ সকলকে অতিদ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ করা হবে।

ঢাকা চেম্বার আদালত ভবনে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে অতি দ্রুত পুজা দানে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সচল করতে হবে। সাম্প্রতিক অস্থিরতায় দেশের অর্থনীতিতে যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নিতে দেশবাসীকে থাকতে অতি দ্রুত এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান জরুরী। দেশের বিদ্যমান আইএসপিআর পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার দিকেই সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে।

একটী স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশ-বিদেশে ব্যবসায়িক আত্মবিশ্বাস এবং কার্যক্রম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে মনে করছে ঢাকা চেম্বার। শীঘ্রই গঠিত হতে যাওয়া, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, দেশেরকবিরোধী ও রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলোসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেক হোল্ডারদের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটী শক্তিশালী এবং টেকসই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। যার মাধ্যমে সম্ভাব্য খাটী

যুগান্তর

ঢাকা চেম্বারের সেমিনারে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

কৃষক দাম পায় না দৌরাত্ম্য কমাতে হবে মধ্যস্বত্বভোগীদের

মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবেদক

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, ২১ মে, ২০২৪

বাজেট ঘাটতি মেটাতে অটোমেশন ও রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থাপনা সংস্কার জরুরি



আপরাজ আহমেদ
সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

DCCI



THE ASIAN AGE



'Farmer-friendly technology stressed for materializing smart agriculture'

Business Desk

Speakers at a seminar on Tuesday said adoption of farmers' friendly technology as well as low-cost hourly manufactured devices and databases, ensuring competitive prices and necessary policy support to farmers would help materialise building 'Smart Agriculture' in Bangladesh. They said agriculture practices like precision agriculture could potentially increase agricultural productivity by 20 to 30 percent, reduce input costs by up to 20 percent and increase farmers' income by 50 to 60 percent. The speakers came up with such remarks at a seminar on "Smart Agriculture: Issues and Challenges in Value Chain Development" organised by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) at its auditorium in the capital on Thursday, BSS reports.

Speaking at the seminar as the chief guest, State Minister for Commerce Ahasanul Islam Titu said a full digitalisation, one-point service desk would be established at DCCI soon to provide online IRC and ERC issuance facilities to the importers and exporters.

"By the end of this year, all services of Registrar of Joint Stock Companies (RJSC) will also be paperless," he further informed.

Titu also emphasized on a need-based locally tailored farmers-friendly technology to implement smart agriculture in the country.

It is equally important to ensure better and logical prices of producers both for producers and consumers and for that he underscored the need for a smooth value chain process including adequate storage facilities, commodity markets across the country, the state minister said.

He also said that standardization and certification process would ensure better and genuine quality of agro-products.

"For smart agriculture, we need to make our farmers or producers smart at first." He also stressed on smart innovation, research and development and a strong knowledge-based economy in the agriculture sector.

"Without smart government, no other sectors can be smart. Smart citizens and skilled government officers, having good human attributes, honesty and integrity, will help the government to be smart," he added.

DCCI President Ashraf Ahmed said: "From the farmers to the consumers, we see at least 40-45 percent post-harvest loss."

daily sun
MONDAY, 03 JUNE 2024

UK to support Bangladesh for LDC graduation: Cooke

Daily Sun Report, *Dhaka*

British High Commissioner to Bangladesh Sarah Cooke said on Sunday that Britain will expand its possible support to Bangladesh in the successful transition of the least developed countries (LDCs) to middle-income country status.

"But after the LDC graduation, Bangladesh needs to diversify its exportable products other than RMG products. We hoped that trade and exports between Britain



Commerce and Industry (DCCI Gulshan Centre) on Sunday.

DCCI Vice-President Md

tional standard to conquer the international market.

To attract more foreign direct investment, she suggested that Bangladesh should work more on policy reforms, a sustainable and predictable policy regime, intellectual property law (IPR), alternative dispute resolution (ADR), and repatriation of profit-related issues.

Sarah Cooke said Bangladesh has made a lot of changes in the last decade, and its economy has

Dhaka Tribune
WEDNESDAY, 29 MAY 2024

DCCI: Logistics policy will bring down the cost of doing business

Tribune Desk

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) is calling for the implementation of a comprehensive logistics policy, arguing it would significountry has traditionally been ranked low in terms of the cost of doing business. As Bangladesh transitions from Least Developed Country (LDC) status, it aims to diversify and strengthen its trade and economic connec-

praised by the private sector," it continued.

"The policy is distinctly oriented towards the private sector, being among the few in Bangladesh primarily steered by private sector interests,

THE ASIAN AGE
WEDNESDAY, 28 AUGUST 2024



DCCI requests for increased credit flow to the CMSMEs

Business Desk

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) on Tuesday called upon the authorities concerned to increase credit flow to the Cottage, Micro, Small and Medium Enterprises (CMSMEs).

The chamber made the call when the Board of Directors of DCCI led by its President Ashraf Ahmed met Bangladesh Bank (BB) Governor Dr Ahsan H. Mansur at the bank's headquarters in the capital's Motijheel.

During the meeting, Dr Ahsan H Mansur said if the existing inflation can be brought down to a reasonable level, it will be possible to reduce the policy interest rate and other interest rates will be possible.

In this connection, he said deposit collection in the banking sector is crucial now and liquidity should be ensured in such a way. The Governor emphasised on making credit guarantee facilities for SMEs more operational.

He also emphasised on the need of limiting the flow of credit to the private sector, especially in consumer financing, and on properly guiding foreign trade credit for the entrepreneurs, he added.

The Governor also said that a banking commission will be formed soon, based on which, necessary reforms initiatives will be formulated to bring stability to the financial sector.

He further advised new investors to invest in special economic zones to get all facilities easily.

In his speech, Ashraf Ahmed said if the interest rate increases, that may drive down the investment in the country, he said.

"In terms of FDI financing, Bangladesh has low several reforms, which can be accelerated to facilitate the business sector for this sector," he added.

Ashraf Ahmed also requested the BB for facilitating timely credit processing, foreign loan processing and increasing credit limit for the banks.

Above all, he requested the central bank to facilitate the reduction of interest rates on loans to CMSMEs.

Dr Ahsan H Mansur said that the central bank is always ready to work with the business community and start reducing rates as soon as possible.

He acknowledged the need for keeping inflation under control, Ashraf Ahmed pointed out that the inflation has become a matter of concern as common people feel also it increases the operational costs of businesses.

About bad loans, he said if the bad loans of the banks come down, the lending interest rate will be low. He also requested the BB to control the wasteful bank's activities to bring stability to country's financial sector.

Dr Ahsan H Mansur assured that the BB will take all possible measures to facilitate the business community.

Vice-President Md Jashim Uddin Bhuiyan, Directors Md Shamsul Arefin, Md Fahim Rahman, Md Ashraful Alam Bhuiyan, Md Mahbubur Rahman, Md Shahjahan Kabir, Md Shahjahan Bhuiyan, Md Shahjahan Mia, Md Shahjahan Khan, Md Shahjahan Ali, Md Shahjahan Hossain, Md Shahjahan Uddin, Md Shahjahan Ahmed, Md Shahjahan

Việt Nam News

Bangladesh business delegation seeks stronger ties with Việt Nam

Ashraf Ahmed, Chairman of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), speaks to Việt Nam News about Bangladesh's enterprises seeking trade cooperation opportunities



Ashraf Ahmed, Chairman of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI). — Photo Hiệu

By Tiến Đạt

HÀ NỘI — Ashraf Ahmed, Chairman of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), is leading a 40-member business delegation from Bangladesh to Việt Nam. The visit, until August 3, aims to bolster economic ties and explore new business opportunities between the two countries.

Bangladesh has seen substantial socioeconomic growth over the past decades. Ahmed expressed the country's ambition to become a prosperous and developed nation by 2041, with the DCCI playing a crucial role in this journey by promoting trade and business with global partners, including Việt Nam.

Exploring opportunities

The delegation, comprising exporters, importers, manufacturers and entrepreneurs, represents 23 diverse sectors such as agro and food processing, financial services, healthcare, construction, raw Bangladesh Rice Garments (RMG), IT and ITES, ceramics, polymers and chemicals, pharmaceuticals, Pet(X), logistics and tourism. The visiting companies are keen to establish business collaborations in Việt Nam, recognising its advanced manufacturing technologies and efficient supply chain management.

"Bangladesh and Việt Nam have enjoyed a deep and evolving trade relationship since establishing diplomatic relations in 1975. The current trade volume of over US$1.2 billion has the potential to reach US$2 billion soon," said Ahmed.

Strengthening bilateral relations

The delegation's itinerary includes meetings with key personnel from the Ministry of Industry and Trade in Việt Nà, as well as business forums and B2B meetings in both Hà Nội and Hồ Chí Minh. More than 300 Vietnamese business leaders are expected to meet the delegation to explore avenues for collaboration.

"We are interested in learning from Việt Nam's expertise in integrating Industry 4.0 technologies and enhancing manufacturing efficiency," Ahmed noted. He highlighted potential collaborations in the textile industry, agriculture, ICT, renewable energy, and tourism.

Mutual benefits

Vietnamese businesses stand to gain from partnerships with Bangladesh's firms in several areas. The thriving textile and garment industry in Bangladesh offers opportunities for joint ventures and outsourcing. Bangladesh's pharmaceutical sector, known for affordable generic medicines, presents collaboration prospects in research and development.

In IT and software development, Bangladesh's tech firms can offer competitive outsourcing options. The renewable energy sector, particularly solar energy, provides investment opportunities for Vietnamese companies aiming for sustainable development. Additionally, Bangladesh's expertise in aquaculture and shrimp production can benefit Vietnam's agriculture.

DCCI's role in fostering trade

The DCCI, with its 3000-member businesses, plays a pivotal role in fostering international trade relations. It organises trade delegations, hosts international trade fairs and provides market intelligence and policy advocacy to help businesses navigate international trade regulations.

"Sustainability and green technologies are priorities for us. We promote eco-friendly practices and renewable energy solutions among our members and are keen to explore joint initiatives with Vietnamese counterparts," Ahmed said.

Overcoming challenges

Bangladesh businesses face challenges such as regulatory compliance, cultural differences and competition when entering new markets like Việt Nam. Engaging local legal experts, conducting thorough market research and forming local partnerships are strategies to address these challenges.

Expectations and future plans

Ahmed expects this visit to pave the way for robust business collaborations. The DCCI plans to maintain ongoing communication with Vietnamese counterparts and invite them to Bangladesh to further strengthen partnerships.

The Business Post

SUNDAY, 04 AUGUST 2024

DCCI business delegation to leave for Vietnam today

TBP Desk

A 35-member business delegation of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), headed by its President Ashraf Ahmed, will leave here for Vietnam today on a five-day visit to explore new business opportunities for strengthening bilateral trade and economic relationship between Vietnam and Bangladesh.

The delegation is composed of a broad spectrum of exporters, importers, manufacturers and entrepreneurs encompassing Bangladesh's agro, agro and food processing, tourism, healthcare, financial, ceramic, information technology, logistics, textiles and other manufacturing industries, reports BSS.

According to a press release, DCCI President Ashraf Ahmed is heading one of the largest private sector-led business delegations to Vietnam in recent years with a priority to strengthen the bilateral business ties with Vietnam.

The delegation will try to explore a new window of opportunity in terms of investment, trade, joint venture, investment and boosting regional connectivity.

Bangladesh, the intersection between South Asia and Southeast Asia, can be one of the most attractive markets for Vietnamese investors.

Bolstering bilateral trade with Vietnam will provide Bangladesh access to new markets, especially with the members of ASEAN. Bilateral trade between Vietnam and Bangladesh has yet to reach its full potential despite it is increasing trend.

The bilateral trade between Bangladesh and Vietnam in 2022-23 was only $1.20 billion. Bangladesh's exports to Vietnam were $96.22 million against the imports of $1.01 billion. There are many opportunities for commerce between Vietnam and Bangladesh as both countries work to grow their economies.

In recent times, Vietnam has shown keen interest in improving its commercial and trade links with Bangladesh, which will create a win-win situation for both countries in the domain of bilateral trade and investment.

During this visit, the DCCI business delegation will have various high-level business meetings with the Ministry of Industry and Trade of Vietnam, the Chamber of Commerce France-Vietnam and the Investment and Trade Promotion Center including meeting Vietnam-Bangladesh Business Forum followed by the B2B match-making sessions in Thai Binh Province and Ho Chi Minh City.

The members will also visit industrial parks and Ports in Ho Chi Minh City. This is a timely initiative for sending a business delegation that aspires to explore untapped business opportunities, yielding economic dividends of shared prosperity for both nations.

The Financial Express

WEDNESDAY, 21 AUGUST 2024



A Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) delegation, led by its President Mahbubul Alam, made a courtesy call on Bangladesh Bank (BB) Governor Dr Ahsan H Mansur at the latter's office on Tuesday.

Offenders must face action, not institutions

No more liquidity feeding to problem banks

BB governor tells businesses, says bailout process to be different now

- Accused persons barred from withdrawing money from banks
- Guilty will be caught, no businesses will be targeted
- Inflation expected to come down to 5.0-6.0pc within 18 months
- FBCCI seeks stable interest regime, adequate dollar supply for smooth trade



FE REPORT

Bangladesh Bank will no more extend liquidity support to weak and troubled banks by providing cheap loans, and only the healthy ones will be offered, Bangladesh Bank Governor Dr Ahsan H Mansur said.

He also said the Bangladesh Bank would not go for any desperate actions like shutting down banks or printing money to feed them to keep afloat the troubled ones, but it will be against the persons involved in the irregularities and not against their institutions, as there are many employees' issues involved with every organisation.

Dr Mansur made the observations in his presentation at the central bank's headquarters after his meeting with business leaders, including the FBCCI, the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, Dhaka (MCCI) and the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI).

The Financial Express

Dhaka chamber sees growth 'achievable'

Key challenge lies in 'successful execution of good initiatives'

FE REPORT

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) believes the government's 6.75 per cent GDP growth target for FY25 is "achievable".



Ashraf Ahmed

"Reaching the target depends on overcoming the liquidity crisis and various macroeconomic constraints," Mr Ahmed said at the DCCI office in the capital on Tuesday.

By controlling the budget deficit and reducing import duties and advance tax on essential products.

To attain the GDP growth target, the DCCI proposes to import duties on capital machinery and machinery parts at 1, 3, 5 or 7 according to "good, average, poor" classification of the sectors.

While praising the government's lower bank borrowing rates compared to the previous regime, Mr Ahmed cautioned that it is not enough.

"If government borrowing increases, private sector will face the same difficulties," he said.

The business leader suggested the introduction of a prospective tax system for FY24-25 and FY25-26, believing it could attract more foreign direct investment (FDI).

However, he suggested a separate tax rate for the small and medium (SME) sector, considering the current economic complexity for the sector.

He viewed the lower budget deficit target of 4.5 per cent as achievable, but raised revenue collection as the main challenge.

The DCCI chief also set a target for the government to attract $12 billion in foreign direct investment, according to the DCCI president , as he called for raising the tax-to-GDP ratio to at least 20 per cent within the next decade.

In response to a media query, the trade body leader acknowledged that a mere change of tax charges, without a reduction in them, will not affect the business or the economy.

বণিক বার্তা

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সমৃদ্ধির সহযাত্রী



বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে ঢাকা চেম্বারের সৌজন্য সাক্ষাৎ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি আশরাফ আহমেদ বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের সঙ্গে সপ্তহিত সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ডিসিসিআইয়ের জেষ্ঠ সহসভাপতি মালিক তালহা ইসমাইল বাবরী, সহসভাপতি, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর কাজী ছাইদুর রহমান এবং আবু ফরাহ মো. নাছের, প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মো. হাবিবুর রহমান এবং পরিচালক এ এস এম এরফানিয়া। গোলাপের তাজিমের মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন। —বিজ্ঞপ্তি

The Business Standard

MONDAY, 11 MARCH 2024

Shifting tax regime barring investment: Business leaders

KEY CONCERNS: Complex tax system | Absence of automation | High loans and tariffs | Move for forced bank merger | Willful loan defaults

PRE-BUDGET DISCUSSION

TBS REPORT

Finance minister said next budget will be encouraging for the private sector

Business leaders have attributed the failure to achieve expected foreign direct investment to the inconsistent policies of various government institutions, including the National Board of Revenue (NBR).

They also criticised the complex tax system, absence of automation, high loans and tariffs, limited flexibility in tax adjustments, heavy reliance on a few sectors for revenue collection, and the lack of a level playing field for businesses.

FE Financial Express

SUNDAY, 04 AUGUST 2024

DCCI business team to explore opportunities in Vietnam

FE REPORT

A delegation of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry is scheduled to leave for Vietnam on Sunday on a five-day visit to explore new business opportunities.

DCCI President Ashraf Ahmed will lead the 35-member delegation, which includes exporters, importers, manufacturers and entrepreneurs.

The delegation aims to explore opportunities for diversified exports, bilateral trade, investment, greater regional connectivity and other economic relationships.

Bangladesh has the potential to be one of the most attractive markets for Vietnamese investors. Bolstering bilateral trade with Vietnam will provide Bangladesh access to new markets, especially with the members of ASEAN, according to DCCI.

Bilateral trade between Vietnam and Bangladesh is growing although it

সমযের আলো

সুবহ সাদেক আলোকিত

বুধবার, ২৮ আগস্ট ২০২৪



ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ডিসিসিআই নেতারা ● সমযের আলো

গভর্নরের সঙ্গে ডিসিসিআই নেতাদের বৈঠক

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ বাড়ানোর আহ্বান

● নিজস্ব প্রতিবেদক

মুদ্রাস্ফীতি আগামী ৬-৭ মাসের মধ্যে সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব : গভর্নর

The Business Standard

SUNDAY, 21 JANUARY 2024

Bangladesh mature enough to quell economic woes: DCCI president

ECONOMY - BANGLADESH

TBS REPORT

He calls for quick resolution of power, energy crisis



ASHRAF AHMED

Bangladesh has the ability to promptly overcome the existing economic challenges, as it has done earlier," the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) President Ashraf Ahmed said on Saturday.

"Our economy is passing through a few challenges like inflation, NPL, forex reserves, financial market volatility, balance of payment, and depreciation of taka and these are not new to us. Bangladesh has the experience of overcoming such challenges," said Ashraf Ahmed at a conference organised by the DCCI.

At the same time, he also called for an early solution to the power and energy crisis, which he said is causing industries to shut down apart from having a negative impact on the economy.

He also put emphasis on improvement of data

সমযের আলো

মঙ্গলবার, ২৯ মে ২০২৪

লজিস্টিক নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়ন চায় ঢাকা চেম্বার

ব্যবসা পরিচালন ব্যয় সূচকে বাংলাদেশ নিচের দিকে

● নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রথম আলো

১৬ বছরে নতুন পণ্য মাত্র ৯টি

রপ্তানি খাত নিয়ে সেমিনার



বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি ও প্রতিযোগীদের অবস্থা



The Daily Star

Nearly 60% farmers unbanked: expert



STAR BUSINESS REPORT

Almost 60 percent of farmers in Bangladesh are unbanked, a businessperson shared yesterday.

Fahad Iftar, co-founder and chief executive officer of iFarmer, said the biggest sources of credit for farmers are still local moneylenders and traders.

They rely on such informal sources for capital or microfinance despite paying very high interest rates, he said.

The co-founder of iFarmer said the government has 18 departments for agriculture research, development, and extension.

And while the policies adopted by these organisations have led the agriculture sector into a sustainable trajectory, there is a lack of tech-based solutions from the fourth industrial revolution (4IR) which could help means the growth of agricultural productivity is curbed by around 20 percent, he said.

Adoption of smart agriculture practices could potentially increase agricultural productivity by 20-30 percent in Bangladesh, said Ashraf Ahmed, president of the DCCI.

Smart agriculture practices also reduce input costs by up to 20 percent and increase farmers' income by 30 to 40 percent, he said.

প্রথম আলো

বুধবার, ২১ আগস্ট ২০২৪

ব্যাংক ও রাজস্ব সংস্কার চান ব্যবসায়ীরা

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক

ব্যবসায়ী নেতারা খেলাপি ঋণ কমাতে রোপরা তৈরির পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির পাশাপাশি শিল্পকারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও টাকাবাচ্চা কারের দাবি জানিয়েছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী নেতারা। একই সঙ্গে তাঁরা ব্যাংক খাত ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সংস্কার চেয়েছেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী মতবিনিময়কালে এ দাবি করেন ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি) বাংলাদেশের চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই), সিপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতা। তাঁরা বলেন, ব্যাংক খাত ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় কিছু সংস্কার না হলে ব্যবসা করা কঠিন হয়ে পড়বে।

ব্যবসায়ী নেতারা বলেন, ব্যাংক খাতে ঋণখেলাপি ও অনিয়মের যে ক্ষত তৈরি হয়েছে, তা সারাতে সময় লাগবে। তাই ব্যাংক খাতের সংস্কার প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে হবে। একই সঙ্গে ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।



অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে মতবিনিময়ে শেষে ফটোসেশনের আগে কথা আইসিসি বাংলাদেশের নেতারা। গতকাল

বিকেলে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে। ছবি : প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

আইসিসি বাংলাদেশের নেতারা অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। তাঁরা বলেন, ব্যাংক খাত, রাজস্ব প্রশাসন, শিক্ষা ও শিল্প সংস্কার ও পুনর্গঠন প্রয়োজন।

আইসিসি বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুর রহমান বলেন, 'গত ১৫ বছরে যা হয়েছে, তাতে আর কারও বাংলাদেশের সেবাদাতা হওয়ার আগ্রহ নেই। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।'

আইসিসি বাংলাদেশের সহসভাপতি মাহবুবুর রহমান বলেন, 'গত ১৫ বছরে যা হয়েছে, তাতে আর কারও বাংলাদেশের সেবাদাতা হওয়ার আগ্রহ নেই। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।'

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাকশালী প্রশাসনিকাঠামো ভেঙে ফেলার কথা বলে। তাঁর ভাষায়, 'প্রশাসনকে ঢেলে সাজাতে হবে। তা না হলে কোনো কাজ হবে না।' তিনি বলেন, ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। যদি আমরা ব্যবসার পরিবেশ ঠিক করতে পারি, তাহলে আমরা জাতির জন্য কিছু করতে পারব।'

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকার উপদেষ্টা বিদেশ এবং ডিজাস্টার ব্যবস্থাপনা সংস্কার প্রধান আলোচনা করছে ছয়। তাঁরা হলেন, আইসিসি বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, ব্যাংক এশিয়ার চেয়ারম্যান ও আলোচনা সভার সভাপতি আলহাজ্ব মো. সালাহউদ্দিন, সিপিডির বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান, ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও সাবরিনা এস চৌধুরী, ব্যাংক এশিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মাহমুদ হাসান খ

THE BUSINESS STANDARD

Friday, 23 August 2024

FBCCI seeks Army's cooperation in curbing extortion, bolster security of businesses

BUSINESS – BANGLADESH

TBS REPORT

The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) has sought cooperation from the Bangladesh Army in preventing extortion and enhancing the security of industrial and business establishments.

A delegation of the country's apex trade body, led by its president Mahbubul Alam, sought the help during a meeting with Army chief General Waker-uz-Zaman at

dustries alongside restoring confidence among the businessmen.

In response, General Waker-uz-Zaman assured the FBCCI delegation that they would discharge their duties bestowed upon them properly in ensuring security of the business community and all citizens of the country.

He said the Bangladesh Army has always remained vigil so that the local and foreign investors could conduct their operations uninterruptedly side by side, ensuring security to the skills and factories, supply chain and ports.

Việt Nam News

Friday, August 23, 2024 - 19:00

Bangladeshi businesses explore investment opportunities in Thái Bình

The Business Association in the northern province of Thái Bình on August 5 coordinated with the Dhaka Chamber of Commerce and Industry to organise a conference connecting Bangladeshi and Thái Bình businesses.

The Business Association in the northern province of Thái Bình on August 5 coordinated with the Dhaka Chamber of Commerce and Industry to organise a conference connecting Bangladeshi and Thái Bình businesses.



A conference connecting Bangladeshi and Thái Bình businesses is held in the northern province of Thái Bình on August 5. — VNA/VNS Photo

Thái Bình — The Business Association in the northern province of Thái Bình on August 5 coordinated with the Dhaka Chamber of Commerce and Industry to organise a conference connecting Bangladeshi and Thái Bình businesses.

Besides representatives from the province, the association, the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), the Vietnam Business Development Union, the Ministry of Industry and Trade, 200 businesses from Bangladesh and Thái Bình province attended the conference.

Vice Chairman of the Thái Bình provincial People's Committee Lê Văn Hoàn briefed participants on the province's socio-economic situation. Despite difficulties and challenges in 2023, Thái Bình reached GRDP of nearly US$2.7 billion, export turnover of $2.6 billion and import value of $1.8 billion, and attracted over $3 billion in foreign direct investment (FDI), ranking 5th in the country.

He affirmed that the province was ready to welcome and committed to providing maximum support for Bangladesh investors in terms of policies, legal procedures for investment, import and export of goods, and customs as well as ensuring a favourable investment, production and business environment. It will always listen to and promptly resolve difficulties, meeting all essential conditions for investors to operate stably and smoothly in the province, Hoàn added.

For his part, Ashraf Ahmed, President of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry, said that with more than 5,000 Bangladesh member enterprises, the chamber played an important role in developing the Bangladesh economy on the global scale.

Bangladesh currently has competitive investment regulations with many financial and non-financial benefits and a favourable legal environment for investors, such as 100 per cent tax exemption for foreign ownership, bonded warehouses, and protection of intellectual property rights, he added. Bangladesh and Việt Nam have established Bilateral Investment Agreements (BITs) and Double Taxation Avoidance Agreements (DTTA) with 33 countries, including Việt Nam.

He said Bangladesh and Việt Nam had launched many initiatives to enhance economic cooperation, and the bilateral trade partnership between the two countries had been growing. However, there was still much potential, and he thus asked leaders to strengthen cooperation to exploit each other's strengths, Ashraf said.

সমকাল

রবিবার, ২৩ জানুয়ারি ২০২৪

সংবাদ সম্মেলনে ডিসিসিআই সভাপতি

অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতা বাংলাদেশের রয়েছে

মূল্যস্ফীতি এবং রিজার্ভ কমে যাওয়াকে তেমন সমস্যা মনে করেন না তিনি

সমকাল প্রতিবেদক

ব্যবসায়ী নেতা বলেছেন, বিশ্বে এমন দেশ আছে, যেখানে মূল্যস্ফীতি ১০ থেকে ২০ শতাংশ। বাংলাদেশে এখনো মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের নিচে। এটা তেমন সমস্যা নয়। রিজার্ভ কমে যাওয়াকে তেমন সমস্যা মনে করেন না তিনি।

সাপ্তাহিক বাংলা

সারাবাংলা.net

মিশর থেকে সার আমদানির আহ্বান রাষ্ট্রদূতের

সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট

১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২১:২৯



বন্দর কার্যক্রমে লজিস্টিক সুবিধা বৃদ্ধির আহ্বান চেম্বার সভাপতির

সংবাদ

বাংলাদেশের প্রথম

বাজেটের ঘাটতি মেটাতে পুঁজিবাজারের উপর জোর দিতে হবে



আশরাফ আহমেদ

সভাপতি, ডিসিসিআই

সমকাল

সোমবার, ২৫ মার্চ ২০২৪

কর্মশালায় ডিসিসিআইর সভাপতি

কর ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে

সমকাল প্রতিবেদক

প্রথম আলো

বুধবার, ২৯ মে ২০২৪

সুদের হার কমানোর দাবি ঢাকা চেম্বারের

আমদানি বিকল্প খাদ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়ানো জরুরি



আশরাফ আহমেদ

প্রথম আলো

নিত্যপণ্যের টিসিবির হালনাগাদ দাম

পণ্য	টিসিবির দাম (কেজি)	খুচরা বিক্রি (কেজি)	বৃদ্ধি (শতাংশে)
মসুর (দেশি)	৫৪.৭৯	১১৫.০০	১১০.৪৪
বীজ আলু (দেশি)	৪৯.৬০	১৩৯.১০	৩১০.৩৩
আলু (দেশি)	৭৫.৩১	৩৩.১০	৩১.৩৩
পেঁয়াজ (দেশি)	১৫.১৪	৯৯.০০	৩৩.৩৩
ডিম (ফার্মের)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯
ডিম (দেশি)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯
ডিম (ফার্মের)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯
ডিম (দেশি)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯
ডিম (ফার্মের)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯
ডিম (দেশি)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯
ডিম (ফার্মের)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯
ডিম (দেশি)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯
ডিম (ফার্মের)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯
ডিম (দেশি)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯
ডিম (ফার্মের)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯
ডিম (দেশি)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯
ডিম (ফার্মের)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯

আমদানি হওয়া ৯টি নিত্যপণ্যের দামের চিত্র

পণ্য	বিশ্লেষণ করা হয়েছে	বৃদ্ধি (শতাংশে)	বৃদ্ধি (শতাংশে)
ডিম (ফার্মের)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯
ডিম (দেশি)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯
ডিম (ফার্মের)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯
ডিম (দেশি)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯
ডিম (ফার্মের)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯
ডিম (দেশি)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯
ডিম (ফার্মের)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯
ডিম (দেশি)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯
ডিম (ফার্মের)	১৩.১৩	৪৯.০০	১০৯.৯৯

সমকাল

সোমবার, ১১ মার্চ ২০২৪

সহজ কর ব্যবস্থা চান ব্যবসায়ীরা

হাতবদলে ৯ গুণ পর্যন্ত বাড়ে পণ্যমূল্য

নয়া দিগন্ত

বুধবার, ৭ আগস্ট ২০২৪

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অর্থনীতির দ্রুত পুনরুদ্ধার প্রয়োজন: ঢাকা চেম্বার

The Business Post

TUESDAY, 05 MARCH 2024

Reducing NPLs, capital market representation key focus

সমকাল

সোমবার, ১১ মার্চ ২০২৪

ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে উদ্বেগে আমানতকারীরা

DHAKA POST

করে প্রবেশ করতে ও কার্যালয় কর্মসংস্থান মেলা না ২ দিনের ভরুতে

প্রথম আলো

এই সরকার নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গ্রুপকে প্রোমোট করবে না: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা

ওষুধ খাতে অগ্রাধিকারে যৌথ বিনিয়োগের আহ্বান ডিসিসিআইর

সমকাল

বৃহস্পতিবার, ২১ মে ২০২৪

অভিমত

ট্রেড লাইসেন্স শতভাগ ডিজিটাল করতে হবে



আশরাফ আহমেদ

সভাপতি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

The Daily Star

WEDNESDAY, 16 OCTOBER 2024

Enhance port automation to facilitate int'l trade

Experts say at DCCI discussion

STAR BUSINESS REPORT

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has urged for increasing the automation of port operations by improving associated logistics and coordination among trade related agencies to facilitate exports.

The economic contribution of Bangladesh's international trade as a percentage of the country's gross domestic product (GDP) can be increased through these measures, according to Ashraf Ahmed, president of the DCCI.

He was speaking at a focus group discussion on "Easing the Business System: An International Trade Perspective", organised by the DCCI at its auditorium yesterday.

At present, international trade accounts for about 25 percent of the country's GDP, Ahmed said while presenting the keynote paper.

He also said the private sector has been plagued by numerous problems in recent times.

For example, the devaluation of taka, higher inflation, shortages of foreign currency, interest rate hikes for bank loans and difficulties in opening letters of credit are among their chief concerns.

The DCCI president mentioned that business expenses are constantly increasing as a result of bureaucratic complications and lengthy procedures at the customs houses and ports.

Furthermore, a lot of time is wasted during the import-export process due to the lack of automation, testing and scanning facilities at the country's ports.

As such, local businesspeople



Business expenses are constantly increasing as a result of bureaucratic complications and lengthy procedures at ports and customs houses.

PHOTO: STAR

Civil Aviation Authority of Bangladesh, said the import-export process needs to be very time consuming in most cases because of lax coordination between country's airports.

Md Fazlul Karim Rahman, member of the Chittagong Port Authority, said due to the lack of coordination among related

private sector to use Mongla Port as much as possible.

Farhana Irin, joint secretary (WTO wing) of the commerce ministry, stressed



শিল্পাঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা জোরদার ও উদ্যোক্তাদের আস্থা ফিরিয়ে আনার দাবি

উচ্চ সুদ হার, উচ্চ বিনিময় হার, ব্যবসায়িক মুনাফার ওপর সুদির কারণে বিএমইএসহ খাতে চাহিদা হ্রাস সংক্রান্ত

The Daily Star

THURSDAY, 31 OCTOBER 2024

Map out economic priorities

DCCI chief Ashraf Ahmed says a roadmap will help businesses set the direction of their action plans

JAGARAN CHAKMA

The head of DCCI has urged the government to map out its economic priorities once the committee to prepare a white paper on the economy, and other task forces on various reform agendas finish their jobs.

"Such a roadmap will set the direction of economic action plans [for businesses]," Ashraf Ahmed, president of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), said in an interview with The Daily Star last week.

"For example," he added, "We already know the government is emphasising investments in education and healthcare instead of large infrastructure projects.

"This can generally indicate slower growth in the building material industry, but higher growth in education and healthcare related businesses," the DCCI chief said.

He talked about the importance of creating a friendly environment for business, the missing link between employment and education, challenges facing businesses, and other aspects of the economy.

He said building confidence among entrepreneurs by restoring law and order and lowering the cost of financing is a must to bring fresh investments to the economy.





Uncertainty in economic policy direction over the short, medium and long terms is likely to make investors "very cautious and conservative", Ahmed said.

Such uncertainty will lead them to take a wait-and-see approach and defer investment decisions, he said in the interview on October 23.

On the other hand, if the government remains firm in its commitment to building a better business environment, it will help reduce uncertainties in policy directions and encourage new ventures, Ahmed added, the DCCI chief.

"Confidence in the government's commitment to building a better business environment can give confidence to act now and seek opportunities such as for sustainable investment and economic growth."

EDUCATION AND JOBS

Ahmed said the country saw rapid growth in the economy as well as in the education sector in the last decade.

"Our members are our biggest employers, but it cannot be put in

with the industry's demand.

A vast majority of graduates every year from arts, where skills are not employable. As a result, jobseekers are not getting offers for the skills they have, he said.

Youths with tertiary (post secondary) education are needed in larger numbers for the service sector, which is already the largest contributor to the economy. But the country has not yet been able to become a large service exporter, except in the freelance segment of the ICT industry, according to Ahmed.

"Therefore, we must focus on building a skilled human resource base to compete with the others, especially in areas with opportunities such as accounting and IT," the DCCI president said.

In the short term, he suggested expanding the two-year graduate diploma and training or introducing supplementary courses in tertiary education with the focus on job skills.

impacting industrial production heavily, according to him. "If energy supply is not ensured, production will be hampered."

"If we have to use alternatives like diesel, the cost becomes exorbitant even when it is available. When costs increase, demand and sales fall because of high prices."

The third challenge is finance, as interest rates have increased to an "almost unsustainable level" of around 15 percent for the smaller businesses in the low-income segment of the ICT industry, according to Ahmed.

"This has tightened credit flow to SMEs. When interest rates rise, investment falls."

He said private sector growth depends on policy support, incentives, and infrastructure services. If these are ensured efficiently, the country will have a better business environment, according to him.

"The bottleneck is created mostly by procedures, regulations, and duplication of paper from various sources where the government machinery operates on the

প্রথম আলো

০৯ জুন, ২০২৪

বাস্তবায়নই হবে বড় চ্যালেঞ্জ, বাজেট নিয়ে ডিসিসিআইয়ের প্রতিক্রিয়া

ঢাকা চেম্বার তার অধীনে থাকা ইউনিট (ডিসিসিআই) ডায়াগনস্টিক সেন্টারে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে। ডায়াগনস্টিক সেন্টারে মেশিন উপলব্ধতার (ডিসিসিআই) তুলনায় সরকারি-আংশিক লক্ষ্যমাত্রা বেশ কমানো হয়েছে।

এ সমালোচনা উঠেছে আয়কোষে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির সমালোচনা। এটা সমালোচনা মুদ্রানীতির কথাকে

সহায়ক হবে।

তবে সংশোধনী এ-৩ মতো নয়, লক্ষ্যমাত্রা কমানোর পরও ৯ প্রাইভেট সরকারি সার্বিক সার্থকতাকে সমালোচনা বেশ কয়েক হয়ে যাবে। এ তাদের সংশোধনী থাকে যেমন শুল্ক বেশকয়েক লক্ষ্যমাত্রা বেশকয়েক হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কিতকে বাস্তবায়ন করতে হবে তা সেবাদাতাকে থাকে ক্ষমতাবলয়ের ওপর কড়া নজরদারি দাবি করেছে।

ডিসিসিআইয়ের মতে, লক্ষ্য কমানো আরও কিছু বিষয়ে, যেমন সামাজিক মুদ্রানীতির বিশ্লেষণ, উৎপাদন মজুদ পরিস্থিতির উন্নয়ন, পুঁজিবাজারে তারিখকেন্দ্রিক ফোকাসিং বন্ধ করানো ও টাকা-ডলারেরই দরকার তা আরও পুখর উন্নত ক্ষেত্রে থাকতে আরো কিছু ক্ষেত্রে উন্নীত হয়েছে।

ঢাকা চেম্বার তারপরও, প্রাক্তনির সংকোচনমূলক, কৃষিসহ শিল্পায়ন, লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতিকরণ, লক্ষ্যভিত্তিক সম্প্রসারণ, আর্থিক খাতের নিবিড় উন্নত তৈরি, সৈয়দপিক মূল্যের ভিত্তায় বন্ধ করা মতো পরিস্থিতির উন্নয়ন, পুঁজিসাধারণ তারিখকেন্দ্রিক ফোকাসিংসহ বন্ধ করানো ও টাকা-ডলারেরই দরকার তা আরও পুখর উন্নত ক্ষেত্রে থাকতে আরো কিছু ক্ষেত্রে উন্নীত হয়েছে।

ঢাকা চেম্বার তারপরও, প্রাক্তনির সংকোচনমূলক, কৃষিসহ শিল্পায়ন, লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতিকরণ, লক্ষ্যভিত্তিক সম্প্রসারণ, আর্থিক খাতের নিবিড় উন্নত তৈরি, সৈয়দপিক মূল্যের ভিত্তায় বন্ধ করা মতো পরিস্থিতির উন্নয়ন, পুঁজিসাধারণ তারিখকেন্দ্রিক ফোকাসিংসহ বন্ধ করানো ও টাকা-ডলারেরই দরকার তা আরও পুখর উন্নত ক্ষেত্রে থাকতে আরো কিছু ক্ষেত্রে উন্নীত হয়েছে।

ডিসিসিআইয়ের মতে, লক্ষ্য কমানো আরও কিছু বিষয়ে, যেমন সামাজিক মুদ্রানীতির বিশ্লেষণ, উৎপাদন মজুদ পরিস্থিতির উন্নয়ন, পুঁজিবাজারে তারিখকেন্দ্রিক ফোকাসিং বন্ধ করানো ও টাকা-ডলারেরই দরকার তা আরও পুখর উন্নত ক্ষেত্রে থাকতে আরো কিছু ক্ষেত্রে উন্নীত হয়েছে।

NEWAGE

THE OUTSPOKEN DAILY

Production to retail-level price difference up to 830pc

...ys DCCI study on food inflation



Dhaka Chamber of Commerce and Industry president Ashraf Ahmed speaks at an event at the DCCI headquarters in the capital on Thursday to present findings of a study on price fluctuations of essential commodities. Also seen in the photo are Dhaka Chamber of Commerce and Industry senior vice-president Rupkotha Mukherjee and other officials.

কালের কণ্ঠ

প্রধান উপদেষ্টার বিদেশ সফর সংস্কার কমিশনে ব্যবসায়ীদের আরো সম্পৃক্ততা দরকার

বিশেষ প্রতিনিধি >



পূরবী সিকদার

বাংলাদেশ

সেপ্টেম্বর, ১৫ আগস্ট ২০২৪

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল করার আহ্বান ব্যবসায়ীদের

ডিসিসিআই

প্রথম প্রতিবেদক

NEWAGE

THE OUTSPOKEN DAILY

THURSDAY, 05 SEPTEMBER 2024

DCCI urges NBR for CMSME-friendly tax structure

Staff Correspondent

THE Dhaka Chamber of Commerce and Industry on Wednesday urged the National board of Revenue to formulate a tax structure that would be friendly to the cottage, micro, small and medium enterprises base.

Ashraf Ahmed, president of the DCCI, called on NBR chairman Md Abdur Rahman Khan on the day at the NBR office at Agargaon in the capital Dhaka.

In the meeting, Ashraf said that commercialised tax

To alleviate this issue, Ashraf recommended restoring a provision similar to Section 37 of the Income Tax Ordinance 1984.

To prevent this, the DCCI suggested amending a section concerned with this of the Customs Act 2023, and said that the amendment would let businesses correct the HS code or product description during the assessment stage and rectify their goods declaration without penalty.

Ashar Rahman said that only 5 per cent of the total populations paid taxes, whereas in India the rate is 23 per cent.

tion is correct. This situation often leads to unnecessary

কালের কণ্ঠ

সেপ্টেম্বর, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪

এলসি মার্জিন তুলে দেওয়ায় গতি ফিরবে ব্যবসায়

ঢাকা চেম্বার



NEWAGE

THE OUTSPOKEN DAILY

WEDNESDAY, 03 APRIL, 2024

DSCC drive against Old Dhaka chemical warehouses after Eid-ul-Fitr: Taposh

Staff Correspondent

DHAKA South City Corporation mayor Sheikh Fazle Noor Taposh said that the DSCC would conduct drive against illegal chemical warehouses in Old Dhaka after Eid-ul-Fitr.

He came up with the announcement at a discussion meeting titled 'Impact of traffic congestion on trade and commerce of Old Dhaka and identification of way forwards' at Dhaka Chamber of Commerce and Industry auditorium on Tuesday, said a DSCC press release.

Speaking on chief guest at the meeting, Taposh said that Old Dhaka could no

longer be put at risk, especially considering the possible consequences of incidents in the area.

"Ministry of industry has already built the township as said factories, requisite for the transfer of chemical products from Old Dhaka in the Keraniganj Shyampur. But only a chemical warehouse has been shifted there so far," mayor said.

He suggested the chemical businessmen in Old Dhaka to shift Shyampur chemical zone by applying to ministry of industry according to the law. Otherwise, there will have rigorous drive by DSCC and other Eid.

কালের কণ্ঠ

সেপ্টেম্বর, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪

ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হলে বেশি প্রভাব পড়বে কর্মসংস্থানে

আশরাফ আহমেদ



আশরাফ আহমেদ

কৃষক দাম পায় না দৌরাত্ম্য কমাতে হবে মধ্যস্বত্বভোগীদের

কালের কণ্ঠ

সেপ্টেম্বর, ১০ আগস্ট ২০২৪

রিজার্ভ স্থিতিশীল রাখতে ভূমিকা রাখবে মুদ্রানীতি

ঢাকা চেম্বার সভাপতি



আশরাফ আহমেদ

কালের কণ্ঠ

সেপ্টেম্বর, ০৩ জুন ২০২৪

বাংলাদেশের রপ্তানির ৯৮ শতাংশই পোশাক

নিজস্ব প্রতিবেদক >

যুগান্তর

সেপ্টেম্বর, ১৯ মে ২০২৪

স্মার্ট অর্থনীতির জন্য ইএসজি বাস্তবায়ন জরুরি

আলোচনা সভায় বক্তারা

যুগান্তর

সেপ্টেম্বর, ১১ মে ২০২৪

ডিসিসিআই'র প্রাক-বাজেট আলোচনা

আগামী বাজেট উৎসাহব্যঞ্জক হবে : অর্থমন্ত্রী

যুগান্তর প্রতিবেদন

কালের কণ্ঠ

রবিবার, ১৯ মে ২০২৪

স্মার্ট অর্থনীতি- রপ্তানি বাড়াতে ইএসজির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ঃ

বাংলাদেশে বেসরকারিখাতের পাশাপাশি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইএসজি (এনভায়রনমেন্টাল, সোশাল এবং গভর্নেন্স) রিপোর্টিংয়ের ব্যাপারে তাড়াহুড়োয় হাতেকলমে ধরতে হবে, যা ইতিবাচক বিষয়। স্মার্ট অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে ইএসজি বাস্তবায়নের গুরুত্ব' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথা বলেন।

এ আলোচনা সভার আয়োজন করে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব, শিল্প-বাণিজ্য ও ট্রেডবাণিজ্য অধিকর্তাদের মহাপরিচালক যুগ্ম সচিব হাসান, বাংলাদেশ ব্যাংকডেপুটি গভর্নর (সিডব্লিউ) মহাপরিচালক আন্তর্জাতিক আলোচনা আদায় উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্যে ডিসিসিআইয়ের সভাপতি আশরাফ আহমেদ বলেন, বাংলাদেশে



দৈনিক ইত্তেফাক

কার্তিক ১৪৩১

এসএমইই-বান্ধব রাজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং করকাঠামো সহজীকরণের আহ্বান



প্রথম আলো

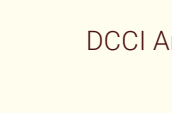
সংক্ষেপে

এসএমইতে ঋণপ্রবাহ বাড়ানোর দাবি

দৈনিক ইত্তেফাক

ডিসিসিআইয়ের গবেষণা

উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি ও অদক্ষ বাজার ব্যবস্থাপনায় পণ্যমূল্য বাড়ছে

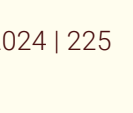


দৈনিক ইত্তেফাক

রবিবার, ১৯ মে ২০২৪

বিসিকের অব্যবহৃত প্লটে শিল্পকারখানা স্থাপনে উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান

রমজানে নিত্যপণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে : শিল্পমন্ত্রী



যায়যায়দিন

রবিবার, ২৪ মে ২০২৪

বিদেশে চিকিৎসায় বছরে ব্যয় ৪শ' কোটি ডলার

daily sun
TRUE & IMPARTIAL
SUNDAY, 24 NOVEMBER 2024

Country's per capita health expenditure $110

Whereas average in South Asia is $401

Daily Sun Report, *Dhaka*



The per capita health expenditure in Bangladesh stands at only US$110 (approximately Tk13,000), which is significantly lower than the South Asian average of $401 (around Tk47,800).

Per capita health expenditure is the total amount a country spends on healthcare divided by its population.

The data was presented during a seminar titled "Reversing the Outbound Healthcare Tourism", organised by the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) at its auditorium in the capital's Motijheel area on Saturday.

The chamber's Senior Vice President Malik Talha Ismail Bari delivered the keynote.

He said in 2012, Bangladesh witnessed around $4 billion spent on outbound healthcare tourism, "In the current fiscal year, the health expenditure allocation is Tk30,125cr, which is only around 3.78% of the total budget," he noted.

"Due to the lack of specialised treatment, coupled with trust and perception issues in the local healthcare system, and availability of advanced technology and competitive pricing abroad, local patients are seeking healthcare overseas."

In an address of welcome, DCCI President Ashraf Ahmed

Bangladesh spent around $4 billion on outbound healthcare tourism in 2012

FY25 allocation Tk30,125cr, around 3.78% of total budget

Advanced technology, competitive pricing abroad drive patients to seek overseas healthcare

Furthermore, the tendency to seek healthcare services abroad is increasing due to lack of international standards in the local industry.

Among the 36 specialised hospitals in Bangladesh, 19 are located in the Dhaka District, while the remaining 17 are distributed across other regions. The country is home to a total of 5,461 private hospitals and clinics, of which 1,810 are situated in the Dhaka Division.

"In Bangladesh, there are 1.34 lakh doctors, of whom only 33,000 are government doctors. However, it is encouraging that more than 10,000 foreign medical students are studying in various public and private medical colleges here," said Dr Abul Bashar Md Jamal of Dhaka Medical College.

The seminar was also attended by Bangladesh Diabetic Samity President Prof AK Azad Khan, Bangladesh Medical & Dental Council Registrar Dr Liaquat Hossain, former Director of the Institute of Health Economics Dr

বণিক বার্তা

ডিসিসিআইয়ের সেমিনারে বক্তারা
আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাভাবিক হবে না

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৪

উচ্চ মূল্যস্ফীতিসহ নানা সমস্যায় বেসরকারি খাত

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে স্বাগত জানাল ডিসিসিআই

DCCI

DCCI team off to Dubai to attend Gulfood exhibition

BSS, *Dhaka*

A 12-member business delegation from the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) left the city for Dubai to participate in the 29th edition of Gulfood, the largest food and beverage exhibition in Dubai.

The exhibition kicked off on Monday at the Dubai World Trade Centre, and it will end on Friday (23 Febru-

daily sun
MONDAY, 03 JUNE 2024

UK to support Bangladesh for LDC graduation: Cooke



British High Commissioner to Bangladesh Sarah Cooke said on Sunday that Britain will expand its possible support to Bangladesh in the successful transition of the least developed countries (LDC) to middle-income country status.

"Just after the LDC graduation, Bangladesh needs to diversify its

tional standard to conquer the international markets.

To attract more foreign direct investment, she suggested that Bangladesh should work more on policy reforms, a sustainable and predictable policy regime, institutional transparency law (IPS), alternative dispute resolution (ADR), and negotiation of double-related issues.

Sarah Cooke said Bangladesh

Commerce and Industry (DCCI)

THE ASIAN AGE

'Farmer-friendly technology stressed for materializing smart agriculture'

THE ASIAN AGE
WEDNESDAY, 28 AUGUST 2024

DCCI requests for increased credit flow to the CMSMEs

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, ২১ মে, ২০২৪

বাজেট ঘাটতি মেটাতে অটোমেশন ও রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থাপনা সংস্কার জরুরি

আশরাফ আহমেদ

DCCI

বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার, ০৩ আগস্ট ২০২৪

আশরাফ আহমেদ

বাণিজ্যে বিশেষ ছাড় দিতে হবে

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি আশরাফ আহমেদ অভিযোগ করেছেন, এ ক্ষেত্রে দিনে দিনে অসহযোগিতার

আমাদের সময়
বুধবার, ২০ ডিসেম্বর ২০২৩

'দেশে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কর্মসংস্থান হচ্ছে না'



ডিসিসিআই চেম্বারের নতুন সভাপতি আশরাফ আহমেদ

সভাপতি আশরাফ আহমেদ | সহসভাপতি মালিক রাজা ইসহাক খাঁ | সহসভাপতি মো. জুবায়ের ইবনে আলী

বণিক বার্তা
রবিবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৪ সমৃদ্ধির সহযাত্রী



ছবি : ডিসিসিআই

স্থিতিশীল করবে ডলার বাজার

আশরাফ আহমেদ

সাধুই চেইন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করতে হবে

আমাদের সময়
বৃহস্পতিবার, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪

সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে ৫শ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ চান পলক

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪

আশরাফ আহমেদ

সার্বক্ষণিক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রয়োজন

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি আশরাফ আহমেদ অভিযোগ করেছেন, বিশেষজ্ঞ সার্বক্ষণিক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রতিষ্ঠার দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু এখনো তা বাস্তবায়ন হয়নি।

The New Nation
WEDNESDAY, 29 MAY 2024

DCCI seeks more Russian investments in power and energy

Business Report

More Russian investments, especially in the power and energy sector, could play a pivotal role in ensuring steady economic progress and industrialisation in Bangladesh, said Ashraf Ahmed, president of the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) on Tuesday.

He made the remarks during a meeting with a Russian trade delegation at the DCCI auditorium in the capital.

The 14-member delegation led by Alexander Rybas, trade commissioner of the embassy of the Russian Federation in India, visited the DCCI to explore business opportunities for the entrepreneurs of both countries.

Ahmed urged Russian importers to import more products from Bangladesh, especially readymade garments, pharmaceuticals, jute and jute goods, light engineering, leather goods, plastics, footwear, shipbuilding, ceramics, IT, and IT-enabled services.

The DCCI chief also said Russian investors who are already operating in Bangladesh have been successful so far. He invited Russian investors to invest in the field of agriculture, science, technology, education, maritime and service since these sectors offer huge opportunities to widen the bilateral ties.

Bilateral trade between the two countries stood at $965.61 million in the last financial year of 2022-23; Bangladesh's exports were $460.39 million while imports amounted to $505.22 million, according to the press release.

Rybas said that Russia and Bangladesh have been maintaining a cordial bilateral trade relation since 1972.

Bangladesh and Russia have signed a joint trade agreement to foster bilateral trade and investment.

He said that Russia has already extended all-out support for the implementation of the Rooppur nuclear power plant and will continue the cooperation for Bangladesh's energy security and natural gas exploration.

In 2023, Russia exported 2.67 million tonnes of wheat to Bangladesh, according to Rybas.

বণিক বার্তা



বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে ঢাকা চেম্বারের সৌজন্য সাক্ষাৎ

দৈনিক বাংলা
বুধবার, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বেসরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা বড় চ্যালেঞ্জ

ডিসিসিআই সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদক



অর্থ পাচার শুধু অর্থনৈতিক কারণে হয় না, এর পেছনে অন্য কারণও থাকতে পারে

ডলারের বিপরীতে টাকার বড় ধরনের অবমূল্যায়নের কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর চলতি মূলধনের চাহিদা ৫০ থেকে ৪০ শতাংশে বেড়ে গেছে। চলতি মূলধনের এ চাহিদা পূরণ করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। এ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব না হলে ব্যবসার খরচ বাড়বে। তাতে কমবে উৎপাদন, সংকুচিত হবে কর্মসংস্থান। এ অবস্থায় চলতি বছর বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি ধরে রাখাও সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি গতকাল মঙ্গলবার পুঁজিবাজার-বিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্ট ফোরাম আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন। ডলারের দাম বাড়ার কারণে ব্যবসায়ীরা ঋণ নিতে আগ্রহ হারাচ্ছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

আশরাফ আহমেদ বলেন, 'ব্যাংক থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নেওয়া কঠিন। সেই তুলনায় পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করা সহজ। তবে পুঁজিবাজার থেকে পুঁজি সংগ্রহ করাটা কিছুটা সময়সাপেক্ষ। তাই আমাদের দেশে ব্যাংকনির্ভরতা বেশি।'

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ বলেন, 'আমরা সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নে কাজ করতে পারি। বর্তমান বাস্তবতায় দেশে অনেকগুলো নতুন ধরনের শিল্প গড়ে উঠছে। স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশনের সঙ্গে সঙ্গতি বাড়ানো গেলে দেশের অর্থনীতি ট্রিলিয়ন (এক লাখ কোটি) ডলারে উন্নীত করা সম্ভব।

কারণে হয় না। অর্থের ধর্মই হলো লাভ যেখানে বেশি, সেখানেই যাবে। কিন্তু বিদেশের চেয়ে দেশে বিনিয়োগে ঝুঁকি বেশি। তারপরও দেশ থেকে অর্থ বাইরে চলে যায়। তাই অর্থ পাচার শুধু অর্থনৈতিক কারণে হয় না, এর পেছনে অন্য কারণও থাকতে পারে।

পুঁজিবাজার-বিষয়ক এক প্রশ্নের জবাবে আশরাফ আহমেদ বলেন, 'ব্যাংক থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নেওয়া কঠিন। সেই তুলনায় পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করা সহজ। তবে পুঁজিবাজার থেকে পুঁজি সংগ্রহ করাটা কিছুটা সময়সাপেক্ষ। তাই আমাদের দেশে ব্যাংকনির্ভরতা বেশি।'

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ বলেন, 'আমরা সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নে কাজ করতে পারি। বর্তমান বাস্তবতায় দেশে অনেকগুলো নতুন ধরনের শিল্প গড়ে উঠছে। স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশনের সঙ্গে সঙ্গতি বাড়ানো গেলে দেশের অর্থনীতি ট্রিলিয়ন (এক লাখ কোটি) ডলারে উন্নীত করা সম্ভব।

আমদানি সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আমদানি কমে গেলে উৎপাদনে তার বড় ধরনের নেতিবাচক

The Daily Star বাংলা
বুধবার, ৭ আগস্ট ২০২৪

দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অর্থনীতির দ্রুত পুনরুদ্ধার প্রয়োজন: ডিসিসিআই

এছাড়াও, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক অচলাবস্থা অবসানে জরুরি ভিত্তিতে একটি অরাজনৈতিক সরকারের গঠন এবং দেশের স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা জরুরি বলে মনে করে ঢাকা চেম্বার।

দেশের ব্যবসায়ীদের পক্ষে ঢাকা শহরসহ দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।

এছাড়াও, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক অচলাবস্থা অবসানে জরুরি ভিত্তিতে একটি অরাজনৈতিক সরকারের গঠন এবং দেশের স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা জরুরি বলে মনে করে ডিসিসিআই।

চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন ও স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম সচল করতে আমি জরুরি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলেছে ঢাকা চেম্বার।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে, দেশব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এই অবস্থায় পুঁজিতে নিয়ে ক্রমে ব্যবসায় পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যবসায়ে দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার।

সাম্প্রতিক বাণিজ্য প্রবাহে দেশের মানুষের জীবন-জীবিকা ও অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এ সময়ে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে সাম্প্রতিকালের ব্যাবহ হয়ে অচলাবস্থির পরিবেশ ও জন দুর্ভোগ আরও বাড়ে বলে মনে করে ডিসিসিআই।

ঢাকা চেম্বার মনে করে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমি জরুরি ভিত্তিতে পদে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সচল করতে হবে। সাম্প্রতিক অস্থিরতায় দেশের অর্থনীতিতে যে ক্ষতি হয়েছে তা পুরিয়ে নিতে দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে বিসিকিক বেসরকারি খাতকে আরি ভিত্তি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান জরুরি। দেশের বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার নিমেষী সংরিটেদের সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে বলে অভিমত প্রকাশ করে ডিসিসিআই।

দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে সহায়ক করতে একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। এজন্য সরকার একটি দ্বিপক্ষীয় রাজনৈতিক সংলাপের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এটি দ্বিপক্ষীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ন্যূনতম সমঝোতা তৈরি করবে, যা দেশে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ
রবিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৪



Reform of SME Policy-2019 for Sustainable Growth and Innovation
Organised by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)

পলিসির ঢাকা চেম্বারের ভার্চুয়াল মাধ্যমিকালয় সভায় বক্তব্য দেন সভাপতি আশরাফ আহমেদ। | সংগৃহীত

এসএমই খাতের উন্নয়নে কাঠামোগত সংস্কার দাবি

ঢাকা চেম্বার

প্রথম প্রতিবেদক

দেশের এসএমই উদ্যোক্তাদের কার্যসম্প্রসারণ সুযোগ তৈরি করতে টানই, তবে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সংযোজনে এ খাতের দুর্বলতা এখনও কাটেনি। তাই, এসএমই খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, সম্ভাবনার কাজে, ব্যবসা নীতিমালা এবং অন্তর্ভুক্তি চ্যুতির ব্যবসাকে সিস্টেম মাধ্যমে বিষয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে।

সংগঠন পলিসির ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'এসএমই নীতিমালা ২০১৯-এর সমীক্ষা : প্রেক্ষিত টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং উদ্ভাবন' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

ডিসিসিআই প্রতিটিবিয়ার অধ্যক্ষ সভায় তিনি আরও বলেন, 'এসএমইদের উন্নয়নে নীতিমালা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ইনসেনটিভ পাওয়া এসব কথা বলেন সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

ডিসিসিআই প্রতিটিবিয়ার অধ্যক্ষ সভায় তিনি আরও বলেন, 'এসএমইদের উন্নয়নে নীতিমালা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ইনসেনটিভ পাওয়া এসব কথা বলেন সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

সম্পূর্ণ ভাষায় প্রথা তিনি রোজগেলন করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিটি), আইন ও ব্যবস্থাপনা অতিরিক্তা) মো. শফিক উল্লাহ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (বিইবি) মহাপরিচালক মো. আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) পরিচালক (ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণ) কাজী মাহবুবুর রশিদ, আইসোলেটেড রেজেনারেটিভ অর্থনৈতিক নিবাচী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াসুব হোসেন প্রমুখ আলোচনা করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. শফিক উল্লাহ বলেন, 'ব্যবসায়িক মানের একটি এসএমই নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে কাজ করছি। আমরা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে একটি কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।'

বিসিক চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, 'এসএমইদের উন্নয়নে নীতিমালা বাস্তবায়নে সেটি বাস্তবায়ন ইপিবির মতো অন্য সংস্থাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।'

The Daily Star
WEDNESDAY, 20 DECEMBER 2023

Ashraf Ahmed new president of DCCI

STAR BUSINESS REPORT

Ashraf Ahmed, chief executive officer of Riverstone Capital Ltd, has been elected as president of the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) for 2024, said the trade body yesterday.

Malik Talha Ismail Bari, managing director of Unimart Ltd, has been picked as the senior vice-president, and Md Arsaed Bna Ali, chairman of Hitech Steel & Plastic Industries, has been re-elected as the vice president.

The new board of directors took over the charge at the 62nd annual general meeting of the DCCI at its auditorium in Motijheel, according to a press release.

Other elected directors are Md Salem Sulaiman, Md Shams Al Din Malik, Mohammad Safkat Rahman Saif, Nayeemur Rahman, and Saif Uddowlah.

Ashraf Ahmed, a graduate of the Institute of Business Administration at the University of Dhaka, currently heads the merchant bank, Previously, he served multinational banks in Bangladesh such as ANZ Grindlays, Standard Chartered and HSBC, before entering into business.

He is the youngest son of Nuruddin Ahmed, a former president of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry, the DCCI and Dhaka Club.

Bari, who completed bachelor in business management from King's College London of the United Kingdom and master's in finance from the University of New South Wales in Australia, is also the director of United Enterprises, United Power Generation & Distribution, United Insurance Power

দৈনিক বাংলা
রবিবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৪

শিল্পাঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা

ডিসিসিআইয়ের সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক



বর্তমান সরকারকে ব্যবসায়ী বান্ধব হতে হবে, আলোচনা বাড়াতে হবে

শিল্পাঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীরা। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'শিল্পাঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও করণীয়' শীর্ষক এক সেমিনারে তারা এ উদ্বেগ জানান। সেমিনারে বক্তাদের অনেকে অভিযোগ করেন, ব্যবসায়ীদের চাঁদা দাবি, ব্যবসায় সহায়তার ঘাটতি, ব্যবসা বন্ধের হুমকি, ধর্মঘট সহ নানা কারণে শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা বিরাজ করছে।

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদের সভাপতিত্বে সেমিনার বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রেসার ব্যবসায়ীদের সংগঠন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ। তিনি বলেন, ব্যবসায়ীদের চাঁদা দাবি, ব্যবসায় সহায়তার ঘাটতি, ব্যবসা বন্ধের হুমকি, ধর্মঘট সহ নানা কারণে শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা বিরাজ করছে। আমরা বিশ্বাস করি কারখানাগুলোতে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করতে। আমরা সেই সমস্যাগুলো নিয়ে বসতে চাই। 'সেটি আলাপ হবে'—এমন আশ্বাস দিল না। আমরা বিশ্বাস করি কারখানাগুলোতে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করতে।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আসমাদ কবির চৌধুরী বলেন, 'আমরা কেউ আছি। আমরা আমরা আপনাদের পাশেই আছি। আমরা আমরা আমাদের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আছি। আমরা আমরা আমাদের পাশেই আছি। আমরা আমরা আমাদের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আছি।

সভাপতি সিরাজউদ্দীনমতার আছে। পরাধীনে ও সাজতে আছেন্তিয়ায় ব্রম আশতোষের নামে মুহূর্তমান চলছে। এবেশ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির মাত্রা আরও বাড়ছে বলে মনে করছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি আশরাফ আহমেদ।

ব্যাংক খাতের সুদহার নিয়ে মোট্টো ঢেমারের সাতের এই সভাপতি বলেন, ১০-১২ শতাংশ সুদ নিয়ে ব্যবসা করে বিদেশ কোনো দেশে মুনাফা করা যায় না। ১৫ শতাংশ সুদে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করা মোট্টা বা বড় কাজও পাওয়ে সম্ভব নয়। অথচ দেশে ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যবসা বলেন, 'সংসদীয় বিসর্দন বিনিয়োগের (বেসিসআই) কথা এসেছিলাম পুর্বেই শুরুত্বপূর্ণ। শুধু অনলাইন কাজ নয়, বিদেশি বিনিয়োগের আমরা বৈশ্বিক সরবরাহব্যবস্থার মূল্য ধরার মাত্র। ব্রান্ডিং পাশের বাড়তি মান পাওয়া যায়। বাংলাদেশ চেলে বিদেশি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করলেই বিদেশি বিনিয়োগের ধারা ফুলবে।

প্রশাসন পুরোপুরি কাজ করছে না, এমন দাবির অংশে সিমন আসিম মাহুদ। তিনি বলেন, 'প্রশাসন পুরোপুরি কাজ করছে না। চাঁদাবি ব্যবসার উপর আঘাত বা, নতুন করে আবার বী যেন হচ্ছে আছে। এমন সব কারণে আজ ব্যবসা করতে চাইছেন না ব্যবসায়ীরা। তাদের অভিযোগ, ব্যবসা করতে গেলে যে ধরনের সুযোগ সেই ধরনের সেবা তারা পাচ্ছেন না। তিনি আরও বলেন, 'শুধু চাঁদাবী আর এমন কাজগুলো করা ও সমাধানের কথা চলছে না। সরকারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ক্রাইম রিপোর্টার্স কনভেনশন বলেন, 'বিভিন্ন সময়ের একদল ব্যবসায়ীদের আছা আর্জন করতে পারেনি। ব্যবসায়ীদের কথা শুনতে হবে। তাদের অভাবের কথা বলতে হবে। তিনি আরও বলেন, প্রশাসন

The Daily Star
SUNDAY, 24 NOVEMBER 2024

$4b spent a year on healthcare abroad

Expert says in keynote

STAR BUSINESS REPORT

Bangladeshis spend around $4 billion abroad every year for healthcare, according to Malik Talha Ismail Bari, senior vice president of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI).

This is due to a lack of specialised treatment, trust in doctors and advanced technology within the country alongside costs being comparatively lower abroad, he said.

Bari, also a director of United Hospital, was delivering a keynote paper through a presentation at a seminar, styled "Reversing the Outbound Healthcare Tourism", at the DCCI yesterday.

There are 5,461 private hospitals and clinics in Bangladesh, of which 1,810 are within Dhaka division, he said.

People in rural areas are deprived of quality and adequate healthcare services while pressure is created for an influx of patients at healthcare facilities in Dhaka.

Limited infrastructure, a lack of skilled workforce, quality and safety concerns, low doctor-patient ratio and long waiting periods are some of the bottlenecks to access advanced healthcare in Bangladesh, he added.

Bari informed that Bangladesh allocated Tk 30,125 crore, or 3.78 percent of its national budget, for public healthcare in fiscal year 2024-25.



WHY PEOPLE SEEK HEALTHCARE ABROAD

- Lack of specialised treatment facilities in Bangladesh
- Death of advanced technology
- High costs of treatment
- Long waiting time
- Absence of skilled workforce

BY THE NUMBERS

Bangladesh has 134,000 doctors

Of them number, only 33,000 are govt doctors

There are 5,461 private hospitals and clinics

49% people do not get quality healthcare services

EXPENDITURE

Per capita health expenditure in South Asia is $401

Whereas it is $110 in Bangladesh

SOURCE: DCCI PRESENTATION

Pre-capita health expenditure, or annual government spending for healthcare per person, is $180 in Bangladesh whereas facilitating more research and strengthening of the Bangladesh Medical and Dental Council (BM&DC), which is the regulatory authority for medical

Abdul Hamid, professor at the Institute of Health Economics of the University of Dhaka.

Moreover, a "health service commission" foreign students are studying in different public and private medical colleges here, he added.

Members of middle-income households are

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ০৪ আগস্ট ২০২৪

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

বিনিয়োগ সম্প্রসারণে ভিয়েতনাম সফর করবে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি দল

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কারণের লক্ষ্যে বিভিন্নখাতে ব্যবসা করার আগ্রহ জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। প্রতিনিধি দল। পরিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে জানানো হয়, বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য-বাণিজ্য বৃদ্ধি, ভিয়েতনামের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের প্রবাসি সম্প্রসারণে পাশাপাশি বাংলাদেশে ভিয়েতনামের অর্থনৈতিক অঞ্চলে এবং সহযোগি অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদারের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদের নেতৃত্বে ৩৩ সদস্যবিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল ৫ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর ভিয়েতনাম সফর করবে। ভিয়েতনাম সফর ভিয়েতনামের বাজারে বাংলাদেশের প্রধান বাজার সম্প্রসারণ, ভিয়েতনামের বিভিন্নখাত খাতবিনিয়োগ সুযোগ অন্বেষণ ও ভবনাথা এবং সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য

আইনশৃঙ্খলা-অর্থনীতি দ্রুত পুনরুদ্ধার চায় ঢাকা চেম্বার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পক্ষে ঢাকা শহরসহ দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। এ ছাড়া আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক অচলাবস্থা অবসানে জরুরি ভিত্তিতে একটি অরাজনৈতিক সরকার গঠন এবং দেশের স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা জরুরি বলে মনে করে ডিসিসিআই।

দেশের ব্যবসায়ীদের পক্ষে ঢাকা শহরসহ দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।

সংগঠনটির সভাপতি আশরাফ আহমেদের সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রেসার ব্যবসায়ীদের সংগঠন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি আশরাফ আহমেদ। তিনি বলেন, ব্যবসায়ীদের চাঁদা দাবি, ব্যবসায় সহায়তার ঘাটতি, ব্যবসা বন্ধের হুমকি, ধর্মঘট সহ নানা কারণে শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা বিরাজ করছে। আমরা বিশ্বাস করি কারখানাগুলোতে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করতে। আমরা সেই সমস্যাগুলো নিয়ে বসতে চাই। 'সেটি আলাপ হবে'—এমন আশ্বাস দিল না। আমরা বিশ্বাস করি কারখানাগুলোতে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করতে।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আসমাদ কবির চৌধুরী বলেন, 'আমরা কেউ আছি। আমরা আমরা আপনাদের পাশেই আছি। আমরা আমরা আমাদের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আছি। আমরা আমরা আমাদের পাশেই আছি। আমরা আমরা আমাদের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আছি।

daily sun

'Data-driven policy a must for tech growth in Bangladesh'



DhakaTribune
WEDNESDAY, 29 MAY 2024

DCCI: Logistics policy will bring down the cost of doing business



The dailyobserver
SUNDAY, 20 OCTOBER 2024

Structural reforms, good mgmt crucial for SME growth: Speakers



Focus Group Discussion
Reform of SME Policy-2019 for Sustainable Growth and Innovation
Organised by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)
20 October, 2024

DCCI President Ashraf Ahmed (3rd from left) presenting the keynote paper at a discussion on "Reform of SME Policy-2019 for Sustainable Growth and Innovation at the DCCI auditorium on Saturday.

Speakers at a focus group discussion on Saturday said that coordination among agencies, structural reforms and good manage-

addressed and the new one will try to reflect the requirements of all stake-holders for the betterment of SME sector as a whole,

based economy alone will not be sustainable for the overall economy rather there is a need to go for industrialization. Besides, export of service sector should be enhanced.

He said that CMSME sector is a large sector that has the capacity to create

implementation of new SME Policy, it will also remain unimplemented again, he added.

Md. Mahbubur Rahman Palash, Executive Vice President & Division Head, MSME & Emerging Business, Dhaka Bank PLC said that the government

দৈনিক বাংলা

পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে স্টোরেজ পরিবহন ও প্রক্রিয়াকরণ খরচ কমাতে হবে

ডিসিসিআইয়ের সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক

চিকন চাল ৪৩ শতাংশ ও মোটা চাল ২৯০ শতাংশ বেশি দামে ভোক্তার কাছে পৌঁছে হচ্ছে

The Daily Star



Ashraf Ahmed

daily sun
WEDNESDAY, 24 JANUARY 2024

Titu seeks businesses' co-op to stabilise market



Board of directors of Dhaka Chamber of Commerce and Industry led by its President Ashraf Ahmed calls on the State Minister for Commerce Ahsan Ullah at his office at Bangladesh Secretariat in the capital on Tuesday.

দেশ রূপান্তর

মেধাস্বত্বের বিনিয়োগ নেই তথ্যপ্রযুক্তি খাতে

ডিসিসিআইয়ের সেমিনার বক্তারা

ESG compliance essential to boost trade, investment: DCCI Prez

daily sun

DCCI expresses deep shock at the fire incident of Bailey Road

DCCI

President of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) Ashraf Ahmed expresses deep shock and sorrow over the unexpected fire incident at the Bailey Road occurred on 29 February, 2024.

দৈনিক বাংলা
সোমবার, ১১ নভেম্বর ২০২৪

ইত্তেফাক

ফ্লাসলির দাম কমানোর সরকারকে ঢাকা চেম্বারের সাধুবাদ

The Daily Star
THURSDAY, 15 FEBRUARY 2024

DCCI for tax withdrawal from staff welfare funds

STAR BUSINESS REPORT

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) yesterday demanded withdrawal of tax on welfare funds for private sector employees, including provident, pension and gratuity funds, to end discrimination in taxation with regard to public servants.

দেশ রূপান্তর

জীবনযাত্রার ব্যয় বিবরণী বাস্তাতামলক

dailyobserver
MONDAY, 15 JULY 2024

DCCI urges govt to streamline tax system to improve compliance

২০২৪–২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাবসমূহ



DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

২০২৪–২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভূক্তির জন্য ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাবসমূহ

ক্রমিক নং	আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা বা বিধি	মতামত/পরামর্শ/সুপারিশ	যৌক্তিকতা
১.	বর্তমানে প্রায় ১ কোটি TIN ধারীর মধ্যে মাত্র ৩৫.৪ লাখ কর রিটার্ন প্রদান করে থাকেন। অন্যদিকে দেড় লাখের অধিক কর্পোরেট TIN ধারী থাকলেও ১৫% এর অধিক রিটার্ন জমা পড়ছে না। একইভাবে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষের মতো BIN থাকলেও আড়াই লক্ষ নিয়মিত রির্টান প্রদান করছেন। তাছাড়া, যে রিটার্নগুলো জমা পড়ছে তার বেশিরভাগ ঢাকা ও চট্টগ্রামের। অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ৪৮ শতাংশ ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক কিন্তু ৯০% রাজস্ব এ দুই অঞ্চল থেকে হওয়ায় রাজস্ব আহরণের চাপ এই দুটি অঞ্চলে বেশি।	বিগত কয়েক বছরের আয়কর রাজস্বের পরিমান ও রির্টানের সংখ্যা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, রিটার্নের পরিমাণ ২০২২-২৩ করবর্ষে ১১.৬৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১১.২৯%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত গত বছরের তুলনায় ১৫.৫৪ শতাংশ বেশি আয়কর রাজস্ব আদায় হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্যানুসারে দেশে প্রায় ১ কেটি ৯৭.৯ লাখ TIN ধারী আছেন। যেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৩১.৭ লাখ করদাতা থেকে ১ লাখ ১২ হাজার ৯২১ কোটি টাকার রাজস্ব এসেছে। বর্তমান TIN ধারীর সংখ্যা অনুযায়ী রির্টানের পরিমান ও রাজস্ব আদায় ৩ গুন বৃদ্ধি করা সম্ভব। একইভাবে BIN এর সংখ্যা বৃদ্ধি ও রির্টানের আওতা বাড়াতে পারলে একই পরিমাণ পরোক্ষ কর বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ বিষয়ে রাজস্ব বোর্ডকে স্বল্পমেয়াদী ৫ বছর, মধ্যমেয়াদী ১০ বছর এবং দীর্ঘমেয়াদী ২০ বছরের একটি লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে TIN এবং রির্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এতে করে করজাল বৃদ্ধি পাবে এবং বিদ্যমান করদাতাদের উপর করের প্রভাব যৌক্তিক হারে হ্রাস পাবে এবং জিডিপিতে কর রাজস্বের অবদান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এ লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গৃহীত সকল কার্যক্রমের সাথে ঢাকা চেম্বার সর্বাত্নকভাবে সহযোগিতা প্রদান করবে।	এতে করে করজাল বৃদ্ধি পাবে এবং বিদ্যমান করদাতাদের উপর করের প্রভাব যৌক্তিক হারে হ্রাস পাবে এবং জিডিপিতে কর রাজস্বের অবদান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
২.	করমুক্ত আয়ের সীমা ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।	৫ লক্ষ টাকা টাকা।	মুল্যস্ফীতির কারণে জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যাধিক বৃদ্ধি, এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের উপর করের চাপকে কমানো দরকার।
৩.	ধারা ১৬৩ (২)(খ) অনুযায়ী, ধারা ৯০-এর অধীন কর্তন বা সংগৃহীত কর ন্যূনতম কর হিসাবে গন্য হইবে। ধারা ৯০-এর অধীন সেবা সমূহ উৎসে কর বিধিমালা ২০২৩-এর বিধি ৪ এ বর্ণনাকৃত।	আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা ১৬৩ (২) (খ) হতে ধারা ৯০ক অব্যাহতি দেয়ার প্রস্তাব করছি।	উৎসে কর বিধিমালা ২০২৩ এর বিধি ৪ এ ১৭ টি মূল্য ও সেবার তালিকা এবং সাব-তালিকা হিসেবে মোট ২৮টি তালিকা বিদ্যমান। উক্ত সেবা সমূহের মূল্য পরিশোধকালীন আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা ৯০ মোতাবেক অনধিক ২০% হারে কর কর্তন এবং উৎসে কর বিধিমালা ২০২৩ এর বিধি ৪ মোতাবেক প্রায় সেবার ক্ষেত্রেই

<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা বা বিধি</th><th>মতামত/পরামর্শ/সুপারিশ</th><th>যৌক্তিকতা</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>১০% হারে কর কর্তন এর বিধান রয়েছে, যা ধারা ১৬৩ (২) (খ) অনুযায়ী ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হবে। উক্ত মতে, ব্যবসায়ীদের করের বোঝা আরও বৃদ্ধি পাবে।

উল্লেখ্য আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫ এ আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা ৯০ সদৃশ। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪-এর ধারা ৫২এ বর্ণনাকৃত সেবা সমূহ উৎসে কর বিধিমালা ২০২৩-এর বিধি ৪ এ বর্ণনাকৃত। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪-এর ধারা ৮২সি অনুযায়ী, ৫২ এ বর্ণনাকৃত সেবা সমূহ হতে কেবল ক্রমিক নং ১ ও ২-এ কর্তনকৃত কর ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হতো অবশিষ্ট সেবা কর্তনকৃত কর ন্যূনতম কর এর আওতা বহির্ভূত ছিল।</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>১.১। ধারা ৭০: ক্ষতির সমন্বয় ও জের টানা (২) ব্যবসায়িক ক্ষতিঃ কেবল ব্যবসা হইতে আয়ের সহিত সমন্বয় করা যাইবে।</td><td>ব্যবসা হতে আয়ের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩৭ এর অনুরূপ বিধান পুনর্বহালের সুপারিশ করছি।</td><td>বর্তমানে এ ধারার ফলে ব্যবসায়ীদের উপর করের বোঝা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪-এর ধারা পুনর্বহাল করা হলে করের বোঝা কিছুটা লাঘব হবে।
<table>
<tr><th>বিবরণ</th><th>আয়কর আইন ২০২৩</th><th>আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪</th></tr>
<tr><td>ব্যবসা হতে আয়</td><td>(৪০০০০০)</td><td>(৪০০০০০)</td></tr>
<tr><td>অন্যান্য আয়</td><td>১০০০০০০</td><td>১০০০০০০</td></tr>
<tr><td>করযোগ্য আয়</td><td>১০০০০০০</td><td>৬০০০০০০</td></tr>
<tr><td>করযোগ্য আয়ের উপর নীট প্রদেয় কর @২৭.৫%</td><td>২৭৫,০০০</td><td>১৬৫,০০০</td></tr>
<tr><td>অতিরিক্ত কর</td><td colspan="2">(২৭৫,০০০ - ১৬৫,০০০) = ১১০,০০০</td></tr>
</table>
বর্তমান আইন অনুযায়ী ব্যবসায়িক ক্ষতিকে অন্যান্য খাতের আয়ের সাথে সমন্বয় না করতে পারলে ব্যবসয়ীদের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা আরোপিত হবে।</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>এস.আর.ও নং ৩৩৩-আইন/আয়কর-২০/২০২৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল (Recognized Provident Fund), অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল (Approved Gratuity Fund), অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল (Approved Superannuation Fund) এবং অনুমোদিত পেনশন তহবিল (Approved Pension Fund) হইতে উদ্ভূত আয়ের উপর ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের জন্য আয়করের হার ২৭.৫% এবং শর্ত পরিপালনের ব্যর্থতায় করহার ৩০%, উভয় স্থলে করহার হ্রাস করিয়া কেবল করহার ১৫% নির্ধারণ করিল।</td><td>বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত ভবিষ্যৎ তহবিল (Recognized Provident Fund), অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল (Approved Gratuity Fund), অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল (Approved Superannuation Fund) এবং অনুমোদিত পেনশন তহবিল (Approved Pension Fund) হইতে উদ্ভূত আয়ের উপর তহবিলকে সরকারি কর্মচারীদের অনুরূপ করমুক্ত ঘোষণা করার প্রস্তাব করছি।</td><td>সাধারনত বেসরকারিখাতে যারা কাজে নিয়োজিত তারা অবসর গ্রহণের পর প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে উপকৃত হন। তাই অবসরকালীন সুবিধার ওপর সরকারের কর আরোপ করা হলে তাদের জীবনযাপন ব্যয় নির্বাহ কঠিনতর হতে পারে। অপরপক্ষে সরকারি কর্মচারীদের জন্য এসকল বিষয় করমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে একই সমাজ, বাজার কাঠামোতে বসবাসকারী ব্যক্তিদের জন্য দুই ধরনের নিয়ম বৈষম্য ও ভেদাভেদ তৈরি করতে পারে।</td></tr>
</table>

ক্রমিক নং	আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা বা বিধি	মতামত/পরামর্শ/সুপারিশ	যৌক্তিকতা
৬	আয়কর আইন-২০২৩ এর ১১৯ ধারায় "বিদেশী ঋণের সুদ" এর উপর আয়কর কর্তন। এস.আর.ও. ৪২৭এ/এল/৭৬, তারিখ ২৯ নভেম্বর ১৯৭৬ বাতিল করে বিগত ২৩ মে, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে জারীকৃত এস.আর.ও. ১৬৯-আইন/আয়কর/২০২৩ জারি করায় ঋণের সমস্ত খরচ ও সুদের উপর আয়কর অব্যাহতি বাতিল হয়ে যায় এবং "বিদেশী ঋণের উপর সমস্ত সুদ" আয়কর আইন অনুযায়ী উৎসে কর কর্তনযোগ্য হয়ে পড়েছে। এ বিধানটি আগামী ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বাস্তাবায়ন না করার জন্য এনবিআর এস.আরও জারি করেছে।	বিদেশী ঋণের সুদ পরিশোধের এর ক্ষেত্রে উৎসে কর বাতিলকরণের অনুরোধ করছি।	"বিদেশী ঋণের সুদ পরিশোধের ক্ষেত্রে আয়কর আইন অনুযায়ী উৎসে কর কর্তনযোগ্য হওয়ায় এই ধরনের ঋণের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ ও ঋণপ্রবাহ কমে যেতে পারে। আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামালের চূড়ান্ত মূল্য বৃদ্ধি পাবে এর ফলে, দেশে নতুন এবং আধুনিক শিল্পায়ন ব্যাহত হবে। অধিকন্তু দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে পিছিয়ে পড়বে।
৭	আরা ৫৫ কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য না হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমা উল্লেখ করা হয়েছে;	প্রমাণক উপস্থাপন সাপেক্ষে সকল ধরনের ব্যবসায়িক খরচের সম্পূর্ণ অংশ অনুমোদন যোগ্য বিয়োজন হিসেবে বিবেচনার সুপারিশ করছি।	যেকোনো ব্যবসায়িক ব্যয় ব্যবসা করার খরচ (Cost of Doing Business) হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং, এর থেকে আয় হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই, এটা সম্পূর্ণভাবে ব্যয় হিসেবে গ্রহণ করায় যুক্তিযুক্ত। সে বিবেচনায় ব্যবসায়িক ব্যয়ের মোট সমষ্টির ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার যে কোন সীমা পর্যন্ত ব্যয়কে বিয়োজন করা একটি অমূলক ও অযৌক্তিক ধারণা। সে কারণে সম্পূর্ণ ব্যয়ই বিয়োজিত হওয়া যুক্তিযুক্ত।
৮	**১.২ ধারা ৭২ (৪): হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি** পূর্ববর্তী বিধানসমূহ ক্ষুণ্ন না করিয়া, কোনো কোম্পানি International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) ও বাংলাদেশে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী হিসাবরক্ষণ এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে।	আন্তর্জাতিক হিসাবরক্ষণ পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালন করতে আইনের সংশোধনের প্রস্তাব করছি। এতে করে অধিকতর স্বচ্ছতা তৈরি হবে।	বাংলাদেশ যেহেতু একটি প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে, তাই হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নিশ্চিতের লক্ষ্যে কর্পোরেটদের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিকে আন্তর্জাতিকমানে পরিণত করার জন্য আন্তর্জাতিক কাঠামোর ব্যবহার জরুরী।
৯	ধারা ৪৯ (প) শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন)-এর ধারা ২৩৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদত্ত অর্থ যাহা প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক মুনাফার ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক নহে; তা ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজন হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবে।	ধারা ৪৯ (প) কে নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করছি "শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৪-এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদত্ত অর্থ যাহা প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক মুনাফার ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক নহে; তা ব্যবসা হতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজন হিসেবে অর্ন্তভূক্ত হবে।	ধারা ৪৯ (প) এ শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন)-এর ধারা ২৩৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫নং আইন)-এ ২৩৪ নম্বরের কোন ধারা নেই, সেখানে মাত্র ২৩টি ধারা আছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) ধারা নম্বর ১৪। সে কারণে এ ধারাটি প্রতিস্থাপন না করা হলে ব্যবসায়ীদের নিকট ভুল বার্তা পৌঁছাবে।

ক্রমিক নং	আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা বা বিধি	মতামত/পরামর্শ/সুপারিশ	যৌক্তিকতা
১০	অতিরিক্ত প্রদানকৃত অগ্রিমকর ফেরত প্রদান।	কোন করদাতার প্রদেয় উৎসে কর এবং অগ্রিম কর, অগ্রিম আয়কর যদি তার হিসাবকৃত করের বেশি হয় তা দ্রুততম সময়ে ব্যাংকিং চ্যানেলে ফেরত প্রদান করার জন্য প্রস্তাব করছি।	এতে করে করদাতাগণ তার প্রকৃত কর প্রদানে উৎসাহিত হবেন এবং অধিকতর স্বচ্ছতার কারণে করের আওতা বৃদ্ধি পাবে।
১১	বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনা ধারা ৫৬। (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫৫-এর দফা (ধ) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য দফার অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয় বিশেষ ব্যবসা আয় হিসাবে গণ্য হইবে। (২) এই অধ্যায়ের অধীন "বিশেষ ব্যবসা আয়" বা "ব্যবসা হইতে আয়" এর বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ হিসাবে গণ্য কোনো আয়ের বিপরীতে কোনো প্রকারের ব্যয়, লোকসানের সমন্বয় বা জের টানা এবং তৃতীয় তফসিলের অধীন কোনো ভাতা অনুমোদিত হইবে না এবং এইরূপ আয়ের উপর সাধারণ করহারে করদায় নির্ধারিত হইবে।	ধারা ৫৬। (২) অধীনে "বিশেষ ব্যবসা আয়" বা "ব্যবসা হইতে আয়" এর বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ হিসাবে গণ্য কোনো আয়ের উপর "সাধারণ করহারে করদায় নির্ধারিত হওয়ার" বিষয়টিকে পরিবর্তন করে সুস্পষ্টভাবে "সংশ্লিষ্ট ব্যবসার জন্য যে করহার প্রযোজ্য" শব্দ গুলো প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি।	বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনা ও কর হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ করহারে করদায় নির্ধারিত হবে উল্লেখ করায়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের করহার কত হবে তা সুস্পষ্ট নয়। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ করহার প্রয়োগ করার সম্ভাবনা অমূলক নয়, সে কারণে সুস্পষ্টভাবে "সংশ্লিষ্ট ব্যবসার জন্য যে করহার প্রযোজ্য" শব্দগুলো ব্যবহার জরুরি।
১২	অগ্রিম কর পরিশোধের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকিলে উহার উপর করদাতা কর্তৃক সুদ প্রদেয় ১৬২। (১) যেইক্ষেত্রে কোনো অর্থবর্ষে করদাতা স্বীয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে অগ্রিম কর পরিশোধ করেন এবং এই অংশের অধীন উৎসে কর কর্তন করা হয়, উৎসে কর্তনকৃত কর এবং উক্তরূপ অগ্রিম পরিশোধকৃত করের সমষ্টি যদি নিয়মিত কর নির্ধারণের মাধ্যমে নিরূপিত পরিশোধযোগ্য করের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) আপেক্ষা কম হয়, তবে সেইক্ষেত্রে করদাতা পরিশোধযোগ্য অবশিষ্ট করের অতিরিক্ত পরিশোধকৃত মোট কর এবং নিয়মিত নির্ধারণীর মাধ্যমে উদ্ভূত করের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ)- এর মধ্যে যে পার্থক্য হইবে তাহার উপর বার্ষিক ১০% (দশ শতাংশ) হারে সরল সুদ প্রদান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, কর দিবসের তারিখে বা ইহার পূর্বে রিটার্ন দাখিল করা না হইলে, সুদের হার ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হইবে।	কর দিবসের তারিখে বা তার পূর্বে রিটার্ন দাখিল করা না হলে, (৫০) পঞ্চাশ শতাংশ অধিক হারে সুদ গ্রহণের বিধানকে বাতিল করার সুপারিশ করছি।	যেহেতু করদাতা পরিশোধযোগ্য অবশিষ্ট করের অতিরিক্ত পরিশোধকৃত মোট কর এবং নিয়মিত নির্ধারণীর মাধ্যমে উদ্ভূত করের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ)-এর মধ্যে যে পার্থক্য হবে তার উপর বার্ষিক ১০% (দশ শতাংশ) হারে সরল সুদ প্রদান করিবেন তার উপর আরও ৫০ শতাংশ হারে কর প্রদান করলে করের বোঝা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং করদাতা একটি কর শৃংখলে আটকে যেতে পারেন। সে কারণে সরল সুদের অতিরিক্তি সুদ আরোপের বিধান বাতিল করে করদাতার কর প্রদানে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

ক্রমিক নং	আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা বা বিধি	মতামত/পরামর্শ/সুপারিশ	যৌক্তিকতা
১৩	WPPF Income from Mutual Fund, and Dividend by and Individual এর করমুক্ত সীমা রহিত করার হয়েছে।	WPPF Income from Mutual Fund, and Dividend by and Individual পূর্বের ন্যায় করমুক্ত রাখার প্রস্তাব করছি।	অনলাইন ভ্যাট কার্যক্রম অনেকাংশে Integrated VAT Administration System (IVAS) কর্তৃক পরিচালিত হয়। যাবতীয় ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয় Automated করার জন্য একটি Integrated Tax Administration System (ITAS) তৈরি করা যেতে পারে। তাহলে কর প্রদান ও কর সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়গুলো সহজে সমাধান করা যাবে।
১৪	অটোমেশন	আয়কর ব্যবস্থা একটি আটোমেটেড সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালনা করা, যেখানে কর কার্যক্রম ভিত্তিক মডিউলের মাধমে কর প্রতিপালন ও কর আহরণ কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।	যেকোনো ব্যবসায়িক ব্যয় ব্যবসা করার খরচ (Cost of Doing Business) হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং, এর থেকে আয় হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই, এটা সম্পূর্ণভাবে ব্যয় হিসেবে গ্রহণ করায় যুক্তিযুক্ত। সে বিবেচনায় ব্যবসায়িক ব্যয়ের মোট সমষ্টির ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার যে কোন সীমা পর্যন্ত ব্যয়কে বিয়োজন করা একটি অমূলক ও অযৌক্তিক ধারণা। সে কারণে সম্পূর্ণ ব্যয়ই বিয়োজিত হওয়া যুক্তিযুক্ত।

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাবঃ বিধিতে সংশোধন

ক্রমিক নং	আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা বা বিধি	মতামত/পরামর্শ/সুপারিশ	যৌক্তিকতা
১৫	১.৩। রিটার্ন- আইটি ঘ (২০২৩) এবং রিটার্ন- আইটি-১১গ (২০২৩) রিটার্ন-আইটি ঘ ও আইটি ১১ (গ) (২০২৩) এর ক্ষেত্রে জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের তথ্য এবং রিটার্ন-আইটি-১১গ (২০২৩)-এর ক্ষেত্রে জীবন-যাপন সম্পর্কিত সকল প্রকার ব্যয়ের বিবরণ প্রদান করা;	রিটার্ন- আইটি ঘ (২০২৩) রিটার্ন- আইটি ঘ (২০২৩) ও এবং রিটার্ন- আইটি-১১গ (২০২৩) ব্যবহার যোগ্যতার ক্ষেত্রে জীবন-যাপন সম্পর্কিত সকল প্রকার ব্যয়ের বিবরণ বাধ্যতামূলক না করা।	যেহেতু আয়করের সংজ্ঞা অনুযায়ী যা আয় বলে গণ্য হবে সেই আয়ের ভিত্তিতেই কর প্রদান করা হবে এবং ব্যয় বিয়োজনের সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় কে রিটার্ন দাখিলে বাধ্যতামূলক করা হলে করদাতারা রিটার্ন প্রদানে নিরুৎসাহিত হতে পারে। কারণ, করদাতারা যেহেতু শতভাগ ক্যাশলেস পদ্ধতির আওতায় আসেনি সে কারণে তাদের পক্ষে এ সকল ব্যয় হিসাব রাখা কঠিন। এছাড়া, নতুন আয়কর আইন অনুযায়ী, রিটার্ন জমার সময় জীবনযাত্রার খরচের বিবরণী দাখিলের সময় এসব তথ্য দিতে বলা হলেও আগের অধ্যাদেশে এমন কিছু ছিল না। যার কারণে হঠাৎ করে এ ধরনের তথ্য প্রদান করা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং হয়রানি বৃদ্ধি করতে পারে।
১৬	ধারা ১২০: আমদানিকারকদের নিকট হতে কর সংগ্রহঃ- কমিশনার, কাস্টমস, বা এই উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা পণ্যের আমদানির মূলোর উপর নির্ধারিত, অনধিক ২০% (বিশ শতাংশ) হারে উৎসে কর সংগ্রহ করিবেন। বিধি ৭:	বিধি ৭ এ সংযুক্তকরণঃ কৃষি পণ্য আমদানিকারী, উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি পর্যায়ে পণ্যের মূল্যের উপর আগাম কর প্রদান সর্বোচ্চ ৩.৫% (তিন দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে সংযোজন করা প্রয়োজন।	বাংলাদেশে কৃষি পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান আমদানি পর্যায়ে যে পরিমাণ আগাম কর দিয়ে থাকে তা নিয়মিত আয় কর থেকে অনেক বেশি। অতিরিক্ত আগাম কর দেওয়ার ফলে প্রতিষ্ঠানের তারল্য ঘাটতি দেখা দেয় ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি

ক্রমিক নং	আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা বা বিধি	মতামত/পরামর্শ/সুপারিশ	যৌক্তিকতা
	আমদানিকারকদের নিকট হইতে কর সংগ্রহঃ- (১) আইনের ধারা ১২০ মোতাবেক কর সংগ্রহের নিমিত্ত কাস্টমস কমিশনার অথবা অন্য কোনো যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যেকোনো পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নিম্নবর্তিত হার অনুযায়ী কর সংগ্রহ করবেন। (ক) দফা (খ), দফা (গ), দফা (ঘ), দফা, দফা (ঙ), দফা (চ), দফা (ছ), দফা (জ), এ বর্ণিত পণ্য ব্যতীত অন্যান্য আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে।		পায়। ক্যাপিটাল বাড়াতে প্রতিষ্ঠানগুলো পণ্যের দাম বাড়ালে দেশের প্রান্তিক কৃষককে তা বহন করতে হয়। প্রদানকৃত অতিরিক্ত আগাম কর বিপুল পরিমাণে ফেরতহীন বা সমন্বয়হীন অবস্থায় পড়ে আছে। যা ক্রমশই প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বৃদ্ধি করে চলেছে। বর্তমান আইন অনুযায়ী ফেরতযোগ্য অতিরিক্ত আগাম কর ফেরত পাওয়া প্রক্রিয়াটি খুবই জটিল এবং সময় সাপেক্ষ।
১৭	রুল ৩(৭) (ঘ) এর ছক ৩ অনুযায়ী আমদানী পণ্যের ক্ষেত্রে প্রতিটনের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা অগ্রীম কর নির্ধারিত যা ধারা ১৬৩ অনুযায়ী ন্যূনতম কর।	ছক-৩ এ বর্ণিত পণ্যের জন্য আমদানী পর্যায়ে এ হার সর্বোচ্চ দুইশত (২০০) টাকা হওয়া উচিত।	আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত কর ১৬৩ ধারা মোতাবেক নূন্যতম কর হিসেবে বিবেচিত; রুল ৩(৭) (ঘ) অনুযায়ী টন প্রতি ৫০০ টাকা কর্তনের ফলে বড় ধরনের প্রদেয় করের সৃষ্টি হয়। যেহেতু সর্বোচ্চ কর হার পাবলিক লিঃ এর ক্ষেত্রে ২২.৫% এবং নন-পাবলিক লিঃ ট্রেডেট কোং/ প্রাইভেট কোং-এর ক্ষেত্রে ৩০%, তাই ন্যূনতম কর এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে কোনভাবেই তা স্বাভাবিক কর হারের চাইতে বেশি না হয়, অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে ১৬৩ ধারার কারণে আমদানি পর্যায়ে কর্তিত কর সহ অন্যান্য কর্তনের ফলে মোট যে কর দায় নির্ধারিত হয় তা স্বাভাবিক করহার/করদায়ের দ্বিগুন/তিনগুন এমতাবস্থায় কোম্পানি যেমন চলতি মূলধনের সংকটে পড়েছে তেমনি অনেকের মূলধন নিঃশেষ হয় যাচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে আমদানি পর্যায়ে টন প্রতি করহার ২০০ টাকা হওয়াটা যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়।

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাবঃ করহার সংশোধন ও অন্যান্য

ক্রমিক নং	আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা বা বিধি	মতামত/পরামর্শ/সুপারিশ	যৌক্তিকতা
১৮	১.৪। ধারা ১৩৬: স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর হইতে কর সংগ্রহ (১) স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এক্সচেঞ্জস ডিমিউচুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত কোনো লভ্যাংশ এবং প্রাপ্তির উপর শেয়ার হস্তান্তর, শেয়ার ঘোষণা বা উক্ত শেয়ার বিনিময় করিবার সময়, যাহা আগে ঘটে, ১৫% (পনেরো শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।	উক্ত করের হার ১৫% থেকে কমিয়ে ১০% করার প্রস্তাব করছি।	এতে করে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের হার বেড়ে দেশের শেয়ারবাজার শক্তিশালী হবে। শেয়ারবাজারে বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে বাজারটি প্রাণবন্ত হতে পারে।

ক্রমিক নং	আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা বা বিধি	মতামত/পরামর্শ/সুপারিশ	যৌক্তিকতা
১৯	১.৫। *সিকিউরিটিজের সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন ধারা ১০৬। সরকারি সিকিউরিটিজ অথবা সরকার বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিজ ইস্যুর দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি ডিসকাউন্ট, সুদ বা মুনাফা পরিশোধ বা ক্রেডিটকালে, যাহা আগে ঘটে, ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর কর্তন করিবেন।*	সিকিউরিটিজের সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন কে আওতামুক্ত করার প্রস্তাব করছি।	সিকিউরিটিজের বাজার কে গতিশীল করতে প্রণোদনা হিসেবে উৎসে সিকিউরিটিজের সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন কে আওতামুক্ত করা হলে শেয়ারবাজারে বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে বাজারটি প্রাণবন্ত হতে পারে।
২০	১.৬। *জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর পক্ষ থেকে ইন্টিজেন্স ও ইনভেস্টিগেশন এর নামে রিটার্ন এর কপি সংগ্রহ করে করদাতাকে হয়রানির উদ্দেশ্য বিভিন্ন তথ্যাদি উপস্থাপনের নোটিশ প্রদান এবং অনুমান নির্ভর কর আরোপ।*	আইনি প্রক্রিয়ার অনুমান নির্ভরতার কোন সুযোগ না থাকলেও আইনের বাহিরে গিয়ে শুধুমাত্র অনুসন্ধানের নামে করদাতার ফাইল পত্র তল্লাশি বন্ধ করে আইনি বিধানের মাধ্যমে করদাতার তথ্য উপস্থাপনের বিধানকে অনুসরণ করা।	করদাতার কোন তথ্য যদি ভুল, অসঙ্গতি বা অপ্রকাশিত থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট করদাতাকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে তা সংশোধন এর আইনি প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করা হলে করদাতার হয়রানি থেকে মুক্ত হতে পারেন।
২১	১.৭	রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এডিআর সিস্টেম কার্যকর করার পাশাপাশি কর ন্যায়পাল নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা।	

মূসক সংক্রান্ত প্রস্তাবঃ আইনের সংশোধন

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
২২	Business Identification Number (BIN) থাকলেই প্রতিমাসে, ভ্যাট/জিরো রিটার্ন দাখিল করা বাধ্যতামূলক। ধারা ৮৫ (চ)-এর আওতায় ১-১৫ তারিখের মধ্যেই ভ্যাট রিটার্ন দাখিল করতে হয় অন্যথায় প্রতিমাসের জন্য ৫,০০০/= টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। জরিমানা প্রদান না করে পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী মাসের ভ্যাটের রির্টান জমা করা যাবে না।	জরিমানা প্রদান না করতে পারলেও পরবর্তী মাসের রির্টান/জিরো রির্টান জমা প্রদান করার সুযোগ রাখার জন্য প্রস্তাব করছি।	কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারী ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক আয় না থাকায় অনেকে জিরো রির্টান জমা করে থাকেন। কিন্তু কোন কারণে এক মাস রির্টান জমা করতে না পারলে তাদেরকে পরবর্তী মাসের রির্টান জমা দিতে না দেওয়া ও জরিমানার পরিমাণ বাড়তে থাকায় তাদের Business Identification Number (BIN) কে সচল রাখা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে কারণে এক মাসে রির্টান জমা প্রদানে সমর্থ না হলেও পরবর্তী জমা দেওয়া সুযোগ দেওয়া যেতে পারে এবং জরিমানার অর্থ আদায়ে নোটিশ প্রদান করা যেতে পারে।
২৩	৮৫। (খ) নিবন্ধন বা টার্নওভার কর সনদপত্র যথাস্থানে প্রদর্শন না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম; ১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র (গ) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যের পরিবর্তন সম্পর্কে কমিশনারকে অবহিত না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম; ১০ (দশ)	এ সকল ধারায় প্রদত্ত জরিমানাকে যৌক্তিকভাবে হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।	বিদ্যমান আইনে ধারা পরিপালনে যে ধরনের অনিয়মের বিপরীতে জরিমানার বিধান করা হয়েছে তা খুব গুরুতর নয়, কিন্তু তার বিপরীতে শাস্তির বিধান অনেক বেশি কঠোর। যা কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য আর্থিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে এবং ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধি করবে। তাই এ বৈশ্বিক

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
২৩	হাজার টাকা মাত্র (ঘ) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিলের আবেদন না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম; ১০ (দশ) হাজার টাকা। (ঙ) ধারা ৯(৫)-এর বিধান পরিপালন না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম; ১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র (ঞ) কর চালানপত্র, ক্রেডিট নোট, ডেবিট নোট বা উৎসে কর কর্তন সনদপত্র প্রদান না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম; ১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র।		অর্থনৈতিক সংকটকালীন সময়ে ব্যবসাকে সহজীকরণ করতে এ সকল জরিমানা হ্রাস করা যুক্তিযুক্তি বলে মনে করছি।
২৪	উপকরণ কর রেয়াত ধারা ৪৬ (২) কোন অর্জন বা আমদানির বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে না, যদি-(ক) উক্ত অর্জন বা আমদানি যাত্রী যানবাহন সংক্রান্ত হয় বা উহার খুচরা যন্ত্রাংশ বা উক্ত যানবাহনের মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ সেবার উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে, যানবাহনের ব্যবসা করা, ভাড়া খাটানো বা পরিবহন সেবা প্রদানে উক্ত ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অর্ন্তভূক্ত হইলে এবং যানবাহনটি উক্ত উদ্দেশ্যে অর্জিত হইলে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে;	ধারা ৪৬ (২) (ক) কে এ ধারা থেকে প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।	সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের উপকরণ প্রদান করা হলে তার জন্য প্রযোজ্য খরচ কে ন্যায্যতার ভিত্তিতে উপকরণ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে রেয়াত প্রদান করা যুক্তিযুক্ত। তা না হলে প্রকৃত অর্থে সেবার খরচ বৃদ্ধি পায়। সে কারণে পণ্য পরিবহন এর জন্য যানবাহনের ব্যবসা করা, ভাড়া খাটানো সরাসরি জড়িত না হলেও সেবা প্রদানে ব্যবহৃত এমন সকল বিষয়কে উপকরণ হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করে রেয়াত সুবিধা প্রদান করা প্রয়োজন। এতে করে ব্যবসা করার খরচ কমিয়ে সেবার মান বৃদ্ধিতে অবদান রাখা সম্ভব হবে।
২৫	ধারা ৬৮। ঋণাত্মক নীট অর্থ জের টানা ও ফেরত প্রদান, ৬৯। ঋণাত্মক নীট পরিমাণ অর্থ জের টানা ব্যতিরেকে ফেরৎ প্রদান ৭০। ফেরৎ প্রদত্ত অর্থের প্রয়োগ।	ধারা ৬৮, ৬৯ ও ৭০ এর অধীনে ৫০ হাজার টাকার পরিবর্তে প্রকৃত হিসেবে যা প্রাপ্তি হয় তাহা ফেরৎ প্রদান করার প্রস্তাব করছি।	ধারা ৬৮, ৬৯, ৭০ এর সারমর্ম থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে ফেরৎ প্রদানের অর্থ যাহাই হোক না কেন কমিশনার ফেরতযোগ্য অর্থ হইতে প্রথমে এই আইনের অধীন উক্ত ব্যক্তির নিকট পাওনা বকেয়া করের দায় দেনা (সুদ, দন্ড জরিমানাসহ) হ্রাস করিবার পরে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকার ফেরত প্রদান করতে পারবেন। যা কোন ভাবেই যৌক্তিক হতে পারে না বরং প্রকৃত হিসাবে যাহা ফেরত প্রাপ্তি হয় তাহা ফেরত প্রদান করা উচিত। কারণ দীর্ঘ সময় ব্যবসায়ীদের কার্যকরী মুলধন আটকে থাকার ফলে তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

মূসক সংক্রান্ত প্রস্তাবঃ বিধির সংশোধন

২৬	ভ্যাটের আওতা বর্হিভূত ব্যবসায়ীদের টার্নওভারের উর্ধ্বসীমা ৩ কোটি টাকা এবং টার্ন-ওভার কর ৪% নির্ধারণ করা হয়েছে।	বার্ষিক টার্নওভারের উর্ধ্বসীমা ৪ কোটি টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।	ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির কারণে পণ্য সরবরাহ খরচ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে সে কারণে ৩ কোটি টাকার উর্ধ্বসীমা খুবই অপ্রতুল। এই সীমা বৃদ্ধির প্রান্তিক পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।
২৭	মূসক অটোমেশন	সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক মূসক কার্যক্রম কার্যকরী করা।	বর্তমানে অনলাইন রিটার্নের ব্যবস্থা চালু আছে কিন্তু রির্টান দাখিলের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি অনলাইনে সম্পন্ন করা যায় না। ভ্যাটের অনলাইন কার্যক্রমের মধ্যে আপীলাত, ক্রেডিট ফেরত ও রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এখনও অনলাইনে সম্পন্ন করা যায় না। উল্লেখিত প্রস্তাবমতে সবগুলো বিষয় অনলাইনের আওতায় নিয়ে আসা হলে ভ্যাট কার্যক্রম আরও সহজ হবে।

মূসক সংক্রান্ত প্রস্তাবঃ মূসক হার সংশোধন

২৮	তর্কিত আদেশের উপর আপিলের পূর্বে দাবিকৃত করের সীমা হ্রাস করণ (ভ্যাট ও এসডি আইনঃ ধারা ১২২ (২))	আপীল দায়েরকালে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত দাবিকৃত করের ২০% থেকে ১০% হ্রাস করা।	একটি অমীমাংসিত দাবির ২০% পরিশোধ করে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তা ব্যবসায়ের উপর আর্থিক চাপ তৈরি করে। সে কারণে আপীলাত ট্রাইবুনালের আবেদনের আগে এই দাবিকৃত কর হ্রাস করা যুক্তিযুক্ত। এছাড়াও, আয়কর অধ্যাদেশেও একই ভাবে আপলীত ট্রাবুনালে আবেদনের আগে ১০% পরিশোধ করতে হয়।
২৯	এস.আর.ও নং-২৪০-আইন/২০২১/১৬৩-মূসক তারিখ ২৯/০৬/২০২১ অনুযায়ী সকল সরবরাহের উপর উৎসে মূসক কর্তনের হার ৭.৫% আরোপ করা হয়েছে।	দেশীয় সোলার প্যানেল উৎপাদনকারীদের ক্ষেত্রে সরবরাহকালে উৎসে মূসক কর্তন প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।	সৌর বিদ্যুৎ এদেশের একটি সম্ভাবনাময় শিল্প খাত, যা শিল্পনীতি ২০১৬ দ্বারা স্বীকৃত। উৎসে মূসক কর্তনে এই খাতের পণ্য বা সেবার মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা প্রকল্প বাস্তবায়ন খরচকে প্রভাবিত করে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প তথা চাহিদার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই খাতের সরকারের নীতিগত সহায়তার মাধ্যমে সোলার খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

আমদানি শুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাব

ক্রমিক নং	সংশোধনীর বিষয়	বিদ্যমান অবস্থা	প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
৩০	ডাবল কেবিন পিক-আপ সিবিইউ এইচ এস কো-৮৭০৪. ২১.১৩) (১৬০০- ২০০০ সিসি পর্যন্ত)	**বর্তমান শুল্ক** আমদানি শুল্ক ২৫% সম্পূরক শুল্ক ৬০% ভ্যাট ১৫% রেগুলেটরী শুল্ক ৩% এ আই টি ৫% এ টি ৫%	**প্রস্তাব** আমদানি শুল্ক ২৫% সম্পূরক শুল্ক ৪৫% ভ্যাট ১৫% রেগুলেটরী শুল্ক ৩% এ আই টি ৫% এ টি ৫%	সাধারণত এই গাড়ীগুলো সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার করে। এর ব্যয় কমানো তথা রাজস্ব প্রাপ্তির স্বার্থে উক্ত সিসির গাড়ীগুলোর সম্পূরক শুল্ক-হ্রাস করা উচিত। ফলে সরকারিখাতের সাথে সাথে বেসরকারিখাতের উদ্যোক্তা সমূহ সহজেই উক্ত শ্রেণীর গাড়ীগুলো অধিক হারে ব্যবহার করতে পারবে এবং আমদানি বৃদ্ধির কারণে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।
ইস্পাত শিল্প				
৩১	এইচ. এস. কোড ৭২০২.১১.০০, ৭২০২.২১.০০ এবং ৭২০২.৩০.০০ (ফেরো এলয়)	আর. ডি. ৫%	আর. ডি. ৫%	বর্তমানে, ফেরো সিলিকন, সিলিকো ম্যাঙ্গানিজ, ফেরো সিলিকো, ম্যাঙ্গানিজের আন্তর্জাতিক দাম অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরপক্ষে, উক্ত পণ্যগুলো স্থানীয়ভাবে পর্যাপ্ত পাওয়া যায় না। উচ্চমানের আর.ডি (১৫%) আরোপের কারণে ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে স্থানীয় শিল্প হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। অতএব উক্ত পণ্যগুলোর বিপরীতে ১৫% আর.ডি. থেকে কমিয়ে ৫% হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমদানি শুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাব

ক্রমিক নং	সংশোধনীর বিষয়	বিদ্যমান অবস্থা	প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
৩২	হেডিং ৭২০৪ সকল এইচ.এস. কোড	CD ১৫০০ টাকা AIT ৫০০ টাকা;	CD ৫০০ টাকা AIT ২০০ টাকা	ইস্পাত শিল্পের কাঁচামাল আমদানি খরচ কমানোঃ বর্তমানে Ferrous waste and scrap এর দাম আন্তর্জাতিক বাজারে অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশি মাত্রায় CD আরোপের কারণে ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন শুরু বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে স্থানীয় শিল্প হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে scrap হতে উৎপাদিত পণ্য এমএস রড এর উৎপাদন খরচ প্রচুর বেড়ে যাচ্ছে এবং উৎপাদিত পণ্যের দামও বেড়ে যাচ্ছে। তাই উৎপাদনের খরচ কমানোর লক্ষ্যে আমদানি শুল্কহার প্রতিটনে ৫০০ টাকা এবং AIT ২০০ টাকা প্রতিটন হওয়া উচিত।
৩৩	৩৯২৬.৯০.৯৯ এইচ.এস. কোড	**বর্তমান শুল্ক** আমদানি শুল্ক ২৫% সম্পূরক শুল্ক ৩০% রেগুলেটরী শুল্ক ৩% ভ্যাট ১৫% এ আই টি ৫% এ টি ৫%	**প্রস্তাব** আমদানি শুল্ক ৫% সম্পূরক শুল্ক ০% রেগুলেটরী শুল্ক ৩% ভ্যাট ১৫% এ আই টি ৫% এ টি ৫%	পিভিসি এজিং বিভিন্ন ধরনের ছোট-বড় সমস্ত ফার্নিচার শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমদানি শুল্ক ১০৪.৬৮% যা কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। কেননা উল্লেখিত পরিমাণ শুল্ক পরিশোধ করে কাঙ্খিত মুনাফা অর্জন করে ব্যবসা সম্প্রসারণ করা সম্ভব নয়। অতএব এই শিল্প টিকিয়ে রাখা ও সম্প্রসারণের স্বার্থে আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী শুল্ক নির্ধারণ করে এই শিল্পটিকে সুরক্ষার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হল।
৩৪	৬৮০৯ ৬৮০৮ জিপসাম বোর্ড ও শীট উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্প	**বর্তমান শুল্ক** আমদানি শুল্ক ২৫% নিয়ন্ত্রিত শুল্ক ৩% সম্পূরক শুল্ক ১০% ভ্যাট ১৫% এ আই টি ৫% এ টি ৫% **ট্যারিফ ভ্যালু-(মার্কিন ডলার ০.৫/কেজি)**	**প্রস্তাব** আমদানি শুল্ক ২৫% নিয়ন্ত্রিত শুল্ক ৩০% সম্পূরক শুল্ক ৩০% ভ্যাট ১৫% এ আই টি ৫% এ টি ৫% **ট্যারিফ ভ্যালু-(মার্কিন ডলার ০.৭০/কেজি)**	আমদানি বিকল্প শিল্প স্থাপন করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় ও নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এই শিল্পের যাত্রা। কিন্তু অবাধ আমদানি নীতির কারণে এই জিপসাম বোর্ড উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে বিভিন্ন পন্থায় আমদানিকৃত পণ্যের সাথে অসম প্রতিযোগিতায় স্থানীয় বাজারে টিকে থাকতে পারছে না। গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাণিজ্যিক আমদানি নিরুৎসাহিত করার জন্য জিপসাম বোর্ড ও শীটের এইস.এস হেডিং ৬৮০৮ এর মিনিমাম ট্যারিফ ভ্যালু প্রতি কেজি ০.৫০ মার্কিন ডলার থেকে বাড়িয়ে প্রতিকেজি ০.৭০ মার্কিন ডলার করায় অনেক বাণিজ্যিক আমদানিকারকগন অন্য এইস.এস হেডিং ৬৮০৯ এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার জিপসাম বোর্ড ও শীট আমদানি করেছে। কেননা এইস.এস হেডিং ৬৮০৯ এর মিনিমাম ট্যারিফ ভ্যালু এখনো প্রতিকেজি ০.৫০ মার্কিন ডলার। ফলে বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণ এই সুযোগ গ্রহণ করছে, যার কারণে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
৩৫	G.I Fittings ৭৩০৭.১১.০০ ৭৩০৭.১৯.০০ ৭৩০৭.৯৯.৯০	CD-২৫% AIT-৫% AT-৫% VAT-১৫% RD-৩% SD-২০%	CD-২৫% AIT-৫% AT-৫% VAT-১৫% RD-৩% SD-২০%	আমদানি পর্যায়ে প্রতিকেজি ২.৫০ মার্কিন ডলার ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ ও এসডি ৫% বর্ধিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কারণ বাংলাদেশের জি.আই ফিটিংস এর চাহিদা পূরণ করে অতিরিক্ত উৎপাদন করা সম্ভব। সুতরাং দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের প্রয়োজনে বাণিজ্যিক আমদানি নিরুৎসাহিত করা সম্ভব।

ক্রমিক নং	সংশোধনীর বিষয়	বিদ্যমান অবস্থা	প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
৩৫	G.I Fittings ৭৩০৭.১১.০০ ৭৩০৭.১৯.০০ ৭৩০৭.৯৯.৯০	CD-২৫% AIT-৫% AT-৫% VAT-১৫% RD-৩% SD-২০%	CD-২৫% AIT-৫% AT-৫% VAT-১৫% RD-৩% SD-২০%	আমদানি পর্যায়ে প্রতিকেজি ২.৫০ মার্কিন ডলার ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ ও এসডি ৫% বর্ধিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কারণ বাংলাদেশের জি.আই ফিটিংস এর চাহিদা পূরণ করে অতিরিক্ত উৎপাদন করা সম্ভব। সুতরাং দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের প্রয়োজনে বাণিজ্যিক আমদানি নিরুৎসাহিত করা সম্ভব।
৩৬	Abrasive Cutting DISC 6804.22.00	CD-৫% AIT-৫% AT-৫% VAT-১৫% RD-০% SD-০%	CD-২০% AIT-৫% AT-৫% VAT-১৫% RD-৩% SD-২০%	উল্লেখিত পণ্যের বাংলাদেশে বর্তমান চাহিদা প্রায় ৪,৬০০ মেট্রিক নয়, যার মূল্য ৯৬০ কোটি টাকা। এই শিল্পটি একটি সাধারণ টেকনোলজী সম্পন্ন শিল্প। যদি সরকার কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা বা সহযোগিতা পাওয়া যায় তাহলে আমাদের দেশেই এই শিল্পটি গড়ে ওঠা সম্ভব, ইতিমধ্যে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান এই শিল্প স্থাপনের চেষ্টা করছে। বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক কেবলমাত্র চায়না হতে অবাধে আন্ডার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে আমদানি করার কারণেই শিল্পটি বিকাশের পথে একমাত্র বাঁধা। এই শিল্পটি স্থাপন করা সম্ভব হলে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এছাড়া, দেশীয় চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এমতাবস্থায়, উক্ত পণ্যের বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে এবং স্থানীয় পর্যায়ে উক্ত শিল্প স্থাপনের স্বার্থে আমদানি পর্যায়ে সিডি-২০%, এসডি-২০%, আরডি ৩% আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
৩৭			জি.আই ফিটিংস আমাদানীতে বিরাট ফাঁকি রোধকল্পে বিভিন্ন ধরনের ফিটিংস যেমন জি.আই ফিটিংস, কানেক্টর ও এলবো ইত্যাদি HS Code: ৭৩০৭.৯৯.৯০, ৭৩০৭.১১.০০, ৭৩০৭.১৯.০০ সহ অন্যান্য সকল পণ্যের বাণিজ্যিক আমদানি পর্যায়ে ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারণসহ ৫% এস.জি. বর্ধিতকরণ প্রসংঙ্গে।	চায়না হতে অত্যন্ত নিম্নমানের জিআই ফিটিংস (HS Code: ৭৩০৭.৯৯.৯০, ৭৩০৭.১১.০০, ৭৩০৭.১৯.০০) এ সয়লাব দেশীয় বাজার। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, জিআই ফিটিংস তৈরির প্রধান তিনটি কাঁচামাল, স্টিল স্ক্র্যাপ, পিগ আয়রণ এবং জিংক-এর মূল্য গত দুই বছরে দ্বিগুন বাড়লেও, চায়না হতে আমদানিকৃত কাস্টমস এর ডিক্লিয়ার ভ্যালু বিগত দুই বছরে ১(এক) ডলারও বাড়েনি।

ক্রমিক নং	সংশোধনীর বিষয়	বিদ্যমান অবস্থা	প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
৩৮			আসন্ন ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাজেটে দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্প রক্ষার্থে, ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে, দেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা পাচার বন্ধ করতে, সরকারের রাজস্ব ফাঁকি বন্ধ করতে, নতুন শিল্প ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে জাতীয় রাজস্ব বৃদ্ধির মহৎ উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে জিআই ফিটিং এর আমদানি পর্যায়ে যথাপোযুক্ত ট্যারিফ মূল্য প্রতি কেজি ২.৫০ মার্কিন ডলার নির্ধারণ ও ৫% এস.ডি বর্ধিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।	চায়না জিংক কোটিং এর পরিবর্তে জিংক এর ওয়েস্টেজ দিয়ে কোটিং করার ফলে জিআই ফিটিংসগুলি কিছুদিন ব্যবহারের পরেই জিংক এর প্রলেপ সরে গিয়ে সহজে জং ধরে এবং পানির লাইনে বিপত্তি ঘটে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার দেশীয় পণ্যের হুবহু নকল করে চাইনিজ পণ্য আসে বিধায়, দেশীয় কারখানাগুলির সুনাম যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ও ঠকছে ভোক্তাগণ। এমতাবস্থায়, জিআই ফিটিংস এর আমদানি পর্যায়ে কারচুপি বন্ধ করা অত্যাবশ্যকীয়।
৩৯		• বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজার অনুসারে Hot Rolled সকল এইচ এস কোড) এর ক্ষেত্রে **Platts Value 556** মার্কিন ডলার এবং প্রাইম কোয়ালিটি **Hot Rolled** স্টিলের মূল্য প্রায় ৫৬০ মার্কিন ডলার। • Cold Rolled এইচ এস কোড (৭২০৯১৭৯০, ৭২০৯১৫৯০, ৭২০৯১৭৯০, ৭২০৯১৬০০, ৭২০৯১৭০০, ৭২০৯২৬০০, ৭২০৯২৭০০) এর ক্ষেত্রে Platts Value 666 মার্কিন ডলার।	• এক্ষেত্রে সেকেন্ডারী কোয়ালিটি স্টিলের মূল্য ৫০০ মার্কিন ডলার করা। • সেকেন্ডারী কোয়ালিটি Cold Rolled স্টিলের মূল্য ৬০০ মার্কিন ডলার করা। • সেকেন্ডারী কোয়ালিটি Plated Or Coated With Zinc (Gp) স্টিলের মূল্য ৭০০ মার্কিন ডলার করা।	বাংলাদেশ আয়রন এন্ড স্টীল ব্যবসায়ীরা প্রতি অর্থবছর প্রায় ৪৫০০ কোটি টাকা রাজস্ব দিয়ে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমাদের দেশে লোহার খনি বা আকরিক না থাকায়, লৌহজাত পণ্য Flat rolled product দেশে উৎপাদিত হয় না। গ্রাম থেকে শুরু করে শিল্পাঞ্চল সহ সমগ্র বাংলাদেশে আমাদের সাথে প্রায় চার লাখ ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প কারখানা জড়িত রয়েছে। এই বৃহৎ শিল্পের সাথে প্রায় ৫০ লক্ষের বেশি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে। কাস্টমস হাউস কর্তৃক সেকেন্ডারী কোয়ালিটি স্টিলের যে শুল্কমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তা যথাযথ বিধিমালা মানা হয়নি। অনেক পণ্যের ক্ষেত্রে দ্বিগুনের বেশি হারে শুল্কমূল্য বাড়ানো হয়েছে। অস্বাভাবিক শুল্কমূল্য বৃদ্ধির ফলে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারী শিল্প কারখানাগুলো ব্যপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুক্ষীন হয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অনেক ব্যবসায়ী Port Demurrage সহ্য করতে না পেরে উচ্চমূল্যে পণ্য খালাস করছে।

ক্রমিক নং	সংশোধনীর বিষয়	বিদ্যমান অবস্থা	প্রস্তাবনা	যৌক্তিকতা
		• Plated Or Coated With Zinc (Gp) এইচ এস কোড (৭২১০৬১৯০, ৭২১০৬৯৯০, ৭২১০৪৯৯০, ৭২১০৩০০০, ৭২১০৩০৯০, উল্লেখিত সকল এইচ এস কোডভুক্ত পণ্যগুলো একই পণ্য) এর ক্ষেত্রে Platts Value ৬৯০ মার্কিন ডলার এবং প্রাইম কোয়ালিটি Plated Or Coated With Zinc (Gp) স্টিলের মুল্য প্রায় ৬৯০ মার্কিন ডলার।		
৪০	Bangladesh Single Window	The Customs Act, (Act No. IV of ১৯৬৯) এর section ১৯৭D এ সন্নিবেশিত "১৯৭D. Establishment of Bangladesh Single Window"	বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো পুরোপুরি কার্যকর করা উচিত। আমরা অতি দ্রুত তা বাস্তবায়নের প্রস্তাব করছি।	এতে করে পেপারলেস ট্রেডিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত করা যাবে এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ট্রেড-এর সাথে সম্পর্কিত সকল Stakeholder উপকৃত হবে।

পেশকৃত সুপারিশ/প্রস্তাব হতে ৬টি প্রস্তাবনা সম্পূর্ণভাবে/আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. কর রাজস্ব বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাবনা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে
২. বিদেশী ঋণের সুদ পরিশোধের এর ক্ষেত্রে উৎসে কর বাতিলকরণের আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে
৩. আয়কর আইন ২০২৩-এ ধারা ৪৯ (প)-তে প্রতিস্থাপন বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে
৪. কর দিবসের তারিখে বা ইহার পূর্বে রিটার্ন দাখিল করা না হলে, (৫০) পঞ্চাশ শতাংশ অধিক হারে সুদ গ্রহণের বিধান আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে

মূসক সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

৫. মূসক আইন ২০১২-এ ধারা ১২২ (২)-তে আপীল দায়েরকালে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত দাবিকৃত করের ২০% থেকে ১০% হ্রাস করার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

আমদানি শুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাব

৬. ইস্পাত শিল্পের এইচ. এস. কোড ৭২০২.১১.০০, ৭২০২.২১.০০ এবং ৭২০২.৩০.০০ পণ্যগুলোর বিপরীতে ১৫% আর.ডি. থেকে কমিয়ে ৫% আনার প্রস্তাবটি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবদুর রহমান এফসিএমএ-এর নিকট কর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ঢাকা চেম্বারের বিশেষ প্রস্তাবনা

করজাল ও রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি

১. এনবিআর থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ হিসাবমতে, বর্তমানে দেশে টিআইএনধারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ২০ লাখ ৮৯ হাজার ৭৫ জন। গত ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন জমা পড়েছে প্রায় ৩৭ লাখ। রিটার্নের পরিমাণ ২০২৩-২৪ করবর্ষে ২০.৯১% বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পরিসংখ্যান থেকে বলা যায়, নতুন আইন বাস্তবায়ন এবং ৪৩ ধরনের সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে PSR বাধ্যতামূলক করায় ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। ২০১৩ সালে অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে প্রায় ৭.৮ মিলিয়ন সিএমএসএমই প্রতিষ্ঠান এবং তাদের ২১.০৩ মিলিয়নের মতো জনশক্তি ছিল। কাঙ্ক্ষিতভাবে যার সংখ্যা এখন অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এসকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও তাদের জনশক্তির মধ্যে যারা করদাতা হবার যোগ্য তাদেরকে করজালের আওতায় নিয়ে এসে রিটার্ন প্রদানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা গেলে কর সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। একইভাবে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষের মতো BIN থাকলেও আড়াই লক্ষ নিয়মিত রিটার্ন প্রদান করছেন। তাছাড়া, যে রিটার্নগুলো জমা পড়ছে তার বেশিরভাগ ঢাকা ও চট্টগ্রামের। অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ৪৮ শতাংশ ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রিক কিন্তু ৯০% রাজস্ব এ দুই অঞ্চল থেকে হওয়ায় রাজস্ব আহরণের চাপ এই দুটি অঞ্চলে বেশি। এ বিষয়ে রাজস্ব বোর্ডকে স্বল্প মেয়াদী ১ বছর, মধ্যমেয়াদী ৫ বছর এবং দীর্ঘমেয়াদী ১০ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করতে হবে। এতে করে করজাল বৃদ্ধি পাবে এবং বিদ্যমান করদাতাদের উপর করের প্রভাব যৌক্তিক হারে হ্রাস পাবে এবং জিডিপিতে কর রাজস্বের অবদান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

এনবিআরের নীতি ও রাজস্ব সংগ্রহ কার্যক্রম পৃথককরণের মাধ্যমে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি

২. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর নীতি নির্ধারণ ও রাজস্ব সংগ্রহ কার্যক্রম পৃথক করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যা রাজস্ব ব্যবস্থার দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে, নীতি নির্ধারণ এবং রাজস্ব সংগ্রহের কাজ একই দপ্তরের অধীনে পরিচালিত হওয়ায় স্বার্থের সংঘাত এবং প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দেয়। তাই নীতি নির্ধারণ বিভাগ আলাদা করার মাধ্যমে কর নীতিমালা আরো কার্যকর ও সুসংহতভাবে প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। অপরদিকে, রাজস্ব সংগ্রহ বিভাগের স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাবে এবং তারা কেবলমাত্র কর সংগ্রহের কাজে নিবেদিত থাকতে পারবে, যা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে করদাতাদের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং তারা আরও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর প্রদান করবেন, যা রাষ্ট্রের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মূল্য অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে পরিমাপের এককভিত্তিক কর প্রবর্তন (Unit Tariff Value)

৩. প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য অস্থিরতা ও কাস্টমস মূল্যায়ন পর্যায়ের জটিলতা কমাতে পরিমাপের এককভিত্তিক কর প্রবর্তনের প্রস্তাব একটি কার্যকর উদ্যোগ হতে পারে। পণ্যের পরিমাণের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ (যেমন: মিটার প্রতি কাপড়ের কর, কিলোগ্রাম প্রতি পেঁয়াজের কর বা কন্টেইনারের আয়তন অনুযায়ী কর) পণ্যের প্রকৃত মূল্য পরিবর্তনের প্রভাব থেকে কর ব্যবস্থাকে রক্ষা করবে। এটি পণ্যের সরবরাহ চেইনে নিরবিচ্ছিন্নতা আনবে এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সহজ করবে, বিশেষ করে আমদানি পর্যায়ে। এর মাধ্যমে বাজারে প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য অস্থিতিশীলতা কমানো সম্ভব হবে এবং কাস্টমস বিভাগের মূল্যায়নেও স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা আসবে, যা সামগ্রিকভাবে রাজস্ব সংগ্রহে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের ফলে ভোক্তা ও ব্যবসায়ীরা উভয়ই লাভবান হবেন, এবং দেশের আর্থিক ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ হবে।

কর কর্মকর্তাদের কমিশন প্রথা বাতিল

৪. কর দাতাদের নিকট থেকে বেশি পরিমাণে কর আদায়ের জন্য কর কর্মকর্তাদের কমিশন দেওয়ার প্রথা বহুবার সমালোচিত হয়েছে। রাষ্ট্রের কর্মচারীরা রাষ্ট্রের সেবা প্রদানে নিয়োজিত থাকবেন এবং এর বিনিময়ে তাদের নিয়মিত বেতন প্রদান করা হবে, যা তাদের কাজের যথার্থ মূল্যায়ন হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে, কমিশন বা অন্য আয়ের উৎস দেখিয়ে দিলে, তা তাদের দুর্নীতিতে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করে এবং করদাতাদের হয়রানি করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাই, এই ধরনের প্রথা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা উচিত বলে আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি, যাতে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীরা স্বচ্ছতা এবং ন্যায়বিচারের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

আয়কর আইন-২০২৩ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ

৫. আয়কর আইন, ২০২৩ ধারা ১৬৩ (২) (খ) অনুযায়ী, ধারা ৮৮-৯২, ৯৪-৯৫, ১০০-১০২, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১১০-১১৮, ১২০-১২৯ এবং ১৩২-১৩৯-এর অধীন কর্তন বা সংগ্রহকৃত উৎসে করকে নূন্যতম কর হিসাবে গণ্য করা হয়। এ সকল উৎসে করকে নূন্যতম করের আওতামুক্ত করার জন্য ১৬৩ ধারা কেন পুনর্লিখনের অনুরোধ করছি।

[এখানে উল্লেখ্য যে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ -এর ধারা ৮২সি ও ৫২এএ কে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৩ (২)(খ) দ্বারা প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে]

৬. আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৭০ (২) ১। অনুযায়ী ক্ষতির সমন্বয় ও জের টানার ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক ক্ষতিঃ কেবল ব্যবসা হতে আয়ের সাথে সমন্বয় করা যাবে। বর্তমান আইন অনুযায়ী ব্যবসায়িক ক্ষতিকে অন্যান্য খাতের আয়ের সাথে সমন্বয় না করতে পারলে ব্যবসায়ীদের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা আরোপিত হচ্ছে। আমরা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪-এর ধারা ৩৭ এর অনুরূপ বিধান পুনর্বহালের সুপারিশ করছি, যাতে যে কোনো ক্ষতি কেবল সেই খাত বা উৎসের আয় ব্যতীত অন্য কোনো খাত বা উৎসের আয়ের সাথে সমন্বয় করা যায়।

৭. আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৫৫ অনুযায়ী কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য না হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমা উল্লেখ করা হয়েছে; প্রমাণিক উপস্থাপন সাপেক্ষে সকল ধরনের ব্যবসায়িক খরচের সম্পূর্ণ অংশ অনুমোদন যোগ্য বিয়োজন হিসেবে বিবেচনার সুপারিশ করছি। যেকোনো ব্যবসায়িক ব্যয় ব্যবসা করার খরচ (Cost of Doing Business) হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং, এর থেকে আয় হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই, এটা সম্পূর্ণভাবে ব্যয় হিসেবে গ্রহণ করায় যুক্তিযুক্ত। সে বিবেচনায় ব্যবসায়িক ব্যয়ের মোট সমষ্টির ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার যে কোন সীমা পর্যন্ত ব্যয়কে বিয়োজন করা একটি অমূলক ও অযৌক্তিক ধারণা। সে কারণে সম্পূর্ণ ব্যয়ই বিয়োজিত হওয়া যুক্তিযুক্ত।

৮. আয়কর আইন, ২০২৩-এর ধারা ৫৫ অনুযায়ী কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য না হওয়ায় ধারা ৫৬(১) দফার অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয় বিশেষ ব্যবসা আয় হিসাবে গণ্য করা হয়। এরপর ধারা ৫৬(২) দফার অধীনে "সাধারণ করহারে করদায় নির্ধারিত হওয়ার" বিষয়টি উল্লেখ হওয়ায় কত % হারের কর নির্ধারণ করা হবে তার বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ করহার প্রয়োগ করার সম্ভাবনা থাকে, সে কারণে এ ধারাটি পরিবর্তন করে সুস্পষ্টভাবে "সংশ্লিষ্ট ব্যবসার জন্য যে করহার প্রযোজ্য" শব্দ গুলো প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি।

৯. আয়কর আইন-২০২৩ অনুযায়ী অগ্রিম কর পরিশোধের ক্ষেত্রে ৪টি কিস্তিতে ২৫% হারে শতভাগ পরিশোধের বিধান রয়েছে। ১৬১(১)-এর ধারা অনুযায়ী অগ্রিম পরিশোধকৃত করের সমষ্টি যদি নিয়মিত কর নির্ধারণের মাধ্যমে নিরূপিত পরিশোধযোগ্য করের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) অপেক্ষা কম হয়, তবে সেইক্ষেত্রে করদাতা পরিশোধযোগ্য অবশিষ্ট করের অতিরিক্ত পরিশোধকৃত মোট কর এবং নিয়মিত নির্ধারণীর মাধ্যমে উদ্ভূত করের ৭৫%-এর মধ্যে যে পার্থক্য হবে তার উপর বার্ষিক ১০% হারে সরল সুদ প্রদান করবেন।

১০. তবে আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা ১৬২ (১) অনুযায়ী করদিবসের তারিখে বা তার পূর্বে রিটার্ন দাখিল করা না হলে, সুদের হার ৫০% অধিক হবে। করদিবসের তারিখে বা তার পূর্বে রিটার্ন দাখিল করা না হলে, ৫০% অধিক হারে সুদ গ্রহণের বিধানকে বাতিল করার সুপারিশ করছি।

১১. যেহেতু করদাতা পরিশোধযোগ্য অবশিষ্ট করের অতিরিক্ত পরিশোধকৃত মোট কর এবং নিয়মিত নির্ধারণীর মাধ্যমে উদ্ভূত করের ৭৫%-এর মধ্যে যে পার্থক্য হবে তার উপর বার্ষিক ১০% হারে সরল সুদ প্রদান করবেন তার উপর আরও ৫০ শতাংশ হারে কর প্রদান করলে করের বোঝা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং করদাতা একটি কর শৃংখলে আটকে যেতে পারেন।

১২. আয়কর আইন-২০২৩ অনুযায়ী আয়কর ব্যবস্থা একটি আটোমেটেড সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালনা করা, যেখানে কর কার্যক্রম ভিত্তিক মডিউলের মাধমে কর প্রতিপালন ও কর আহরণ কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। যাবতীয় ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয় Automation করার জন্য Integrated VAT Administration System (IVAS) এবং Integrated Tax Administration System (ITAS) তৈরি করা যেতে পারে। তাহলে কর প্রদান ও কর সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়গুলো সহজে সমাধান করা যাবে।

১৩. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিজেদের আয়কর রিটার্নের সনদ ঝুলিয়ে না রাখলে সর্বনিম্ন ২০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করতে পারবেন কর কর্মকর্তারা। অর্থ আইন-২০২৪ এ এই প্রস্তাব করা হয়েছে, আমরা এই বিধানকে বাতিল করার দাবি জানাচ্ছি।

১৪. আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা ১০২ (১)১ অনুযায়ী কোনো ব্যাংক, কো-অপারেটিভ ব্যাংক, ইসলামী নীতি মোতাবেক পরিচালিত কোনো ব্যাংক, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোনো লিজিং কোম্পানি অথবা কোনো হাউজিং ফাইন্যান্স কোম্পানি কোনো সঞ্চয়ী আমানত, স্থায়ী আমানত, মেয়াদী আমানত বা অন্য কোনো প্রকার আমানতের বিপরীতে কোনো সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করিলে, সুদ বা মুনাফা পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সুদ বা মুনাফা ক্রেডিটের সময় অথবা সুদ বা মুনাফা পরিশোধের সময় কোম্পানির ক্ষেত্রে ২০% উৎসে কর কর্তন করিয়া সরকারি কোষাগারে জমা করিবেন। আমরা কোম্পানির ক্ষেত্রে ২০% উৎসে করকে ১০%-এ নামিয়ে আনার দাবি করছি।

১৫. আয়কর আইন-২০২৩ অনুযায়ী ধারা ১০৬ অনুযায়ী সরকারি বা বেসরকারি উভয় সিকিউরিটিজ-এর ইস্যুর ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি ডিসকাউন্ট, সুদ বা মুনাফা পরিশোধ বা ক্রেডিটকালে, যাহা আগে ঘটে, ৫% হারে কর কর্তন করিবেন। আমরা সিকিউরিটিজের সুদ হতে উৎসে কর

কর্তন কে আওতামুক্ত করার প্রস্তাব করছি। সিকিউরিটিজকে গতিশীল করতে প্রণোদনা হিসেবে উৎসে সিকিউরিটিজের সুদ হতে উৎসে কর কর্তন কে আওতামুক্ত করা হলে শেয়ারবাজারে বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ আকর্ষণ হতে পারে।

১৬. **আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা ৭২ (৪):** হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি। পূর্ববর্তী বিধানসমূহ ক্ষুণ্ন না করে, কোনো কোম্পানি International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) ও বাংলাদেশে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী হিসাব রক্ষণ এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। আন্তর্জাতিক হিসাবরক্ষণ পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালন করতে আইনের সংশোধনের প্রস্তাব করছি। এতে করে অধিকতর স্বচ্ছতা তৈরি হবে। বাংলাদেশ যেহেতু একটি প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে তাই হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নিশ্চিতের জন্য কর্পোরেটদের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিকে আন্তর্জাতিক মানে পরিণত করার জন্য আন্তর্জাতিক কাঠামোর ব্যবহার জরুরী। একইসাথে IFRS Compliant কোম্পানীর ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য করহার সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর ধরন অনুযায়ী নির্ধারিত কর্পোরেট করহারে ধার্য্য করার প্রস্তাব করছি।

এসএমইদের কর প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ

১৭. **অতিরিক্ত প্রদানকৃত কর ফেরত প্রদান:** অগ্রিম প্রদত্ত কর অতিরিক্ত হয়ে থাকলে তার ফেরত প্রদান করা এবং ফেরত প্রদান করতে দেরি হলে তার জন্য সুদ প্রদান করার বিধান রাখা। অপর পক্ষে উদ্যোক্ত কর্তৃক অগ্রিম কর প্রদান করেও চূড়ান্ত হিসেবে যা প্রাপ্য থাকে তা সময়মতো প্রদান না করা হলে তার জন্য সমহারে সুদ আরোপ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে আমাদের পার্শ্ববর্তী অনেক দেশে একইভাবে অগ্রিমকর গ্রহণ ও ফেরত প্রদান করা হয়ে থাকে।

১৮. **অগ্রিম করের সাথে উৎসে করে সমন্বয়:** করজাল বাড়িয়ে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় রাজস্ব আদায়ের একটি পর্যায়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত অতিরিক্ত প্রদানকৃত অগ্রিম কর ফেরত প্রদান সম্ভবপর না হলে এমএসই কর্তৃক প্রদানকৃত পণ্য ও সেবার গ্রহণের জন্য পরিশোধকৃত অর্থের থেকে কর্তনকৃত উৎসে করকে অগ্রিম করের কিস্তির সাথে সমন্বয় করে প্রদানের বিধান জারির প্রস্তাব করছি।

১৯. **উৎসে করকে পরবর্তী কর বৎসরের সাথে ক্যারি ফরওয়ার্ড:** যদি উৎসে করকে এই মুহূর্তে অগ্রিম করের কিস্তির সাথে সমন্বয় না করা হয় তাহলে এমএসই কর্তৃক প্রদানকৃত পণ্য ও সেবার গ্রহণের জন্য পরিশোধকৃত অর্থের থেকে কর্তনকৃত উৎসে করকে পরবর্তী কর বৎসরের আয়করের সাথে ক্যারি ফরওয়ার্ড করার সুযোগ প্রদানের বিধান জারি করার প্রস্তাব করছি।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ

২০. মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ৮৫ (চ) অনুযায়ী Business Identification Number (BIN) থাকলেই প্রতিমাসে, ভ্যাট/জিরো রিটার্ন দাখিল করা বাধ্যতামূলক। ধারা ৮৫ (চ) এর আওতায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভ্যাট রিটার্ন দাখিল করতে হয় অন্যথায় প্রতিমাসের জন্য ৫,০০০/- টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। জরিমানা প্রদান না করে পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী মাসের ভ্যাটের রির্টান জমা করা যাবে না। জরিমানা প্রদান না করতে পারলেও পরবর্তী মাসের রির্টান/জিরো রির্টান জমা প্রদান করার সুযোগ রাখার জন্য প্রস্তাব করছি। কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারী ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক আয় না থাকায় অনেকে জিরো রির্টান জমা করে থাকেন। সে কারণে এক মাসে রির্টান জমা প্রদানে সমর্থ না হলেও পরবর্তী জমা দেওয়া সুযোগ দেওয়া যেতে পারে এবং জরিমানার অর্থ আদায়ে নোটিশ প্রদান করা যেতে পারে।

২১. মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ৮৫(খ) নিবন্ধন বা টার্নওভার কর সনদপত্র যথাস্থানে প্রদর্শন না করার ব্যর্থতা বা অনিয়ম; ১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র (গ) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যের পরিবর্তন সম্পর্কে কমিশনারকে অবহিত না করবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম; ১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র (ঘ) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিলের আবেদন না করবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম; ১০ (দশ) হাজার টাকা; (ঙ) ধারা ৯(৫)-এর বিধান পরিপালন না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম; ১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র (ঞ) কর চালানপত্র, ক্রেডিট নোট, ডেবিট নোট বা উৎসে কর কর্তন সনদপত্র প্রদান না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম; ১০ (দশ) হাজার টাকা মাত্র। এ সকল ধারায় প্রদত্ত জরিমানাকে যৌক্তিকভাবে হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।

২২. মূসক আইন অনুযায়ী কর্মকর্তার প্রবেশ ও তল্লাশির ক্ষমতার ৮৩ (১) (খ) অনুযায়ী অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিদর্শন ও এর রেকর্ডপত্র, নথিপত্র, দলিলাদি ও হিসাব পরীক্ষাকরণ ও জব্দকরণ। কমিশনার বা মহাপরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার বা সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নন এনরূপ যে কোন মূসক কর্মকর্তা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। এই ধারা সংশোধন করে ভ্যালুয়ার নিয়োগের মাধ্যমে হিসাব পরীক্ষাকরণ এবং জব্দকরণ বিষয়টি রহিত করা যেতে পারে।

২৩. মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা ৬৮। ঋণাত্মক নীট অর্থ জের টানা ও ফেরত প্রদান, ৬৯। ঋণাত্মক নীট পরিমাণ অর্থজের টানা ব্যতিরেকে ফেরৎ প্রদান ৭০। ফেরৎ প্রদত্ত অর্থের প্রয়োগ : ধারা ৬৮, ৬৯, ৭০-এর সারমর্ম থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে ফেরৎ প্রদানের অর্থ যাই হোক না কেন কমিশনার ফেরতযোগ্য অর্থ হতে প্রথমে এই আইনের অধীন উক্ত ব্যক্তির নিকট পাওনা বকেয়া করের দায়-দেনা (সুদ, দন্ড, জরিমানাসহ) হ্রাস করিবার পরে, জের টানতে নির্দেশ দিবেন এবং সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকার ফেরত প্রদান করতে পারবেন। যা কোন ভাবেই যৌক্তিক হতে পারে না বরং প্রকৃত হিসাবে যাহা ফেরত প্রাপ্তি হয় তাহা ফেরত প্রদান করা উচিত। কারণ দীর্ঘ সময় ব্যবসায়ীদের কার্যকরী মূলধন আটকে থাকার ফলে তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ধারা ৬৮, ৬৯ ও ৭০-এর অধীনে ৫০ হাজার টাকার পরিবর্তে প্রকৃত হিসাবে যাহা প্রাপ্তি হয় তাহা ফেরৎ প্রদান করার প্রস্তাব করছি।

২৪. মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২-এর ধারা বিদ্যমান ধারা ৪৬ (২) অনুযায়ী, যাত্রী যানবাহন, এর খুচরা যন্ত্রাংশ, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ সেবার জন্য আমদানির ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যায় না, যদি না যানবাহনটি ব্যবসা, ভাড়া বা পরিবহন সেবা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। ধারা ৪৬ (২) (ক) প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। সেবা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত সব উপকরণকে ন্যায্যতার ভিত্তিতে রেয়াত সুবিধার অর্ন্তভূক্ত করা উচিত, যাতে সেবার খরচ কমে এবং মানবৃদ্ধি পায়। যেহেতু এ খরচকে ব্যবসায়িক ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, সেহেতু ব্যবসায়ের ধরণ, যা হোক না কেন ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রদানকৃত VDS এর ক্রেডিট প্রদান করা অতীব প্রয়োজনীয়।

২৫. আয়কর আইনে কোম্পানি সমূহের জন্য International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) ও বাংলাদেশে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী হিসাব রক্ষণ এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার বিধান করা হয়েছে। একইভাবে মূসক আইনেও এই বিধান বাস্তবায়নের প্রস্তাব করছি। এতে করে উভয় ধরনের হিসাব সমভাবে রাখা সম্ভব হবে এবং ভিন্ন ভিন্ন হিসাব সংরক্ষণ ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তার অবসান হবে।

কাস্টমস আইন-২০২৩ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ

২৬. কাস্টমস আইন, ২০২৩ অনুযায়ী কাস্টমস রুলিং প্রদানের ক্ষমতার ধারা ২৫৮ অনুযায়ী অগ্রিম রুলিং প্রদান করতে পারবেন। কিন্তু কার্যত দেখা যায় পণ্য খালাসের সময়সীমার মধ্যে অগ্রিম রুলিং প্রদান না করায় ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। সে কারণে একটি Grievance Management System চালু করার মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।

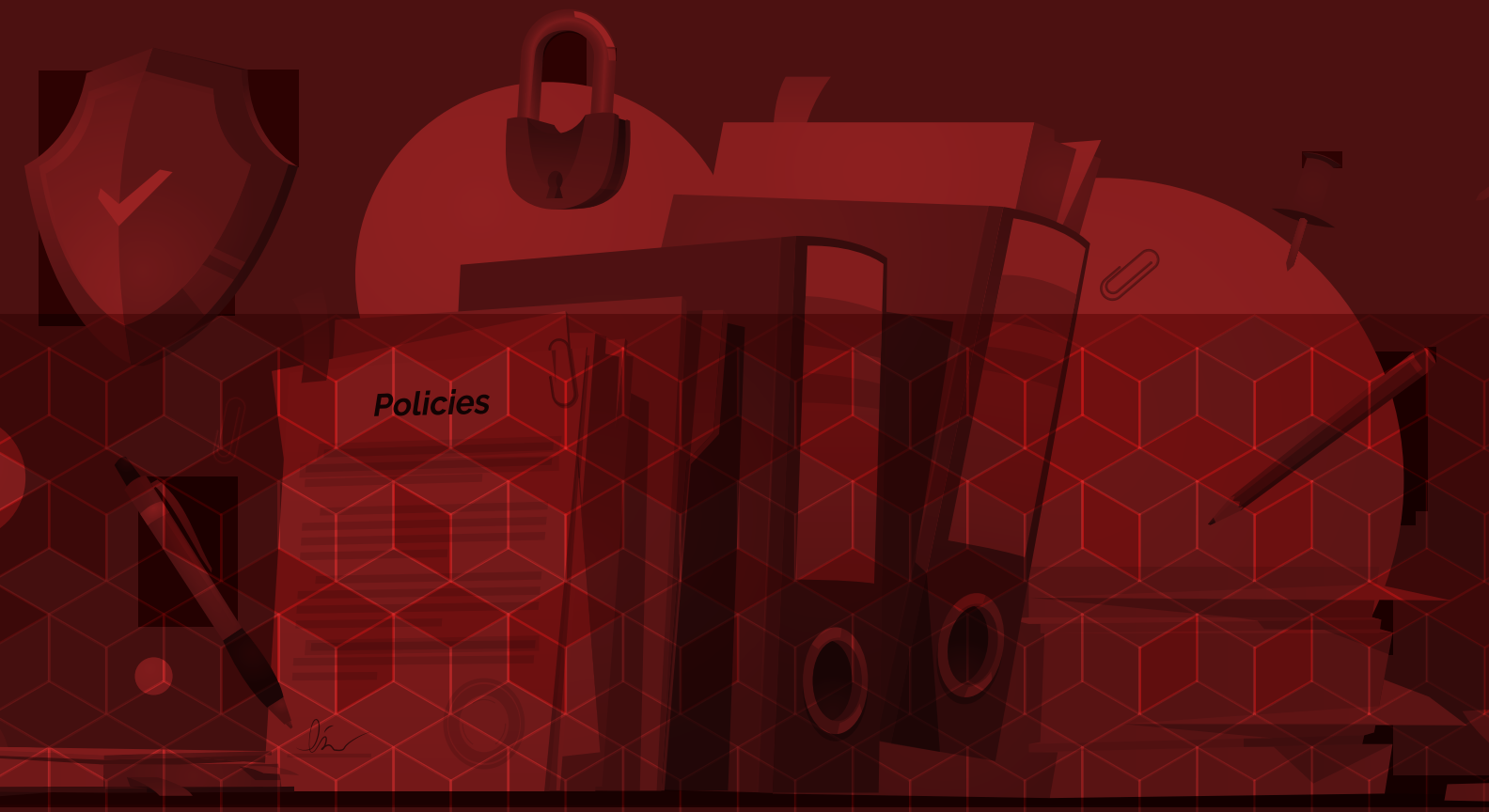
২৭. বাংলাদেশ, WTO-Trade Facilitation Agreement (TFA) এর চুক্তি স্বাক্ষর করায় ২০১৭ থেকে ২০২৭ সালের মধ্যে ৩৮টি বাণিজ্য সহজীকরণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। অনেক দেশ নির্ধারিত সময়ের আগেই এসব কাজ সম্পন্ন করেছে, কিন্তু বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ৩৩টি ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। সামগ্রিকভাবে, আমরা মোট ৭৮.৬% সম্পন্ন করেছি। এটি নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশ ইচ্ছাকৃতভাবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় নিয়েছে, যদিও আগেই সম্পন্ন করার সক্ষমতা ছিল। বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো অতিদ্রুত পুরোপুরি কার্যকর করার দাবি জানাচ্ছি। এতে করে পেপারলেস ট্রেডিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত করা যাবে এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ট্রেড-এর সাথে সম্পর্কিত সকল অংশীজন উপকৃত হবে এবং রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।

২৮. বর্তমানে পণ্যের বিবরণ সঠিক থাকলেও এইচএস কোড এ ভুল থাকলে ৪০০% পর্যন্ত জরিমানার বিধান আছে। যা ব্যবসায়ীদের হয়রানির অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পণ্যের বিবরণ এবং এইচএস কোড এর যে কোন একটি সঠিক থাকলে কাস্টমস আইন-২০২৩ এর ধারা ৮৬ (১) ধারা সংশোধন করে অ্যাসেসমেন্ট পর্যায়ে দাখিলকৃত পণ্য ঘোষণার সংশোধন ও প্রত্যাহারের সুযোগ দেওয়ার দাবি করছি।

২৯. এনবিআর কর্তৃক পরিচালিত Comprehensive Time Release Study- 2022-এর পরামর্শ অনুযায়ী ASYCUDA World Ges BSW তে অতিদ্রুত সংযোজন করা অত্যাবশ্যক, যা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের (ব্যাংক, আমদানিকারক এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থা) দ্বারা ডকুমেন্ট প্রদর্শনের সুবিধা দেবে। এই বিকল্পটি Paperless Trade বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত করবে, ম্যানুয়াল ডকুমেন্ট সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দূর করবে। ইতিমধ্যে এনবিআর এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলির মধ্যে চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে যা অতিদ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

৩০. এনবিআর কর্তৃক পরিচালিত Comprehensive Time Release Study-2022 এর পরামর্শ মোতোবেক Custom House, Chattogram CCH-Time Release Study-এর তথ্য অনুযায়ী, Post Arrival Process (PAP)-এর সুবিধা গ্রহণকারী আমদানিকারকরা গড়ে ৮ দিন পর্যন্ত পণ্য খালাসের সময় কমাতে পারেন। অতএব, কাস্টমসকে CCH-এ স্টেকহোল্ডারদের, বিশেষ করে শিপিং এজেন্ট এবং চেম্বারগুলিকে PAP সুবিধা ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করতে এনবিআরকে সচেতনতামূলক উদ্যোগ নওয়া উচিত। এনবিআরকে অন্যান্য কাস্টমস স্টেশনে PAP প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের নিকট পেশকৃত ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাব



DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের নিকট পেশকৃত ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাব

DCCI drafted Full-fledged Semiconductor Industry Development Policy 2024

Chapter 1: Introduction

Bangladesh is moving forward in pursuit of a prosperous future with the goal of becoming a developed SMART nation by 2041. Bangladesh's GDP has grown consistently over the last decade and the contribution of industry and services is gradually increasing in the economy. This signifies that we are on the right track in terms of our transformation from agriculture to industry and service sectors to reach the level of per capita income required to achieve the status of a developed country.

To this end, the semiconductor industry is a new addition. Semiconductors are materials with electrical conductivity between conductors and insulators. Chips, or integrated circuits (ICs), are made from semiconductors and serve as the backbone of modern electronics. With the right policy support, Bangladesh may earn at least USD 10 billion from exporting semiconductor items by 2041.

As Import Substitution Industrialization (ISI) is a timely solution to steer local and export-oriented industrial sustenance in Bangladesh, building a strong semiconductor industry in Bangladesh will contribute as backward linkage to many industries including garment machineries, electronics products. Thus, taking the importance of semiconductor industry in the industrial development, formulation of a Semiconductor Industry Development Policy 2024 is a timely initiative to develop the semiconductor industry.

Chapter 2: Vision, Mission, Aims and Objectives

2.1 Vision

To establish Bangladesh as a leading hub for semiconductor design, manufacturing, and innovation by 2041, contributing significantly to the national economy and technological advancement.

2.2 Mission

To build a sustainable and competitive semiconductor industry through strategic investments in infrastructure, human capital, R&D, and public-private partnerships.

2.3 Aims

To multiply the contribution of this sector to the country's economy by creating a strong base for domestic semiconductor industry manufacturing with a modern, competitive and sustainable supply chain.

2.4 Objectives

- To identify the potential products and services to ensure the continuous development of the semiconductor industry;
- To ensure the availability of adequate funding, tax and duty incentives, financial and non-financial benefits to create an ecosystem for the semiconductor industry expansion in Bangladesh;
- To take effective steps to create Made in Bangladesh brand by ensuring access of semiconductor products and services in national and international markets;
- To expand Research and Development (R&D) activities in manufacturing and innovation of semiconductor industry products;

DCCI's Proposal to Revive the Country's Economy for the Interim Government of Bangladesh

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) proposed the following recommendations to the Honorable Chief Adviser of the Interim Government of Bangladesh to address these challenges and restore business, trade, and economic development in the country.

1. Inflation Control

- We recommend implementation of a targeted reduction in import duties on essential commodities such as petroleum, sugar, food grains, edible oil, milk powder, lentils etc. This measure can lower the cost of these goods in the domestic market, easing pressure on consumers and promoting price stability even if on a temporary basis.

- Consider restraining public expenditure to reduce the Budget deficit and lower public borrowing - this can be extended to both existing heads of revenue and development budgets. Long term projects be cancelled or deferred for execution at a later date. Any unnecessary or inappropriate projects should be canceled or terminated.
- The Bangladesh Bank should maintain a cautious monetary policy with higher policy rate for the upcoming period, ensuring that liquidity for the private sector and other stakeholders is not disrupted. We should also look forward to reduction in policy rates as soon as possible.
- Exchange rate shocks should be avoided, while Bangladesh Bank can focus on maintaining a nominal rate as close to real exchange rate as possible.
- Strengthen law enforcement to stop extortion rackets that inflate the cost of goods and services, particularly within supply chains for essential items from producers to retail market.

2. Balance of Payment

- Promote the expansion of trade credit facilities for importers and exporters alike by streamlining procedures for factoring, trade credits and other forms of financing.
- Expand concessional borrowing from international organizations like the IMF, World Bank, Islamic Development Bank, AIIB and ADB, as well as other multilateral agencies, to support major public borrowing needs as well as short term trade finance.
- Strengthen efforts to attract Foreign Direct Investment (FDI) in promising sectors, including agro-processing, pharmaceuticals, ICT, energy, and other manufacturing industries as well as other priority areas.
- Given the current reserve challenges, explore alternative methods such as currency swaps, Trade credit, deferred payments, and export factoring, where feasible, to ensure low-cost import and export sustenance.

3. Restoring the Banking Sector

- Restructure the distressed banks in a determined manner without disrupting the banking sector and creating any systemic shocks. Stricken banks should be capitalized, restructured or liquidated, as the proposed Banking Commission determines in a manner that allows depositors and borrowers to transfer their banking needs to healthy banks.
- We hope the proposed banking commission can be successful if they are empowered for recovery of stolen assets. In addition, stricter measures can be put in place to avoid repetition of such scenarios in the future, including surveillance and public reporting systems, international standards in regulation, mandatory international rating etc.
- Develop a comprehensive strategy to restore health of the banking sector by liquidation of severely troubled banks and a thorough review and resolution of problematic loans.
- We request targeted liquidity support to financially sound banks facing systematic risks by enhancing liquidity facilities, accepting diverse collateral, adjusting interest rates and aligning measures with monetary policy to prevent systemic risk and maintain confidence.
- Financial inclusion targets need to be pursued relentlessly; expansion of mobile financial services, from both dedicated entities and conventional banks should be encouraged and pushed. Regulatory support for electronically processed and disbursed small and micro loans from the financial system needs support and encouragement from the top.

4. Increasing the Investment and Employment

- Maintain and support Credit flow to CMSME sector though increased execution of the credit guarantee schemes, CMSME pre-funding and re-financing windows of Bangladesh Bank. Boost employment by promoting investments in CMSMEs through targeted financial incentives and support programs in both productive and service sectors. The government could provide low-interest loan with extended repayment time, and tax incentives to encourage entrepreneurship and the growth of CMSMEs. Enhance the credit flow to the private sector, particularly to small and medium enterprises, by easing access to finance and reducing collateral requirements.
- Withdraw incentives only in a manner where they can be compensated by reduced Cost of Doing business to avoid loss of competitiveness.

- Cancel government directives to restrict industrial utility connections outside Special Economic Zones, the policy can be implemented when such zones are operational.
- Improve logistics infrastructure and streamline supply chains to lower business costs and boost competitiveness.
- Restore investor confidence, both domestic and foreign, through immediate and visible actions, especially by stabilizing the stock market.
- Given the current situation, the government may consider suspending the updating CIB clearance and waiving penalties on utility bills, particularly for CMSMEs for the next 3 months.
- A significant portion of the Tk. 60,000 crore stimulus package declared during COVID remains undistributed, with Tk. 35,648 crore allocated so far. In this current economic situation, remaining funds can be distributed to support the affected CMSMEs.
- Implement a uniform fare structure for goods transportation at union, upazila, district, and divisional levels, with rates based on specific distances.

5. Energy issues

- Ensure uninterrupted energy supply for the private sector to increase production and export growth. A stable energy supply will attract investments in energy-intensive sectors and support manufacturing growth, which is vital for large-scale employment generation.
- Suspend the monthly tariff adjustments for utilities such as fuel, electricity, and LPG under the current circumstances. Prompt action is required to review the costs associated with fuel imports and reconsider them. Frequent and monthly tariff hikes need to be stopped for next 1 year.
- Conduct a comprehensive review of all existing Power Purchase Agreements (PPAs) with electricity producers and cancel all agreements that are against national interest.
- Ensure a steady and affordable supply of diesel and electricity to support agricultural activities in rural areas, especially those recently affected by flash floods, such as in Eastern Bangladesh (Chattogram, Feni, Noakhali, Habigonj, Cumilla and Moulvibazar).

6. Taxation

- Establish a whistleblower policy that provides secure, confidential reporting channels and legal protections to encourage reporting of corrupt practices within the tax administration.
- Accelerate the implementation of full automation across the taxation system to minimize human intervention, reduce errors and enhance transparency.
- Implement a robust internal control framework within the NBR, supported by regular audits and strong governance practices, to ensure accountability, transparency adhering to regulations.
- Gradually phase out tax collection incentives for revenue officers and replace them with a performance-based evaluation system focused on fairness, compliance, and taxpayer satisfaction.
- NBR may separate its tax policy formulation from its tax collection activities to eliminate the inherent conflict of interest and reduce the excessive discretionary power currently held by the organization.

To restore the financial sector, DCCI proposed the following recommendations to the Honorable Governor of Bangladesh Bank

Inflation Control

- Maintain the current affordable exchange rate to ensure low-cost import supply to the local industries and avoid adverse impacts on export competitiveness and inflation.
- Bangladesh Bank may continue cautious monetary policy only for the next period featured by higher policy rate not at the cost of disruption in liquidity for the private sector and other stakeholders.

Improvement of Business Environment

- Boost employment by promoting investments in CMSMEs through targeted support programs. The government may provide low-interest loans with extended repayment time to encourage entrepreneurship and support revival of sick and problem ridden businesses especially small and micro businesses.

- Undistributed stimulus package fund from TK. 60,000 crore may be distributed to affected CMSMEs. Only TK. 36,000 has been distributed as of now.
- Given the current situation, the government may relax the updating CIB clearance to some extent, particularly for CMSMEs for the next 3 months while allocating the loan.
- Enhance the credit flow to the private sector, particularly to small and medium enterprises, by easing access to finance and reducing collateral requirements.
- To support and leverage the weak borrowers during challenging economic conditions, we recommend extending the overdue period (classification) for Fixed Term Loans from three months to six months. It is worth mentioning that according to BRPD Circular Number 9, effective from 30 September 2024, the current overdue period is set at three months. This extension will provide borrowers with greater repayment flexibility and help maintain financial stability in the banking sector.
- To facilitate business expansion and support economic growth, we recommend easing the current restriction outlined in Circular letter no. 19, which prohibits establishing businesses outside EZs and EPZs and requires utility clearance for loan approval.

Restoring the Banking Sector

- Strengthen measures to tackle major defaulters by improving surveillance of large loans, reinforcing legal frameworks, and accelerating the recovery process.
- Almost 27% around TK. 1.56 trillion is the NPL against TK. 5.5 trillion of financial assets in Bangladesh and this NPL needs to be reduced.
- Formulate a strategy to restore the health of the banking sector through the liquidation of severely troubled banks and addressing problematic loans.
- Offer targeted liquidity support to sound banks facing systemic risks by enhancing liquidity facilities, accepting a variety of collateral, adjusting interest rates, and ensuring alignment with monetary policy to mitigate systemic risk and sustain confidence.
- In this given situation financial assets need to be increased. To increase financial assets, we recommend diversifying investment portfolios and enhancing savings and investment programs with attractive returns. It is worth mentioning that the banking sector's asset-to-GDP ratio reduced at 51.53% in June 2023.
- The money supply under M2 in Bangladesh has declined from 57% to 54%, in contrast to India's steady 90% and China's leading 210%. It is essential that we explore potential strategies to reverse this trend and enhance our monetary stability to remain competitive in the global market.

Forex Reserve Improvement

- Encourage the expansion of trade credit facilities for importers, particularly in major importing items like textiles, Food items, Chemicals, Pharmaceutical products, Electrical machinery and equipment etc.
- Secure targeted soft and low-cost loans from international organizations like the IMF, World Bank and ADB and other multilateral Agencies for enhancing public sector borrowing and large public sector expense.
- Establishing currency swap with key trading partners, based on a thorough analysis of trade volumes, to reduce reliance on foreign exchange reserve, lessen dependence on the US Dollar, and strengthen financial stability amid the reserve crisis.

The following recommendations were put forward from DCCI to the Honorable adviser of Ministry of Power, Energy and Mineral resource, focusing on enhancing energy efficiency, expanding renewable energy investments, and ensuring sustainable energy access for all, while emphasizing the importance of collaborative efforts between the government and the private sector to drive the nation's energy security and economic growth.

Energy related recommendations

- It is crucial to develop alternative energy sources alongside natural gas, as gas remains the backbone of industrial production. Exploring other secondary sources of energy and renewable energy options such as solar can provide a much-needed secondary option.

- The pricing of primary fuels, including petroleum, LNG, LPG, and CNG, should be reviewed and made more rational to reflect current market conditions. This would help stabilize costs for industries and consumers alike.
- The Islamic Development Bank (IsDB) and its affiliate, the Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), have supported Bangladesh's energy sector with substantial funding, including a USD 4.9 billion loan in 2024 for energy and development, USD 1.4 billion in 2024 for petroleum infrastructure, and USD 2.02 billion in 2020-2021 for energy projects, with significant allocations for oil and gas. The use of syndicate loans by the IDB for petroleum financing could be expanded.
- Diversification of financing sources like commercial syndication, Islamic Development Bank, International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) and other foreign financing sources can be preferred for low cost at 3-5% SOFR for energy and power sector expensive projects.
- To ensure a steady supply of LNG, the government should explore G2G deals and contracts with countries beyond Oman and Qatar, such as Azerbaijan, through short-term agreements.
- To meet the growing demand for propane in industries, LPG bottling plants should be decentralized and made widely accessible. Additionally, the separation of butane and propane in the market would better serve industrial needs, as propane is more in demand for certain processes.
- LPG based power plant project can be initiated especially in Matarbari or major LPG storage and regasification hub.

Power related recommendations

- The government may consider establishing large-scale solar parks in underutilized areas like Kishoregonj. This would not only diversify the energy mix but also contribute to energy security and sustainability.
- With the potential loss of 7-8 thousand MW from various projects, the government needs to provide clear signals and publicly disclose its energy expansion plans to maintain investor confidence and plan future industrial growth.
- The decision of Cabinet meeting of Government of Bangladesh held on 21st March 2024 regarding no utility connection including gas, electricity to industrial unit unless these are established in the Specialised economic zones or EZs, should not be effective until the economic zones are fully equipped and ready with all utility facilities. It is worth mentioning that almost none of the EZs are ready.
- Open and competitive tender policy can be followed for new power plants in the near future.

DCCI put forwarded following recommendations to the Honorable adviser of Ministry of Industries, aimed at addressing the industrial losses and ensuring the continuity of our industrial process

- Ensuring Industrial Security for Economic Growth: The safety of our factories and workers is crucial, especially with over 1.27 crore people employed in the industrial sector. Any decline in law and order not only threatens industrial establishments but also hampers economic progress. To prevent instability and safeguard both industry and the economy, immediate measures are necessary. Strengthening the industrial police is vital in maintaining a stable environment, boosting confidence in the sector, and reassuring investors about the security of their ventures.
- Navigating LDC Graduation: As Bangladesh transitions from LDC status, it is essential to adapt its policies to maintain export competitiveness and secure preferential trade benefits, such as the EU's GSP+ Facility, by ensuring compliance with the 27 required international conventions. A comprehensive reform of investment, SME, innovation, industrial, labor, and trade policies is necessary. Simultaneously, rapid adoption of ESG standards can accelerate industrial growth, attract global investments, and improve sustainability, positioning Bangladesh as a competitive global player. By integrating ESG and LWG compliance into its development strategy, the country can foster sustainable economic advancement and secure a stronger global standing.

- Catalyzing Growth through Special Economic Zones: To attract foreign investment and create new job opportunities, we must expedite the development of our EZs and SEZs, ensuring adequate infrastructure, utilities, and connectivity. Leveraging public-private partnerships and optimizing the use of BSCIC land can accelerate this process and establish specialized industrial hubs across the country.
- Empowering SMEs: It is important to differentiate 'Medium' enterprises from the broader category of CMSMEs, as the inclusion of medium enterprises often reduces loan support for cottage, micro, and small businesses. Banks are typically less incentivized to extend loans to the smaller entities within this group. On the other hand, the SME policy was formulated in 2019, and its 5-year term has already expired. This policy needs to be revised, modified, expanded, and refined to create a new CMSME policy. Dhaka Chamber has already prepared a zero draft on this matter, which could aid in swiftly drafting the next version of the policy. If desired by the Ministry, DCCI is eager to share it for your reference.
- Reducing Import Dependency and Facilitating Exports: Bangladesh's heavy reliance on import, amounting to approximately USD 68.6 billion annually, is a major vulnerability. To strengthen our economic resilience and expand export markets, a strategic shift towards import substitution is imperative. By nurturing domestic industries, we can create new export opportunities, generate employment, and reduce our vulnerability to global supply chain disruptions.
- Driving Innovation and R&D: Upgrading the BSTI with state-of-the-art laboratories is essential for enhancing our products' global acceptance. To foster a research-oriented culture, we propose offering tax incentives for businesses investing in research and development. Additionally, prioritizing the development of key hardware industries like 3D printing, semiconductor manufacturing, and IoT devices will position Bangladesh as a leader in the Fourth Industrial Revolution and create high-value jobs.
- Strengthening the Light Engineering Industry: Bangladesh's light engineering sector is a vast and diverse industry, employing millions and supporting other key sectors. Despite its potential, it faces challenges in technology, skills, finance, and infrastructure, necessitating focused efforts in skill development, financial support, infrastructure improvement, technology adoption, and export promotion. To capitalize on the growth potential of cluster-based industries, the establishment of a central bonded warehouse facility is essential to support export-oriented businesses and drive the development of this vital sector.
- Revitalizing the Leather Sector: The leather sector faces major challenges due to environmental concerns and a lack of certifications. Investing in environmental upgrades at the Savar Tannery Industrial Estate and obtaining LWG certification can open access to new markets and enable the production of high-value products. To achieve LWG certification, sustainable compliance measures must align with the 27 ESG conventions required for this market.
- Protecting Intellectual Property: Bangladesh's ranking of 107th out of 125 countries in the Intellectual Property Rights Index is alarming. Strengthening IPR protection through policy reforms, awareness campaigns, and valuation mechanisms is crucial for safeguarding our innovations and attracting investment.
- Harnessing the Halal Market: With the global halal market estimated to reach USD 5.94 trillion by 2025, Bangladesh has immense potential. By ensuring Sharia compliance, traceability, and efficient Halal certification through BSTI, we can tap into this lucrative market.
- Ensuring Uninterrupted Gas Supply: Considering the current state of the country's energy sector, it is evident that there is a significant imbalance between the demand and supply of energy. The demand for gas exceeds 4,075 MMSCFD, while the supply is only 2,635 MMSCFD. Of this supply, 19% is allocated to industries, 18% to captive use, and 13% to residential areas. We are advocating for a reduction in gas supply to captive use and residential areas, with an increase in allocation to industries.

DCCI's Recommendations on Trade Policy Review of Iceland

Bilateral trade between Bangladesh and Iceland has not grown as expected over the years despite several high-level visits between the two countries. In FY23, Bangladesh exported about USD 0.82 Million to Iceland, mostly from RMG products like Knit Sweaters, Knit T-shirts, Non-Knit Men's Suits etc. On the other hand, Bangladesh's Import was about USD 0.14 Million, mainly consisting of Fish oil, Fat and some specialized equipment. Although the current trade scenario shows a moderate bilateral relationship between Iceland and Bangladesh, there is significant potential to enhance trade relationship through cooperation and strategic planning. To this end, Dhaka Chamber offers the following recommendations based on an analysis of the Trade Policy Review of Iceland.

Recommendations regarding policy measures

1. **Blue Economy Cooperation:**
   [3.6 Trade and environment]
   - Fisheries and Aquaculture: Bangladesh, and Iceland may have a partnership to strengthen collaboration in fisheries management. Iceland has world-class expertise in sustainable fishing and aquaculture. Bangladesh, with its vast coastline, can benefit immensely from knowledge and technology of Iceland.
   - Marine Research and Development:Joint research projects can be conducted on sustainable fishing practices and marine resource management.

2. **Renewable Energy:**
   [2 Economic Development and Prospects 2.7]
   - Renewable Energy Technology Transfer: Iceland can provide technical assistance and technology transfer for harnessing renewable energy sources. In this way, both countries can also cooperate to overcome the threat of climate change.
   - Geothermal Energy: Iceland is a global leader in geothermal energy. Bangladesh, with its growing energy demands, can explore geothermal potential.

3. **Textiles and Apparel sector:**
   [Introduction (Import)]
   - Sustainable Fashion: Bangladesh's textile industry can focus on sustainable practices, aligning with global trends and Iceland can offer expertise in eco-friendly materials and production processes.
   - High-Value-Added Textile: Bangladesh can target niche markets by producing high-value-added textiles and apparel, leveraging design and fashion expertise from Iceland.

4. **Education and Skill Development:**
   [3.4 Bilateral agreements]
   - Training programme: Iceland can offer training programs in fisheries, aquaculture, and renewable energy for Bangladeshi professionals.
   - Higher Education Collaboration: Joint degree programs and student exchange programs can foster knowledge sharing.

5. **Promising goods that can be exported from Bangladesh**
   [3.6 Trade and environment]
   - Diversified RMG product- Apparel and clothing accessories of man-made fiber, Linen of Textile, Knitted or crocheted product.
   - Handicraft product- Basketwork, Wickerwork, Sacks and bags of jute, Head-bands.
   - Leather and Leather goods.

6. **Product can be Imported from Iceland**
   [2 Economic Development and Prospects Page- 3]
   - Fish and fish products, (Fish skins used for leather clothes, intestines for medicine and human skin replacement)
   - Aluminum, Agricultural products.

DCCI's recommendations on Bangladesh Smooth Transition Strategy

3. ***Promote structural transformation to prevent falling into the middle-income trap.***
   - Need to address mandatory requirements for CMSMEs as it is lifeline of our economy.

2.2.3 Policy space to provide export subsidies

- Should mention about alternative support of cash incentives like VAT and Tax Refund.

2.3.1 Trends in development financing in Bangladesh

- Need Inclusion of CMSMEs with attractive development financing packages for easy access to finance.

Global Environment Facility (GEF):

- As Bangladesh is one of the most disaster-prone countries for climate change, there should have a plan to negotiate for compensation from responsible countries.

Figure 3.18: Bangladesh's ICT Landscape

- Like ICT the potentiality of other promising sectors should be mentioned to expand product basket.

3.6: Means of enhancing Bangladesh's export competitiveness in the post-LDC era (Borders and customs clearing procedures)

- Required Automation Process including National Single Window (NSW) to overcome the challenges of Borders and customs clearing procedures.

Prioritised Smooth Transition Measures: Strategic Pillars and Required ActionsClimate change, disaster risk management and social inclusion issues in strategic pillars may be included to mitigate the loss and damage.

4.1.1 Tackling inflation, developing an effective exchange rate management and boosting foreign reserves

- To mitigate the dollar crisis taking measures to perform international trade through multiple currencies.

4.2.4 Enhancing trade policymaking and negotiation capacity

- Specific names of some ministries may be mentioned to create a pool of trade negotiators like Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Commerce and Trade Bodies.

4.2.5 Engaging with the WTO on various specific issues

- Government should specify about Green Box facility to ensure Agricultural compliance with WTO provisions.

4.3 Strategic Pillar 3: Improving Trade Competitiveness

- Need to Strengthen Bangladesh Competition Commission to ensure the availability of products and services at competitive price and create a healthy competitive environment in the market.

4.3.2 Improving product quality and standards

- To strengthen Bangladesh Accredited Council for Internal and external quality assessment.
- Need to emphasise on International Accreditation Certification system to ensure industry-specific compliance and credibility.
- Develop State of the Art laboratory for knowledge-based economy of Bangladesh.

4.3.5 Enabling environment for businesses and trade

- Develop a Functional Central One Stop Service (OSS) model to offer a comprehensive range of services.

4.3.9 Branding of Bangladesh to improve export market prospects

- To engage Bangladesh embassies/missions, Trade bodies and Diaspora communities to promote the "Made in Bangladesh" brand.

4.4 Strategic Pillar 4: Building Productive Capacity

- Develop efficiency of NPO as an independent authority for the innovation of appropriate tools, techniques and policy adaptation to increase productivity.
- Vocational and Technical-based education system needs to be upgraded to align with Industries.

4.4.1 Improving productivity through technological upgradation and innovation.

- Need cooperation with other developed countries for technology transfer in fostering innovation, enhancing productivity and promoting industrial competitiveness.

4.4.7 Attracting foreign direct investment

- Foreign investment policy must be streamlined with this strategy for ease of doing business.

4.4.8 Advancing green transformation for improved competitiveness and future-readiness

- Required skilled manpower to audit the green reporting to ensure Environmental, Social, and Governance (ESG) compliance.

4.5.6 Monitoring and evaluation

- Required Real-time automated monitoring system and evaluation by STS implementation.

- In the leading role, National Committee on LDC Graduation (NCG) should be functional.
- Required coordination among line ministries and private stakeholders strongly through M&E including NBR, BIDA, Ministry of Finance, MoC, MoI, MOFA, PMO, Private Sector representatives like DCCI.

Financing STS implementation:

- For long-term strategy Source of finance and process of expenditure should be mentioned.

5.2.2 Role of the private sector

- Trade bodies can contribute to ensure compliance with product standards even in local sales and work collaboratively with the government, think tanks and development partners.

Overall Recommendations

- Required Time-Bound Action Plan (Short, Medium, Long term) including the responsibilities of relevant stakeholders.

DCCI's Recommendations on Trade Policy Review of China

Bilateral trade between Bangladesh and China has grown over the years, but it remains highly uneven and disproportionately imbalanced. Bangladesh has a significant trade deficit with China, accounting for one-fourth of its total imports. In FY23, Bangladesh imported about USD 17.82 billion from China while exporting only USD 677.4 million to China. Despite the benefits of the Chinese 98% DFQF Scheme and membership in the Asia Pacific Trade Agreement (APTA), Bangladesh's export performance has not significantly improved, and Chinese investment in Bangladesh remains relatively low, at only 6% of total foreign investment. To address these issues, Dhaka Chamber offers the following recommendations to help both countries establish a joint coordination mechanism for strengthening business cooperation, based on an analysis of the Trade Policy Review of China.

Recommendations regarding policy measures

1.2.2 Monetary and exchange rate policy

- The Chinese currency Yuan should be added to the Real Time Gross Settlement Platform (RTGS). As a result, trade between China and Bangladesh will be easier.
- Adding yuan to RTGS will reduce pressure on the Dollar and trade with China will be strengthened and comfortable.

Table 1.7 Outward foreign direct investment by partner, 2018-22

Table A1.1 China's merchandise exports by destination, 2018-23

- China is currently under trade restrictions by various countries including the USA as a result, many Chinese entrepreneurs are looking for opportunities to invest elsewhere so we should grab that opportunity.

2.3.2.2 Unilateral preferences

- Negotiation is required to determine the Rules of Origin (RoO) rate for the DFQF Scheme, which will be set by the Chinese government for the products listed in the preference list.
- To take the opportunity of bilateral cumulation all trade costs have to be minimized to large extent.

2.4.4 Bilateral investment and tax agreements

- Bangladesh-China joint venture enterprises should be encouraged.
- Have spillover effects of knowledge and technical know-how so required agreement on Skill and technology transfer.
- Collaborative training programs can be arranged to facilitate the migration of Bangladeshi High skilled workers to address the labor shortage in China.

3.1.1.3 Trade Facilitation

- China's commitments to trade facilitation, including reducing non-tariff barriers and simplifying customs procedures, can help Bangladeshi exporters reduce costs and streamline their access to the Chinese market.

Table 3.1 China's legislation related to customs procedures, 2024

- Prior approval of China Customs is required for export of vegetables and fruits like mango, jackfruit, pepper, lemon etc.; so, there should have negotiation to make this process easier for Bangladeshi exporters.

3.1.2 Rules of origin

- Required negotiation for PSR (Proof of Submission of Return) that has not been communicated yet.
- Regional Groups for regional cumulation have not yet been communicated while Bangladesh is not a member of RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership). This comprehensive trade agreement can create regional trade opportunities and integration.

Chart 3.1 Distribution of MFN applied tariff rates, 2017, 2021, and 2024

- Later 2026, Bangladesh will not get duty-free benefits on 98% of the products in the Chinese market so negotiation for partnership or FTA is highly required to get this benefit after graduation also.
- By adhering to the instruments and regulations issued by the Chinese Customs Tariff Commission, Bangladesh can ensure that its products meet the necessary criteria to benefit from the updated duty-free scheme. Understanding and leveraging these instruments can maximize the benefits received from preferential treatments.

3.2.4 Export support and promotion

- Bangladesh should capitalize on export opportunities by participating in fairs and exhibitions, utilizing the China International Import Expo (CIIE) as a platform to boost its exports to China.

3.3.2 Standards and other technical requirements

- Capacity, competence and global acceptance of BSTI should be more advanced.

3.3.2.2 Standards and technical regulations

- Mutual recognition of standards is important as 2000+ technical regulations are available. China has 44,332 national standards, out of which 2,023 are mandatory (technical regulations).

3.3.2.4 Labelling and packaging

- Prepacked food with correct Chinese labels should be exported because the Food Safety Law requires domestic and imported pre-packaged food and food additives to have labels in Chinese containing information such as the date of production, ingredients, the name of the producer, and the origin of the food.
- Language is another barrier to trade with China so Mandarin language course at different Universities can be introduced. There are more than 15 thousand Bangladeshi students in various universities in China. It is fact of concern that Six universities in China have already introduced Bengali language course.

3.3.3 Sanitary and phytosanitary requirements

- Bangladesh should familiarize itself with China's food safety standards and ensure compliance before exporting, as all imported food, additives, and related products must adhere to these standards.

3.3.3.2 Safety standards for food, animals, plants, and their products

3.150. In the context of the new registration system, the 2021 Regulations on the Registration and Administration of Overseas Manufacturers of Imported Food outline the specific steps and documentation necessary for this registration process.

- Appropriate authorities of Bangladesh who are responsible for recommending Bangladeshi exporters in the registration process in China should be sensitized.

3.3.3.3 SPS measures

- Certain agricultural products have export potential but exporters are facing challenges from Chinese SPS measures. Bangladesh needs to establish that the country is free from epidemic. Since 2020, China Customs banned temporarily Cattle and Poultry related products from Bangladesh as epidemic country.

3.3.7 Intellectual property rights

- Negotiations for intellectual property rights are crucial, especially post LDC graduation, particularly for sectors like pharmaceuticals, plastics, and the growing light engineering sector, where maintaining IP rights will be vital.

Table 3.30 Trademark applications and registrations, 2020-22

- Information on registering with appropriate Chinese authorities should be readily available, providing clear guidance and specific contact points for interested exporters. Overseas companies must meet stricter registration requirements and can only register with local authorities upon their recommendation.

Table A1.3 Merchandise exports by HS section and major HS chapter/heading, 2018-23

- Produced products of our country should be restricted to import from China and other countries also to create fear playing field of business.

Table A1.4 Merchandise imports by HS section and major HS chapter/heading, 2018-23

- Leather export growth in China is lower than expected because Chinese buyers do not pay well due to the absence of compliance.
- Initiatives should be taken to establish a functional Common Effluent Treatment Plant (CETP). The absence of a solid waste management system in the Savar tannery estate is the primary reason for not obtaining the LWG certificate.

Sector and product-specific recommendations for enhancement of trade

Table 3.15 Major subnational funds (including GIFs/GGFs)

- Bangladesh and China may explore cooperation in different areassuch asRenewable energy, Aviation, Healthcare, Information technology, CMSMEs in electronic information, High-end equipment, Intelligent manufacturing, Biomedicine.

Table 1.8 Outward foreign direct investment by sector, 2018-22

- Bangladesh requires a greater influx of Foreign Direct Investment (FDI) to achieve its development vision whereas China has the potential to invest in Bangladesh.
- To increase export from RMG for Man-made fiber it is required modern technology on compost technology so we have to invite Chinese investors to invest in Bangladesh to produce products and export to various countries including China.
- China has a USD 350 billion RMG market but Local factories in China cannot supply clothes at the chief price that we can because their production cost is higher than ours.
- Taking the foreign investment-friendly policies of Bangladesh China into aacount, consider expanding its investment portfolio in Bangladesh beyond the Cotton Made RMG and Textile sector Such asHigh value-added textile (man-made fabric), Light engineering, Hi-technology, Climate adaptive Agriculture, Electrical & electronics, Semiconductor, Maritime Infrastructure, Shipbuilding and Footwear.

Table A1.4 Merchandise imports by HS section and major HS chapter/heading, 2018-23

- If we disregard the RCA (Revealed Comparative Advantage), there are some known potential products among 40 HS lines including Fruits like-Guava, Lemon. Other - Black tea, Capsicum, Potato flakes, Vegetable fats, Industrial monocarboxylic fatty acids, Rubber inner used in bicycle, Jacket, Trouser, Leather footwear, Float glasse, Mirror etc.
- Other promising products would also be exported-Leather and leather products, IT services, Marine fish.
- Agro products-Mango, Jackfruit, Shrimp, Crab, Eel fish, Shrimp, Chicken leg, Feather, Bull stick, Cow and Bull horn etc.

Observed Limitation and Recommendation from DCCI toenrich the Business Ready Index- 2024 Report

Why should economies be Business Ready?

Limitation

- Focus on National Level: The index typically provides a national-level overview, which will overlook significant regional and local differences within a country. Local preparedness can vary widely, and national averages will not accurately reflect these variations.

Recommendation

Incorporate Regional and Local Analyses

- Provide more granular, sub-national analyses to capture regional and local variations in business readiness. This can help identify specific areas that may require targeted interventions.

The approach- Reform advocacy; Policy guidance; Analysis and research

Recommendation

- Provide clear and actionable policy recommendations based on the index findings.

Increase Transparency and Methodology Clarity

- Conduct sensitivity analyses to show how changes in specific indicators or assumptions might impact the overall rankings.
- Include detailed case studies from diverse regions, showcasing best practices and lessons learned from different local contexts.

The B-READY 2024 Report: Summary results
Limitation

- The index primarily focuses on the formal economy, potentially underrepresenting the challenges faced by businesses in the informal sector.
- Small and medium-sized enterprises, which form the backbone of many economies, are not adequately represented.
- There is a potential bias in the selection of indicators, which may reflect the priorities of the World Bank or other international organizations rather than the specific needs and contexts of the countries being assessed.
- While the index aims to inform policy, its use in decision-making can be limited if local governments or stakeholders do not have the capacity or resources to act on the findings. Additionally, over-reliance on the index could lead to policy decisions that prioritize areas with higher scores while neglecting less visible but critical issues.

Recommendation
Enhance Data Quality and Coverage

- Incorporate data from a wider range of sources, including local governments, NGOs, and private sector organizations, to improve the accuracy and comprehensiveness of the index.
- Involve local stakeholders in the development of the index to ensure it reflects the realities on the ground. This could include consultations with local businesses, community leaders, and policymakers.
- Offer training and resources to local governments and businesses to help them better understand and utilize the report's findings.
- Tailor the report's recommendations to be more actionable for policymakers, with clear steps that can be taken to improve business readiness in specific areas.

B-READY presents 10 topic scores
Limitation

- The index does not include all relevant indicators of resilience, particularly those related to socioeconomic factors like the impact ofclimate change, infrastructure etc.

Recommendation

- Expand the index to include social and environmental factors that impact business readiness, such as social equity, environmental sustainability, community resilience etc.
- Assess the resilience of supply chains, particularly in the face of global disruption like pandemic or geopolitical tension.
- Include indicators that assess businesses' readiness to leverage digital technologies, including cybersecurity, digital literacy, and access to digital infrastructure.

Pillar scores
Limitation

- The index aggregates various factors into a single score, which can oversimplify the complexity like disaster risk and preparedness. This can mask important nuances and local contexts that are crucial for understanding a country's true resilience.

Recommendation

- Not all indicators have equal importance. Assign weights to each indicator based on their impact on business readiness. Each key indicator may have sub-indicators that provide a more granular view.

Planned B-READY rollout
Limitation

- The index relies heavily on available data, which can vary significantly in quality and coverage across countries. Developing countries, in particular, may have incomplete or outdated data, leading to less accurate assessments.

- The index may not capture real-time changes in the business environment, for example, data collection and analysis can take time as in B-READY 1- only 50 countries are included.

Recommendation

- Utilize real-time data and satellite imagery to update assessments regularly, allowing for more dynamic tracking of changes in business readiness and resilience.
- Utilize digital platforms for data collection, analysis, and dissemination to improve efficiency and accessibility.

Notes on the selection of economies for the first three B-READY Reports

Limitation

- Relevant stakeholders are not informed regarding the B-Ready report. Bangladesh ranked 29th but World Bank did not contact the relevant authority to take any information before preparing the report.

Recommendation

- Independent Review Process: Implement an independent review process to assess the methodology and findings of the index.
- Consider publishing annual updates or a mid-year review to keep the report relevant and responsive to fast-changing global conditions.

Other overall recommendation

- Establish a feedback mechanism where businesses and policymakers can provide input on the report's findings and suggest areas for improvement.
- Employ advanced data visualization techniques to make index findings more understandable and engaging.
- Establish clear guidelines to manage potential conflicts of interest among data collectors and analysts.
- Evaluate the impact of the B-READY index on policymaking and business environment improvements.
- Conduct in-depth regional analyses to identify specific challenges and opportunities.

DCCI Recommendation on Innovation and Intellectual Property Policy and Strategy for Bangladesh

Chapter 2: Vision, Mission, Objectives

- Internalization of the IP with access to health care, food security and human development.
- Extend the mission of developing IP for environmental protection.
- Without specifically mentioning about TRIPS, the Policy can mention that the Policy will try to comply with the international rule- based system as much as possible.
- Integrated IP with the long- term plan- promoting human capital development and improving the services of the quality of health.
- Create a necessary arrangement to engage women in innovation and women entrepreneurship.
- Promoting the Pharmaceuticals industry to reduce the use of pharmaceutical ingredients (API) imports rather than innovate own ingredients.

Chapter 3: Policy Guiding Principles(Strategies)

- Identify and prioritize target inventor and creator groups, develop specialized programs to meet their needs, and provide resources to enable them to create IP assets and use them for their own and social good.
- Conduct a thorough IP audit or baseline survey in various sectors in collaboration with stakeholders.

Chapter 4: Goals and Strategies

Goal 1: Enhance IP awareness and encourage creativity and innovation

- Encourage every industry to build research departments and maintain financing for R&D for industrial development.
- Probable gains of becoming aware of IP and the targets of SDGs to be achieved through IPRs should be emphasized while designing awareness-raising programs.
- Launch associated campaign on electronic, print and social media, including by linking the campaign with other national initiatives.
- Reaching out to IP creators and holders who are less visible and silent, particularly in rural and distant areas.
- Including case studies of the successful use of IPRs in campaigns and encouraging multinational corporations and other large corporations to create IP programs for their staff member.

Goal 2: Modernize IPR administration

- Set up multiple IP offices across the country.
- Increase manpower and skilled labour.
- Establish a central IP office bringing all IP offices under one umbrella.
- Data exchange between the IP office and the development of a single database system.
- Augment manpower, initiate capacity building program, Modernize further the physical and ICT infrastructure.

Goal 3: Create IP and derive economic and commercial benefits.

- Encourage entrepreneurs, MSMEs, and start-ups to acquire and exploit IPRs abroad.
- Develop an appropriate methodology for the valuation of IP
- Providing financial assistance to less power IP owner or creator groups, such as farmers, weavers, artists, craftsmen, artists, etc
- Mechanism to connect the academic institution and innovators, synergizing the actives of IP facilitation centres with the industry, especially industrial clusters.
- Creating a public platform to function as a common database of IPRs to help creators and innovators.
- Connect to potential users, buyers and funding institutions.
- Launch a feasibility study for an IPR exchange.
- Promote cross-sector partnerships between the public, business, academic, and non-governmental sectors to provide access to affordable medications and other healthcare solutions.
- Make an effort to lessen reliance on pharmaceutical ingredients (API) imports by encouraging the production of APIs in our country and revitalizing public sector business in the healthcare sector.

Goal 4: Strengthen the legal framework

- Engage constructively in the negotiation of international treaties along with the multi-stakeholder's consultation.
- Promote IP enforcement to protect biodiversity and environmental degradation.
- Review and update IP-related rules, guidelines, procedures and practices for clarity, simplification, streamlining, transparency and time-bound processes in the administration and enforcement of IP rights.
- The interplay between IP laws and between IP laws and other laws to remove ambiguities and inconsistencies.

Goal 5: Foster respect for IPR

- Strengthen the task force by bringing relevant issues-strong measures against attempts to treat generic drugs as spurious or counterfeit and stringent measures to curb the manufacture and sale of misbranded, adulterated and spurious drugs.
- Establishing IP cells in close cooperation with state governments to curb IP offences.
- Transferring balance legal power to the DPDT (Department of Patents, Designs and Trademarks) and copyright office to take measures against the offence.
- Building infrastructure and capacity building to check the proliferation of digital crimes.
- IP practices that may have an adverse effect on competition will be considered, making coordination with the Competition Commission of Bangladesh.

Goal 6: Protect, promote and manage Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions (TK & TCEs) and genetic Resources

- Give researchers and innovators advice on the national priority areas to focus on, such as energy, food security, healthcare, biotechnology, nanotechnology, agriculture, data analytics etc. as well as on specific industries like pharmaceutical, light engineering, plastic, RMG, ICT etc.
- Bringing the handmade and informal sector manufacturing items into the protection.
- Direct and indirect tax benefits for promoting innovation and R&D.
- Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) is required to establish.
- Promote innovation in the agriculture and fishing industries by using IP to produce more sustainable agricultural products.
- Encourage the registration of Geographic indications (GIs) by providing financial support to institutions; support for GI producers' development and maintain acceptable quality standards; and improve marketability.

Chapter 5: Implementation of National Innovation and Intellectual Property Policy 2018

A. Time frame for implementation

- A central monitoring cell is required to assess the activities designed within the time frame.
- Review the time frame, extend or develop the new time frame, and carry out the tasks in priority order.
- A well-planned guideline is required to design to implement the plan on time.

B. Institutional arrangements

- Enforcement to implement the meeting twice a year and publishing the periodic review of the Policy works of implementation and taking the decision based on the assessment of the periodic review.
- The council should review each of the objectives, one by one to show which objectives are left behind and which ones require more work.
- Need a separate sectoral innovation development implementation committee with members from the public and private sectors.
- A transparency mechanism should be developed for meetings. The council may consider producing a report consisting of the update of the meeting and the report should be disseminated among all the stakeholders and published on the website of relevant organizations.
- Provision for the involvement of women in the council.

C. Popularization of the Policy

- Create online and distant learning courses on intellectual property for all user groups, and improve IP instruction in public universities and skill-development centres.
- Encourage and support female creators, innovators, entrepreneurs, practitioners, teachers and trainers in building their capacities.

E. Monitoring, Evaluation and review of the National Innovation and Intellectual Property Policy 2018

- Increase the activities of the National IP Council.
- Regular consultancy with the IP expert, Business chamber, association and relevant stakeholders.

Time Bound Action Plan for implementing National Innovation and Intellectual Property Policy 2018

- Revisiting the time-bound action plan, evaluating how the plan will be implemented, and prioritizing the plan by extending the time range.
- A central monitoring cell is required to assess and monitor the activities of the implementation body.

In addition to the above-mentioned recommendations, following general initiatives should be taken:

- Bangladesh Intellectual Property Organization (BIPO) is required to be established as early as possible to bring all IP offices into a single umbrella.
- The National Institute of Intellectual Property (NIIP) is required to be established to promote and manage the resources used in developing new ideas and creative items.
- Reform and automation of DPDT (Department of Patents, Designs and Trademarks).
- Bangladesh needs to fully integrate into a global Intellectual Property Rights (IPR) protection system as It can facilitate Bangladeshi IPs by filing a single application.
- Establishment of the Technology transfer organization (TTO) and Technology and Innovation support centres (TISCs).
- Highlight the need for the National and Sectoral Council on Innovation and IP to be active in Policy implementation.
- Encourages every industry to reinvest a percentage of its profits into innovation and R&D.
- Establishment of the National Innovation Fund (NIF), and increase the allocation of national budget for R&D.
- Need Integrated National IP Office and database.
- Establishing an integrated database by combining the data available in the current IP office.
- Facilitating the dissemination of IP information among stakeholders by utilizing the entire collection of the WIPO database.
- Timely adaptation of the 4th industrial revolution.
- A detailed study with the concerned Ministries on the place of reservation for the international registration systems.

- Required more Capacity building programs and initiatives.
- Implementing awareness programs on IP promotion and protection.
- Commercialization and valuation of IP for IP based industrialization.
- Developing educational curriculum for IP.
- Coordination among the Ministries is essential, for the development of IP and the implementation of IP protection.
- Implementation of Copyright law.
- The activities and responsibilities of the National Council on Innovation and IP should be more specific.
- The Patent Act 2022 should be amended in line with the changing scenario of LDC graduation.

Observation and recommendations from DCCI on the Action Plan to promote man-made fiber-based apparel export

As Bangladesh's RMG industry becomes increasingly saturated with cotton-based apparel, it is imperative for manufacturers to diversify into non-cotton apparel, particularly man-made fibre (MMF), to sustain the country's position as the world's second-largest RMG exporter. Global demand for MMF-based clothing is rising, driven by a shift toward recyclable raw materials and high-value, sustainable apparel.

Diversifying into MMF is crucial for expanding Bangladesh's export portfolio. If the industry's current challenges are addressed, Bangladesh's MMF apparel exports could soar to USD 19 billion by 2025, up from the current USD 8.5 billion. To seize the opportunity in MMF apparel, the Economic Relations Division developed a Time-bound Action Plan to promote man-made fiber-based apparel exports. In light of the progress made under this action plan, the following recommendations from DCCI are provided for further improvement.

Observation and Recommendation

1. **Uniform fibre import policy: Allow zero duty on imports of all fibres.**

   Observation- Initiative has been taken fromGovernment plans to reduce the import duty on 18 types of non-cotton fibers from the current 10% -31% to 1%. In FY 2024-25 government has reduced import duties on MMF raw material polypropylene yarn from 10% to 5%.

2. **Ensuring fibre security and Simplify the duty drawback process**

   Observation- The government is implementing the new Customs Act-2023 aligned with international best practices and a simplified goods clearance process. The key feature of the new act is the introduction of "self-clearance", which allows businesses to release goods without customs assessment, provided they declare them under a specific method.

3. **Improving logistics facilities**

   Observation- Discriminatory policies, infrastructural bottlenecks, weak trade logistics, and long lead times are major obstacles to boosting MMF apparel exports.

4. **Establish investment fund for MMF-based RMG and textile factory**

   Observation- Investment in man-made fibers in Bangladesh remains low, largely due to limited financial access and the country's traditional focus on cotton fiber trade and production. Currently, total investment in this emerging sector is just around BDT 70 billion.

   Recommendation- There is a need to establish an investor-friendly framework that facilitates access to external commercial debt and foreign direct investment by streamlining the approval process.

5. **Improving business environment to attract FDI and Modernise technology in MMF-based RMG and textile industry**

   Observation- To enhance the MMF backward linkage, Bangladesh is collaborating with Chinese engineering firms to locally manufacture PET and PSF chips.

   Recommendation-By collaborating with Chinese engineering industries, Bangladesh can adopt advanced technologies and enhance skill transfer to strengthen the production of MMF-based garments. Establishing joint ventures with international brands and retailers will attract foreign direct investment (FDI) while facilitating necessary investments in automation, digitalization, and resource-efficient technologies.

6. **Ensure reliable and sustainable power supply**

   Observation- The industry has been experiencing disruptions in gas and electricity supply for the last few years. Low gas pressure had severely disrupted production, with 70-80% of mills running at around 40% capacity.

   Recommendation- The government may ensure uninterrupted gas and electricity and take necessary steps to mitigate the situation.

7. **Promote circular economy to enhance sustainability, green and eco-friend production**

   Observation- Only six local mills in Bangladesh currently produce recycled yarn for export, primarily due to the high setup costs associated with recycling units, which can require investments of up to USD 10 million to produce approximately 15 tonnes of recycled yarn daily.

   Challenge-The limited availability of raw materials is a significant barrier to the growth of recycled fashion in Bangladesh. The country does not generate enough clothing and fabric waste to meet the required quantity for producing recycled garments.

8. **Secure favourable market access after LDC graduation**

   Observation- Bangladesh holds a global market share of over 18% in cotton apparel. In contrast, while approximately 60% of the global apparel market consists of non-cotton or man-made fiber (MMF)-based products, Bangladesh accounts for only about 5% of that market.

   Recommendation- Addressing policy-induced export disincentives is essential for achieving export diversification.

9. **Modernise technology in the MMF-based RMG and textile industries**

   Observation- The RMG sector of Bangladesh is confined to low-value production of basic garments, limiting its growth and competitiveness in a market that demands high-value, sustainable products.

   Recommendation- Investing in cutting-edge technologies such as automation and robotics can greatly improve efficiency, lower production costs, and enhance product quality.

10. **Enhance the management capacity of MMF-based industries**

    Observation- The lack of a skilled workforce significantly hampers efficiency and productivity.

    Recommendation- To enhance the management capacity of MMF-based industries, Enterprise-Based Training (EBT) may be introduced.

11. **Capacity building to expand skill training programmes**

    ObservationThe RMG and Textile Industry Skills Council (RTISC) is developing a skill-building curriculum tailored to meet the evolving needs of the industry.

    Recommendation- May emphasize Industry-based training (IBT) to instill the spirit of skill building in the workforce on factory floors.

12. **Invest in R&D in MMF-based sectors**

    Observation -The country's R&D infrastructure is still in its nascent stage, with few dedicated research institutions and laboratories focusing on textile and apparel technology.

13. **Formulate policy regarding market research and export strategy**

    Recommendation- China's garment industry decline presents a significant opportunity for Bangladesh, but to capitalize on it, there is a need for increased investment in research and development (R&D) and product development. Additionally, formulating policies focused on market research and export strategies is essential.

14. **Private sector entrepreneurs should collaborate with domestic and international firms to address firm-level constraints.**

    Observation- Online presence through e-commerce platforms enhances the visibility and branding of Bangladesh's garment industry.

    Recommendation- Manufacturers should leverage digital marketing strategies to showcase their products to a vast and diverse audience.

Recommendation of Dhaka Chamber on the Draft Logistics policy

1. **Increasing the Area of this Policy:** This policy explicitly outlines its scope to encompass the logistics sector and its subsectors. However, considering the expansive nature and extensive network of the logistics sector in Bangladesh, it is crucial to broaden the policy's coverage for comprehensive integration and coordination. For example, working with multiple ministries.

2. **Usage of AI and Robotics in the logistics sector:**

- Objective 4 of the National Logistics Policy outlines the commitment to establish a policy that harnesses technology for automating and digitizing logistics management. This includes implementing a state-of-the-art tracking and tracing system.
- We strongly recommend the integration of AI and robotics to boost efficiency in time management and service delivery. This strategic move enhances the overall effectiveness of the logistics framework, ensuring a seamless supply chain management. (Objective 4)

3. **Establishing a central authority:** The national logistics policy may establish a central authority for coordination and implementation, monitoring and evaluation system prioritizing capacity building in the sector as a key national development objective. The National Logistics Policy should describe the institutional framework to ensure better coordination among the ministries. (Chapter 5- Infrastructure development in Logistics sector)

4. **Aligning the academic curriculum:** To develop a successful national logistics policy in Bangladesh, it is essential to harmonize the education system with international standards, taking into account the specific requirements of the logistics sector. Modernizing the curriculum is imperative for comprehensive logistics education and training. (Chapter 6- Logistics sector and Trade facilitation)

5. **Public Private collaboration on skills development:**

- Establish a policy to enhance coordination and collaboration between public and private logistics training institutions, optimize existing capacities, prioritize collaboration, create new specialized training centers and ensure the availability of trainers and infrastructure for effective skill development.
- Formulating the National Logistics Policy should include acknowledging past experiences, promoting reskilling, emphasizing advanced training, encouraging apprenticeship, and fostering public awareness of diverse skill development. (Chapter 6- Logistics sector and Trade facilitation)
- The national logistics policy should prioritize raising public awareness about the importance of skills in the sector. Conducting sub-sector surveys and research will assist in evaluating the existing logistics workforce, projecting future demand, and assessing the supply of skilled human resources. (Chapter 6- Logistics sector and Trade facilitation)
- Ensure vocational training for smooth logistics management operations, with a specific focus on addressing sector-specific needs.

6. **Railway sector development:**

- Establish a dedicated railway fund to ensure a sustainable and predictable source of funding for maintenance, modernization and expansion projects. Explore innovative financing models, such as green bonds, to fund environmentally friendly initiatives.

7. **Investment in logistics infrastructure:**

- Infrastructure investment needs to be enhanced aiming at trade related logistics infrastructure connectivity to elevate trade competitiveness. Innovative investment approaches with tax cut options for private sector encouragement are needed in the given policy.

খসড়া বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (শিল্প) নির্বাচন নীতিমালা, ২০২৩- ডিসিসিআই-এর প্রস্তাবসমূহ

প্রস্তাব:

ছ) কোন ব্যক্তি শিল্পমন্ত্রণালয়ের অধীনে শিল্পসংক্রান্ত কোনও পুরষ্কার পেলেও তাকে সিআইপি (শিল্প) হিসেবে যোগ্য বিবেচনা করা উচিৎ কারণ পুরষ্কার একটি অনন্য সম্মান কিন্তু সিআইপি (শিল্প) সম্মানের সাথে সাথে তার মেয়াদকালে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ফলে বিষয় দুটি ভিন্ন। তবে কেউ অন্য মন্ত্রণালয় হতে সিআইপি হলে সিআইপি (শিল্প) হিসেবে বিবেচিত হবেন না।

প্রস্তাব:
জ) ০২ (দুই) বছরের পরিবর্তে ১ (এক) বছর উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি:
নতুন ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি পুরাতন যোগ্য ব্যবসায়ীরা আবার সিআইপি হবার সুযোগ পাবে।

প্রস্তাব:
(৩) অনিচ্ছাকৃত ভুল তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে (যাচাই বাছাই করে যদি প্রতীয়মান হয়) ভুল সংশোধনের জন্য সময়সীমা প্রদান করে পুনরায় আবেদন করার সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি এই ধারায় উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি:
সিআইপি (শিল্প) আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বেশিরভাগ ব্যবসায়ী অবগত না থাকার ফলে তারা অনেক ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত ভুল তথ্য প্রদান করে ফেলে। ফলে পরবর্তীতে তারা আর আবেদন করতে পারেনা এবং সিআইপি হতে নিরুৎসাহ বোধ করে।

প্রস্তাব:
ক) প্রাথমিক বাছাই কমিটি ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটিতে ঢাকা চেম্বারকে সদস্য করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি:
ঢাকা চেম্বার বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ বাণিজ্য সংগঠন, যা মূলত CMSME খাতের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই ঢাকা চেম্বার-এর সভাপতিকে প্রাথমিক বাছাই কমিটি ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হলে এইখাতের ব্যবসায়ীরা সিআইপি হতে আগ্রহী হবে, পাশাপাশি এইখাত হতে আবেদনকারীর হার বৃদ্ধি পাবে এবং নীতিমালা প্রয়োগ সহজ হবে।

প্রস্তাব:
০৯। ক ও খ শিল্পের প্রকৃতি বিবেচনা করে শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ESG (Environmental, Social and Governance) এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান ESG অনুসরণ করছে তাদেরকে এই ধারার প্রেক্ষিতে পূর্ণ নম্বর দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। যেসকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ESG অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই তাদেরকে যৌক্তিকভাবে নম্বর প্রদান করা যেতে পারে।

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি:
ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ফলে পরিবেশগত ও সামাজিক ক্ষতিকর প্রভাব কমানোর জন্য WTO বিশেষভাবে ESG অনুশীলনের প্রতি গুরুত্বারোপ করছে। এ কারণে LDC graduation পরবর্তী সময়ে ESG Framework পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রস্তাব:
বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণব্যক্তি (সিআইপি) শিল্পপুরস্কারের জন্য নম্বর বন্টন ক্রাইটেরিয়া (গ), (২) ক্ষুদ্রশিল্প, মাইক্রোশিল্প, কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে অডিট রিপোর্টের বিষয়টি ছাড় দেওয়া যেতে পারে। এর পরিবর্তে কম্পিউটারে সংরক্ষিত ডাটা অথবা লিখিত ডকুমেন্টেকে বিবেচনা করার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি:
বাংলাদেশের বেশিরভাগ ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির শিল্প ব্যবসায়ীদের অডিট রিপোর্ট প্রস্তুত করার মতো সক্ষমতা নেই এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৫ সালের ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত CMSME-এর জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন সংরক্ষণের নিয়ম শিথিল করেছে।

প্রস্তাব:
নীতিমালাটিতে সাধু ভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি:
চলিত ভাষা সকলের সহজবোধ্য যার ফলে নীতিমালাটি বুঝতে সুবিধা হবে।

প্রস্তাব:
সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ধারা নীতিমালাতে সংযোজনের জন্য সুপারিশ-বাংলাদেশে বসবাসরত বিদেশী যারা FDI এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তদেরকে রাষ্ট্রীয় প্রটোকল ও নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা সিআইপি মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টি নীতিমালাতে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি:
সারা বিশ্বে বাংলাদেশ সম্পর্কে ব্যবসায়িক ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে এবং বিদেশীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহী হবে।

প্রস্তাব:
শিল্পখাতে অবদানের সাপেক্ষে ট্যাক্স কার্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে সিআইপি (শিল্প) হিসেবে নির্বাচিত করার জন্য নীতিমালাতে একটি ধারা যুক্ত করা প্রয়োজন।

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি:
দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রধান হাতিয়ার রাজস্বকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ট্যাক্স কার্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং তাদের মাঝে অনেকেরই শিল্পখাতে অবদান রয়েছে। এ সকল ব্যক্তিদের সিআইপি (শিল্প) হিসেবে নির্বাচিত করা হলে এইখাতের ব্যবসায়ীরা করদানে আরও উৎসাহী হবেন এবং এইখাত হতে আরও অধিক রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হবে বলে মনে করছি।

প্রস্তাব:
নীতিমালা ও সিআইপি-এর আবেদন প্রক্রিয়া বোঝার সুবিধার্থে সর্বস্তরের ব্যবসায়ীদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানোর বিষয়টি নীতিমালাতে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি:
দেশের বেশিরভাগ ব্যবসায়ী এই নীতিমালা ও আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত নয়।

প্রস্তাব:
ভবিষ্যতে সিআইপি (শিল্প)-এর আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনে করার বিষয়টি নীতিমালাতে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি:
সিআইপি (শিল্প) আবেদন প্রক্রিয়া জটিল হওয়ার কারণে অনেক ব্যবসায়ীযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আবেদন করেনা। আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনে হলে সহজে ব্যবসায়ীরা আবেদন করতে পারবে এবং আবেদনকারীর হার বাড়বে।

রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ ডিসিসিআই'র প্রস্তাবসমূহ

ধারা ১.৫

- নীতি সহায়তার ক্ষেত্রে মাঝারি শিল্পউদ্যোক্তাদেরকে (গ) ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তাদের থেকে আলাদা রাখা এবং কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে এই ধারাতে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরী।

ধারা ২.৩.৩; ২.৩.৪; ২.৩.৫

নিম্নের কমিটি গুলিতে ঢাকা চেম্বার কে সদস্য করার জন্য সুপারিশ

২.৩.৩ রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি।

২.৩.৪ রপ্তানি নীতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি।

২.৩.৫ রপ্তানি নীতি বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ও পরীক্ষণ কমিটি।

ঢাকা চেম্বার বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ বাণিজ্য সংগঠন, যামূলত CMSME খাতের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই ঢাকা চেম্বার-এর সভাপতিকে রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি, রপ্তানি নীতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি, রপ্তানি নীতি বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ও পরীক্ষণ কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হলে এইখাতের ব্যবসায়ীরা নীতিমালা বাস্তবায়নে ও দেশের রপ্তানিখাত বৃদ্ধিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

ধারা ৬.৬

- যে সকল রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্য EPB এর HS কোডের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা নেই তা অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা জরুরী।

সপ্তম অধ্যায়

রপ্তানি সম্প্রসারণে সহায়ক পদক্ষেপ

- দেশের রপ্তানির পরিবেশ সৃষ্টি ও রপ্তানির হারকে বাড়ানোর জন্য উচিত, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, হাইটেক পার্কগুলিকে পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত করার বিষয়টি উল্লেখ করা জরুরী।

৬.৫ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ও বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতসমূহে প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা

- হালাল সার্টফিকেশনসহ রপ্তানির ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেশনের সহজলভতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।
- Made in Bangladesh branding এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

ধারা ২.৩.৬

- মুক্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় দেশের সাথে পার্টনারশিপের বিষয়টি উল্লেখ করা।

ধারা৭.২৭

- রপ্তানির ক্ষেত্রে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

ধারা ৭.৮.৭

- রপ্তানির ক্ষেত্রে ডলারের বিকল্প বাজার খোঁজার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

ধারা ৭.৮.১১

- ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প উদ্যোক্তারা গ্রাম পর্যায়ে ডকুমেন্টের ঝামেলামুক্ত মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ঋণ প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

ধারা ৭.১৮.২

- আন্তর্জাতিক মানের পরীক্ষাগার নির্মাণের বিষয়টি উল্লেখ করা জরুরী।

ধারা ৭.২০

- রপ্তানিখাতের সমস্যা সমাধানে ও বাজার বৈচিত্রতা কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।
- নীতিমালাটি কার্যকর ভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি Action plan সংযুক্ত করা জরুরী।

অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ সৃজনে বিদ্যমান খাতভিত্তিক ও সাধারণ প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে প্রস্তাবিত ডিসিসিআই-এর প্রস্তাবসমূহ

তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য প্রস্তাব:

- ব্যবসায়িক মডেল পুনর্মূল্যায়ন করে বাজার সম্প্রসারণ, পণ্যবৈচিত্র্যকরণ, মূল্যসংযোজন ও কাঁচামালের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।
- নন-কটন যা সিনথেটিক, ম্যানমেড ফাইবার ও পলিয়েস্টার, ভেজিটেবলফাইবার, অ্যানিমেল ফাইবার ভিত্তিক-এর ব্যবহার বৃদ্ধিতে নীতিগত সহায়তা প্রদান করতে হবে।

- রপ্তানির ক্ষেত্রে ফ্লোরপ্রাইস নির্ধারণ করতে হবে, যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট মূল্যসীমার নিচে পণ্য রফতানি করা যাবেনা।
- আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্স সুরক্ষা নিশ্চিত অতিজুরুরি বলে মনে করছি।
- প্রযুক্তিগত টেক্সটাইল এবং high value-added পণ্যের উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে R&D কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

চামড়া শিল্পের জন্য প্রস্তাব:

- লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (LWG) সার্টিফিকেট প্রাপ্তির জন্য সাভার ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে (এসটিআইই) পরিবেশগত, সামাজিক এবং গুণমান (ESQ) নিশ্চিত করতে হবে।
- পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির প্রচলন করতে হবে।
- স্থানীয় লিড সনদ প্রাপ্ত গ্রীণ কারখানাগুলোতে (Leed-certified green factory) প্রণোদনা সুবিধা প্রদান করতে হবে।
- Reskilling ও Up skilling এর মাধ্যমে এই সেক্টরে আরো দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে হবে।
- লেদার এবং নন-লেদার ফুটওয়্যারের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প গড়ে তুলতে নীতিগত সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্স সুরক্ষা নিশ্চিত অতিজুরুরি।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের জন্য প্রস্তাব:

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আধুনিকীকরণ এবং উন্নত প্রযুক্তি (যেমন: CAD/CAM, অটোমেশন এবং রোবোটিক্স) একীভূত করার মাধ্যমে প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে হবে।
- এন্ট্রি লেভেল ও মিড লেভেল জনশক্তির জন্য প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- কাঁচামাল আমদানি সহজকরার জন্য জগএ শিল্পের ন্যায় Bonded Warehouse সুবিধা চালু করা জরুরী।
- স্থানীয়, রপ্তানিকৃতপণ্যের গুণমাননিয়ন্ত্রণ এবং এন্টি-ডাম্পিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে যুগোপযোগী প্রশিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি তৈরির পাশাপাশি গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- স্থানীয় শিল্পের চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা কমাতে হবে।
- এফডিআই-এর মাধ্যমে হালকা প্রকৌশল শিল্প পণ্যগুলোতে উচ্চ-মূল্যসংযোজনের সুযোগ তৈরি করতে হবে।
- অন্যান্য উন্নত দেশের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং মডেল অনুসরণ করতে হবে।
- মুন্সিগঞ্জের লাইটি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্কে প্লটবরাদ্দের জন্য সরকারকে পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় ভর্তুকি দিতে হবে।

ঔষধ শিল্পের জন্য প্রস্তাব:

- এ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে দ্রুত উৎপাদন পক্রিয়া শুরু করতে হবে ও বর্তমান সংকট নিরসনে নতুন এপিআই-এর বাজার খুঁজে বের করতে হবে।
- এলডিসির কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশে যে ঔষধগুলো উৎপাদিত হয় ২০৩৩ সালের আগে সেগুলির পেটেন্ট প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।
- নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্যের জন্য আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সাথে PTA করতেহবে।
- গুরুত্ব বিবেচনায় ঔষধ উৎপাদন খাতের জন্য এলসি খুলতে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

কৃষি এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য প্রস্তাব:

- উন্নত জাতের সরবরাহ বৃদ্ধি, গুণগতমানসম্পন্ন নিরাপদ সবজি-ফল উৎপাদন, প্যাকেজিং হাউজের কার্যকর ব্যবহার, বিমানে কৃষিপণ্য রফতানির ক্ষেত্রে জায়গা বৃদ্ধি, কৃষিপণ্যের জন্য বিমানবন্দরে পৃথক গেট ও স্ক্যানার মেশিন স্থাপন, বিমানবন্দরের হিমাগারের সক্ষমতাবৃদ্ধি, বিমানভাড়া যৌক্তিক পর্যায়ে আনা, post-harvest ক্ষতি কমানো, দেশে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পরীক্ষাগার (অ্যাক্রিডিটেড ল্যাব) তৈরি করতে হবে।
- স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারির (এসপিএস) আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্সের সুরক্ষার জন্য কৃষক থেকে শুর করে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বাড়ানো অতি জরুরি।

প্লাস্টিক শিল্পের জন্য প্রস্তাব:

- ব্যবহৃত প্লাস্টিকের অগমেন্টেডরি সাইক্লিং কাঁচামাল আমদানির পরিমাণ হ্রাস করবে, উদ্যোক্তাদের নিটমুনাফা বাড়াবে ও শিল্পটি পরিবেশ বান্ধব হয়ে উঠবে।
- পণ্যে বৈচিত্র্য আনতে হবে এবং মান বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্রান্ডিং করতে হবে।

- অগমেন্টেড রিসাইক্লিংও পণ্যের বৈচিত্রের জন্য নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে সার্বিক নীতি সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্স সুরক্ষা নিশ্চিত অতি জরুরি বলে মনে করছি।

পাট ও পাটজাত শিল্পের জন্য প্রস্তাব:

- নতুনজাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে পাটের ফলন ও গুণমান উন্নতকরতেহবে।
- মধ্যপ্রাচ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ অন্যান্য দেশে রপ্তানি বাজারকে সম্প্রসারণের জন্য উন্নতমানের বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদন করতে হবে।
- নীতি সহায়তার মাধ্যমে কাঁচা পাটের দামের স্থিতিশীলতা প্রয়োজন।
- গবেষণা, পণ্যে উচ্চ-মূল্যসংযোজন ও নকশার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- EDF (Export Development Fund)-এর মতো একটি বিশেষ তহবিল প্রয়োজন যা পাট খাতের প্রবৃদ্ধি সহায়তায় প্রয়োজন অনুসারে ঋণ দিতে পারে।
- এ খাত থেকে উৎসে কর প্রত্যাহার করতে হবে এবং ও অ্যান্টি-ডাম্পিং ডিউটি সরাতে কূটনৈতিক উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

আইসিটি খাতের জন্য প্রস্তাব:

- ইন্টারনেটের গতি, ডেটা সেন্টারের সংখ্যা, 4IR প্রযুক্তি সম্পর্কিত কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নে পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত উন্নয়ন অতিদ্রুত নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- BHTPA (Bangladesh Hi-Tech Park Authority)-এর অধীনে হাই-টেকপার্ক গুলির নির্মাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।
- ই-পরিষেবা সহজতর করার জন্য উন্নত ইন্টারনেট পরিষেবা নিশ্চিত করতে হবে।
- FDI আকর্ষণ করার জন্য শক্তিশালী এবং কার্যকর IP নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- নগর ও গ্রামে Digital Divide দূর করার জন্য আইসিটি সেক্টরে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- "স্মার্ট বাংলাদেশ" বিনির্মাণে বাস্তবমুখী নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

আর্থিক খাতের জন্য প্রস্তাব:

- খেলাপি ঋণ কমাতে সরকারকে দ্রুত খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিল এবং ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- মুদ্রানীতির কঠোর বাস্তবায়ন ও বাজার ব্যবস্থাপনার মাধমে মূল্যস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- রেমিট্যান্স প্রবাহকে সচল রাখার জন্য হুন্ডি চক্র দমনে তদারকি বাড়াতে হবে।
- ব্যাংক ঋণের ১০% ক্ষুদ্র খাতের ব্যবসায়িদের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে।
- অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে।
- "স্মার্ট অর্থনীতি" বিনির্মাণে দ্রুত ডিজিটাল ব্যাংক বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।
- অডিট রিপোর্টের সক্ষমতা বিবেচনা করে সম্ভাবনাময় ব্যবসায়ীদের বিদেশে বিনিয়োগ সম্প্রসারণে নীতগত সহায়তা সুনিশ্চিত করা অতি প্রয়োজন।
- ডিজিটাল ব্যাংক দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে হস্ত ও কারুশিল্প থেকে শুরু করে কটেজ, মাইক্রো, ছোট শিল্প কে বিনা শর্তে লোন দেওয়ার জন্য সুপারিশ করছি।
- সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অর্থনীতবিদ, থিংকট্যাংক, গবেষণাসংস্থা, চেম্বার বা এসোসিয়েশনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করার জন্য সুপারিশ করছি।

অন্যান্য সাধারণ প্রস্তাব:

- বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য দেশে বিনিয়োগ নীতিমালা প্রয়োজন।
- জিডিপির ৬-৮% অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন নিশ্চিত করার জন্য অগাধিকারের ভিত্তিতে প্রধান অবকাঠামো প্রকল্পগুলো তালিকাভুক্ত করতে হবে এবং পিপিপি মডেল অনুসরণ করতে হবে। তাছাড়া, G2G (Government to Government) পর্যায়ে আরো পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় সকল সুযোগ সুবিধা বিডার ওয়ান স্টপ সার্ভিসে কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- প্রশাসনিক জটিলতা হ্রাস ও বিনিয়োগ বান্ধব প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- বিনিয়োগকারী এবং সর্বসাধারণের জন্য আইন ও নীতিগুলোকে আরও সহজবোধ্য ও স্থিতিশীল করতে হবে এবং এর অনুশাসন বাস্তবায়ন করতে হবে।
- দক্ষ জনশক্তি বিকাশে (TVET) প্রোগ্রামগুলো আধুনিকায়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

- সেক্টর ও পণ্যের বৈচিত্র্যকরণের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের বড় শিল্পখাতের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
- নতুন বাজার অন্বেষণে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রপ্তানির সুযোগ চিহ্নিত করা জরুরী।
- সিএমএসএমই থেকে মাঝারি উদ্যোক্তাদের বাদ দিয়ে কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রদের জন্য একটি পৃথক নীতিমালা করার প্রস্তাব করছি।
- সিএমএসএমই বিশেষকরে কুটির, ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোক্তাদের জন্য নীতি অন্যদের চেয়ে আলাদা হওয়া প্রয়োজন এবং SME Policy নির্ধারনের ক্ষেত্রে এ ধরনের নীতিগত সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত করার জন্য সুপারিশ করছি।
- ব্যবসায়ীদের এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে চেম্বার বা এসোসিয়েশনের দক্ষতা বৃদ্ধি অতি জুরুরি প্রয়োজন।
- সংশ্লিষ্ট সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট সংস্থার আন্তর্জাতিক অ্যাক্রিডিটেড সার্টিফিকেশন অধিগ্রহণ অতি জুরুরি এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে বেসরকারিখাতের প্রতিষ্ঠানকে এ ধরনের সার্টিফিকেট বিতরণে অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।
- দ্রুত ডিজিটাল কমার্স আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

ট্রেডমার্ক (সংশোধন) আইন ২০২৪-এ ডিসিসিআই-এর প্রস্তাবসমূহ

প্রস্তাব- ধারা ৩.১৯.২.৭

- ১৯ নং আইনে ধারা ২ উপ-ধারা ৭ (গ) এ "নিরাপদ খাদ্যআইন, ২০১৩" প্রতিস্থাপনের পাশাপাশি "বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮" সংযোজনের প্রস্তাব করছি।

যৌক্তিকতা

- পণ্য ও সেবার মান প্রণয়ন, গুণগতমান ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সেবা সমূহকে আন্তর্জাতিক/ আঞ্চলিক মানদন্ডে উন্নীতকরণ এবং সেবা গ্রহীতাদের স্বার্থরক্ষাক্রমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আইনটি সহায়ক হবে বলে মনে করছি।

প্রস্তাব- ধারা ৪.১৯.২

- Madrid Agreement and Madrid Protocol এর পাশাপাশি WIPO পরিচালিত "Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks" এবং "Singapore Treaty on the Law of Trademarks" এর সদস্য হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ।

যৌক্তিকতা

- যদিও বিশ্বের মোট বাণিজ্যের ৮০ শতাংশ মাদ্রিদ ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে হচ্ছে কিন্তু এর পাশাপাশি Nice Classification Ges Singapore Treaty তে যুক্ত হলে পণ্য ও সেবা নিয়ে বাংলাদেশ সহজেই বিশ্ব রফতানির সকল বাজারে প্রবেশ করতে পারবেন ব্যবসায়ীরা।

প্রস্তাব- ধারা ৫.১৯.২.২৩

- উল্লিখিত শব্দগুলার সাথে "মার্ক" বোঝাতে Service marks, Design marks, Collective marks, Certification marks, Surnames as marks, Motion Marks, Product marks (design and packaging), এর সাথে Trade dress, Geographic indicators, Industrial designs, Slogan, Hologram, Domain Name, Abbreviations, Fictional character অন্তভুর্ক্ত করার প্রস্তাব করা হয়।

যৌক্তিকতা

- এ সকল মার্কের মাধ্যমে সকল পণ্য সামগ্রী ও সেবাকে আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা ও বিবেচনা করা সহজ হবে ফলে ট্রেডমার্ক আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

প্রস্তাব- ধারা ৫.৬.১৯.৩

- ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের সুবিধার্থে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ট্রেডমার্কস ইউনিটের জেলা ভিত্তিক শাখা অফিস স্থাপনের পাশাপাশি আবেদনের ক্ষেত্রে Online সেবাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ থাকা জরুরী।

যৌক্তিকতা

- বাংলাদেশের প্রান্তিক পর্যায়সহ সকল উদ্যোক্তারা সহজেই ট্রেডমার্কের জন্য সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে পারবে। ফলে সকল ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা দেশে এবং দেশের বাইরে তাদের স্বীকৃতি ও পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাওয়া যাবে।

প্রস্তাব-ধারা ৬.৩

৩) **শব্দের প্রতিস্থাপন জরুরী**

ট্রেডমার্কস ইউনিট বা তার শাখা অফিস, ট্রেডমার্ক নিবন্ধনসহ ট্রেডমার্ক সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনা করবে।

৪) **শব্দের প্রতিস্থাপন জরুরী**

সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ট্রেডমার্কস ইউনিটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচালক নিয়োগ করতে পারবে।

৫) শব্দের প্রতিস্থাপন জরুরী

পরিচালক এই আইনের অধীন মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধানে নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য-সম্পাদন করবে।

৬) শব্দের প্রতিস্থাপন জরুরী

মহাপরিচালক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এর যেকোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট শর্তে পরিচালকসহ তাহার অধঃস্তন কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করতে পারবে।

প্রস্তাব- ধারা ১০.১৯.২০.৩

- Online Application-এর মাধ্যমে ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি আইনের উল্লেখ করার প্রস্তাব করা হয়।
- ট্রেডমার্কের জন্য ১০ সংখ্যার নির্দেশক বারকোড অথবা QR কোড ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।
- সমান্তরাল আমদানি পণ্যকে আইনে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা জরুরী বলে মনে করি। নিবন্ধিত পণ্যের সমান্তরাল আমাদানি বলতে কি বুঝানো হচ্ছে তা আইনে উল্লেখ করা যেতে পারে।

যৌক্তিকতা

- Online Application এর মাধ্যমে দ্রুত সনদপত্র পাওয়া সম্ভব হবে।

প্রস্তাব- ধারা ১১.১৯.২২

- ট্রেডমার্কের জন্য ১০ সংখ্যার নির্দেশক বারকোড অথবা QR কোড ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

যৌক্তিকতা

- সহজে যে কোন ও পণ্যের ট্রেডমার্কের নিবন্ধন সনাক্ত করা যাবে এবং ট্রেডমার্কের জন্য International Platform এ অন্তর্ভুক্তি সহজ হবে বলে মনে করি।

প্রস্তাব- ধারা ১২.২৬ (৪ক)

- সমান্তরাল আমদানি পণ্যকে আইনে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা জরুরী বলে মনে করি। নিবন্ধিত পণ্যের সমান্তরাল আমাদানি বলতে কি বুঝানো হচ্ছে তা আইনে উল্লেখ করা যেতে পারে।

যৌক্তিকতা

- একটি পণ্য মেধাসম্পত্তির মালিকের অনুমতি ছাড়াই অন্যদেশ থেকে আমদানি করলে তাকে সমান্তরাল আমদানি (Parallel Import) বলে।

প্রস্তাব- ধারা ১৬

- এই অধ্যায়টি বস্ত্র আইন-২০১৮ এর সাথে সংশোধিত আকারে সংযুক্ত করার সুপারিশ করছি।

যৌক্তিকতা

- এই অধ্যায়টি বস্ত্র আইন-২০১৮তে সংশোধিত আকারে সংযুক্ত হলে বস্ত্র শিল্প সংক্রান্ত ট্রেডমার্কের আইনগত সমস্যা সমাধান সহজ হবে ।

প্রস্তাব-ধারা ২০.৯১.ক

- আইনে সর্বোচ্চ অর্থদন্ডের পরিমাণ সরাসরি উল্লেখ করা উচিৎ বলে মনে করি এবং একই সাথে অপরাধের প্রকৃতি ভেদে অর্থদন্ড বৃদ্ধি বা হ্রাসের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে বলে মনে করি।

যৌক্তিকতা

- সর্বোচ্চ যে অর্থদন্ডের পরিমাণকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে আইনের প্রয়োগকারীর মাধ্যমে-এর অপব্যবহার করার সম্ভাবনা রয়েছে অপরদিকে বড় অপরাধকারীরা সীমিত অর্থদন্ড দিয়ে ছাড় পেয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রস্তাব- ধারা ২০.৯১. (৩)

- ক্ষেত্র বিশেষ জরিমানা অনাদায়ের ক্ষেত্রে কারাদন্ডের বিষয়টি উল্লেখ করা জরুরী বলে মনে করি। (অথবা আইনের প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ)

যৌক্তিকতা

- অপরাধীদের মাঝে জরিমানা না দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে এবং বড় অপরাধকারীরা ছাড় পেয়ে যেতে পারে।

প্রস্তাব- ধারা ২০.৯১. (৪)

- দোষী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত আরও ৭ কার্যদিবসের মাঝে আরোপিত জরিমানা প্রদান না করলে জরিমানা বর্ধিত করার সুপারিশ করা হয়। অনাদায়ে অপরাধের প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে কারাদন্ডের বিষয়টি উল্লেখ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

যৌক্তিকতা

- দোষী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় জরিমানা প্রদানে আগ্রহী হবে।

প্রস্তাব- ধারা ২১.৯১.খ

- মোবাইল কোর্টের সাথে সাথে বিচার বিভাগের অন্যান্য শাখা সংশ্লিষ্ট আইনকে এই ধারাতে সংযোজনের জন্য সুপারিশ করছি।

যৌক্তিকতা

- শুধুমাত্র মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ প্রয়োগ করে ট্রেডমার্ক আইন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না তাছাড়া মোবাইল কোর্ট আইনের প্রয়োগ নিয়ে সমালোচনা রয়েছে।

প্রস্তাব- ধারা ২২. ৯৩. (১)

- শর্ত আরোপ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সময় অনুর্ধ ৯০ দিনের পরিবর্তে ৬০ দিন করার সুপারিশ করা হয়।

যৌক্তিকতা

- বিচার কার্যের দীর্ঘসূত্রিতা বিচার কার্যপরিচালনা ও ন্যায় বিচার পাবার ক্ষেত্রে ব্যত্যয় সৃষ্টি করতে পারে।

প্রস্তাব- ধারা ২৩.৯৬

- জেলা জজ আদালত অথবা অধঃস্তন কোন আদালতে মামলা দায়েরের বিষয়টি উল্লেখ করা যথাযথ হবে বলে মনে করছি।

যৌক্তিকতা

- জেলা জজ আদালত অথবা অধঃস্তন কোন আদালতে বিচারকার্য সম্পাদন করা সহজ হবে। তাছাড়া অনেকের পক্ষে জেলা জজ আদালতে গিয়ে বিচার পাওয়া কষ্টসাধ্য হতে পারে।

প্রস্তাব- ধারা ২৪. ৯৭.ক

- এই ধারাতে বিচারকার্যে ট্রেডমার্ক ও Intellectual property সংক্রান্ত বিষয়ে বিজ্ঞবিচারক নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

যৌক্তিকতা

- বিচারকের ট্রেডমার্ক ও Intellectual property সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে বিচার কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পারেন এবং বাদি ন্যায় বিচার পাবার ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা শিকার হতে পারেন।

CMSME নীতিমালা-২০২৪ প্রণয়নের জন্য ডিসিসিআই-এর মতামত ও সুপারিশমালা

সিএমএসএমই-এর সংজ্ঞায়ন:

- যেহেতু এসএমই-এর সংজ্ঞাগত জটিলতার কারণে তাদের অর্থায়ন প্রাপ্তিতে একটি সমস্যা দেখা দেয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাঝারি উদ্যোক্তা কটেজ, মাইক্রো, ছোটদের থেকে অনেক বেশি অর্থায়ন প্রাপ্তিতে সুবিধা পাচ্ছেন। সে কারণে বার্ষিক রাজস্ব, কর্মচারী সংখ্যা এবং সম্পদের মূল্যের উপর ভিত্তিকরে কাদেরকে সিএমএসএমই বলা যাবে তা নির্ধারণের জন্য জাতীয় শিল্পনীতি-২০২২ এ প্রদত্ত সংজ্ঞাকে অর্থায়ন সহ সকল ধরন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে।
- তাছাড়া, ব্যবসা ও সেবাকে সাব গ্রুপ করে তার ধরনের উপর ভিত্তি করে সংজ্ঞায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

অধ্যায় ২: রূপকল্প (ভিশন), অভিলক্ষ্য (মিশন), লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়ন কৌশল

- LDC গ্রাজুয়েশন পরবর্তী সময়ের চ্যালেঞ্জ এবং এই চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে করণীয়।
- Non-tariff চ্যালেঞ্জ গুলির ওপর গুরুত্ব প্রদান, যেমন: পণ্যের গুণমান, বাজারচাহিদা, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, পরিবেশ-বান্ধব উৎপাদন প্রক্রিয়া ইত্যাদি।
- GSP প্লাস সুবিধা আদায়ের জন্য সমঝোতা ও চুক্তিসম্পাদন।
- প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান (competitiveness) বাড়ানোর জন্য সরকারি এবং বেসরকারী খাত থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং অন্যান্য সম্ভাবনাময় দেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তির প্রক্রিয়া শুরু করা।
- বিশ্বব্যাপী চাহিদা এবং আমাদের সক্ষমতা বিবেচনা করে পণ্য ও বাজার বৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা।

জাতীয় অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং উদ্দেশ্যের সাথে সমন্বয়

- জ্ঞান ভিত্তিক অর্থনীতি।
- বর্ধিত ফ্যাক্টর দক্ষতা।
- স্নাতকদের কর্মসংস্থান।

অধ্যায় ৩: প্রয়োগ ও পরিধি

- কুটির, ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সার্বিক অন্তর্ভুক্তির জন্য নীতিটির নাম CMSME হওয়া উচিত।
- যেসব CMSME-কে শিল্পনীতি ২০২২-এর আলোকে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভবনয়, তাদের ব্যবসার টার্নওভার বিবেচনা করা উচিত।

অধ্যায় ৪: বাস্তবায়ন কৌশল

৪.১ কৌশলগত লক্ষ্য ১: ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়ন

- রপ্তানি নির্ভর MSME-দের জন্য প্রণোদনা সুবিধার বিকল্প সুযোগ-সুবিধা প্রদান।
- ট্যাক্স, ভ্যাটক্লিয়ারেন্স, এবং পোর্ট ম্যানেজমেন্টে অটোমেশন চালু করা।

৪.২ কৌশলগত লক্ষ্য ২: প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তিতে এসএমই খাতের সুযোগ বৃদ্ধি

১। সহজশর্তে ও স্বল্পসুদে CMSME ঋণপ্রদান

- সহজশর্তে ও স্বল্পসুদে (৪%) SME ঋণ সহজলভ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ (বিশেষকরে প্রান্তিক পর্যায়ে)।

- বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে CMSME-দের জন্য চাহিদার ভিত্তিতে বৈচিত্র্যময় ঋণ প্যাকেজ চালু করা।
- রপ্তানিখাত সম্প্রসারণের জন্য বিশেষায়িত CMSME ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ যেমন: রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল।
- ক্ষুদ্র ও মাইক্রো উদ্যোক্তাদের জন্য জামানতের সক্ষমতার পরিবর্তে ব্যবসার কার্যক্রম বিবেচনা করা।
- সদস্যদের ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে চেম্বার ও সমিতির (Association) প্রতিনিধিদের বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন।

২। মিরর ব্রাঞ্চ ও এজেন্ট ব্যাংকিং

- এজেন্ট আউট লেটের মাধ্যমে ব্যাংকের প্রতিফলকশাখা (মিরর ব্রাঞ্চ) স্থাপন করা।
- এজেন্ট আউটলেট গুলোতে ব্যাংকের পক্ষ থেকে নিযুক্ত এজেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়া।

৩। ঋণ প্রদানে এনজিওদেরকে যুক্তকরণ

- প্রান্তিক পর্যায়ে CMSME রিফাইনান্সিং প্যাকেজ বাস্তবায়নে এনজিওদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা।
- সুদের হার সহনীয় রাখার জন্য মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে সমন্বয় করা।

৪। ডকুমেন্টেশনের জটিলতা হ্রাস

- গ্রামীণ ও প্রান্তিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাদের সহজে অর্থায়নের জন্য ডকুমেন্টেশনের জটিলতা মুক্ত করে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ এবং ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণকে-এর আওতায় আনা।

৫। প্রকৃত CMSME চিহ্নিতকরণ

- ব্যাংকগুলি CMSME উদ্যোক্তাদেরকে ব্যবসার লেনদেনের প্রকৃতি (উদ্যোক্তার পণ্য ক্রয়ের পরিমাণ, বিক্রির পরিমাণ, Cash conversion cycle এবং টার্নওভারের ভিত্তিতে ঋণপ্রদান।

৬। সুশাসন প্রতিষ্ঠান

- Banking খাতে সুশাসন নিশ্চিতকরা।
- CMSME দের অধিক পরিমাণে ঋণ আওতায় আনার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিতে CMSME সেল প্রতিষ্ঠাকরা।
- CMSE (কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র) দের জন্য ৫০% পুনঃঅর্থায়ন কোটা রাখা।
- ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ খাত, ক্লাস্টার, গ্রুপ, এলাকা ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেওয়া।
- উদ্যোক্তাদের নিকট গিয়ে ঋণ ও আনুষাঙ্গিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৭। নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ নিশ্চিতকরণ

- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য CMSME ঋণের পরিমাণ ৫০ লাখ থেকে ২ কোটি টাকা নির্ধারণ করা।

৮। মেধাসম্পদ (Intellectual property)

- সেবা খাত এবং মেধা সম্পত্তি ভিত্তিক খাতসমূহের জামানতবিহীন বিশেষ ঋণ সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- পেটেন্ট, কপিরাইট ও ট্রেডমার্ক করা মেধাসম্পদের (Intellectual Property) উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে Valuation Guideline প্রদান করা হবে।

৪.৪ কৌশলগত লক্ষ্য ৪: এসএমই ব্যবসা সহায়ক সেবা, স্বল্পব্যয় ও স্বল্পসময়ে স্টার্ট-আপ সহায়তা প্রদান

- স্টার্টআপের ক্ষেত্রে স্থানীয় কাঁচামাল নির্ভর পণ্য এবং আমদানি বিকল্প পণ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব ও প্রণোদনা প্রদান।

৪.৫ কৌশলগত লক্ষ্য ৫: এসএমই ক্লাস্টার ভিত্তিক উদ্যোগ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

- CMSME ক্লাস্টারসমূহে (ইপিজেড, শিল্প পার্ক এবং অন্যান্য বিশেষায়িত শিল্প এলাকা) খাতভিত্তিক শিল্পকে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪.৬ কৌশলগত লক্ষ্য ৬: তথ্যযোগাযোগ ও অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যাবহার বৃদ্ধি

- বিভিন্ন সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে Automation-এর ক্ষেত্রে Single Window প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪.৭ কৌশলগত লক্ষ্য ৭: এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নমুলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রসার

- দক্ষ জনশক্তি বিকাশে (TVET) প্রোগ্রামগুলো আধুনিকায়ন করার পাশাপাশি টারগেটেড স্কিল ডেভেলপমেন্ট ও CMSME শিল্প প্রতিষ্ঠানে আধুনিক কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রদের জন্য এপ্রেন্টেসশীপের ব্যবস্থাসহ সর্বোপরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সংরক্ষণ করা।

৪.৯ কৌশলগত লক্ষ্য ৯: এসএমই খাতকে বৃহৎ শিল্পের সংযোগ-শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা এবং এসএমই পণ্যের সুরক্ষা প্রদান

- বিভিন্ন সাপ্লাইচেইন ও ভ্যালুচেইন লিঙ্কেজে CMSME-দের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- কর্পোরেট/বড় ব্যবসায়ীদের কিছু পরিষেবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের থেকে গ্রহণ করা।
- কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদিত পণ্যগুলিকে রপ্তানির ক্ষেত্রে বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে লিঙ্কেজ করে তাদের ব্র্যান্ড ব্যবহার করা।

৪.১১ কৌশলগত লক্ষ্য ১১: এসএমই পরিসংখ্যানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা

- সহজ রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করার Informal CMSME দেরকে Formalize করার পাশাপাশি Incentive facility প্রদান করা।
- CMSME দের জন্য বাজার চাহিদা যাচায়ের জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম বা ডাটা বেস প্রতিষ্ঠা করা।
- পণ্যবিপণন, ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্লকচেইন (blockchain) ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- জিআইএস (GIS) ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে CMSME উদ্যোক্তাদের জন্য একটি ডেটা ব্যাংক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা।

অধ্যায় ৫- কৌশল বাস্তবায়ন: মুখ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা

- নীতিমালায় CMSME-দের জন্য সমন্বিত (সরকারি ও বেসরকারি) উদ্যোগে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক নির্দেশিকা প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
- CMSME-দের শুল্ক ও অর্থায়ন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে সম্মিলিত চেষ্টায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সুনির্দিষ্ট সমাধান আদায় করা।
- কমপ্লায়েন্সের জন্য সার্টিফিকেশন পদ্ধতিকে সহজীকরণ করা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে আরও বেশি সক্ষম করা।
- চেম্বার এসোসিয়েশন তার বিশ্বস্ত সদস্যদের জন্য ব্যাংকে সুপারিশ পত্র প্রদান।
- বাজারে একই পণ্য (ভ্যাট ও ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে) কম দামে বিক্রির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ব্যবসায়ী সমিতি ও সরকারি কর্তৃপক্ষকে (পিপিপির আলোকে) কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- CMSME ব্যবসায়ীদের উন্নয়ন ও তাদের দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও এজেন্সির সহযোগিতায় আমদানী ও রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ছাড় প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে এসএমই ফাউন্ডেশনে চাহিদার ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে তহবিল নিশ্চিত করা হবে।

অধ্যায় ৬: নীতি কৌশল পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

- নীতিনির্ধারণী কমিটি (কাউন্সিল- ৬.২.২) এবং কার্যকরী কমিটি (এসএমই টাস্কফোর্স- ৬.৩.২) তে ঢাকা চেম্বারকে সদস্য করার জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে।

অধ্যায় ৭: সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

- সকল এসএমই (CMSME) ব্যবসায়ীদের সাধারণ সমস্যা এবং সমস্যা প্রকৃতির ভিত্তিতে (সাধারণ ও সেক্টরভিত্তিক সমস্যা) সমাধান চিহ্নিত করা।
- প্রাধান্য অনুযায়ী সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যদেশের Good practice, Model অনুসরণ।
- সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) বাস্তবায়নে Automation এর উপর গুরুত্ব প্রদান।

CMSME সম্ভাবনাময় খাতসমূহের জন্য সুপারিশ

তৈরি পোশাক শিল্প

- ঝুট কাপড় ও ব্যবহৃত পোশাক থেকে পুনরায় ইয়ার্ন তৈরির মাধ্যমে রিসাইক্লিং এবং ভ্যালু এ্যাডেড পোশাক রপ্তানির উদ্যোগ।
- ব্যবসায়িক মডেল পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ, পণ্য বৈচিত্র্যকরণ, মূল্য সংযোজন এবং কাঁচামালের প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।
- নন-কটন উপকরণ (সিনথেটিক, ম্যানমেড ফাইবার, পলিয়েস্টার, ভেজিটেবল ফাইবার, অ্যানিমেল ফাইবার) ভিত্তিক ব্যবহারের প্রসারে নীতিগত সহায়তা প্রদান।
- রপ্তানির ক্ষেত্রে ফ্লোর প্রাইস নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- এলডিসি থেকে উত্তরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের রি-ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম।

চামড়াশিল্প

- সাভার ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে (এসটিআইই) লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (LWG) সার্টিফিকেট অর্জনের লক্ষ্যে পরিবেশগত, সামাজিক এবং গুণমান (ESQ) মান নিশ্চিতকরণ।
- পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির বাস্তবায়ন।
- লিড সনদপ্রাপ্ত (Leed-certified) স্থানীয় গ্রিন কারখানাগুলোতে প্রণোদনা সুবিধা প্রদান।
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে একটি চামড়া উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা।

কৃষি এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প

- স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারির (এসপিএস) আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে কৃষক থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- শরিয়য়াহ্ সম্মত খাদ্য, ঔষধ ও কসমেটিকস পণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে হালাল সনদ প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।

পাট ও পাটজাতশিল্প

- নতুন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে পাটের ফলন ও গুণমান উন্নত করতে হবে।
- মধ্যপ্রাচ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানি বাজারকে সম্প্রসারণের জন্য উন্নতমানের বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদন করতে হবে।
- নীতি সহায়তার মাধ্যমে কাঁচা পাটের দামের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রিসাইক্লিং এবং ভ্যালুঅ্যাডেড পণ্য রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ।
- গবেষণা, পণ্যে উচ্চ-মূল্য সংযোজন, এবং নকশা উন্নয়নের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ইলেক্ট্রনিক ও ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শিল্প

- ইলেক্ট্রনিক ও ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শিল্পের উন্নয়নের জন্য উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রচলনকে উৎসাহিত করা।
- উদাহরণ স্বরূপ, CAD (কম্পিউটার-এইডেড ডিজাইন), CAM (কম্পিউটার-এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং), 3D প্রিন্টিং, এবং অটোমেশন-রোবোটিক্সের মাধ্যমে ডিজাইন তৈরি করা এবং এর পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার আধুনিকীকরণ করা।
- আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে স্থানীয় চাহিদা পূরণে অগ্রাধিকার দেওয়া।

প্লাস্টিক শিল্প

- ব্যবহৃত প্লাস্টিকের অগমেন্টেড রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানির পরিমাণ কমানো।

আইসিটি খাত

- ইন্টারনেটের গতি, ডেটা সেন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি, এবং 4IR প্রযুক্তি সম্পর্কিত কারিগরি দক্ষতার উন্নয়নে পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত উন্নয়ন দ্রুততর করা অত্যন্ত জরুরি।
- BHTPA (Bangladesh Hi-Tech Park Authority) এর অধীনে হাই-টেক পার্কগুলির নির্মাণ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করার পর, এখানে CMSME-দের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
- ই-পরিষেবা সহজীকরণের জন্য উন্নত ইন্টারনেট পরিষেবা নিশ্চিত করতে হবে।
- FDI আকর্ষণের লক্ষ্যে শক্তিশালী ও কার্যকরী বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি (IP) সুরক্ষা নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- নগর ও গ্রামীণ অঞ্চলে ডিজিটাল বিভাজন (Digital Divide) দূর করার জন্য আইসিটি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।
- CMSME-দের অর্থায়ন সহজতর করার জন্য FinTech খাতে উৎসাহ প্রদান ও প্রণোদনা দেওয়া উচিত।
- CMSME-দের ই-কমার্স কেন্দ্রিক ব্যবসার সম্প্রসারণে ক্রস-বর্ডার ই-কমার্সকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

বিবিধ বিষয়

- উন্নত দেশের মডেল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের CMSME খাতকে আরো সমৃদ্ধ করা।
- এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিটি সম্ভাবনাময় খাতের একটি করে pre-feasibility রিপোর্ট প্রদান।
- জাতীয়-শিল্পনীতি-২০২২ এর আলোকে প্রস্তাবিত CMSME নীতিমালা- ২০২৪ প্রণয়ন করা।
- নীতিমালায় কুটির, মাইক্রো, এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে মাঝারি উদ্যোক্তাদের থেকে পৃথক করে নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।
- CMSME-দের জন্য বিভিন্ন ক্রেডিট স্কিম প্রদানকারীব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তালিকা এবং ঋণ গ্রহণের নিয়মকানুনের উপর বাংলা হ্যান্ডবুক তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ।

ট্রেডলাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সহজীকরণ বিষয়ক ঢাকা চেম্বারের মতামত

প্রস্তাব: সর্বস্তরে ই-ট্রেডলাইসেন্স চালু করার প্রস্তাব পেশ।

যুক্তি: এতে করে ব্যবসায়ে হয়রানি কমার পাশাপাশি ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নত হবে।

ট্রেডলাইসেন্স গ্রহণ ও নবায়নের জন্য ফি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ, সিটি কর্পোরেশন ও এলাকাভেদে ভিন্ন। তবে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন সহ অন্যন্য এলাকায় উৎসে আয়করের পরিমাণ ৩০০০ টাকা (ঢাকার ক্ষেত্রে) শুরু করে ৫০০ টাকা পর্যন্ত রাখা হয়েছে।

প্রস্তাব: উক্ত করের হার কমিয়ে ব্যবসায়ের আকার ভেদে রাখার প্রস্তাব করা হয়।

যুক্তি: এতে করে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ব্যবসায়ীদের উপর করের বোঝা লাঘব হবে।

প্রস্তাব: ট্রেডলাইসেন্স প্রদান সহজীকরন ও এর হার বৃদ্ধির জন্য সকল জেলা চেম্বারগুলোকে ট্রেডলাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

যুক্তি: এতে করে ট্রেডলাইসেন্স প্রদান আরো সহজ ও প্রাপ্তিতে কম সময় লাগবে।

ডিসিসিআই আয়োজিত সেমিনার/ওয়েবিনার/ ফোকাস গ্রুপ/ওয়ার্কশপসমূহের সুপারিশমালা



DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ডিসিসিআই আয়োজিত সেমিনার/ওয়েবিনার/ফোকাস গ্রুপ/ ওয়ার্কশপসমূহের সুপারিশমালা

Meet the Press: Road to Progress-2024

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a meet the press under the theme "Road to Progress-Pre-take-off, Take-off and Inclusive Growth" on 20th January, 2024. Mr. Ashraf Ahmed, President, DCCI, presented DCCI's priorities for the year 2024, highlighting Chamber's vision of policy advocacy for the year 2024. He also shared his views and observations over the contemporary economic affairs including macroeconomic scenario of the country. In light of the prevailing economic conditions, he chalked out plan of actions to support the Government through policy support including industrialization, growing investment, regional growth and export diversification. He shared the strategic agenda for 2024 by offering timely policy advocacy to bring the economy back to the trend of growth stability along with sustainable growth of SMART Economy.

Mr. Malik Talha Ismail Bari, Senior Vice President and Mr. Md. Junaed Ibne Ali, Vice President, DCCI were also present at Meet the Press.

Recommendations:

- We need to bring more people under the tax net and secondary trading of bonds should be increased in capital market.
- Private sector required to play a pivotal role in this year to bring the economy back to the trend of growth stability since private sector is the growth engine of the economy.
- The current government policy should be also adjusted to the changing economic and social situation. So, many laws and policies need to be amended and supplemented to increase investment in the private sector.
- We cannot take the global business opportunities. For this, we required supportive policies and financial assistance.
- A long-term and time-bound sector-specific national investment roadmap for major industries like Agriculture, Pharmaceuticals, Electronics, Light-engineering, IT & ITES and RMG industry is needed to boost private investment.
- Frequency of Monetary Policy Statements (MPS) should be increased in the country considering the ever-changing context and situation in the global economic front and in the domestic arena.
- Implementation of the new monetary policy is expected to stabilize the macroeconomic scenario. This should help relieve inflationary pressure, stabilize reserves and improve balance of payment imbalance.
- CMSMEs cannot rise due to structural weakness of banks. It is not economical feasible for banks to manage small loans. It should be made easier for these small entrepreneurs to get loans.
- There is a shortage of skilled person in CMSMEs. It should be fulfilled by changing the education system.
- We need to keep pushing for inclusive growth, diversify the export base and focus on policies that help growth.
- There is no doubt that closure of manufacturing industries due to lack of power and energy are very expensive and has a negative impact on economic capacity. This crisis needs to be solved as soon as possible.
- The necessity of importing energy is due to the decline in natural gas reserves. There is no denying fact that increased energy prices may be unavoidable if imported from the international market.
- In terms of exports, we have to reduce the dependency on the European-American market and diversify the market like China, India, Africa etc. Because consumers will be more in more in the coming days. Therefore, necessary economic diplomacy should be done.
- Emphasis on improvement of data transparency of the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and other sources of official data.
- Overall, President, DCCI recommended ensuring good governance to keep financial stability, vibrant capital market, ensuring strict implementation of the MPS, expanding further the income tax net, business friendly policy support, capacity building for international trade negotiations & export diversification, diversified energy mix and supplementing the government drive of building 'Smart Economy'.

Seminar on "Bangladesh's Export Readiness: Post-LDC Graduation Perspective"

Bangladesh has become a remarkable development success story in the world thanks to prudent macroeconomic management with significant improvement in some of the key macroeconomic indicators including international trade. However, our export basket is largely dominated by RMG and there has been no significant progress in diversifying its exports. The high export concentration in RMG is also leaving us extremely vulnerable to external global shocks. Meanwhile, our economic transition due to LDC graduation presents both challenges and opportunities. Upon graduation, Bangladesh will lose certain preferential treatments in major trade, subsidy to agriculture, infant industries and access to low-cost international fund. Our export will face from 8% to 16% tariff on product exports that is also going to cripple our export to some extent. In such a changing scenario, to fully leverage the benefits and deal with the challenges, Bangladesh needs adequate preparation to expand its product basket and market beyond its conventional market.

In view of the above, Dhaka Chamber organized a Seminar titled "Bangladesh's Export Readiness: Post-LDC Graduation Perspective" on 17th February 2024, Saturday at DCCI auditorium involving government officials, think tanks, representatives from business community and relevant stakeholders to identify export potential and elevate them. The seminar, furthermore, addressed the current challenges and likely way forward surrounding export readiness and chart out short, medium and long-term solutions to enhance export in the post-LDC era.

Mr. Ashraf Ahmed, President of DCCI moderated the seminar and Welcome Remarks was delivered by Mr. Malik Talha Ismail Bari, Sr. Vice President, DCCI. A keynote paper was presented by Dr Selim Raihan, Professor, University of Dhaka and Executive Director, South Asian Network on Economic Modeling (SANEM).

Recommendations:

- To gain competitiveness we should continue incentives for these two years (2024-2025) to prepare even more.
- Should provide subsidies through alternative methods by TAX, VAT, AIT exemption.
- To mitigate the risk, product diversification, increasing export value and export of high-value-added products are crucial.
- To make our industries more competitive should focus on higher skill and value addition.
- Entrepreneurs need to be equipped with market knowledge and skills to navigate the global market effectively.
- For smooth transformation government and public sector should work together fixing a common goal.
- Discriminatory policy is creating instability in the jute industry and the Government must take necessary initiatives on this issue.
- Need more investment in infrastructure sector to compete in export market.
- Required necessary initiative for easier and automated documentation process.
- Need collaboration among the government, private sector and workers in the manufacturing sector.
- To reduce interest rate and increase the availability of credit.
- The government should take necessary steps to stabilise dollar rate.
- Exchange rate should be rational for export-oriented industries.
- Reducing production cost and interest rate on loan.
- Formulating policies to promote export growth and increasing the tax-to-GDP ratio.
- For this readiness need pragmatic and proactive policy reformation to overcome challenges.
- Need coordinated efforts through PPP to take initiative from the policy level to enhance competitiveness and capability.
- For long-term harmonized, smarter and contemporary policy should be formulated for all sectors.
- The government should ensure consistency between different policies. Frequent changes in policies erode investor confidence.
- For policy implementation formulated committee on LDC Graduation should be dynamic to take all necessary initiatives.
- Our RMG sector has grabbed the market of USA without duty-free benefit but to grow in such obstacle need supportive policies for all sectors.
- In RMG sector Japan and Australia are new market for Bangladesh. Incentive facility could provide an extra advantage in these export markets.
- Need government policy support and investment to expand non-cotton RMG sector.
- From government required effective initiative to resist illegal stocking of raw jute and ensure rational price for it.

- Launching special cell in Bangladesh Embassy/Consulate office for promoting jute products.
- Need the implementation of Jute Packaging Act 2010
- To export diversified jute products, need testing lab facility for MOSH (Mineral Oil Saturation Hydrocarbon) /MOAH (Mineral Oil Automatic Hydrocarbon).
- The development of SMEs is crucial for increasing Bangladesh's export earnings and overall economic growth.
- Concerted efforts from the government and private sectors are essential to make SMEs competitive in the global market.

Seminar on "Bi-annual Economic State & Future outlook of Bangladesh Economy-Private Sector Perspective" (July-December FY2023-24)

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar titled "Bi-annual Economic State & Future outlook of Bangladesh Economy- Private Sector Perspective" on 18th February 2024, Sunday at the DCCI Auditorium. The lively event was attended by academics, expert researchers, government high officials, business leaders, civil society members, and media representatives. The seminar was also telecasted live on DCCI's social media platforms.

Mr. Ashraf Ahmed, President, DCCI delivered Welcome Address and Keynote presentation. After the presentation, he also moderated the seminar. Dr. Mashiur Rahman, Economic Affairs Adviser to the Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest. Dr. Ashikur Rahman, Senior Economist, Policy Research Institute (PRI), Dr. Mohammad Yunus, Research Director, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), Mr. Shams Mahmud, Former President, DCCI & Managing Director, Shasha Denims Ltd. Dr. Md. Habibur Rahman Chief Economist, Bangladesh Bank remained present as distinguished panelists in the seminar.

At the end, Mr. Ashraf Ahmed, President, DCCI drew the conclusion remarks of the event.

Recommendations:

- Collaborate with industry representatives to develop strategies for achieving carbon neutrality and other requirements for GSP-plus facilities.
- Recommend that any changes in incentive policies be communicated in advance to allow companies to adjust their operations accordingly.
- Withdraw the 7% VAT on waste fabric (Jhoot) purchased by recyclers from factories to promote recycling and sustainable practices.
- Advocate for fair treatment for businesses, ensuring that loan defaulters do not receive preferential treatment while legitimate businesses face harassment and are denied benefits.
- Advocate for the creation of substitute industries, especially in light engineering sectors and SMEs, to counter the challenges posed by LDC graduation. Emphasize the need for a cohesive government policy aimed at job creation and supporting smaller businesses.
- Support the integration of credit scoring into payments made through mobile banking apps. This can contribute to the efficient functioning of digital banking services and enhance financial inclusion.
- Encourage the government to develop and strengthen national policies that better integrate Blue Economy considerations and governance frameworks. This includes exploring opportunities in fishing, oil/gas/mineral extraction, and other sectors to harness the full potential of the blue economy.
- Propose reforms in the education system to better align it with industry requirements.
- Review of tax impositions by the National Board of Revenue (NBR) to assess their impact on small businesses. Propose measures to ensure that taxes do not impede the growth of small businesses and explore avenues for providing relief or incentives.
- Formalizing the informal sector as a key step towards achieving a more structured and regulated economy. This includes providing support for transitioning informal businesses into the formal economy.
- Advocate for transparent and accountable tax administration and management to ensure effective governance. Promote measures that enhance the efficiency and fairness of the tax system.
- Propose measures to narrow the gap between real effective exchange rates and nominal exchange rates. This will facilitate the implementation of the central bank's planned crawling peg and contribute to exchange rate stability.
- There is a need to create substitute industries, particularly for light engineering sectors and SMEs, to effectively address the challenges posed by LDC graduation.
- Inconsistencies persist due to deficiencies in monetary policy and tax administration systems. Addressing these issues requires reforms as first orders importance.

"লাইভ প্রাক-বাজেট আলোচনা ২০২৪-২৫: বেসরকারি খাতের প্রত্যাশা" শীর্ষক সেমিনার

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) দৈনিক সমকাল ও চ্যানেল ২৪ এর সহযোগিতায় গত ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখে "লাইভ প্রাক-বাজেট আলোচনা ২০২৪-২৫: বেসরকারি খাতের প্রত্যাশা" শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন জনাব আবুল কালাম আজাদ, এমপি (জামালপুর-৫) এবং জনাব এ কে আজাদ, এমপি (ফরিদপুর- ৩)। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম, চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং ড. মো. হাবিবুর রহমান, ডেপুটি গর্ভনর, বাংলাদেশ ব্যাংক।

উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডিসিসিআই এর সভাপতি জনাব আশরাফ আহমেদ। অনুষ্ঠানটিকে আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর, আর্থিক খাত, শিল্প ও বাণিজ্য এবং অবকাঠামো খাত- এই চার গুরুত্বপূর্ণ মূল আলোচনা পর্বে ভাগ করা হয়। সেমিনারে আমন্ত্রিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সৈয়দ আলী জওহর রিজভী, চেয়ারম্যান, সামিট এলায়েন্স পোর্ট লিমিটেড, ড. এম মাশরুর রিয়াজ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পলিসি এক্সচেঞ্জ অব বাংলাদেশ, জনাব ইমরান করিম, ভাইস চেয়ারম্যান, কনফিডেন্স গ্রুপ, জনাব শামস মাহমুদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শাশা ডেনিমস, জনাব মোহাম্মদ হাতেম, নির্বাহী সভাপতি, বিকেএমইএ, জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান পাটওয়ারী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনালী আঁশ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, জনাব রিজওয়ান রাহমান, পরিচালক, ইস্টল্যান্ড ইন্সুরেন্স কোং লিমিটেড, জনাব আরিফ খান, ভাইস চেয়ারম্যান, শান্তা এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড ও সাবেক কমিশনার, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি), জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দীন, সাবেক সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), জনাব শুভাশিষ বোস, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি), জনাব সাঈদ আহমেদ খান, হেড অব ট্যাক্স, ইউনিলিভার বাংলাদেশ।

সেমিনারে সমাপনী বক্তব্য রাখেন দৈনিক সমকাল-এর সহযোগী সম্পাদক জনাব জাকির হোসেন।

সুপারিশমালা

- আসন্ন বাজেটে শিল্প খাতের উন্নয়ন, সহজ ও ব্যবসাবান্ধব আয়কর ব্যবস্থা, আয়কর ও ভ্যাটের আওতা বৃদ্ধি, কর ব্যবস্থাপনায় অটোমেশন, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, স্থানীয় শিল্পায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আরও বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনার করা।
- আয়কর আইন-২০২৩ এর ধারা ১৬৩ (২)(খ) হতে ধারা ৯০ কে অব্যাহতি দেয়া।
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল এবং অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল হইতে উদ্ভূত আয় কে সরকারি কর্মচারীদের অনুরূপ করমুক্ত ঘোষণা।
- উপযুক্ত প্রমাণাদি উপস্থাপন সাপেক্ষে সকল ব্যবসায়িক খরচের সম্পূর্ণ অংশ বিয়োজনযোগ্য হিসেবে বিবেচনা।
- ১৬২(১) ধারায় করদিবসের পূর্বে রিটার্ন দাখিল করা না হইলে, ৫০% অধিক হারে সুদ গ্রহণের বিধান বাতিল।
- মূসক আইনের ধারা ৪৬ (২) (ক) কে এ ধারা থেকে প্রত্যাহার করে সকল উপরকণ ব্যয়ের জন্য রেয়াত প্রদান।
- ধারা ৬৮, ৬৯, ৭০ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকার ফেরত প্রদানের পরিবর্তে প্রকৃত প্রাপ্য ফেরৎ প্রদান।
- আপীল দায়েরকালে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত দাবিকৃত করের ২০% থেকে ১০% হ্রাস।
- রিয়েল স্টেট ও অবকাঠামো খাতের উন্নয়নে আমদানিকৃত সেকেন্ডারী কোয়ালিটি স্টিল, Hot Rolled স্টিল ও Plated Or Coated With Zinc (GP) স্টিলের ট্যারিফমূল্য যথাক্রমে ৫০০, ৬০০, ৭০০ মার্কিন ডলারে পুনঃনির্ধারণ।
- অটোমেশনের মধ্যে কোন ম্যানুয়াল প্রসেস না রাখা এবং Prospective rate of Taxation এর কে বাস্তবায়নের মাধ্যমে যারা অধিক হারে কর দিতে সক্ষম তারা নির্দিষ্ট আয় সীমার উপরে চলে গেলে তাদের জন্য করহার বেশি করা।
- এলডিসি উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিল্পে নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহের জন্য হাইড্রোকার্বনের গভীর অফশোর অন্বেষণ করা প্রয়োজন ।
- এলডিসি উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও আরএমজি সেক্টরে এমএসএমই কে টিকিয়ে রাখতে জিএসপি প্লাস সার্টিফিকেট গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া এমএসএমই এর রপ্তানি অব্যাহত রাখতে এসএমই বান্ধব রপ্তানি কৌশল গ্রহণ।
- এলডিসি গ্রাজুয়েশন সামনে রেখে পাট খাতের উন্নয়নে এবং বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে ভর্তুকি অব্যাহত রাখা।
- রপ্তানিমুখী ইন্ডাস্ট্রির সক্ষমতার বজায় রাখতে সরকারি ও বেসরকারি পার্টনারশিপসহ সরকারি সহায়তা প্রদান করা।
- জিডিপিতে করের অবদান বাড়াতে করজাল বৃদ্ধির মাধ্যম রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে। এ লক্ষ্যে গ্রামে ও শহরে উল্লেখযোগ্য হারে করদাতার সংখ্যা খুঁজে বের করতে হবে।
- ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ বেড়ে যে পর্যায়ে গেছে, তাতে ব্যাংক একীভূত করার কোনো বিকল্প নেই। তবে আমানতকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিতে তাড়াহুড়া না করে একটি ব্যাংক কমিশন গঠনের মাধ্যমে কমিশনের মতামতের ভিত্তিতে একীভূত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
- ব্যাংক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে কোনো অনিয়ম ধরার পর বাংলাদেশ ব্যাংক যাতে স্বাধীনভাবে ব্যবস্থা নিতে পারে তার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে ক্ষমতায়ণ করা।

- অনিচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি এবং ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির সুস্পষ্ট সংজ্ঞায়ন প্রয়োজন। খেলাপি ঋণের জন্য একটি রোডম্যাপ প্রস্তুত করার সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অনিচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির পাশে দাঁড়ানো উচিত।
- কোম্পানিগুলোকে দ্বৈত কর থেকে রেহাই দেওয়ার বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। মূসক আইনে ৯টি রেট রাখা হয়েছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। যত দ্রুত সম্ভব এটিকে ২০১২ সালের মূল আইনের সঙ্গে সমন্বয় করে সংশোধন করতে হবে।
- অর্থনীতি এগিয়ে নেওয়ার জন্য বন্ড ও বীমা কে শক্তিশালী খাত হিসেবে গড়ে তুলতে পলিসি গাইডলাইন তৈরি করা।
- আরএমজি সেক্টরে এনার্জি সেভিংস মেশিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সক্ষমতা অনুসারে জ্বালানি সাশ্রয়ী নীতি অনুসরণ করে রপ্তানিমুখী কারখানাগুলোকে জ্বালানি প্রণোদনা দেওয়ার সেক্টর ম্যাপিং করা।
- বাজেট বাস্তবায়নের সক্ষমতা বাড়াতে হবে, তাছাড়া পলিটিক্যাল কমিটমেন্টও বাড়াতে হবে।
- বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সিএমএসএমই ব্যবসায়ীদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজের অবশিষ্ট ফান্ড সহজ শর্তে বিতরণ।
- পেনশন ফান্ড বা মিউচুয়াল ফান্ড তৈরি ও ব্যবহারে উদ্যোগী হওয়া, যাতে এ ধরনের ফান্ডে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা যায়।
- শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে WTO Green Box এর মাধ্যমে বিকল্প সহায়তা যেমন: অবকাঠামো, গবেষণা ও উন্নয়ন সহায়তা, উদ্ভাবন তহবিল, Export Factoring, Export Credit ও বীমাসহ বিভিন্ন সুবিধা নিশ্চিত করা।
- সিএমএসএমইসহ সকল উৎপাদনশীল খাতে IPR এর ব্যবহার বেশি পরিলক্ষিত হয় সে সকল খাতের IPR Ecosystem প্রস্তুত করণে একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ তৈরি ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন করা।
- রপ্তানির জন্য মূসক প্রয়োজন না হলেও উপকরণ এর মূসকের রিটার্ন দাখিল করাসহ নানা রকমের কাগজপত্র প্রদর্শন করতে হয়, এগুলো বাতিল করা প্রয়োজন।
- আকর্ষণীয় অবকাঠামো প্রকল্পগুলো পিপিপি'র অধীনে বাস্তবায়ন এবং প্রকল্পগুলো অনুমোদন প্রক্রিয়ায় Value For Money (VFM) বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- দীর্ঘমেয়াদী বন্ড, securitization বা minority equity প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অবকাঠামোর জন্য পুঁজিবাজার থেকে সরাসরি অবকাঠামো ঋণ বা ইক্যুইটি সংগ্রহ করা।
- শিল্পক্ষেত্রে সাশ্রয়ী ও নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানী সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- সুদহারের বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তে ব্যবসা সহায়ক সুদহার রাখা যাতে ক্রমাগত সুদহার বাড়ার ফলে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি বন্ধ করা যায়।
- রেল সেক্টরকে একটি বিস্তৃত মাল্টি-মোডাল যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করার জন্য এ সেক্টরে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।
- বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ধারাবাহিক বিনিয়োগ সহায়ক নীতি প্রণয়ন ও অনুমানযোগ্য করহার বজায় রাখা।
- ঋণ নিয়ে যারা বিনিয়োগ না করে বিদেশে নিয়ে গেছে, তাদের নামের তালিকা প্রকাশ করা। প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিটি ব্যাংকে বিশেষ অডিট করে এ ধরনের তালিকা করতে পারে।
- অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি করার আইনি কাঠামোর কাজ দ্রুততম সময়ের মধ্যে শেষ করে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির মাধ্যমে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করা।

Roundtable Discussion on "Effect of Traffic Congestion over Businesses of Old Dhaka and Identify the Way Forward"

Old Dhaka plays a vital role in Dhaka's economy, serving as the epicenter of traditional trade and commerce while also preserving the city's cultural heritage. However, the area is currently plagued by severe traffic congestion, negatively impacting both daily life and economic activities. The delays in transporting goods due to traffic congestion led to increased costs for traders. Additionally, traffic jam hinders the flow of shoppers, resulting in significant losses for businesses.

In view of the above Dhaka Chamber organized a Roundtable Discussion on "Effect of Traffic Congestion over Businesses of Old Dhaka and Identify the Way Forward" held on 02, April, 2024, Tuesday to discuss the effects of traffic congestion in old Dhaka and ways to solve it.

Mr. Ashraf Ahmed, President, DCCI moderated the seminar after delivering his Welcome Remarks & Keynote Presentation. Barrister Sheikh Fazle Noor Taposh, Mayor, Dhaka South City Corporation graced the occation as the Chief Guest while Ms. Neelima Akter, Executive Director (Additional Secretary), Dhaka Transport Coordination Authority (DTCA) and Mr. Md. Munibur Rahman, Additional Police Commissioner (Traffic), Dhaka Metropolitan Police were also present at the event as the Guests of Honor.

Recommendations:

- Ensuring harmony between land use and transportation plans is crucial. Implementing one-way traffic flow in Old Dhaka and establishing a circular riverine route is also important.
- Construction of additional bridges over the Buriganga River is necessary to alleviate traffic congestion in Old Dhaka.
- Traffic jams are caused by parked trucks from Dholaikhal to Noyabazar. Relocating the truck stand from Dholaikhal can make the entrance to Dhaka free of traffic jams.

- Illegal bus stands in front of Sundarban Super Market at Gulistan need to be relocated.
- A road is needed from Buckland Bund to Sikder Hospital and Gabtoli for better communication.
- Utilizing the riverbank for a two-storied lane from Beribadh for both metro rail and road communication.
- Necessary initiatives are required to make Nawabpur traffic jam-free, reducing pressure on the North-South Road.
- Renovating the communication system in Moulovi Bazar can revive business activities, leading to increased government revenue.
- Timely implementation of development projects in a planned manner is essential to address these issues.
- Deployment of traffic police is necessary in areas where it is prone to traffic congestion.
- Adequate and planned parking facilities are essential to address traffic congestion in Old Dhaka.
- Initiatives for drainage system maintenance are necessary to ensure the effectiveness of built drains.
- Implementation of a metro rail system could significantly improve communication and alleviate traffic congestion in Old Dhaka.
- Utilizing the space of the old Dhaka prison for development projects or parking facilities could mitigate traffic issues.
- Implementing In and Out schedules for covered vans and relevant vehicles is necessary to regulate traffic flow.
- Improved entrance points with restricted vehicle access are needed for Old Dhaka.
- Implementing fixed business hours for small businesses could help manage traffic congestion.
- Mandatory trade licenses are necessary for all businesses.
- Planned relocation of street hawkers and small-scale street vendors is essential.
- Sustainable solutions necessitate decentralization, the establishment of underground parking facilities, the planning of bus depots and the implementation of digital traffic signals.

Focused Group Discussion on "Banking Sector: Expectations and New Reality"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Focused Group Discussion (FGD) under the theme "Banking Sector: Expectations and New Reality" on May 7th, 2024, Tuesday at Dhaka Chamber Gulshan Center. Mr. Ashraf Ahmed, President, DCCI moderated the FGD after delivering his welcome address. He also shared a presentation to set the tone for the FGD. Chief Adviser of East West University and Former Governor of Bangladesh Bank Professor Dr. Mohammed Farashuddin graced the occasion as the Chief guest.

Among others, Dr. Ahsan H. Mansur, Executive Director, Policy Research Institute of Bangladesh (PRI), Mr. Kamrul Islam, FCA, Former Senior Vice President, DCCI, Mr. Mashrur Arefin, Managing Director & CEO, the City Bank Limited, Mr. Naser Ezaz Bijoy, Chief Executive Officer,

Standard Chartered Bangladesh, and Mr. Nayeemur Rahman, Director of Head of Business Planning, Uttara Motors Limited took part in the FGD.

Recommendations:

- Financial deepening and bank asset to GDP need to be enhanced from current state.
- Forced bank mergers are likely to be counterproductive before solving their NPL issues.
- Consolidation process will require careful assessment and prudent implementation of procedures.
- The Bank Deposit Insurance Act of 2000 needs to be updated and supported.
- Good sovereign credit ratings from agencies like S&P and Moody's need to be focused on to boost investor confidence and attract more foreign investment.
- To strengthen bank capital, offshore banking can be encouraged to attract equity investments from international markets.
- To stop willful defaulters, legal process can be used in addition to enhancing the capabilities of BFIU.

- Formation of the Asset Management Company (AMC) needs to be expedited.
- Coordination council needs representation from private sector.
- A combination of exchange rate and interest rate adjustments can bring currency stability and lower inflation.
- Relaxing the criteria of credit guarantee scheme for CMSME loans.
- To boost remittance growth, a stable and uniform exchange rate is needed.
- To address the decrease in M2 money supply, strategic measures should be implemented to increase liquidity, stimulate investment, and boost economic activities in Bangladesh.
- The banking sector needs strategic expansion and strengthening to better align with the economy's size and support sustainable growth.
- Resolving the Dollar crisis and stabilizing imports are essential to remove obstacles to economic growth and fostering a more prosperous economy in Bangladesh.

Seminar on "Unleashing the Potential of Semiconductor Industry in Bangladesh"

The global semiconductor industry is experiencing remarkable growth, driven by increased demand from various sectors such as automotive, smartphones, consumer electronics, industrial automation, telecommunications, and aerospace & defense. This surge is fueled by a global trend toward automation and the adoption of technologies like Artificial Intelligence, Analytics, Internet of Things, Cloud computing, and Industry 4.0. Forecasts indicate that the global semiconductor industry is on track to reach $1 trillion by 2034, with a projected Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 6% over the next decade from its current value of approximately $574 billion. This growth is supported by proactive governmental support and strategic initiatives worldwide. Many countries have initiated dedicated programs to attract investments and bolster domestic capabilities in this vital sector, recognizing its strategic and security significance.

Bangladesh currently generates around $5 million in annual revenue from the semiconductor industry, primarily through Integrated Circuit (IC) chip design services. However, IC design represents only one aspect of the semiconductor ecosystem, which also includes wafer production, chip fabrication, packaging, testing, and product integration. To achieve its goal of establishing a $10 billion semiconductor industry by 2031, Bangladesh will need a focused policy approach and concerted efforts to develop its semiconductor ecosystem.

In view of the above, the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar titled 'Unleashing the Potential of Semiconductor Industry in Bangladesh' on May 15, 2024, Wednesday, in DCCI auditorium. Mr. Zunaid Ahmed Palak, MP, Hon'ble State Minister for Posts, Telecommunications, and Information Technology, Government of the People's Republic of Bangladesh, was present as the Chief Guest, and Mr. GSM Jafarullah, ndc, Managing Director, Bangladesh Hi-Tech Park Authority, was present as the Special Guest. The seminar was chaired by Mr. Ashraf Ahmed, President of DCCI.

The keynote was presented by A. S. M. A. Haseeb, Nanomaterials and Ceramic Engineering Dept., BUET, Dhaka.

Recommendations:

- We should develop a clear roadmap for semiconductor manufacturing, spanning short, medium, and long-term objectives, ensuring sustained growth and success.
- Simplify administrative procedures for setting up semiconductor businesses, including licensing, permits, and import/export regulations. A transparent and efficient regulatory environment will encourage investment and reduce operational hurdles.
- Moreover, it is important to critically review the existing policies affecting the industry and identify policy gaps that need to be addressed.
- Ensure robust protection for intellectual property (IP) to encourage innovation and attract foreign investors. This could involve updating

existing IP laws and providing a clear legal framework for enforcing these rights.

- Create financial support mechanisms for semiconductor startups and SMEs, such as low-interest loans, venture capital, or public-private partnerships (PPPs). This will encourage entrepreneurship and allow smaller businesses to grow within the industry.
- Bangladesh's policy support for the RMG sector, including back-to-back LC, bonded warehouses, cash incentives, export credit guarantees, and tax holidays, has bolstered its competitiveness. Similar policy attention is needed for the semiconductor industry to ensure its sustained and inclusive growth.
- The government can be flexible to motivate investors or experts from countries such as Taiwan, South Korea, and Japan for partnership opportunities, knowledge, and experience to develop the semiconductor industry in Bangladesh in the early stage of development.
- We need a holistic framework to develop an ecosystem for sustainable and inclusive growth of the semiconductor industry taking into account the views of stakeholders.
- We need to promote awareness through initiatives such as the SemCon Hackathon, Awards, and other similar events.
- We should prioritize and promote ease of filing Intellectual Property Rights (IPR) within the community.
- We should look beyond South Asia and foster global partnerships to drive economic growth and innovation on a broader scale.

Roundtable Discussion on Navigating the challenges and opportunities of ESG compliance in Bangladesh

Bangladesh has shown effective economic growth, consistently surpassing 6% per annum in recent decades. However, it lags in crucial areas like infrastructure, investment and export competitiveness compared to developed economies. To expedite its transition to a developing economy by 2026 and achieve developed nation status by 2041, prioritizing improvements in these areas is crucial. Collaboration across industries is essential for sustainable business growth. In this regard, it is very crucial to embrace Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) framework that will allow companies to align their values and strategies with sustainable objectives, fostering economic growth and competitiveness. At the same time, ESG is very relevant for businesses to identify & manage risks, improve sustainability and meet stakeholder expectations.

Against this backdrop, Dhaka Chamber of Commerce & Industry has taken an initiative to organize a roundtable discussion (RTD) on "Navigating the challenges and opportunities of ESG compliance in Bangladesh" May 18, 2024, on Saturday at Dhaka Chamber Auditorium (5th Floor).

Mr. Mr. Ashraf Ahmed, President of DCCI moderated the RTD after delivering his welcome address. Mr. Md. Munim Hassan, Director General, Department of Patent, Design & Trademarks, Ministry of Industry, Government of the People's Republic of Bangladesh and Mr. Md. Anwarul Alam, Director General (Additional Secretary), Bangladesh Accreditation Board (BAB), Ministry of Industry, GoB were present as the special guests. Mr. Zaki Uz Zaman, Country Representative, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) Bangladesh, delivered the keynote presentation. Ms Yeasmin Akther, Business Manager, Knowledge, Health & Nutrition, SGS Bangladesh Limited; Mr. Mohammed Bin Quasem, Director, Echotex Ltd.; Dr. M Niaz Asadullah, Visiting Professor, University of Reading, UK & Southeast Asia Lead, Global Labor Organization; and Mr. Salim Ullah, Senior Assistant Secretary (International Cooperation), Ministry of Industry, GoB remained present as distinguished panelists of the event.

Recommendations:

- Research on ESG compliance is extraordinarily important as the absence or violation of ESG compliance may trigger the need for dispute settlement and limit our export competitiveness upon graduation.
- As ESG compliance and reporting has become standard practice for international corporations, a standard ESG reporting framework is needed. In this regard, a critical evaluation of ESG practices of developed countries such as those in Europe, the USA, the UK, and Australia etc. can be helpful.
- Developing effective ESG compliance strategies in alignment with the global value chain and integrating ESG considerations into decision-making processes and organization culture.
- Conducting independent ESG audits to assess a company's ESG performance and identifying improvement areas and way forward in challenging circumstances.
- ESG compliance needs to be prioritized in embedding in other policies such as industrial policy, SME policy.
- Policymakers should pay attention to ESG, improve ESG information disclosure and give financial support to medium, small and non-SOEs to develop ESG.
- The government should consider establishing an institutional framework for regular monitoring and analysis of sustainability reporting in Bangladesh.
- SMEs that invest in ESG topics and communicate this transparently via the necessary standards will have a significant competitive advantage. To get competitive advantage, trade bodies and government should work together to create awareness and build appropriate capacity of the enterprises.
- Educating stakeholders including employees, management, investors, regulators, and the public, about the importance of ESG compliance and reporting.
- The government needs to introduce an alternative incentive program, other than cash, for ESG-compliant companies to encourage more companies to become ESG-compliant.
- Need Policy guideline with a provision to offer ESG-compliant companies as Authorized Economic Operators (AEOs) status.
- ESG is still not very clear as a concept to the majority of our people including businesses. Initiatives are needed to orient our people with the concept of ESG
- When we talk about 'S' of ESG, we need to focus on social inclusion in addition to being socially responsible.

Seminar on "Smart Agriculture: Issues and Challenges in Value Chain Development"

Bangladesh has emerged as a development role model for LDCs witnessing an average 6% plus growth per annum until pandemic hit and regained higher growth spree marking 5.78 % in FY2023 containing pandemic stress and global economic downturn. With the consistent macroeconomic performance, Bangladesh sets to graduate into a developing economy by 2026 followed by a knowledge-based Smart developed economy by 2041.

As predominantly an agricultural country where agriculture sector plays a vital role in accelerating the economic growth. At present, it contributes to 11.38% to the country's GDP and employs about 40% of its workforce. It is therefore important to have a profitable, sustainable and environment-friendly agricultural system in order to ensure long-term food security for people. In addition, with the changing features of future agriculture is changing, Bangladesh needs to pursue smart agriculture through value chain development. Unfortunately, poor supply chain management has prevented this promise from being realized. Though Bangladesh has inadequate infrastructure, fragmented supply chains, and limited technological usage, it has an array of opportunities for innovation and collaboration, emphasizing the imperative of leveraging technology to streamline processes,

bolster productivity, and foster sustainable agricultural practices. Addressing these challenges and seizing these opportunities necessitates concerted efforts from stakeholders across sectors to propel Bangladesh's agricultural landscape towards enhanced efficiency and prosperity.

In view of the above, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Seminar titled "Smart Agriculture: Issues and Challenges in Value Chain Development" on 30th May 2024, Saturday at DCCI auditorium. Mr. Ashraf Ahmed, President, DCCI moderated the seminar while Mr. Malik Talha Ismail Bari, Senior Vice President delivered welcome remarks. Mr. Ahasanul Islam Titu, MP, Hon'ble State Minister, Ministry of Commerce, GoB graced the occasion as the chief guest while Mr. Md. Shamsul Arefin, Secretary, Information and Communication Technology Division, GoB was present at the seminar as the Special Guest.

There were two keynote presentations. Keynote-1 on "Addressing Key Issues and Challenges of Smart Agricultural Value Chain" was presented by Mr. Mohammad Sakib Khaled, Senior Manager-Programme, Swisscontact and Keynote-2 on "Opportunities of Frontier Tech Automation in Agro Value Chain" was presented by Mr. Fahad Ifaz, Co-Founder and CEO, iFarmer Limited.

Recommendations:

- We need to divert subsidies from fertilizers to adopting frontier technologies. By reallocating financial support towards innovative agricultural technologies, farmers can benefit from improved efficiency, productivity, and sustainability, which can ultimately lead to better economic outcomes and reduced environmental impact
- We should not introduce any technology that will increase the cost burden on farmers. It's important to consider farmers' financial capacities when promoting new technologies to ensure they remain accessible and beneficial.
- We need to integrate stakeholders dealing with IT-enabled infrastructure, markets, input providers, retailers, and online sellers using frontier technology. This integration can streamline operations and enhance the overall agricultural value chain.
- Widespread promotion of sustainable agricultural practices such as organic fertilizers, water-efficient irrigation, and integrated pest management is needed.
- Tailored financial products for smallholder farmers need to be facilitated.
- Investment in agricultural research and development needs to be increased to develop and disseminate locally adapted smart agriculture technologies.
- Farmers, extension workers, and other stakeholders need to be involved in extensive training and capacity-building programs to ensure the successful adoption of new technologies and practices.
- We need a proper ecosystem for public-private partnerships to drive investment and innovation in the agricultural sector and robust monitoring and evaluation frameworks are needed to assess the impact of smart agriculture interventions.
- We need to promote local manufacturing of devices; this will reduce the cost of the devices and make the final products affordable to the farmers in the long run.
- Formulating and implementing agri-tech facilitating policies can be game changer.
- We need to ensure digital literacy of value chain stakeholders.
- Microinsurance as a financial risk mitigation method for farmers can be implemented.
- Provision for climate sensitive extension services may be increased.
- Clear guidelines to ensure the quality of agricultural exports to different countries need to be formulated.
- Temperature-controlled vehicles through public private collaborations need to be introduced.

- Better policy for improved access to finance for smallholder farmers for working capital and adoption of frontier technologies. Green Financing options such as carbon credit could be unlocked through better farm level data.
- Making policies to ensure public universities set up innovation funds to support research and innovation in developing and distribution of smart agriculture technologies. Encourage private sector and provide incentives for those who allocate resources to promote smart agriculture technologies at the farm level.
- Use of Bangabandhu Satellite for public and private sector to use satellite data for field monitoring, yield prediction and provide advisory services to farmers. Also ensure the necessary skill sets at Agri-Universities to ensure relevant human resources.
- Policy level support to ensure higher rate adoption of smartphones and use of Internet in rural areas.

View Exchange Meeting on "Strengthening the collaboration of the Private Sector and Academia: State & Future"

Since the 1970s, the world has seen the rise of various forms of collaboration among the sectors of government, academia and the private sector/industry. These forms include industry specific inter-firm research consortia, government-industry technology transfer, and university-industry research centers. Research indicates that companies with strong collaborations with universities experience greater innovation, higher productivity, and more successful business ventures, underscoring the critical role of industry-academia collaboration.

Recognizing this potential, Dhaka Chamber has been diligently collaborating with leading public and private academic institutions in Bangladesh and the University Grants Commission (UGC). These efforts focus on promoting industry-academia partnerships, advancing research and innovation initiatives, enhancing digital infrastructure and resource accessibility, and fostering inclusive growth and social impact. However, there are numerous opportunities to explore and collaborate in response to the evolving demands of the private sector and industry, aiming for focused socioeconomic progress in Bangladesh within the context of our existing cooperation.

In view of the above, the Dhaka Chamber organized a View Exchange Meeting titled "Strengthening the collaboration of the Private Sector and Academia: State & Future" on 6th July 2024, Saturday at the DCCI Auditorium, 5th floor, DCCI Building, 65-66, Motijheel C/A, Dhaka. Mr. Ashraf Ahmed, President, DCCI moderated the meeting after delivering his welcome remarks. Professor Imran Rahman, Honorable Vice Chancellor, ULAB, Dr. Md. Abdur Rahman, Pro VC, AIUB, and Dean and Professors from different Universities including BUET, DU, BUP, NSU, DIU etc. were present as Guests of honor in this event.

Recommendations:

- We need to form an advisory board with representatives from both industry and academia to bridge the existing gap.
- Accurate information is needed on the number of skilled personnel required in the industry to better prepare graduates.
- It is essential to assess the resources of universities to ensure graduates are well-equipped for industry needs.
- Quality education needs to ensure from primary and secondary education levels to adapt students to a learning culture.
- Developing a culture of private sector-based research funding, similar to practices in other countries, can yield significant benefits.
- Preparing graduates for the global market is vital in the era of globalization.
- Research conducted by universities need to have the economic implications.
- Students need to be motivated by increasing their interest by presenting their subjects in an interesting way.

- Sourcing research funding from private sector CSR funds can benefit both sectors through collaborative efforts.
- Implementing flexible policy guidelines to adapt academic syllabus more quickly is necessary, as current processes are too slow.
- Enhancing communication skills need to be prioritized for students' career advancement.
- DCCI may be used as a platform for internships of graduates, connecting them with potential private institutions.
- Conducting market research to determine the actual and sector specific demand for the graduates is critical.
- Analyzing real-world demands, such as the future need for cybersecurity lawyers, will address gaps in university curricula.
- Developing a central framework for academia to meet industry needs, with businesses collaborating on market linkages, is important.
- Setting realistic expectations for internship remuneration is necessary as it is part of the learning process.
- Funding smaller university projects and building trust with academicians will encourage more effective research.
- Collaboration among industry, academia, and government is essential to conduct research that meets domestic needs.
- Developing and implementing an action plan immediately, while limiting prolonged discussions, will drive progress.
- Offering tax rebates for the private sector to develop fresh graduate skills will incentivize investment in training.
- Creating a common platform through DCCI for problem-solving between industry and academia will facilitate cooperation.
- Training teachers to keep up with fast-growing industries and emphasizing networking are crucial steps.
- Offering quality internship programs by giving graduates challenging assignments and potentially offering apprenticeships will improve their learning experience.
- Focusing on students' skills rather than their academic subjects for internships will better align their education with industry demands.
- Periodic review is needed to have result-oriented initiatives and ensure that academic curricula remain relevant and aligned with industry needs.

Focus Group Discussion on "Food Inflation: An Analysis on Price Dynamics of Essential Commodities"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Focused Group Discussion (FGD) on the theme "Food Inflation: An Analysis on Price Dynamics of Essential Commodities" on Monday, 9th September, 2024 at the DCCI auditorium, 65-66 Motijheel C/A, Dhaka-1000. Mr. Ashraf Ahmed, President of DCCI, moderated the FGD after delivering his welcome address. He also presented a brief to set the context for the discussion. The objective of the FGD was to explore strategic approaches to address the challenges of food inflation and identify effective solutions for stabilizing the prices of essential commodities.

A total of 19 organizations and their representatives attended the FGD. Among them, 10 were from various associations and 9 were from different government agencies. They discussed, shared their opinions, and provided recommendations on the aforementioned topic.

Recommendations:

- Strengthen supply chain resilience by addressing global supply chain disruptions caused by geopolitical conflicts, natural disasters, and pandemics to stabilize the availability of essential commodities.
- To stabilize the poultry market, there is a need for the government to plan and regulate the supply of eggs and poultry chicken while also empowering the agricultural marketing department for regular cost analysis and effective market interventions.

- Incorporating the fisheries sector into a systematic value chain is essential for improving overall quality, traceability, and sustainability, ensuring that both domestic and foreign fish meet higher standards.
- Promote market competition by breaking monopolistic control in kitchen markets to prevent price manipulation and encourage fair competition.
- The government lacks a comprehensive livestock development plan and primarily focuses on the Eid market, missing opportunities to address long-term issues in livestock production and price stability.
- To improve the quality of meat and sector sustainability, there is a need to gradually shift from artificial to grass feed, while also implementing systematic planning and oversight to address current challenges.
- Simplify administrative processes and reduce excessive documentation at ports to improve business efficiency.
- It is recommended to conduct cost rationalization to streamline the supply chain, reduce inefficiencies, and make prices more affordable for consumers.
- Need to do periodic cost analysis is recommended to better understand and address these challenges.
- Need to reduce transportation and storage costs at ports to minimize the price passed on to consumers.
- Develop dedicated infrastructure for transporting goods from ports to reduce logistical delays and inefficiencies.
- Implement regular market price updates based on real-time data to control food inflation and address the deliberate hoarding of goods and market syndicates that artificially inflate prices.
- The BBS has recommended establishing a separate unit dedicated to monitoring the prices of essential goods. This unit would focus on tracking these prices more closely and developing strategies to keep them affordable for consumers.
- Need to adjust tax policies to lower the burden on essential goods, reducing costs for consumers.
- Reduce import dependency for livestock and fish feed by promoting local production to lower costs and stabilize prices.
- Develop better storage facilities to reduce spoilage and supply shortages in fisheries and agriculture.
- Introduce automated systems at ports to speed up processing times and reduce costs, minimizing delays in goods clearance.
- Encourage private sector investment in cold storage and logistics infrastructure to extend the shelf life of perishable goods, reducing food loss and waste.
- Increase government oversight and regulation of pricing in informal markets to curb price gouging and ensure affordability for consumers.

Seminar on Bi-annual Current State & Future Outlook of Bangladesh Economy: Private Sector Perspective (January-June, FY2023-24)

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar titled "Bi-annual Economic State & Future Outlook of Bangladesh Economy- Private Sector Perspective" on 28th September 2024, Saturday at the DCCI Auditorium. The lively event was attended by 44 academics, expert researchers, government high officials, business leaders, civil society members, media representatives, and nine BoD members of DCCI.

Mr. Ashraf Ahmed, President, DCCI delivered Welcome Address and Keynote presentation. After the presentation, he also moderated the seminar. The distinguished panelists include Dr. Md. Salim Al Mamun, Director (Research), Chief Economist's Unit, Bangladesh Bank, Dr. Mohammad Abu Eusuf, Professor, Department of Development Studies, University of Dhaka & Executive Director Research and Policy Integration for Development (RAPID) and Dr. Khan Ahmed Sayeed Murshid, Economist and Former Director General of Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) remained present as in the seminar.

Formulating the Biannual Economic State of Bangladesh is a key tradition of DCCI, offering a comprehensive six-month analysis that emphasizes inclusivity in outlining economic priorities, particularly for private sector development, and provides valuable insights into the country's overall economic performance.

At the end, Mr. Ashraf Ahmed, President, DCCI drew the conclusion remarks of the event.

Recommendations:

- Need to reverse the Central Bank's current strategy of higher interest rates and tighter liquidity management once inflation is under control.
- Need to strengthen domestic supply chains, minimize waste, modernize market logistics, and improve market mechanisms.
- Bangladesh Bank should explore and evaluate alternative approaches to tackle inflation effectively.
- The impact of the reform on the 10 to 12 weak banks should not affect the entire banking sector, and loans to industries and MSMEs should be kept at normal levels.
- Recommended to diversify exports beyond Ready-Made Garments (RMG) by focusing research on developing new products and identifying target countries for expansion.
- Recommended to recognize that sacrificing growth to contain inflation may be an appropriate short-term measure, but a prolonged high-interest rate regime will hinder long-term growth.
- Need to set the target for BOP surplus generation at a multiple of the debt service requirement, likely less than current net exports, by increasing local value addition and reducing imports through higher domestic investment in intermediate goods production.
- Bangladesh Bank should consider that changes in reserves may stem from shifts in private trade credit terms, which are challenging to track due to limited visibility between shipments and collections for imports and exports; therefore, this effect must be factored into macroeconomic strategy discussions.
- Developing a land-based LNG (Liquefied Natural Gas) terminal is essential for reducing dependency on other energy sources.
- Need to invest in agro-processing facilities near production sites to mitigate food wastage and improve supply chain efficiency, ensuring better food security.
- Need to strengthen economic diplomacy to bolster global trade relations and investment opportunities, which is critical in the current challenging geopolitical landscape.
- Need to reform fiscal policies to balance austerity with targeted investments that control inflation while expanding the tax base beyond major cities and simplifying tax processes for CMSMEs.
- Recommended to align corporate tax policies with international standards and separate tax policy from administration to improve transparency, reduce corruption, and create a more business-friendly environment.
- Need to maintain a flexible monetary policy to support private sector credit, especially for CMSMEs, amid rising interest costs and recession risks.
- Recommended to strategically use public borrowing to address trade credit shortages for key imports and secure foreign funds from institutions like the IMF and World Bank to stabilize foreign exchange reserves.
- Need to create a favorable investment climate by streamlining regulations, safeguarding property rights, and addressing corruption to build investor confidence.
- Recommended to make significant investments in infrastructure, particularly in energy and logistics, to sustain private sector growth and improve overall economic performance.
- Need to update trade regulations, such as the Export-Import Control Act of 1950, and merge relevant agencies to streamline trade processes and enhance efficiency.
- Extending bond facilities beyond the RMG sector and implementing export diversification strategies will support broader economic growth.

- Recommended to offer incentives to international brands to integrate local OEMs to enhance Bangladesh's global presence, while pursuing market access diplomacy through FTAs and PTAs to open new export markets.
- Need to strengthen the capital market through improved governance and a regulatory framework aligned with global standards to attract top corporations and restore investor confidence, facilitating long-term economic growth in the post-LDC era.

Focus Group Discussion on "Current State of the Economy and Outlook of Bangladesh"

A Focused Group Discussion (FGD) was organized by the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) on the theme "Current State of the Economy and Outlook of Bangladesh" on Saturday, October 5, 2024 in the DCCI Auditorium. Mr. Ashraf Ahmed, President of DCCI, moderated the FGD after delivering the welcome address and providing a brief presentation to set the context for the discussion.

The objective of the FGD was to bring together economists, industry leaders, and business executives to strategize and explore potential pathways for addressing the challenges hindering the immediate recovery of the economy. A total of eight distinguished discussants attended the session, where they shared their insights, engaged in discussions, and offered recommendations on the topic at hand.

Recommendations:

- The stringent default rules from Bangladesh Bank could severely impact businesses; therefore, regulatory authorities should be engaged to reconsider these policies.
- With double-digit interest rates, making a profit is nearly impossible, necessitating a focus on a long-term sustainable financing roadmap.
- Banks must be held accountable, ensuring that the burden of bad loans and defaults is not unfairly imposed on innocent businessmen.
- The Credit Information Bureau (CIB) report should incorporate the contributions of Mobile Financial Services (MFS).
- A Financial Reformation Committee should be established to address mismanagement in customs and promote automation.
- Intensifying efforts in gas exploration is essential to ensure a consistent supply for industries.
- The government should engage with business leaders to build trust and address their concerns effectively.
- Acknowledging the contributions of businessmen and involving them in policy-making can help foster a supportive business environment.
- Emphasis should be placed on law and order to control labor unrest and restore business confidence.
- Strengthening the presence of industrial police and military forces in key industrial areas is vital for maintaining law and order.
- To resolve labor unrest, stronger ties among workers, owners, and local representatives are necessary.
- Implementing a zero-tolerance policy towards unrest can create a secure environment for businesses to operate and thrive.
- The impact of high inflation on local demand and business profitability should be highlighted.
- Measures to stabilize inflation rates through effective economic policies and strategies need to be identified.
- Adding USD 6-8 billion to the foreign exchange reserve within the next six months could achieve foreign exchange stabilization for macro recovery.
- Emphasizing foreign direct investment (FDI) is crucial for economic growth and integration into global supply chains.
- There is an opportunity to import raw materials from Pakistan and export value-added products, as we currently lack direct vessel connections with the deep sea port of Pakistan.
- Securing fair prices from global brands will help protect workers' interests.
- The foreign exchange reserve should be strengthened through increased exports, FDI, and remittances.

- Addressing the concerns of existing foreign investors and creating a favorable environment for new investments is crucial.
- Sector-specific challenges, such as fair pricing from global brands for textile products and wage fixes across different sectors, should be addressed to ensure fair labor practices and sustainable growth.
- The effect of increased workers' wages should be sustainable; a rapid closure of factories due to wage hikes would be detrimental.
- We are not fully prepared for LDC graduation; to remain competitive in green energy by 2030, financing must be secured.
- In the RMG industry, a double-stage transformation initiative is required to establish more textile mills for backward linkages.
- Import substitution industries require policy reforms and long-term funding at low interest rates.
- For macroeconomic recovery, strong policy governance is essential, emphasizing political economy.
- Initiatives must be taken to control abnormal and unethical import demands.
- Low-interest funding is needed to support small enterprises, enabling them to function normally.

Focus Group Discussion (FGD) on "Easing the Business System: An International Trade Perspective"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized an FGD titled "Easing the Business System: An International Trade Perspective" on Tuesday, 15th October 2024, at the DCCI Auditorium. The vibrant event brought together experts from various sectors, including senior government officials, business leaders, members of civil society, and the Board of Directors of DCCI.

Mr. Ashraf Ahmed, President, DCCI delivered Welcome Address and Keynote presentation. After the presentation, he also moderated the event. The distinguished panelists include Mr. Md. Hasan Ali, Superintendent Engineer of the Bangladesh Land Port Authority; Mr. Md. Kamal Hossain, Deputy Secretary and Director (Traffic) of Mongla Port Authority; Dr. Farhana Iris, Joint Secretary (WTO Section-3) from the WTO Wing of the Ministry of Commerce; Commodore M Fazlar Rahman, BSP, psc, BN, Member (Harbour and Marine) of the Chittagong Port Authority; and Mr. S M Lablur Rahman, Member (Finance) and Additional Secretary of the Civil Aviation Authority of Bangladesh.

Their participation underscored the focus on improving connectivity and trade facilitation—a key theme resonating with recent discussions on streamlining business systems and overcoming international trade barriers.

Recommendations:

- Macroeconomic stability and foreign exchange reserve enhancement for strengthening the current account balance.
- Automating and streamlining the customs process to simplify overall customs operations.
- The performance of ports in Bangladesh should be measured against international and regional benchmarks, such as the ports of Singapore, Hanoi, and Colombo.
- Streamline the LC process by reducing paperwork and regulatory hurdles, and adopt Open Account Trade in line with global trends.
- Expand the EDF loan amount to better support SMEs.
- Implement electronic customs declarations and expedite the establishment of the National Single Window (NSW).
- Strengthen governance to prevent arbitrary penalties and enhance business predictability.
- Develop automated scanning and testing labs at ports to speed up the clearance process.
- Address administrative bottlenecks to expedite Bay Terminal construction and enhance port capacity.
- Strengthen access to affordable pre-shipment and post-shipment financing for MSMEs.
- Complete the automation of land ports to streamline operations.

- Multimodal transport integration, combining rail, waterways, and roads, is necessary to lower transportation costs and reduce shipment times for businesses.
- Bangladesh's port performance needs to be measured against international benchmarks, with a focus on improving port infrastructure and operations to meet global standards.
- The Bangladesh government is encouraged to adopt flexible monetary policies to stabilize the currency and inflation, which would benefit businesses by making financing more accessible.
- Collaboration between port authorities and the private sector is needed to reduce bottlenecks and streamline port operations, enhancing overall trade capacity.
- Regularly update port infrastructure to keep pace with growing trade volumes.
- Implement performance-based evaluations for C&F agents and government employees to encourage efficiency.
- Need to invest in upgrading inland water container traffic and rail infrastructure to support export growth.
- Port operations should be available 24/7 to reduce delays and improve overall efficiency in handling shipments.
- Simplifying re-export and refund processes for recurring exports will enhance trade flow and reduce administrative burdens for businesses.
- Providing bank guarantees for export and import activities will increase business confidence and facilitate smoother international trade transactions.

Dissemination Seminar on "Food Inflation: An Analysis on Price Dynamics of Essential Commodities"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Dissemination Seminar titled "Food Inflation: An Analysis on Price Dynamics of Essential Commodities" on Thursday, 17th October 2024, at the DCCI Auditorium. With the country experiencing significant food inflation, which reached 14% for the first time in 13 years, it is crucial to understand the underlying factors contributing to this trend. The study aims to analyze price dynamics and identify the root causes of food inflation, particularly in light of global economic pressures and disruptions in the domestic supply chain. By shedding light on these factors, DCCI seeks to provide actionable insights and recommendations that can help policymakers implement effective measures to stabilize food prices, protect vulnerable populations, and support the broader economic goals of the nation as it strives to become a developing economy by 2026.

Mr. Ashraf Ahmed, President of the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), delivered the Welcome Address. The keynote presentation was delivered by Mr. AKM Asaduzzaman Patwary, Executive Secretary of the Research & Development and Policy Advocacy Department at DCCI. The distinguished discussants included Mr. Swajan Hayder, Deputy Director of the Census Wing at the Bangladesh Bureau of Statistics, Government of Bangladesh; Mr. Md. Moshiul Alam, Joint Chief of the Bangladesh Trade and Tariff Commission, Government of Bangladesh; Dr. Saif Uddin Ahammad, Joint Secretary Office, Trade Support Measures Wing and Dr. Sayera Younus, Executive Director of Research at Bangladesh Bank.

The key objective of this seminar is to disseminate research findings conducted by the Research & Development and Policy Advocacy Department of DCCI to stakeholders and policymakers, providing essential insights into Bangladesh's pressing issue of food inflation. By sharing these findings, DCCI aims to empower participants to formulate effective policies that stabilize food prices and enhance food security, particularly for vulnerable populations affected by inflation.

- Promote vertical integration of the supply chain to reduce intermediaries and lower essential goods' prices.
- Addressing this issue of information asymmetry is essential for accurate market assessments and informed decision-making.
- Create a national food reserve to buffer against price spikes and ensure stable supply throughout the year. Release stockpiled essential food products nationwide based on demand.
- Encourage sustainable agricultural practices like organic farming, precision agriculture and climate-smart methods.
- Import essential food items that are in short supply due to production-demand imbalances.
- Provide subsidies for key agricultural inputs like fertilizer, oil, and electricity to lower production costs and stabilize prices for local production of key food items like onions, ginger, and spices.

- Implement tracking system for cash memos of local and imported food items.
- Provide businesses with easier access to finance, investment in technology and research.
- Satellite imaging like GIS and automated tracking are needed.
- Empower Agricultural Marketing Department to perform regular audits, build market infrastructure
- Establishing a tariff or products calendar that outlines when imports are permitted and when restrictions apply can help adjust for seasonal demand fluctuations effectively.
- Recommended to encourage local farmers to increase their production and remain committed to agricultural cultivation. This support can enhance food security and bolster the local economy.
- Assess the implications of imports on local production to identify areas of impact.
- Regional cold storage facilities should be developed on a PPP basis, tailored to the major crops produced in each area.
- To develop cold storage at the grassroots level, agro-based funding with low interest rates should be made accessible.
- Establish bonded warehouse facilities to improve storage and logistics for imported goods.
- Encourage competition in the market to enhance local domestic production and foster a resilient agricultural sector.
- Implement a cooperative system for effective distribution of subsidies to support farmers.
- Address the issue of food waste occurring after harvesting to improve overall efficiency and reduce losses in the supply chain.
- Formulate business-friendly trade policies that consider the opinions of district chambers during the import phase to ensure that local needs are addressed.
- Enhance public-private communication to streamline business processes, manage inflation, and raise awareness among consumers and businesses about the factors influencing price changes.
- Reduce middlemen by establishing direct producer-to-consumer channels and ensuring equitable distribution of demand and supply across the market.

মতবিনিময় সভা এসএমই উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী ও টেকসই উন্নয়নঃ প্রেক্ষাপট এসএমই নীতিমালা-২০১৯

এসএমই উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী ও টেকসই উন্নয়ন: প্রেক্ষাপট এসএমই নীতিমালা-২০১৯ শিরোনামে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে, যা ১৯ অক্টোবর ২০২৪, শনিবার ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে এসএমই উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী এবং টেকসই উন্নয়নের প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়, যা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মতবিনিময় সভার উদ্দেশ্য ছিল সরকারের নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও সুপারিশ নির্ধারণ, SME খাতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণের বৃহত্তর লক্ষ্যগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এসএমইকে সমর্থন, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে টেকসই বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য নীতি সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা।

জনাব আশরাফ আহমেদ, সভাপতি, ডিসিসিআই, স্বাগতিক বক্তব্য এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। মতবিনিময় সভায় প্যানেল আলোচক হিসাবে অংশগ্রহণ করেন জনাব খন্দকার মোস্তাক হোসাইন, এভিপি ও হেড অব ইমার্জিং অ্যান্ড মিডিয়াম বিজনেসেস, সিএমএসএমই ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ডিভিশন, লংকাবাংলা ফাইন্যান্স পিএলসি; জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান পলাশ, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ডিভিশন হেড, এমএসএমই ও ইমার্জিং বিজনেস, ঢাকা ব্যাংক পিএলসি; জনাব মোহাম্মদ কায়সার হামিদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, বাংলাদেশ ফাইন্যান্স লিমিটেড; জনাব মোহাম্মদ নাজিম হাসান সাত্তার, মহাব্যবস্থাপক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন; জনাব মির্জা নূরুল গনি শোভন, সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব); ড. মোহাম্মদ মোশাররেফ হোসেন, সহকারী অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট; জনাব নওশাদ মোস্তাফা, পরিচালক (এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ), বাংলাদেশ ব্যাংক; জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব হোসেন, নির্বাহী পরিচালক (রেগুলেশন ও গবেষণা), মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি; জনাব কাজী মাহাবুবুর রশীদ, পরিচালক (দক্ষতা ও প্রযুক্তি), বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিএসসিআইসি); জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং জনাব মোঃ সলিম উল্লাহ, অতিরিক্ত সচিব (নীতিমালা, আইন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অনুবিভাগ), শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সুপারিশমালাঃ

- শাখা ভিত্তিক চ্যানেলের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক চ্যানেলের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা উচিত। এটি ব্যাংকিং প্রক্রিয়াকে সহজ ও দ্রুততর করবে, যার ফলে গ্রাহকরা ঘরে বসেই ঋণ আবেদন করতে পারবেন এবং তা দ্রুততার সাথে অনুমোদন পাবে।

- এসএমইদের জন্য মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এবং ইলেকট্রনিক ন্যানো ঋণের ব্যবহার করা প্রয়োজন। এসব সেবা এসএমইগুলোর জন্য ঋণ প্রাপ্তি সহজ করে দেবে, বিশেষ করে যারা ফিজিক্যাল ব্যাংক শাখায় যাওয়ার সুযোগ পান না।
- ক্যাশ ফ্লো ভিত্তিক ঋণদান, চ্যানেল ফাইন্যান্স, এবং বাণিজ্যিক চুক্তি অর্থায়নের মাধ্যমে ঋণের সম্প্রসারণ করা উচিত। এই ধরনের ঋণদান পদ্ধতি এসএমইদের জন্য তাদের নগদ প্রবাহের ওপর ভিত্তি করে সহজে ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করবে, ফলে তারা ব্যবসার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে।
- এসএমইদের জন্য উন্নত এবং প্রসারিত ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এই স্কিমের মাধ্যমে ব্যাংকগুলোকে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাড়বে, যার ফলে তারা এসএমইগুলোকে অধিকমাত্রায় ঋণ প্রদান করতে উৎসাহিত হবে।
- উচ্চ প্রযুক্তির স্টার্টআপগুলোর জন্য ICB এর পরিবর্তে বেসরকারি খাতের বিকল্প বিনিয়োগ তহবিলের মাধ্যমে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সহায়তা দিতে হবে।
- সার্ভিস সেক্টরের উন্নয়নের জন্য বিশেষায়িত ফান্ডিং প্রোগ্রাম তৈরি করা উচিত। এই প্রোগ্রামগুলি প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, ও পরিবহনসহ বিভিন্ন খাতকে সমর্থন করবে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সক্ষমতা বাড়াতে এবং বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে।
- এসএমই নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাশাপাশি শিল্পনীতির সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে শিল্পখাতের ভবিষ্যতের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।
- শিল্প এবং সেবা মানঅভ্যন্তরীণ কার্যক্রম (বিএসটিআই স্ট্যান্ডার্ড) এবং রপ্তানি বাজার (আইএসও) উভয়ের জন্যই শিল্পের মান সম্মতি প্রয়োজন। স্থানীয় এসএমইগুলিকে প্রক্রিয়া নির্দেশিকা এবং সার্টিফিকেশন থেকে শুরু করে পণ্য এবং উপাদান পরীক্ষা পর্যন্ত এই মানগুলি পূরণ করতে সহায়তা প্রয়োজন।
- সংখ্যাগরিষ্ঠ এমএসএমই অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে কাজ করেন যাদের ভ্যাট এবং আয়কর নিবন্ধন বা ট্রেড লাইসেন্স নেই। এর ফলে এসএমইদের আইনি সুরক্ষার সুযোগ কমে যায়। লাইসেন্সিং এবং কর পদ্ধতির সরলীকরণ প্রয়োজন।
- বিশ্বব্যাপী চাহিদা এবং আমাদের সক্ষমতা বিবেচনা করে পণ্য ও বাজার বৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন।
- এমএসএমই ক্লাস্টারসমূহে (ইপিজেড, শিল্প পার্ক এবং অন্যান্য বিশেষায়িত শিল্প এলাকা) খাতভিত্তিক শিল্পকে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।
- প্রথমত, খাতভিত্তিক শিল্প স্থানান্তর কার্যক্রমের জন্য একটি সুসংহত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনায় শিল্পগুলোর চাহিদা, অবকাঠামো এবং কর্মশক্তির দক্ষতা বিবেচনা করা উচিত।
- দ্বিতীয়ত, স্টার্টআপের ক্ষেত্রে স্থানীয় কাঁচামাল নির্ভর পণ্য তৈরির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এই উদ্যোগে সরকারী ও বেসরকারী খাতের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে, যা নতুন উদ্যোগগুলোর জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
- তৃতীয়ত, আমদানি বিকল্প পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান করতে হবে। এর মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করা সম্ভব হবে এবং বিদেশি পণ্যের ওপর নির্ভরতা কমবে।
- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষায়িত সেবা এবং ৫০ লাখ থেকে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- এমএসএমই খাতকে বৃহৎ শিল্পের সাথে সংযোগ প্রদান এবং বড় ব্যবসায়ীদের সাপ্লাই চেইন অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
- পেটেন্ট, কপিরাইট ও ট্রেড মার্ক করা মেধা সম্পদের (Intellectual Property) উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে Valuation Guideline প্রদান করতে হবে।
- CMSME পরিসংখ্যানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেস তৈরির উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।
- এমএসএমই খাতের সম্ভাবনাময় সেক্টরগুলির জন্য বিশেষায়িত অর্থায়ন প্রোগ্রাম এবং কার্যকরী সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা আবশ্যক।
- দক্ষ জনশক্তি বিকাশে (TVET) প্রোগ্রামগুলো আধুনিকায়ন করার পাশাপাশি টারগেটেড স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে এমএসএমই শিল্প প্রতিষ্ঠানে আধুনিক কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রদের জন্য এপ্রেন্টিসশীপের ব্যবস্থাসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।
- এমএসএমই-দের সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইন লিঙ্কেজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কর্পোরেট ও বড় ব্যবসায়ীদের কিছু পরিষেবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের থেকে গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে, পাশাপাশি কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদিত পণ্যগুলিকে রপ্তানির ক্ষেত্রে বড় ব্যবসায়ীদের ব্র্যান্ড ব্যবহার করে লিঙ্কেজ তৈরি করা উচিত।
- বাংলাদেশে লোহা ও প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহার ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের হার বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ। ক্লিন টেকের জন্য একটি বৈশ্বিক উদ্ভাবন নেটওয়ার্কের সঙ্গে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করা এবং দেশে উদ্ভাবন ইনকিউবেটর ও এক্সিলারেটরের প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।
- পণ্য বিপণন, ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্লকচেইন প্রযুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করার জন্য কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ, জিআইএস (GIS) ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে এমএসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য একটি ডেটা ব্যাংক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) বাস্তবায়নে Automation-এর ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

- বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য ঝুট কাপড় ও ব্যবহৃত পোশাক থেকে পুনরায় ইয়ার্ন তৈরির মাধ্যমে রিসাইক্লিং এবং ভ্যালু অ্যাডেড পোশাক রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ
- "জাতীয় শিল্প মান" প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, যা আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। এই মান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা দেশের উৎপাদিত পণ্যের আন্তর্জাতিক মান অর্জন, বাজার প্রতিযোগিতা বাড়ানো এবং রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।
- ব্যবসায়িক মডেল পুনঃমূল্যায়নের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ, পণ্য বৈচিত্র্যকরণ, মূল্য সংযোজন ও কাঁচামালের প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, নন-কটন উপকরণ (সিনথেটিক, ম্যানমেড ফাইবার, পলিয়েস্টার, ভেজিটেবল ফাইবার, অ্যানিমেল ফাইবার) ব্যবহার প্রসারের জন্য নীতিগত সহায়তা প্রদান, রপ্তানির ক্ষেত্রে ফ্লোর প্রাইস নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এলডিসি থেকে উত্তরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের রি-ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা উচিত।
- বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের জন্য সাভার ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (LWG) সার্টিফিকেট অর্জনের লক্ষ্যে পরিবেশগত, সামাজিক এবং গুণমান (ESQ) মান নিশ্চিতকরণ, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির বাস্তবায়ন, লিড সনদপ্রাপ্ত (Leed-certified) স্থানীয় গ্রিন কারখানাগুলোতে প্রণোদনা সুবিধা প্রদান এবং প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের অধীনে একটি চামড়া উন্নয়ন বোর্ড গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।
- বাংলাদেশের কৃষি এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারির (এসপিএস) আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে কৃষক থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং শরিয়াহ্ সম্মত খাদ্য, ঔষধ ও কসমেটিকস পণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানির ক্ষেত্রে হালাল সনদ প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।
- বাংলাদেশের পাট ও পাটজাত শিল্পের উন্নয়নের জন্য নতুন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে পাটের ফলন ও গুণমান উন্নত করতে হবে এবং মধ্যপ্রাচ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উন্নত মানের বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদন করতে হবে।
- নীতি সহায়তার মাধ্যমে কাঁচা পাটের দামের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রিসাইক্লিং ও ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং গবেষণা, পণ্যে উচ্চ-মূল্য সংযোজন ও নকশা উন্নয়নের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।
- ইলেক্ট্রনিক ও ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শিল্পের উন্নয়নের জন্য উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রচলনকে উৎসাহিত করতে হবে, উদাহরণস্বরূপ, CAD (কম্পিউটার-এইডেড ডিজাইন), CAM (কম্পিউটার-এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং), 3D প্রিন্টিং এবং অটোমেশন-রোবোটিক্সের মাধ্যমে ডিজাইন তৈরি করা এবং কারিগরি শিক্ষার আধুনিকীকরণ করা উচিত। এছাড়া, আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে স্থানীয় চাহিদা পূরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- ব্যবহৃত প্লাস্টিকের অগমেন্টেড রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানির পরিমাণ কমানো উচিত।
- ই-পরিষেবা সহজীকরণের জন্য উন্নত ইন্টারনেট পরিষেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি FDI আকর্ষণের লক্ষ্যে শক্তিশালী ও কার্যকরী বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি (IP) সুরক্ষা আবশ্যক। নগর ও গ্রামীণ অঞ্চলে ডিজিটাল বিভাজন (Digital Divide) দূর করার জন্য আইসিটি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।
- এমএসএমই-দের অর্থায়ন সহজতর করার জন্য FinTech খাতে উৎসাহ ও প্রণোদনা দেওয়া উচিত, এবং এমএসএমই-দের ই-কমার্স কেন্দ্রিক ব্যবসার সম্প্রসারণে ক্রস-বর্ডার ই-কমার্সকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- জাতীয় শিল্পনীতি-২০২২ এর আলোকে প্রস্তাবিত এমএসএমই নীতিমালা-২০২৪ প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে কুটির, মাইক্রো, এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে মাঝারি উদ্যোক্তাদের থেকে পৃথক করে নীতিমালা তৈরি করা প্রয়োজন।
- এমএসএমই-দের জন্য বিভিন্ন ক্রেডিট স্কিম প্রদানকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তালিকা এবং ঋণ গ্রহণের নিয়ম কানুনের উপর বাংলা হ্যান্ডবুক তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।
- নীতিমালায় উল্লিখিত সুবিধাগুলি যদি উদ্যোক্তারা না পান, সেক্ষত্রে যেন তারা যে কোনো সালিশী প্রতিষ্ঠানের কাছে গিয়ে অভিযোগ জানাতে এবং সেবা পাওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।
- এসএমই ইনোভেশন ল্যাব তৈরি করতে হবে এবং সকল পর্যায়ের অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।
- প্রকিউরমেন্ট পলিসিতে ২৫% পণ্য এসএমই থেকে নেবার কথা বিবেচনা করা হয়েছে। আইনের মাধ্যমেও এটা সুনির্দিষ্ট করতে হবে, যেন এসএমই থেকে ২৫% পণ্য ক্রয় করা হয়।
- আগের নারী উদ্যোক্তরা মাত্র ১০ হাজার টাকায় বিদেশে স্টল নিতে পারতো কিন্তু ইপিবি এখন এটাকে কয়েক লক্ষ টাকা করেছে। এটা পরিবর্তন হওয়া দরকার।
- নতুন নীতিমালায় সীড ফান্ড ও কাস্টমাইজ ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন রয়েছে। ছোট উদ্যোক্তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য কাস্টমাইজ সাপোর্ট ম্যাকানিজম তৈরি করতে হবে।
- পারিবারিক বা প্রোপাইটরশিপ ব্যবসার জন্য কটেজকে ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে লোন দেওয়া হচ্ছে, যা সংস্কার করতে হবে। ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক লোন দিতে উদ্যোগ নিলেও উদ্যোক্তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
- সরকারের ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, স্টার্টআপ ফান্ড এবং সিট ফান্ড থাকতে হবে, যাতে সেখান থেকে অর্থায়ন করা সম্ভব হয়। ব্যাংকের ওপর অর্থায়নের জন্য চাপ প্রয়োগ করা উচিত নয়।

Seminar on "Reform for ICT Industry Growth"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Seminar titled "Reform for ICT Industry Growth" on 9th November 2024, Saturday at DCCI Auditorium.

The seminar delved into the importance of effective procurement in ICT as a driver for transformation and industry growth. Emphasizing the role of supportive policies like tax exemptions, export incentives, and prioritizing local technologies, it highlighted the need for targeted reforms, strategic initiatives, and partnerships to unlock Bangladesh's ICT potential. At the seminar, the discussants highlighted challenges and growth prospects in Bangladesh's ICT sector. Despite issues like low productivity and skill gaps, the sector employs over 350,000 people and has a market size of USD 2.34 billion, with opportunities in BPO, IT services, and emerging tech for markets such as the U.S. and UK. Policy reforms focus on expanding exports, supporting startups, boosting high-tech manufacturing, and improving digital finance. Key to advancing the industry are enhanced public-private collaboration, streamlined IP processes, and incentives for semiconductors.

Mr. Ashraf Ahmed, President, DCCI moderated the event while Mr. Mir Shahrukh Islam, Managing Director, Bondstein Technologies Limited presented the keynote. The distinguished panelists included Mr. Liakot Ali, Additional Managing Director Walton Digi Tech Industries Ltd.; Mr. Taimur Rahman, Chief Corporate & Regulatory Affairs Officer; Banglalink Digital Communications Ltd.; Mr. Syed Almas Kabir, Former President, BASIS and Mr. Muhammad Zakir Hasan, Executive Director (ICT), Bangladesh Bank. Mr. Lutfey Siddiqi, Special Envoy on International Affairs to the Chief Adviser, chief Adviser's Office, Government of the People's Republic of Bangladesh attended as the Chief Guest. Mr. Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun, Executive Chairman (Senior Secretary), BIDA, attended the seminar as a Special Guest.

Recommendations:

- Need to establish overseas offices, form an ICT export taskforce, and reinstitute export incentives to support the sector's global growth.
- Encouraging foreign direct investment (FDI) in the BPO industry is essential, with infrastructure improvements and targeted tax incentives recommended.
- The startup ecosystem needs a unified legal definition, venture capital support, and increased private sector participation to drive innovation and attract investors.
- Intellectual property (IP) should be used as collateral for tech financing, and an easier IP registration process is recommended.
- Establishing a strategic task force for ICT exports will focus on capacity building, marketing, and networking to accelerate growth in global markets.
- Restoring the ICT export incentive to previous levels will encourage exports, as the incentive was reduced from 10% to 6%.
- Developing a competitive share price structure in the SME capital market will attract investors and support tech company growth.
- Mandatory impact analysis before public procurement projects will ensure projects meet stakeholder needs and private sector standards.
- Promoting investment roadshows for high-growth sectors like fintech, healthtech, and e-commerce will attract investors to Bangladesh's startup ecosystem.
- Reforms in the duty and tax structures are needed to support growth in the IT and semiconductor sectors as well as address high rural internet access costs and revise telecommunication policies to improve service and accessibility.
- Tax incentives should be offered to encourage entrepreneurs in the venture capital sector.
- The government could launch a sovereign credit guarantee scheme to provide loans on easy terms to IT sector entrepreneurs.
- Effective implementation of intellectual property laws is crucial to fostering innovation and protecting local technologies.
- Allowing foreign semiconductor companies to establish local partnerships or facilities for market entry will promote technology transfer and job creation.
- Implement a Sovereign Credit Guarantee Scheme to offer IT entrepreneurs better access to loans and encourage a shift towards high-value IT production.
- Establish a comprehensive Data Privacy Act and provide incentives for research and development (R&D) to stimulate innovation and safeguard user data.

- Focus on strengthening Bangladesh's ICT sector by developing device manufacturing ecosystems and expanding skills in microchip design, IoT, and AI to boost sector growth and create more employment opportunities.
- Develop an ICT-friendly academic curriculum and foster industry-academia collaboration to enhance graduates' practical skills and better prepare them for the workforce.
- Consider implementing a pilot program in rural schools (e.g., a school in Kurigram) to provide primary students with internet access via satellite, enabling digital literacy and learning opportunities.

Dialogue on Bridging Innovative SMEs and Startups with PE & VC Firms for Bridging Financing Gap

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Dialogue titled "Bridging Innovative SMEs and Startups with PE & VC Firms for Bridging Financing Gap" on 19 November 2024.

The event objective is to enhance access to alternative financing for innovative, growth-oriented SMEs and startups in Bangladesh by connecting them with private equity and venture capital (PE/VC) funds through an online B2B matchmaking event. This initiative, organized by DCCI, aims to strengthen the PE/VC ecosystem, promote innovation-driven businesses, and address the limitations of traditional financing for SMEs. In this connection, five PE & VC firms submitted an Expression of Interest (EOI) to be part of the "Alternative Investment Panel of DCCI'. Moreover, Moreover, the event was attended by 26 eligible SMEs and 15 startups, providing them with an opportunity to connect directly with private equity (PE) and venture capital (VC) firms.

Mr. Ashraf Ahmed, President of DCCI, delivered the welcome address and also moderated the discussion session. Prof. Mohammad Abdul Momen, Director, Institute of Business Administration, University of Dhaka also present as a special guest. The respected BoD members of DCCI were also present at the event.

The event started with a warm welcome from the President of DCCI, following the opening remarks, each of the participating PE & VC firms delivered a brief 5-minute presentation, outlining their investment criteria, due diligence processes, and company profiles. After the presentations, a Q&A session allowed attendees to engage with the presenters, seeking further clarity and insights. The event concluded with an open networking session, providing an opportunity for participants to connect and discuss potential collaborations.

The participating PE & VC firms are Maslin Capital Limited, Bangladesh Venture Capital Limited, X Angel Limited, and Finager Fintech, each represented by key executives. Each firm presented its investment criteria, due diligence process, and company information. Mr. Mohammad Ashraf Hossain, Head of Compliance and Company Secretary from Maslin Capital Limited; Mr. Shawkat Hossain, Chief Executive Officer from Bangladesh Venture Capital Limited; Mr. Jasim Mohammad Miah, Investment Manager from X Angel Limited; and Md. Asef Jamil, Coordinator of Strategy & Finance from Finager Fintech, delivered the presentations.

The event saw participation from a diverse group of startups, including iFarmer Limited, Chaldal Ltd, Arknetics Ltd, Thriving Skills Limited, Priyoshop, IoTeix Lab, FSBD Ltd, NapTech Labs Ltd, haveAsoft, PriyoShop.com, Devs Core, M/s. Sony Lubricants, ZednZ Limited, GBL Fintech, and Bimafy. These innovative companies represented a variety of sectors and brought forward their unique business models, seeking investment opportunities and potential collaborations with the participating PE & VC firms.

The event was attended by a diverse group of registered, scalable SMEs from DCCI, including Times Presses, All Tech Machineries, Dream71 BD Ltd, Win Trade, Riverine Power, Traditional Dress Code, Biopharma Ltd, Fairmate Chemical, Manha Enterprise, Yaang Bangladesh, AM Square Limited, Brandylane 360, Probashi Sheba Limited, Reverie Power & Automation Engineering Ltd, TM International, Novatek Pharmaceuticals Ltd, Watermark Enterprise Ltd, Bondstein Technologies Limited, Maskura Limited, Kahinik Limited, Cattle Banque of Bangladesh Limited, Abdullah Knitwears Limited, SEOK Healthcare, and Flight Expert.

Summary Discussion

- Many startups in Bangladesh face difficulties in preparing accurate valuations, as traditional methods used by audit firms are outdated and fail to reflect the true worth of the business. This leads to undervaluation, especially for startups with high growth potential but limited tangible assets.

- Intellectual Property Rights (IPR) valuation is largely non-existent in Bangladesh due to a shortage of specialized skills. This gap hinders startups in sectors like technology and innovation from fully capitalizing on their intangible assets, which could otherwise play a crucial role in attracting investment.
- Globally, the most widely used valuation methods are Discounted Cash Flow (DCF) and Net Asset Valuation (NAV), which offer more accurate assessments of a company's worth based on its future earnings potential or assets. These methods, though effective, require expertise that is still limited within Bangladesh's startup ecosystem.
- In Bangladesh, most private equity (PE) and venture capital (VC) firms are primarily interested in investing at the seed stage, where the risk is perceived to be lower. However, this limits investment opportunities for startups that are past the seed stage and require funding to scale further.
- A major issue for VC and PE investors in Bangladesh is the absence of clear exit plans. Without defined exit strategies such as IPOs or acquisitions, investors are unsure of how they will realize returns, which can deter investment in the long run.
- The conditions imposed on VC and PE firms in Bangladesh are often seen as unrealistic, with challenges like unclear regulations, high taxes, and an underdeveloped legal framework. These factors create barriers to efficient investment, making it harder for firms to operate effectively.
- The expectations for SMEs to become profitable within just three years are often unrealistic. Many startups need more time to refine their products and reach profitability, but the conditions set for the secondary market place undue pressure on these businesses to deliver quick results.
- There is often a significant gap between the funding needs of startups and the amount that VCs and PEs are willing to invest, particularly in early-stage ventures.
- VCs and PEs often perceive startups in Bangladesh as high-risk investments due to market volatility, regulatory challenges, and economic instability.

The open networking session provided a dynamic platform for 26 SMEs and 15 startups to engage directly with a selected pool of private equity (PE) and venture capital (VC) firms. During the open networking session, participants actively pitched their innovative ideas and business models to potential investors, creating opportunities for meaningful collaboration and investment discussions. The session fostered a productive exchange of insights, with representatives from SMEs and startups sharing their contact details to facilitate follow-up assessments and deeper evaluations of their proposals. This interactive setting allowed both entrepreneurs and investors to explore synergies, identify growth opportunities and lay the groundwork for potential partnerships in the future.

Dialogue on: "Reversing the Outbound Healthcare Tourism"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a dialogue titled "Reversing the Outbound Healthcare Tourism" on 23rd November 2024, Saturday at DCCI Auditorium.

The dialogue on "Reversing Outbound Healthcare Tourism" aimed to develop strategies for strengthening Bangladesh's healthcare system to reduce reliance on medical tourism and retain $4 billion spent annually abroad. Despite advancements such as 5,461 private hospitals and 98% local pharmaceutical production, challenges like doctor and bed shortages, high out-of-pocket costs, rural access gaps, and public distrust persist. With only 5% of the national budget allocated to healthcare, the system struggles to meet demand. The discussion focused on how to increase capacity and improve service delivery by investing in infrastructure, worker training, public-private partnerships, and quality assurance.

Mr. Ashraf Ahmed, President, DCCI moderated the event, while Mr. Malik Talha Bari, Senior Vice President, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) presented the keynote. The distinguished panelists included Dr. Mir Saaduddin Ahmad, Secretary General, Bangladesh Society of Emergency Medicine; Dr. Abul Bashar Md. Jamal, Secretary, Bangladesh College of Physicians & Surgeons (BCPS); Dr. Rezaul Karim Kazal, Professor, Department of Obstetrics & Gynecology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University (BSMMU); Dr. Syed Abdul Hamid, Professor & Former Director, Institute of Health Economics, Dhaka University; Dr. Md. Liaquat Hossain, Registrar (Acting), Bangladesh Medical & Dental Council (BM&DC); National Professor A K Azad Khan, President, Bangladesh Diabetic Samity.

Recommendations:

- To build advanced hospitals nationwide with state-of-the-art diagnostic and specialty care facilities and upgrade healthcare facilities in rural and underserved areas to enhance accessibility.
- Establish programs to train and upskill doctors, nurses, and technicians, with a focus on specialized and critical care fields.
- Collaborate with international organizations to expose healthcare professionals to modern practices and technologies.
- Advocate for higher government allocation in healthcare to align with global and regional standards, emphasizing advanced treatment infrastructure.
- The outbound trend on medical tourism can be reversed by outperforming regional competition, ensuring customer satisfaction and enhancing quality of medical services, reliability and branding initiatives.
- Implement universal health insurance schemes to reduce financial burdens and improve access to quality care.
- Develop and enforce national benchmarks for healthcare quality and safety to ensure consistent care across facilities.
- Introduce standardized pricing for healthcare services to improve affordability and transparency.
- Encourage Public-Private Partnerships (PPPs) to attract foreign expertise, investments, and advanced medical technologies.
- Facilitate the establishment of branches by reputed global hospitals in Bangladesh to provide advanced care locally.
- Leverage telemedicine and digital health platforms to expand accessibility, especially in remote areas.
- Utilize technology to enhance healthcare service efficiency, transparency, and patient outcomes.
- Strengthen primary healthcare to prevent complications and reduce out-of-pocket expenses.
- Develop robust Accident & Emergency (A&E) bases and trauma care centers for critical case management.
- Conduct campaigns to rebuild trust in local healthcare by showcasing quality improvements and competitive services.
- Highlight cost-effective care and pharmaceutical expertise to attract medical tourists from neighboring regions.
- Promote the production of high-quality, affordable medicines and medical devices for domestic and export markets.
- Collaborate globally to create supply chains for innovative treatments and technologies.
- Establish grievance redressal mechanisms to address patient concerns and enhance satisfaction.
- To Identify and address bottlenecks in healthcare facilities, trust, and comfort.
- Update medical curricula to incorporate the latest technological advancements and prepare for future healthcare changes.
- Standardize labs and healthcare facilities, and establish a Medical Accreditation Council to ensure quality services.
- Invest in international-standard training institutes and simplify the process for foreign doctors' registration.
- BM&DC and other relevant authorities should simplify the registration process for foreign doctors, nurses, and technicians.
- Streamline licensing processes for foreign doctors, nurses, and technicians while maintaining accountability.
- Establish more quality hospitals in rural areas to improve access, and create customized services for diverse patient needs.
- Develop local medical device production to reduce dependency on imports and implement supportive policies to ensure effective assistance.
- Invest in modern medical technologies, including robotic surgery, to offer cutting-edge treatments locally.
- Streamline processes and increase efficiency in healthcare delivery to minimize waiting times.
- Simplification of licensing and renewal processes in the health sector with the integration of digital systems.
- Establishment of a dedicated health cadre, separate from the civil service, to ensure efficient management of health administration.
- A "health service commission" should be formed similar to the Bangladesh Judicial Service Commission, which assess the suitability of persons for entry-level appointments as assistant judges or judicial magistrates.
- A well-designed curriculum is crucial for successfully incorporating the latest technological advancements.
- Emphasized the importance of offering 'tax exemption' incentives to promote private sector hospital operations in remote areas.

Business Conference on "Private Sector Outlook: Expectations & Priorities"

The private sector has been facing a number of new challenges over the last few years, which have increased the cost of doing business and made continued operations more difficult. While some of the challenges emanate from macroeconomic factors like inflation, foreign reserve shortages, rising unemployment rates, and low investment levels. Many can be resolved through executive decisions for changes in procedure and rules, without requiring changes to existing laws or institutional structures.

Key public institutions are in need of automation and streamlining, while institutional improvements in their operations would be highly beneficial. The financial services sector needs improvements in discipline and deregulation. Energy security demands attention and responsiveness to private sector needs. Above all, the law and order situation must be improved, as it is essential for restoring confidence and fostering a conducive business environment.

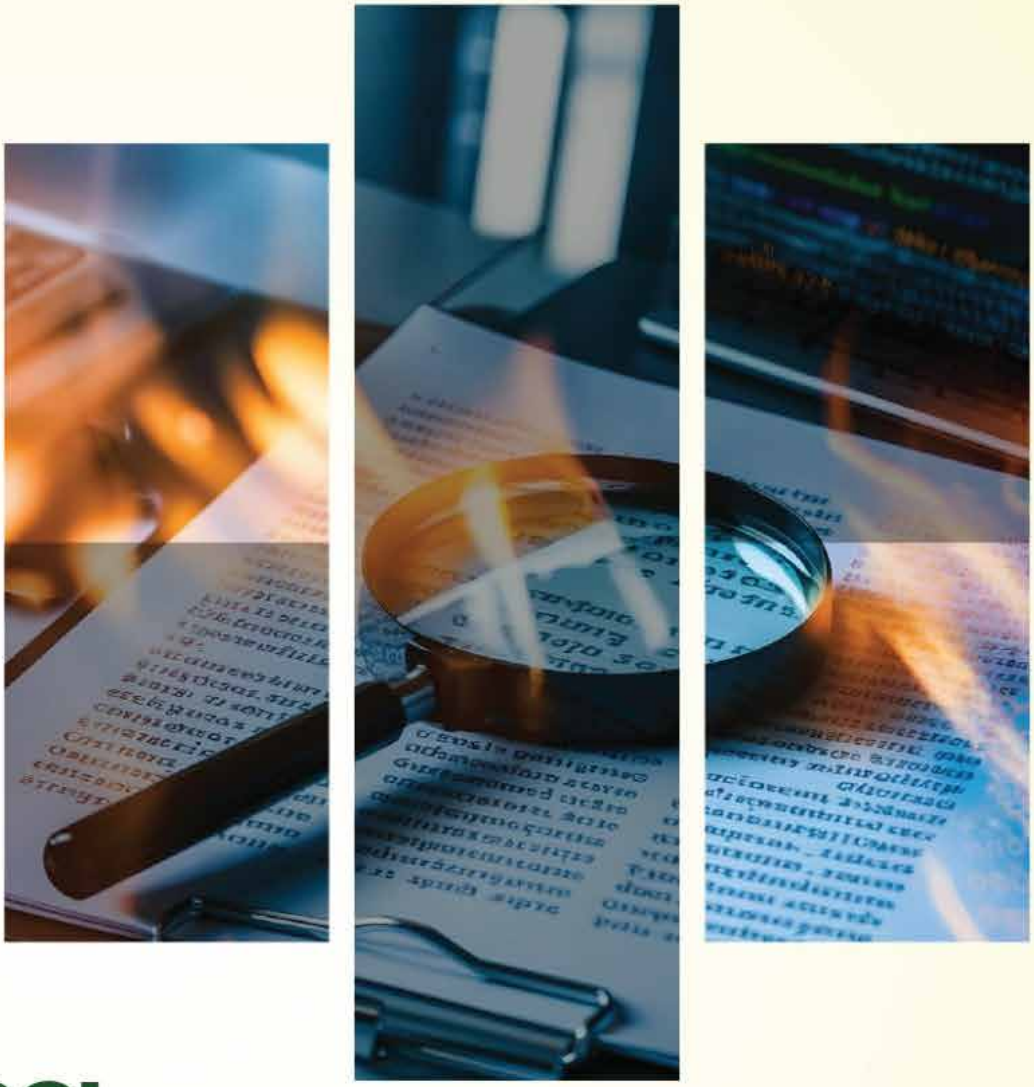
Taking the importance of restoring the economic stability and progress into account, DCCI organized an event titled "Private sector Outlook: Expectations and Priorities" on 30 November 2024. The event was graced by the Chief Guest, Dr. Salehuddin Ahmed, Honourable Adviser, Ministry of Finance, Government of Bangladesh., and the Special Guest, Sk. Bashir Uddin, Honourable Adviser, Ministry of Commerce, Government of Bangladesh. This event convened key stakeholders from government, industry, business and private sector to identify and map the priority issues and result-oriented way forward strategies and solutions to address the pressing challenges to improve the current economic state.

Recommendations:

- Austerity measures should focus on revenue expenditure rather than the Annual Development Program (ADP).
- Reduce all expenditure from the national budget except for those allocated to health and education.
- Expedite the Free Trade Agreements (FTAs) negotiations with potential countries for mutual benefits.
- Definite promise, timeline and roadmap is needed to fix the law & order situation. More actions need to be taken considering the gravity of the situation.
- To ensure uninterrupted supply of power and energy, we need to operate the existing power plants to reduce the pressure on gas. In addition, we need to utilize solar energy to produce power.
- Need to decrease interest rate to increase investment and production. Legal reform, specialised courts needed for quick justice in loan.
- For ensuring access to finance easily, Bank-client relationship is absolutely necessary. Each bank has to develop its own framework for fairness and transparency depending on its structure, strategy, products, financial models, and of course, regulatory requirements.
- Supervisors must regularly review provisioning policies to adapt to economic changes, global trends, borrower risk profiles, and best practices, ensuring effective risk management. Basel III standards also mandate that supervisors ensure banks have strong policies and processes for managing credit risk.
- For foreign investment, the three Cs—credibility, consistency, and capability—are essential'. Trusting a country is a key factor for foreign investors who need confidence that their investments will create value.
- The One Stop Services (OSS) in Bangladesh are limited to providing coordination support for procedure. Need to streamline the coordination with the relevant stakeholders like BIDA, BEZA and NBR.
- Bangladesh should take more time to decide on its graduation from the least developed country (LDC) category, scheduled for 2026.
- Stakeholder demands must be aligned and rational to facilitate effective resolution and sustainable progress.
- Need to strengthen regulatory frameworks and enforcement mechanisms to ensure compliance with existing waste management policies, especially the Solid Waste Management Rules 2021, for the textile sector.
- Implement comprehensive policy measures to mitigate the incineration of textile waste, such as promoting recycling and upcycling initiatives by factories.
- The parameters for LDC graduation were based on inaccurate government data. The target for LDC graduation by 2026 should be reconsidered.
- The banking sector is in crisis. Factories require financial support, yet approximately 6,000 crore taka in cash incentives remain unpaid. These funds should be disbursed to sustain factory operations.
- Customs incentives should be revoked for compliance issues, as they often result in indirect harassment to both customers and businesses.
- Businesses are facing unreasonable penalties imposed by customs authorities, which need to be addressed.

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি



DCCI RESEARCH SERVICE

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) is a leading business chamber in Bangladesh, representing a diverse membership ranging from SMEs to large enterprises. Research & Development (R&D) and Policy Advocacy Department of DCCI has a legacy spanning over four decades, delivering fact based and data-driven findings and serving as a critical engine for innovative and strategic insights within Bangladesh's business community. The insightful outcomes help our private sector to perform and progress ahead.

BANGLADESH®
IS BUILDING
BANGLADESH

ISSN : 3008-041X

Volume I • Number I • December 2024

DCCI Journal of Business and Economic Policy

DCCI Journal of

Business and Economic Policy (DJBEP)

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

65-66, Motijheel, Dhaka-1000

www.journal.dhakachamber.com

An Official Journal of

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)

RENTAL FOR CONFERENCE AND MEETING ROOM AVAILABLE IN GULSHAN



Rental Chart for the Office Board Room & Executive Lounge of DCCI Gulshan Centre:					
SL No.	Event Room	Room Dimension (L X W)	Rent (Per Day-8 Hours) in BDT	Rent (Half Day-4 Hours) in BDT	Remarks
Option : 1	Single Meeting Room (12 Persons)	19'-6" x 14'	15,000/-	10,000/-	20% Service Charge Included
Option : 2	Conference Room (20 Persons)	29' x 19'-6"	25,000/-	15,000/-	
Option : 3	Class Room (30 Persons)	29' x 19'-6"	25,000/-	15,000/-	
Option : 4	Workshop (30 Persons)	56' x 19'-6"	25,000/-	15,000/-	
Option : 5	Executive Lounge (8 Persons)	17'9" x 26'-8"	10,000/-	6,000/-	

1. Service:

- AC - Lighting.
- Bottle Water,Tissue Box etc.
- Toiletries.
- Supporting Staff: 2 Persons and
- Wi-Fi.

2. Premium Service: (Available upon request with extra payment)

- High Speed Internet – Tk. 2,000/- per MBPS
- Printing Service
- Lunch - Selected Vendor from DCCI (Rate to be fixed according to prescribed menu) and
- Refreshment - Selected Vendor from DCCI (Rate to be fixed according to prescribed menu).

DCCI Gulshan Centre

BTI Landmark (level-11), Plot- 16, Block- CWS(A), Gulshan Avenue, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh

☒ +88-02222264246, 01914733559 | ☒ habib.rahman@dhakachamber.com

OFFICE SPACE AVAILABLE at DHAKA CHAMBER BUILDING

BESIDE
METRO RAIL STATION
MOTIJHEEL



Available Space



Level 1- Size: ± 5650 sq ft

Level 8- Size: ± 6600 sq ft

Level 9- Size: ± 2650 sq ft

SPECIAL FEATURES

- ✓ Available Parking Space
- ✓ Fire Safety
- ✓ 24/7 Security Surveillance
- ✓ Three Lift
- ✓ Auditorium for Seminar/Meeting
- ✓ Beside Metrorail Station
- ✓ Close to Motijheel Shapla Chattar
- ✓ All Banks and Govt. Offices are Nearby
- ✓ Spacious and Well Ventilated

Contact Us

Dhaka Chamber Building
65-66 Motijheel C/A
Tel: +88-09-666888555
Mob: 01715784718, 01554517176
www.dhakachamber.com



Dhaka Chember of Commerce & Industry (DCCI) is one of the pioneer and active chamber of commerce in Bangladesh with over 5000 members started its journey in 1958. Since its inception, DCCI has been a strong voice for the private sector development. DCCI pioneered in promoting private sector in the country. During 1980s, DCCI spearheaded the banking and insurance sector privatization reform process. In the late 1990s, DCCI played an important role towards opening up the mobile telecommunication sector for increased private investments. And from 2000 onward, DCCI has been playing an important role in various business initiatives including policy reforms, simplification or taxation systems, cross border trade, trade facilitation, public-private platform for improved policy design, trade reforms for conducive investment climate and improvement of the overall business eco-system of Bangladesh.

Contact us on:
info@dhakachamber.com
www.dhakachamber.com